মহাকবি কৃত্তিবাসবিরচিত

রামায়ণ

আদিকাণ্ড

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা জগন্নাথ ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ,
ঢাকা মিউজিয়ম এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুথিশালাস্থিত বহু
হস্তলিখিত প্রাচীন পুথির সাহায্যে ঢাকা মিউজিয়মের অধ্যক্ষ

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী, এম-এ, পিএইচ্-ডি
সম্পাদিত।

Published by
P. C. Lahiri, M. A., Ph. D.
Secretary, Oriental Texts Publication Committee,
University of Dacca.
1936

আদিকাণ্ডের সূচীপত্র

ভূমিকা।

রামায়ণ। আদিকাণ্ড

ভূমিকা

১। কৃত্তিবাসের আবির্ভাব-কাল

বাঙ্গলা রামায়ণের আদিকবি কৃত্তিবাস কবে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা লইয়া এতদিন নানারূপ বাদানুবাদ চলিতেছিল। ১৩৪০ সনের বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় জ্যোতির্বেত্তা শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় গণিয়া বলিয়াছেন, ১৩২০ শকে ১৬ই মাঘ তারিখে (ইংরেজী ১৩৯৯ সন—পুরাতন পাঁজির ১২ই জানুয়ারী) রবিবার শ্রীপঞ্চমীতে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই গণনার একটু ইতিহাস আছে।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে রায় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর ডি-লিট্ মহাশয়ের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ বর্ত্তমানে একেবারে কাল-বারিত হইয়া পড়িলেও তৎকালে উহার প্রচারে বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণের মধ্যে একটা প্রবল সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। কারণ রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' নামক গ্রন্থে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস যতখানি আগাইয়াছিল, ডাঃ সেন মহাশয়ের গ্রন্থ সেই সীমা পার হইয়া বহু দূর চলিয়া আসিয়াছিল। সেন মহাশয়ের গ্রন্থেই বঙ্গ সাহিত্যের প্রকৃত প্রাচীন ইতিহাসের স্বাদ বাঙ্গালী পাঠকগণ প্রথম প্রাপ্ত হয়। এক বছরের মধ্যেই দীনেশ বাবুর গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হয়। দীনেশবাবু এই সময় অসুস্থ হইয়া পড়েন বলিয়া দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে বিলম্ব হয়।

এই বিলম্ব কিন্তু অবিমিশ্র ক্ষতির কারণই হয় নাই, নানা দিকে লাভজনকও হইয়াছিল। বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণ দীনেশবাবুর পুস্তক প্রচারের ফলে প্রাচীন পুথির আবশ্যকতা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিয়াছিলেন। অনেকে নিজ নিজ পরিবারস্থ প্রাচীন পুথি দিয়া অথবা প্রাচীন পুথি হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া পাঠাইয়া দীনেশবাবুকে সহায়তা করিতে আরম্ভ করিলেন। বাঁকুড়া ও হুগলি জেলার সীমানায় বদনগঞ্জ বলিয়া একখানা গ্রাম আছে। এই গ্রামে এক নিঃসন্তান বৃদ্ধ কথক ও গায়ক ছিলেন। ইঁহার নিকটে হাতের লেখা অনেক প্রাচীন পুথি ছিল। তিনি ঐ পুথিগুলি ঐ বদনগঞ্জনিবাসী হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয়কে দান করেন। ভক্তিনিধি মহাশয় সাহিত্য-রসিক ছিলেন, মধ্যে মধ্যে বৈষ্ণব সাহিত্য সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি লিখিতেন। বৃদ্ধ কথকের পুথির মধ্যে কৃত্তিবাসী রামায়ণের একখানা পুথি ছিল। এই পুথিখানি কি মাত্র আদিকাণ্ডের পুথি, অথবা সপ্তকাণ্ডাত্মক সমগ্র রামায়ণের পুথি, তাহা জানা যায় নাই। এই পুথিখানি নাকি ১৪২৩ শকাব্দার (১৫০১ খ্রীষ্টাব্দের) নকল ছিল। আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য পুথি সংগ্রহের কার্য্যে হাত দিয়া ১৩১১, ১৩৬৩, ১৩৮৮, ১৪২৪ ইত্যাদি শকাব্দের সংস্কৃত পুথি পাইয়াছি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের জন্য বাঁকুড়া হইতে সংগৃহীত শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের পুথিতে তারিখ নাই সত্য, কিন্তু অক্ষর বিচার করিয়া ঐ পুথি যে অন্ততঃ ১৪০০ শকের কাছাকাছি সময়ের নকল, ইহা অতি সহজেই দেখান যায়। হীরেন্দ্র-বাবু যে পুথিখানা অবলম্বন করিয়া পরিষদের জন্য কৃত্তিবাসী উত্তরকাণ্ড সম্পাদন করিয়া প্রকাশিত করিয়াছিলেন, সেই পুথিখানিও ১৫০২ শকের। কাজেই ১৪২৩ শকাব্দের একখানা রামায়ণের পুথি পাওয়া যাইবে, তাহা কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নহে। ভক্তিনিধি মহাশয় এই পুথিখানিতেই অধুনা সুপরিচিত কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ পাইয়া

দীনেশবাবুকে উহা নকল করিয়া পাঠাইয়া দেন। এই আত্ম-বিবরণ দীনেশবাবুর বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের দ্বিতীয় সংস্করণে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হইয়া সাধারণ্যে পরিচিত হয়। উহা বর্ত্তমান পুস্তকের পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

এই আত্ম-বিবরণেই আছে—

আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘ মাস।
তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস॥

ইহা অবলম্বন করিয়া রায় মহাশয় গণনা আরম্ভ করেন। ১৩২০ সনের পরিষৎ পত্রিকায় তিনি যে গণনার ফল প্রকাশিত করেন তাহাতে দেখা যায়, ১২৫৯ শকে ৩০শে মাঘ রবিবার শ্রীপঞ্চমী তিথি হইয়াছিল এবং ১৩৫৪ শকে ২৯ দিনে মাঘ মাস পূর্ণ হইয়াছিল এবং ঐ দিনও রবিবার শ্রীপঞ্চমী ছিল। নানা প্রমাণে তথনকার মত ১৩৫৪ শকই(১৪৩২ খ্রীষ্টাব্দ) কৃত্তিবাসের জন্ম-শক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল।

কিন্তু এই নির্দ্ধারণে সমস্ত সন্দেহ মিটিল না। প্রধান আপত্তি, আত্মবিবরণ পড়িয়া পরিষ্কার বুঝা যায়, বিদ্যা সমাপনান্তে কৃত্তিবাস যে গৌড়েশ্বরের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয়ই হিন্দু রাজ-সভা। উহাতে একটিও মুসলমান কর্ম্মচারীর বা মুসলমানী আচার ব্যবহারের উল্লেখ নাই। বাঙ্গলার একমাত্র হিন্দু গৌড়েশ্বর রাজা গণেশ ১৩৩৯ ও ১৩৪০ শকে সমগ্র বাঙ্গলায় প্রবল ছিলেন। কাজেই রাজা গণেশের সভায় ২০ হইতে ৩০ বছর বয়সে কৃত্তিবাস উপস্থিত হইয়া থাকিলে তাঁহার জন্ম-শক ১৩০৯-১০ হইতে ১৩১৯।২০ শক হওয়া আবশ্যক।

আর এক আপত্তি 'পূর্ণ' শব্দটিতে। প্রাচীন পুথি যাঁহারা ঘাঁটিয়া থাকেন তাঁহারা জানেন, কোন কোন মাসকে 'পুণ্য' বিশেষণে বিশেষিত করা প্রাচীন সাহিত্যের প্রথা ছিল এবং 'পুণ্য' প্রাচীন পুথিতে সর্ব্বদা 'পুন্ন' রূপে লিখিত হয়। কাজেই গণনায় সম্বল মাত্র আদিত্যবার এবং শ্রীপঞ্চমী।

আমার এই সকল আপত্তি রায় মহাশয়কে জানাইলে তিনি আবার গণিতে বসিলেন। এইবার তিনি গণিয়া বাহির করিয়াছেন, ১৩২০ শকে ১৬ই মাঘ রবিবার দিন শ্রীপঞ্চমী ও সরস্বতী পূজা হইয়াছিল। এই শকেই কৃত্তিবাসের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তিনি শেষ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কাজেই, যখন কৃত্তিবাস ১৯।২০ বছরের নবযুবক, তখন তিনি বড় গঙ্গা অর্থাৎ মূল গঙ্গার (ভাগীরথীর নহে) তীরস্থ রাঢ় দেশীয় গুরুগৃহে বিদ্যা সমাপন করিয়া রাজপণ্ডিত হইবার আশায় গৌড়েশ্বরকে ভেটিতে চলিয়াছিলেন। রাজা গণেশ ১৩৩৯-৪০ শকে (১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দে) এই প্রতিভাশালী ফুলিয়ার মুখটিকে বাঙ্গলা ভাষায় রামায়ণ রচনা করিতে আদেশ করিয়াছিলেন।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১৩৪০ সনের তৃতীয় সংখ্যায় শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় কৃত্তিবাসের জন্ম-শক লইয়া আলোচনা করিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের সিদ্ধান্তে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মত, কৃত্তিবাস তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, রাজা গণেশের সভায় নহে।

কংসনারায়ণের সময় সঠিক্ নির্ণয় করিবার উপকরণ আমার জানা নাই, তাহিরপুর রাজ-পরিবারের প্রাচীন সনদগুলি অনুসন্ধান করিলে হয় ত মিলিতে পারে। যাহা ছাপা হইয়াছে, তাহা অবলম্বন করিয়াই যথাসম্ভব চেষ্টা করা যাউক। শ্রীযুক্ত বসন্তবাবু বলেন,—"পরলোকগত ঐতিহাসিক কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে রাজা গণেশের অল্পকাল পরে রাজা কংসনারায়ণ প্রাদুর্ভূত হন; এবং হোসেন শাহের অব্যবহিত পূর্ব্বে গৌড়ের মসনদে সমাসীন দুর্ব্বল হাবসী নৃপতিগণের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহের অবসরে উত্তর-বঙ্গের অনেকখানি অধিকার করিয়া স্বরাজ্য ভুক্ত করেন। কৃত্তিবাস ইঁহাকেই গৌড়েশ্বর বলিয়াছেন। গৌড়ের ইতিহাসলেখকের অভিপ্রায়ও তাহাই।" বলা বাহুল্য, প্রমাণাভাবে কালীপ্রসন্ন বাবুর মতেরও কোন সার্থকতা নাই, গৌড়ের ইতিহাসকারের মতেরও কোন সার্থকতা নাই। ঐতিহাসিক-আলোচনা-প্রণালী-গ্রাহ্য প্রমাণপ্রয়োগ ভিন্ন ঐতিহাসিক সত্য নির্ণয় অসম্ভব।

তিনখানা মুদ্রিত পুস্তক হইতে তাহিরপুরের বংশাবলী উদ্ধৃত করিলাম।

৺যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তি-সঙ্কলিত কুলশাস্ত্র-দীপিকা, ২৫৩ পৃষ্ঠা	শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণবিবরণ, ২২৩ পৃষ্ঠা	৺লালমোহন বিদ্যানিধি-সঙ্কলিত সম্বন্ধ-নির্ণয়, ৬৪৯ পৃষ্ঠা
১। কামদেব ভট্ট	১। কামদেব ভট্ট	১। কামদেব ভট্ট
২। বিজয় লস্কর	২। বিজয় লস্কর	২। পুত্র (নামোল্লেখ নাই)
৩। হরিনারায়ণ	৩। উদয়নারায়ণ	৩। উদয় (নারায়ণ)
৪। কংসনারায়ণ	৪। হরিনারায়ণ	৪। হরিনারায়ণ
৫। ইন্দ্রজিৎনারায়ণ	৫। কংসনারায়ণ	৫। কংসনারায়ণ
৬। সূর্য্যনারায়ণ	৬। ইন্দ্রজিৎ (নারায়ণ)	
৭। লক্ষ্মীনারায়ণ	৭। সূর্য্যনারায়ণ	
	৮। লক্ষ্মীনারায়ণ	

কুলশাস্ত্র-দীপিকায় বিজয় লস্করের পুত্র উদয়নারায়ণের নাম বাদ পড়িয়াছে, অপর দুইখানি গ্রন্থে উহাঁর নাম থাকায় উহাঁকে কংসনারায়ণের পিতামহ বলিয়া গ্রহণ করা যায়। যাহা হউক, এই নামে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন নাই। কংসনারায়ণ হইতে লক্ষ্মীনারায়ণ পর্য্যন্ত নামগুলি প্রথম দুই গ্রন্থে এক ভাবেই আছে। এই পারম্পর্য্য বারেন্দ্রকুলশাস্ত্র-সম্মত।

তাহিরপুর-রাজবংশের আদি ইতিহাস তাহাঁদের ঘরে রক্ষিত সনদাদি দৃষ্টে এ পর্য্যন্ত কেহ উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া জানি না। রাজসাহী গেজেটিয়ারে দেখা যায়, কর্ণওয়ালিশের শাসনকালে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উপক্রমে তাহিরপুরের ম্যানেজারকর্ত্তৃক রাজবংশের এক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বোর্ড অব রেভেনিউতে প্রেরিত হইয়াছিল। এই বিবরণ মতে কংসনারায়ণের পুত্র (নাম উল্লেখ নাই) দিল্লীতে যাইয়া, বাদশাহের আদেশমত বাঙ্গলা দেশে ফিরিয়া, পিতাকে বন্দী করিয়া দিল্লী লইয়া যান এবং জমীদারীর ৫২ পরগণা পুরস্কারস্বরূপ লাভ করেন। কংসনারায়ণের পৌত্র ইন্দ্রজিৎ, টোডরমল্লের রাজস্ব বন্দোবস্তে (১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে) সাহায্য করাতে, তাহিরপুরের ৫২ পরগণার বন্দোবস্ত তিনিই লাভ করেন। ইন্দ্রজিতের পুত্র সূর্য্যনারায়ণ শাহ সুজার সুবাদারীর কালে তাহাঁর কোপে জমীদারী হইতে বঞ্চিত হন, এবং বন্দী অবস্থায় দিল্লীতে প্রাণ ত্যাগ করেন। তাহাঁর পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ নবাবের কৃপায় অবশেষে শুধু তাহিরপুর পরগণাটি ফেরত পান।

কুলগ্রন্থ হইতে আমরা জানিতে পাই যে, ইন্দ্রজিৎ কংসনারায়ণের পৌত্র নহেন—পুত্র। কাজেই পিতা পুত্রে বিরোধ একটা হইয়া থাকিলে কংস ও ইন্দ্রজিতের মধ্যেই হইয়া থাকিবে। সুজার বাঙ্গলায় সুবাদারীর তারিখ ১৬৩৯ হইতে ১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দ। মধ্যে দুই বৎসর তিনি বাঙ্গলায় ছিলেন না। সুজার রাজস্ব বন্দোবস্তের তারিখ ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দ (Fifth Report—Madras Edition, 1883, পৃঃ ২৪৬) অর্থাৎ সুজার পতনের পরে আওরঙ্গজীবের রাজত্বে উহার প্রচলন হয়। ইহা হইতে বুঝা যায়, দ্বিতীয় বার বাঙ্গালার সুবাদার হইয়া আসিয়া ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্ত্তী কোন বছরে সুজা বাঙ্গলার জমীদারগণের সহিত বন্দোবস্তে হাত দেন এবং তাহিরপুররাজ সূর্য্যনারায়ণের সহিত সম্ভবতঃ তখনই তাহাঁর বিরোধ

উপস্থিত হয়। সুর্য্যনারায়ণের পতন যদি প্রায় ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে হয় এবং তাঁহার পিতা ইন্দ্রজিৎ যদি ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে জমীদারী লাভ করিয়া থাকেন, তবে ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে কংসনারায়ণের অভ্যুদয় ঠেলিয়া লইয়া যাওয়া অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। ১৫৫২ খ্রীষ্টাব্দে শের শাহের পুত্র ইসলাম শাহ মারা যান এবং শূরবংশের বাঙ্গালার সুবাদার মুহম্মদ খাঁ শূর বাঙ্গালা দেশে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। চৈতন্যদেব হোসেন শাহের রাজত্বকালে (১৪৯৩ হইতে ১৫১৮ খ্রীষ্টাব্দ) প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। কাজেই প্রেমবিলাসের অন্যান্য অনেক উক্তির মত—

> শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের যবে হৈলা আবির্ভাব।
> সে সময়ে রাজা কংসনারায়ণের প্রভাব॥—
>
> চতুর্ব্বিংশ বিলাস।

এই উক্তিটিও কোন মতেই সমর্থন করা যায় না।

কংসনারায়ণের অভ্যুদয়কাল ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দ=১৪৭২ শকাব্দ। ৺হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয় যে পুথি হইতে কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণটি উদ্ধার করিয়াছেন, তাহারই তারিখ ছিল ১৪২৩ শকাব্দ। কৃত্তিবাস যে কংসনারায়ণের নিঃসন্দেহ পূর্ব্ববর্ত্তী, এই বিষয়ে আর কোন সংশয় থাকা উচিত নহে। কৃত্তিবাসের বংশধারা ও মেল বন্ধনের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে এই বিষয়টি আরও স্পষ্ট হইবে।

নিম্নে কৃত্তিবাসের বংশলতা প্রদত্ত হইল। (ধ্রুবানন্দের মহাবংশ, বিশ্বকোষ আফিসের সংস্করণ, ৬৫ পৃঃ এবং বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণ কাণ্ড, ১ম খণ্ড, ২৩৭ এবং ২৬৭ পৃষ্ঠা)।
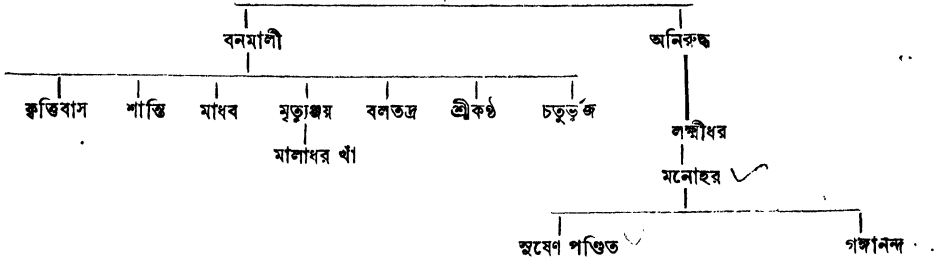
এই বংশাবলি পর্য্যালোচনা করিয়া, পরে নিম্নলিখিত তথ্যগুলির বিচার করিতে হইবে।

১। ধ্রুবানন্দ মিশ্র ১৪০৭ শকে 'মহাবংশ' রচনা করেন এবং ১৪০২ শকে দেবীবর ঘটক মেলবন্ধন করেন।

২। কৃত্তিবাসের ভ্রাতুষ্পুত্র মালাধর খাঁ "মালাধর খাঁনী" মেলের প্রকৃতি এবং খুড়তুত ভাইএর নাতি গঙ্গানন্দ "ফুলিয়া" মেলের প্রকৃতি। এই দুই জন ১৪০২ শকে প্রাপ্তবয়স এবং সমাজের নেতা। ইহার ১০।১২ বছর আগে কৃত্তিবাসের মৃত্যু হইয়াছে ধরিলে, কৃত্তিবাসের মৃত্যু ১৩৯০ শকে হইয়াছে এবং অন্ততঃ ৭০ বৎসর কৃত্তিবাসের জীবনকাল ধরিলে, কৃত্তিবাসের জন্ম ১৩২০ শকে হইয়াছে স্থির করিতে হয়। জ্যোতিষিক গণনায়ও ঠিক এই ১৩২০ শকই পাওয়া গিয়াছে।

৩। আর একটি প্রমাণও এই স্থানে উল্লেখ করিতেছি। চৈতন্য মহাপ্রভু ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে নীলাচলে গমন করেন। ১৫১৬ হইতে মৃত্যুকাল ১৫৩৩ পর্য্যন্ত তিনি

নীলাচলেই অবস্থান করেন।[১] পুরীতে স্থায়িরূপে বসিয়া তিনি ফুলিয়া হইতে যবন হরিদাসকে ডাকাইয়া পাঠান। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় হরিদাসের ফুলিয়া ত্যাগ-বিষয়ক পাঁচটি ছত্র তদীয় "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস," ব্রাহ্মণ কাণ্ড, প্রথম খণ্ডের ২০৩ পৃষ্ঠার পাদটীকায় উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা,—

ফুলিয়ার স্ত্রী পুরুষ সব কান্দিয়া বিকল॥
হরিদাস প্রিয় বড় সুষেণ পণ্ডিত।
মুরারি হৃদয়ানন্দ সংসারে বিদিত॥
দুর্গাবরানুজ মনোহর মহা সে কুলীন।
তাহার নন্দন সুষেণ পণ্ডিত প্রবীণ॥

বড়ই দুঃখের বিষয় যে, পরিষদের ছাপা জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের ১৪০ পৃষ্ঠায় এই প্রসঙ্গে উপরে উদ্ধৃত পাঁচ ছত্রের প্রথম ছত্রটি মাত্র আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং পরিষদের পুথিশালায় জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের যতগুলি পুথি আছে, তাহা আমি শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং পরিষদের পুথিরক্ষক শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় দ্বারা খোঁজ করাইয়াছি। উহাদের একখানাতেও এই চারি ছত্র পাওয়া যায় নাই। বসু মহাশয়ের নিকট লিখিয়া উত্তর পাইয়াছি যে, তিনি সম্ভবতঃ তাঁহার ঘরের কোন পুথি দেখিয়া এই চারি ছত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। মূল পুথি না পাওয়া পর্য্যন্ত এই চারি ছত্র সন্দেহাত্মক হইয়া রহিলেও, সময় বিচারে এই চারি ছত্র অমূলক বলিয়া মনে হয় না। হরিদাসের ফুলিয়া ত্যাগের আনুমানিক কাল ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে (১৪৩৮ শকে) গঙ্গানন্দের ভ্রাতা সুষেণ পণ্ডিতকে জীবিত পাইলে, উহা মেলবন্ধনের তারিখের (১৪০২ শক) সহিত সামঞ্জস্য-যুক্তই হয়। উহাদের পিতামহ-পর্য্যায়ের কৃত্তিবাসের জন্মশক ইহা হইতেও অনুমান করা যায়।

এই সমস্যা বিচারে কংসনারায়ণের কথা যে আসিতেই পারে না, তাহা উপরে দেখাইয়াছি। কাজেই হিন্দু কর্ম্মচারিপূর্ণ রাজসভার অধীশ্বর রাজা গণেশের সভাতেই যে কৃত্তিবাস উপস্থিত হইয়া, রামায়ণ রচনার আদেশ পাইয়াছিলেন, এইরূপ সিদ্ধান্তে সন্দেহ করা নিরর্থক,—বিশেষতঃ জ্যোতিষিক গণনায় যখন ১৩২০ শকের ১৬ই মাঘ শ্রীপঞ্চমী দিন রবিবার পাওয়া গিয়াছে।

২। কৃত্তিবাসের বংশপরিচয়।

মেল বন্ধনের ইতিবৃত্ত আলোচনায় কৃত্তিবাসের বংশাবলি প্রদত্ত হইয়াছে। আত্মবিবরণে কৃত্তিবাসের নিম্নরূপ বংশপরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্গে, অর্থাৎ পূর্ব্ববঙ্গে দনুজ নামে এক মহারাজা ছিলেন; মুখটি বংশের পূর্ব্বপুরুষ নরসিংহ ওঝা মহারাজা দনুজের পাত্র ছিলেন। বঙ্গদেশে 'প্রমাদ' হওয়াতে অর্থাৎ পূর্ব্ব বঙ্গে মুসলমান আক্রমণ এবং দনুজ মহারাজের রাজ্য নষ্ট হওয়াতে নরসিংহ পূর্ব্ববঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাতীরে চলিয়া আসিলেন এবং শান্তিপুরের অদূরবর্ত্তী ফুলিয়া গ্রামে বসতি স্থাপন করিলেন। এই গ্রামের দক্ষিণ এবং পশ্চিম ধার বেড়িয়া গঙ্গা প্রবাহিতা ছিল। নরসিংহের পুত্র গর্ভেশ্বর। গর্ভেশ্বরের পুত্র মুরারি, সূর্য্য ও গোবিন্দ। মুরারির সাত পুত্র—বনমালী তাহাদের অন্যতম। এই বনমালীর পুত্র কৃত্তিবাস—

মাতার পতিব্রতা যশ জগতে বাখানি।
ছয় সহোদর হৈল এক যে ভগিনী॥
সংসারে সানন্দ সতত কৃত্তিবাস।
ভাই মৃত্যুঞ্জয় করে বড় উপবাস॥
সহোদর শান্তি মাধব সর্ব্বলোকে ঘুষি।
শ্রীধর ভাই তার নিত্য উপবাসী॥
বলভদ্র চতুর্ভুজ নামেতে ভাস্কর।
আর এক বহিন হৈল সতাই উদর॥
মালিনী নামেতে মাতা বাপ বনমালী।
ছয় ভাই উপজিলাম সংসারে গুণশালী।

১। ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন—Chaitanya and His Companions, পৃঃ ৬ ও ১০।

কাজেই দেখা যাইতেছে, কৃত্তিবাসের ছয় সহোদর ছিল—কৃত্তিবাসকে ধরিয়া সাত; যথা—মৃত্যুঞ্জয়, শান্তি, মাধব, শ্রীধর, বলভদ্র, চতুর্ভুজ। অধিকন্তু সৎমাএর গর্ভজাতা এক ভগিনীও ছিল,—তাহার নাম আত্ম-বিবরণীতে নাই। ধ্রুবানন্দ মিশ্রের মহাবংশে নামগুলি নিম্নরূপে পাওয়া যায়; যথা—

কৃত্তিবাসা কবির্ধীমান্ সাম্যাৎ শান্তি জনপ্রিয়ঃ।
মাধবঃ সাধুরেবাসীৎ মৃত্যুঞ্জয়ো জয়াশয়ঃ।
বলো শ্রীকণ্ঠকঃ শ্রীমান্ চতুর্ভুজ ইমে সুতাঃ॥

(শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব কর্ত্তৃক মুদ্রিত মহাবংশ, ৬৫ পৃঃ,—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহের 452A; 449A, এবং 2398A নং মহাবংশের হস্তলিখিত পুথি দ্বারা মুদ্রিত পাঠ সংশোধিত) উক্ত শ্লোকার্দ্ধ ও শ্লোকটি বাঙ্গালায় নিম্নরূপে অনূদিতব্য—

"(বনমালীর) এই সকল পুত্র ছিল, যথা কবি ও ধীমান্ কৃত্তিবাস; শান্ত স্বভাবের জন্য জনপ্রিয় শান্তি; সাধু প্রকৃতির মাধব; (তর্কে) প্রতিপক্ষকে জয়েচ্ছু মৃত্যুঞ্জয়; এবং শ্রীমান্ বল (ভদ্র), শ্রীকণ্ঠ ও চতুর্ভুজ।

আত্মবিবরণ ও মহাবংশ মিলাইলে দেখা যাইবে যে আত্মবিবরণে যাহাকে শ্রীধর বলা হইয়াছে—মহাবংশে তাহাকেই শ্রীকণ্ঠ বলা হইয়াছে। আত্মবিবরণে শান্তিমাধব একজন লোকের নাম এবং ভাস্কর একটি অতিরিক্ত নাম। মহাবংশে শান্তি এবং মাধব বিভিন্ন ব্যক্তি এবং ভাস্করের নাম নাই।

মহাবংশের সহিত আত্মবিবরণের কৃত্তিবাস সহোদর-গণের তালিকার এই মোটামুটি ঐক্য দেখিয়া আত্মবিবরণটি যে অকৃত্রিম, এই ধারণাই হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে আত্মবিবরণ যুক্ত এই সুপ্রাচীন রামায়ণের পুথিখানি ভক্তিনিধি মহাশয় কোন দিন কাহাকেও দেখান নাই। তাই, এই আত্মবিরণ এবং তাহার পুথিখানি সম্বন্ধে অনেকে সন্দিহান। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন মহাশয় এক পত্রে (তারিখ-৩১শে শ্রাবণ, ১৩৩৯) আমাকে লিখিয়াছেন :—

"হারাধন দত্ত মহাশয়ের নিকট কৃত্তিবাসী একখানি অতি জীর্ণ পুথি আছে শুনিয়া আমরা পরিষদ হইতে ঐ পুথি সংগ্রহের বহুবিধ চেষ্টা করিয়াছিলাম, হারাধন বাবুর সহিত মৌখিক কথাও হইয়াছিল। তিনি দিবেন দিবেন বলিতেন, কিন্তু কখনও (বহু অনুরোধ সত্ত্বেও) ঐ পুথি আমাদিগকে দেখান নাই। তাঁহার আচরণে অবশেষে আমার এই ধারণা হইয়াছিল যে পুথির সংবাদ অলীক।"

বহুবিদ্যাবিৎ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ও একবার এই পুথিখানির খোঁজ করিয়াছিলেন,—ফলাফল তাঁহার ভাষাতেই বলি—

"বদনগঞ্জে (হারাধন দত্ত) ভক্তিবিনোদের (সংশোধ্য) বাড়ীতে পুথিখানি দেখিতে এক বন্ধুকে অনুরোধ করি। তিনি নিজে বদনগঞ্জ যাইতে পারেন নাই। অপর এক ব্যক্তি দ্বারা অনুসন্ধান করাইয়া জানাইয়াছেন.........৺হারাধন দত্ত ঐ সকল পুস্তকের গ্রন্থস্বত্ব শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দাসীকে বিক্রয় করেন। * * কিন্তু একগ্রন্থ করিয়া নকল তাঁহার বাটীতে আছে।" সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা— ১৩১৮, ২৩ পৃঃ।

ফিরিয়া আর একবার যখন ভক্তিনিধি মহাশয়ের বাড়ীতে ঐ নকলের জন্য অনুসন্ধান করা হয় তখন এক টুকরা কাগজও তাঁহার বাড়ীতে পাওয়া যায় নাই।

এই পুথিখানির জন্য আমি নিজে বহু অনুসন্ধান করিয়াছি। ভক্তিনিধি মহাশয় যে নগেন্দ্রবালা দাসীকে নিজের পুথিগুলি বিক্রয় করিয়াছিলেন, তিনি মুস্তফি পরিবারের বধূ ছিলেন এবং নগেন্দ্রবালা সরস্বতী নামে বঙ্গসাহিত্যে কিঞ্চিৎ কবি-খ্যাতিও লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার স্বামীর নাম ছিল নগেন্দ্রনাথ মুস্তফি। যতদূর জানিতে পারিয়াছি, ইনি সাবরেজিষ্ট্রারের কার্য্য করিতেন। ইনি যখন ডায়মণ্ড হারবারে ছিলেন তখন ১৩১৩ সনের বৈশাখ মাসে নগেন্দ্রবালা আত্মহত্যা করিয়া পরলোকগত

েন। তাঁহার সংগৃহীত পুথিগুলির কি হইল, তাঁহার আত্মীয়স্বজনগণের মধ্যে কেহই আমাকে সেই খোঁজ দিতে পারেন নাই।

এই অমূল্য পুথিখানি স-নকল এইরূপ শোচনীয় রূপে অদৃশ্য হওয়ায় আত্মবিবরণটি পরখ করিয়া লইবার আর কোন উপায় নাই। সৌভাগ্যক্রমে মহাবংশের সমর্থন ছাড়াও অন্য প্রমাণও মিলিয়াছে, যাহার বলে আত্ম-বিবরণটি অকৃত্রিম বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যায়। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহের কয়েকখানি রামায়ণের পুথিতে আত্মবিবরণের অনুরূপ রচনা পাওয়া গিয়াছে। যথা:—

১। পরিষদের ১২নং; রামায়ণের আদিকাণ্ডের অসম্পূর্ণ পুথি। কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় কর্ত্তৃক দীঘাপাতিয়ার নিকটবর্ত্তী কোন গ্রাম হইতে সংগৃহীত এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে উপহৃত। আরম্ভে বিবিধ বন্দনার পরেই কৃত্তিবাস বন্দনা আছে:—

পিতা বনমালি মাতা মেনকার উদরে।
জর্ম্ম লভিলা কির্ত্তিবাস ছয় সহোদরে॥
বলভদ্র চতুর্ভুজ অনন্ত ভাস্কর।
নিত্যানন্দ কির্ত্তিবাস ছয় সহোদর॥
পঞ্চ ভাই পণ্ডিত কির্ত্তিবাস গুণসালি।
অনেক শাস্ত্র পড়্যা রচে শ্রীরাম পাঁচালি॥
সুনিতে অমৃত ধার লোকেত প্রকাশ।
ফুলিয়াতে বৈসেন পণ্ডিত কির্ত্তিবাস॥

২। পরিষদের ১২৪ নং; উত্তরকাণ্ডের খণ্ডিত পুথি, প্রাপ্তিস্থান অজ্ঞাত:—

কির্ত্তিবাস পণ্ডিত বন্দো মুরারি ওঝার নাতি।
জার কণ্ঠে কেলি করেন দেবি সরস্বতী॥
মুখুটি বংশে জন্ম ওঝার জগত বিদিত।
ফুলিয়া সমাঝে কির্ত্তিবাষ যে পণ্ডিত॥
পিতা বনমালি মাতা মাণিকি উদরে।
জনম লভিলা ওঝা ছয় সহোদরে॥
ছোট গঙ্গা বড় গঙ্গা বড় বলিন্দা পার।
জথা তথা কর্য়া বেড়ায় বিদ্যার উদ্ধার॥
বাল্মিকি হইতে হৈল রামায়ণ প্রকাশ।
লোক বুঝাইতে করিল পণ্ডিত কির্ত্তিবাষ॥

৩। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১১নং; অযোধ্যা কাণ্ডের খণ্ডিত পুথি:—

"রাড় দেশ ফুলিয়া জার নাম।
মুখটি বংশেতে জর্ম্ম অতি অনুপাম॥
বাপ বনমালি মা মানকির উদরে।
ছয় ভুজা জম্মিলেন ছয় সহোদরে॥
ছোটর বন্দো বড়র বন্দো বড় গঙ্গার পার।
জথা তথা করিয়া বেড়ান বির্দ্যার উদ্ধার॥
রাড়া মধে বন্দিনু আচার্য্য চূড়ামণি।
জার ঠাই কির্ত্তিবাস পড়িলা আপুনি॥

৪। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে K 488নং পুথি। কৃত্তিবাসী লঙ্কাকাণ্ড। ময়মনসিংহ জেলায় সংগৃহীত। মুক্তাগাছার জমিদার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস আচার্য্য চৌধুরী কর্ত্তৃক অন্যান্য প্রায় পাঁচশত পুথির সহিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপহৃত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালার অধ্যক্ষ শ্রীমান সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ এই পুথিতে নিম্নোদ্ধৃত কৃত্তিবাস বিবরণী আবিষ্কার করিয়াছেন।

চতুর্দ্দিগ ভাগ জানি ফুলিয়া নগরী।
উত্তর দক্ষিণ চাপি বহে সুরেশ্বরী॥
মুকুটী বংশে জন্ম সংসারে বিদীত।
তথাএ উপজিল কির্ত্তিবাস পণ্ডীত॥
বাপ বনমালী মাও মালীকা উদরে।
জন্ম লভিল পণ্ডীত ছয় সহোদরে॥
মাও মালিকা জার বাপ বনমালী।
সহোদর ছয়জন সর্ব্বগুণে জানি॥
সরস কবিতা বাক্য লোকেত প্রকাশ।
ফুলিঞা নগরে বাশ হেন কীর্ত্তিবাশ॥

কির্ত্তিবাশ পণ্ডিতের কণ্ঠে স্বরস্বতী।
ধ্যান করি বশী দেখে শভার আরতি ॥

পরিষদের প্রথম পুথিখানি কৃত্তিবাসের ছয় সহোদরের নাম পর্য্যন্ত করিয়াছে—যদিও নামগুলিতে নানা বিকৃতি ও ভুল প্রবেশ করিয়াছে। এই পুথিগুলির একখানিও সওয়াশত দেড়শত বছরের বেশী পুরাতন নহে;—তথাপি এইগুলিতে পর্য্যন্ত কৃত্তিবাসের পিতামাতার নাম, সহোদরগণের নাম ও সংখ্যা মনে রাখিবার প্রয়াস দেখিয়া মনে হয়, বদনগঞ্জের পুথি এবং উহার মধ্যে পাওয়া কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ অলীক নহে। আবার হয় ত একখানি সুপ্রাচীন পুথি হইতে এই আত্মবিবরণটি সম্পূর্ণ পাওয়া যাইবে।

৩। কৃত্তিবাসী রামায়ণের সংস্করণ

১৩৪০ শকাব্দ অথবা ১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দে কৃত্তিবাস রামায়ণ রচনা করেন। বাঙ্গলা ভাষায় রচিত অন্য কোন পুথিই যে এই রামায়ণ অপেক্ষা জনপ্রিয় হইতে পারে নাই, ইহা নিঃসঙ্কোচেই বলা যায়। দেখিতে দেখিতে এই মনোহর রামকথার প্রতিলিপি অনুলিপি সারা দেশময় ছড়াইয়া পড়িল—আসামের সীমা হইতে উড়িষ্যার সীমা পর্য্যন্ত, চাটগাঁ হইতে রাজমহল পর্য্যন্ত কৃত্তিবাসের রামায়ণ পঠিত হইতে লাগিল। পাঁচালী-গায়কগণ দেশময় কৃত্তিবাসের রামায়ণ গাইয়া বেড়াইতে লাগিল। পুথি সংগ্রহে হাত দিয়া দেখা যায়, কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুথি সর্ব্বত্রই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কিন্তু কৃত্তিবাসের পরে আরও কয়েকজন শক্তিশালী রামায়ণ রচয়িতা বাঙ্গলাদেশে আবির্ভূত হ'ন, তাঁহাদের রামায়ণও বাঙ্গলাদেশে চলিতে থাকে। গায়েনগণ গাহিবার সময় কৃত্তিবাসের ভণিতায়ই গাহিতেন বটে, কিন্তু অন্য রচয়িতার রামায়ণের রসাল অংশ হইতেও অংশবিশেষ গাহিয়া সভা জমাইতে চেষ্টা করিতেন। ফলে, যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই কৃত্তিবাসী পুথিগুলিতে মিশ্রণ প্রবেশ করিতে লাগিল।

এই প্রক্ষেপের প্রধান উপকরণ জোগাইয়াছিলেন পাবনা জেলার অমৃতকুণ্ডা নিবাসী নিত্যানন্দ। ইঁহার উপাধি ছিল অদ্ভুতাচার্য্য। ইঁহার রচিত রামায়ণ অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ বলিয়া খ্যাত। বর্ত্তমান সিরাজগঞ্জ-ঈশ্বরদি রেল লাইন এই অমৃতকুণ্ডা গ্রামের উপর দিয়া গিয়াছে এবং উহার উপরস্থ চাটমোহর ষ্টেশনটি অমৃতকুণ্ডা গ্রামেরই অন্তর্গত। প্রকৃত চাটমোহর এই স্থানের প্রায় তিন মাইল উত্তরে। অদ্ভুতের রামায়ণ হইতে বহু মনোরম উপাখ্যান যে কৃত্তিবাসে আসিয়া ঢুকিয়াছে, তাহা প্রমাণ করা কঠিন নহে। অদ্ভুতাচার্য্যের পরিচয়, সময় ও কবিত্ব লইয়া পরে আলোচনা করিতেছি।

১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের মিশনারিগণ রামায়ণ মুদ্রিত করিলেন। বাঙ্গালীরা এই মুদ্রিত রামায়ণ লুফিয়া লইল। ঘরে ঘরে উহা পঠিত হইতে লাগিল—অল্পকালের মধ্যেই উহা ফিরিয়া ফিরিয়া মুদ্রিত হইতে লাগিল। সেই ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের মুদ্রিত রামায়ণ এবং বর্ত্তমানে কৃত্তিবাসী রামায়ণ বলিয়া পরিচিত গ্রন্থের শোভন সংস্করণগুলির যে কোন সংস্করণ মিলাইয়া দেখুন,—আজ সওয়া শত বৎসর ধরিয়া আমরা বাঙ্গলাদেশে মূলতঃ সেই শ্রীরামপুরী সংস্করণের রামায়ণই পাঠ করিয়া আসিতেছি, এখানে সেখানে দুই চারিটা শব্দমাত্র বদলাইয়া লইয়াছি।

মিশনারিগণ যখন রামায়ণ ছাপিয়াছিলেন, তখন বিভিন্ন পুথি মিলাইয়া খাঁটি কৃত্তিবাস উদ্ধারের চেষ্টা তাঁহারা নিশ্চয়ই করেন নাই। তাঁহারা কৃত্তিবাসী রামায়ণের যে পুথি সম্মুখে পাইয়াছিলেন, ভাষা ও বর্ণবিন্যাস কিঞ্চিৎ মাজিয়া ঘষিয়া অবিকল তাহাই ছাপিয়া দিয়াছিলেন। ১৩০০ সনে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠায় হাতের লেখা পুথির দিকে লোকের নজর পড়িল। প্রথম বৎসরের পরিষদ পত্রিকায় "কৃত্তিবাস" প্রবন্ধে (১৩০১ সন, ৬৫ পৃঃ) শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় শ্রীরামপুরী মুদ্রিত পুস্তক

এবং হাতের লেখা কৃত্তিবাসী পুথি আলোচনা করিয়া দেখাইলেন যে উভয়ের মধ্যে গুরুতর প্রভেদ বর্ত্তমান। ১৩০২ সনে কৃত্তিবাসী রামায়ণ উদ্ধারের জন্য পরিষৎ "কৃত্তিবাস রামায়ণ সমিতি" গঠিত করিলেন—হীরেন্দ্রবাবু উঁহার সম্পাদক হইলেন। ১৩০৭ সনে ইঁহাদের চেষ্টায় এবং হীরেন্দ্রবাবুর সম্পাদনে কয়েকখানি পুথি মিলাইয়া কৃত্তিবাসী অযোধ্যাকাণ্ড প্রকাশিত হইল। ভূমিকায় হীরেন্দ্রবাবু মন্তব্য করিতে বাধ্য হইলেন :—

"পুথি ও মুদ্রিত পুস্তকের পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিয়া আমার এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, অধুনা প্রচলিত বটতলার রামায়ণের আদর্শস্থানীয় শ্রীরামপুরী রামায়ণ বিশ্বাসযোগ্য পুথি হইতে সংগৃহীত নহে। অতএব প্রচলিত সংস্করণের গোড়ায়ই গলদ রহিয়াছে। অনেক প্রাচীন পুথি ও পুস্তকের মেলন করিয়া শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত নহে।"—"এখন বটতলায় যাহা কৃত্তিবাসী রামায়ণ বলিয়া বিক্রয় হয়, মূল কৃত্তিবাসী হইতে তাহাকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র গ্রন্থ বলিলে অত্যুক্তি হয় না।"

...কৃত্তিবাসী খাঁটী রামায়ণে বহুল পরিমাণে আধুনিকতার আবরণ, সংস্কৃতের প্রলেপ, প্রক্ষিপ্তের উৎপাত, পাঠান্তরের সমাবেশ, অপ-পাঠের বাহুল্য, এবং অঙ্গবৈকল্য ও অবয়বহানির সংস্পর্শ ঘটিয়াছে। পরে এই বিষয়ে আরও আলোচনার ফলে আমার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে যে প্রচলিত রামায়ণে এমন কোন এক পংক্তি বিরল, যাহাতে কিছু না কিছু রূপান্তর ঘটে নাই।"

ইহার পরে হীরেন্দ্রবাবুর সম্পাদনে ১৩১০ সনে উত্তরকাণ্ড প্রকাশিত হয়। তাহার পরে দীর্ঘ ৩০ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুথিশালায় সহস্রাধিক কৃত্তিবাসী পুথি সংগৃহীত হইয়াছে—কিন্তু এই বিষম পরিশ্রমসাধ্য কার্য্যে আর কেহ আত্মনিয়োগ করিতে অগ্রসর হ'ন নাই। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের আজন্মের আকাঙ্ক্ষা খাঁটি কৃত্তিবাসের উদ্ধারসাধন আকাঙ্ক্ষাই রহিয়া গিয়াছে।

হীরেন্দ্রবাবু বাজার-চলতি কৃত্তিবাসী রামায়ণ সম্বন্ধে যে এত কড়া কড়া মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিলেন, তাহার সত্যই কি কোন কারণ আছে? এখানে শুধু আদিকাণ্ড হইতে সামান্য কয়েকটা উদাহরণ দেখাইব।

কৃত্তিবাস মহা পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন—রাজা যখন তাঁহাকে বাঙ্গালা ভাষায় রামায়ণ রচনা করিতে আদেশ দিলেন তখন মূলতঃ তিনি বাল্মীকিকে অনুসরণ করিয়াছিলেন, ইহা ধরিয়া লওয়াই যুক্তিসঙ্গত। বাল্মীকির রামায়ণের আদিকাণ্ডের বিষয়-বিন্যাস নিম্নরূপ।—

১ম সর্গ। বাল্মীকি মহামুনি নারদকে প্রশ্ন করিলেন—সংসারে সর্ব্বগুণশালী আদর্শ পুরুষ কে আছে? উত্তরে নারদ রামের নাম বলিলেন এবং সংক্ষেপে তাঁহার ইতিহাস শুনাইলেন।

২য় সর্গ। বাল্মীকির তমসা তীরে গমন। ব্যাধ কর্ত্তৃক ক্রৌঞ্চ বধ। ক্রৌঞ্চশোকে বাল্মীকির মুখে শ্লোকের উৎপত্তি। ব্রহ্মার আগমন এবং ঐ শ্লোকচ্ছন্দে রামচরিত্র বর্ণনার আদেশ।

৩য় সর্গ। বাল্মীকির যোগাসনে বসিয়া ধ্যানযোগে রামের সমস্ত ইতিহাস প্রত্যক্ষীকরণ এবং বর্ণনা। রামায়ণের অনুক্রমণি।

৪র্থ সর্গ। কুশীলবকে রামায়ণ শিক্ষা দান। তপোবনে কুশীলবের রামায়ণ গান ও তাহাতে মুনিগণের সন্তোষ। অযোধ্যানগরে যাইয়া কুশীলবের রামায়ণ গান। রামের আজ্ঞায় রামের সভায় রামায়ণ গান—তাহাই পরবর্ত্তী রাবণবধ বা রামায়ণ কাব্য।

৫ম সর্গ। কোশল রাজ্য ও রাজধানী অযোধ্যার বর্ণনা।

৬ষ্ঠ সর্গ। অযোধ্যার রাজা দশরথের বর্ণনা।

৭ম সর্গ। দশরথের অমাত্যবর্গের বর্ণনা, ইত্যাদি।

এই স্থানে বলিয়া রাখা দরকার, অনুরূপ আরম্ভযুক্ত কৃত্তিবাসী রামায়ণের কয়েকখানি সুপ্রাচীন আদিকাণ্ডই

পাওয়া গিয়াছে। এখন তুলনার সুবিধার জন্য বাজার-চলতি কৃত্তিবাসী রামায়ণের বিষয়-বিন্যাসও জানা দরকার। উহা নিম্নরূপ।

১। নারায়ণের চারি অংশে প্রকাশ।

২। রামনামে রত্নাকরের পাপক্ষয়।

৩। ব্রহ্মাকর্তৃক রত্নাকরের বাল্মীকি নামকরণ ও রামায়ণ রচনে বরদান।

৪। নারদ কর্তৃক বাল্মীকিকে রামায়ণ রচনার আভাস প্রদান।

৫। চন্দ্রবংশের উপাখ্যান।

৬। মান্ধাতার উপাখ্যান।

৭। সূর্য্যবংশ ধ্বংস এবং হরিতের জন্ম ও রাজ্যাভিষেক।

৮। রাজা হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান।

অতঃপর ৯ হইতে ১৮ প্রসঙ্গে সগরবংশের কথা ও গঙ্গাবতরণ কাহিনী।

কৌতুহলী পাঠক যদি একটু পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক এই বিষয়-তালিকার সহিত বাল্মীকির রামায়ণের বিষয়-তালিকা মিলাইয়া দেখেন, তবে দেখিতে পাইবেন যে চন্দ্রবংশ সূর্য্যবংশের কাহিনী আছে আদিকাণ্ডের শেষের দিকে,—রামের বিবাহ সভায় যেখানে বরপক্ষ কন্যাপক্ষ পরস্পরকে নিজ নিজ কুলের কাহিনী বলিয়াছেন। আর, বিশ্বামিত্রের নিজের আশ্রমে যজ্ঞরক্ষা ও রাক্ষস-বধান্তে রামলক্ষ্মণকে লইয়া যখন বিশ্বামিত্র মিথিলায় চলিয়াছেন, তখন শোণনদ পার হইয়া গঙ্গাতীরে আসিয়া তিনি রামলক্ষ্মণকে গঙ্গাবতরণ কাহিনী শুনাইয়াছেন। বাল্মীকি রামায়ণে রামের বিবাহসভায় মাতৃউদ্ধার প্রীত জনক-পুরোহিত অহল্যাপুত্র শতানন্দ সমবেত জনমণ্ডলীকে বিশ্বামিত্র-বশিষ্ঠের বিবাদমূলক কয়েকটি কাহিনী শুনাইয়াছেন—এই মনোহর কাহিনীগুলি বাজার-চলতি রামায়ণে, তথা উহার মূল শ্রীরামপুরী রামায়ণে একেবারেই বাদ পড়িয়াছে। কৃত্তিবাসী আদিকাণ্ডের সুপ্রাচীন ও বিশ্বাসযোগ্য পুথিগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায়, ঐগুলির বিষয়-বিন্যাস বাল্মীকির অনুরূপ; গঙ্গাবতরণ, সূর্য্যবংশ, চন্দ্রবংশ—বিশ্বামিত্র-বশিষ্ঠের বিবাদ ইত্যাদি কাহিনী উহাতে যথাস্থানেই প্রদত্ত হইয়াছে। তখন এই সিদ্ধান্তই কি করিতে হয় না—যে "বটতলার রামায়ণের আদর্শস্থানীয় শ্রীরামপুরী রামায়ণ বিশ্বাসযোগ্য পুথি হইতে সংগৃহীত নহে। অতএব প্রচলিত সংস্করণের গোড়ায়ই গলদ রহিয়াছে?"

বাজার-চলতি রামায়ণের যখন এইরূপ শোচনীয় অবস্থা, তখন খাঁটি কৃত্তিবাস উদ্ধারের চেষ্টা করা যে একান্ত আবশ্যক, তাহা আর বিশেষ করিয়া না বলিলেও চলে। বিভিন্ন সংগ্রহে কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুথিগুলির এক বিশেষত্ব লক্ষ্যের যোগ্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহে ৪১৯খানা কৃত্তিবাসী পুথি আছে—কিন্তু প্রায় সমস্তগুলিই বিভিন্ন কাণ্ডের পুথি। কচিৎ দুই তিন কাণ্ড একত্রও আছে,—কিন্তু সমগ্র সপ্তকাণ্ডের পুথি একখানাও নাই। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সংগ্রহও (মোট কৃত্তিবাসী পুথির সংখ্যা ১৬২) তদ্রূপ,—মাত্র কিছুদিন হয় ত্রিপুরা হইতে ১২১৮ সালের একখানা সপ্তকাণ্ডে সম্পূর্ণ পুথি উহাতে উপহার আসিয়াছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহেও সপ্তকাণ্ডে সম্পূর্ণ একখানিও কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুথি নাই। এই অবস্থায় একদিন দৈবাৎ একখানি সপ্তকাণ্ডে সম্পূর্ণ ১৫৭৫ শকাব্দ=১০৫৫ সনের নকল কৃত্তিবাসী রামায়ণ আমার হস্তগত হইল। পরে বিশেষ পরীক্ষায় বুঝিয়াছি,—এই সুপ্রাচীন পুথিখানিও দোষমুক্ত নহে—কিন্তু এই পুথিখানি পাইয়াই খাঁটি কৃত্তিবাস উদ্ধার করিতে পারিব বলিয়া আমার মনে ভরসা জাগে। প্রথমে সর্ব্বসাধারণের জন্য জনপ্রিয় সংস্করণ করিব বলিয়াই কাজে হাত দিয়াছিলাম—কিন্তু ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বন্ধুবর্গের পরামর্শে ও অনুরোধে এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ভারার্পণ সূত্রে মূল কৃত্তিবাসের যথাসম্ভব উদ্ধারে,

দুই বৎসরের বেশী দিন ধরিয়া পরিশ্রম করিয়া মাত্র আদিকাণ্ডের সম্পাদন শেষ করিতে পারিয়াছি। আদিকাণ্ড মুদ্রণের জন্য অনুরোধ করিলে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ জানাইলেন, তাঁহাদের আর্থিক অবস্থা শোচনীয়, আদিকাণ্ড শীঘ্র মুদ্রণ করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের নাই; কতদিনে যে মুদ্রণকার্য্যে হাত দিতে পারিবেন, তাহাও তাঁহারা বলিতে পারিলেন না। দুই বৎসরের প্রাণপাত পরিশ্রম এইরূপে ব্যর্থ হইবার জোগাড় হইল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন বাঙ্গলা ও সংস্কৃত পুথি মুদ্রিত করিবার জন্য একটা তহবিল ও কমিটি আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত সুশীল কুমার দে মহাশয়ের উপদেশমত আমার পাণ্ডুলিপি প্রকাশযোগ্য কিনা তাহার বিচারের জন্য ঐ কমিটির হস্তে সমর্পণ করিলাম। বিচারফলে সন্তুষ্ট হইয়া উক্ত কমিটি এই আদিকাণ্ড মুদ্রণের ভার গ্রহণ করিয়া আমার পরম উপকার সাধন করিয়াছেন। সুন্দর কাণ্ডের সম্পাদনও সম্পূর্ণ হইয়াছে, উত্তর কাণ্ডের সম্পাদন অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু কতদিনে এই দুইকাণ্ড এবং বাকী চারিকাণ্ড সাধারণ্যে প্রকাশিত করিতে পারিব, তাহার কিছুমাত্র নিশ্চয়তা নাই।

মূল কৃত্তিবাসের অনুসন্ধানে কি পরিমাণ ঘুরিতে হইয়াছে, তাহার কিছু পরিচয় ভূমিকার ২য় প্রসঙ্গে দিয়াছি। আবার এই প্রসঙ্গের অবতারণা করিতে হইতেছে।*

৪। মূল কৃত্তিবাসের অনুসন্ধানে।

কৃত্তিবাসকৃত রামায়ণের ভাষা-সংস্করণ বাঙ্গালীর জাতীয় সম্পত্তি। কোন্ শুভদিনে কোন্ সুলগ্নে গৌড়েশ্বর এই অমর কবিকে ভাষায় রামায়ণ রচনা করিতে আদেশ দিয়াছিলেন এবং তিনি সেই আজ্ঞাপালনে অগ্রসর হইয়াছিলেন, জানি না; কিন্তু তাহা যে বাঙ্গালা দেশের পক্ষে নিরতিশয় অমৃতময় লগ্ন ছিল তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। উত্তর ভারতেও অমনি শুভদিন আসিয়াছিল, কিন্তু আরও প্রায় দুইশত বৎসর পরে। বাঙ্গালায় কৃত্তিবাসের আবির্ভাবের প্রায় দুইশত বৎসর পরে তুলসীদাস জন্ম গ্রহণ করিয়া উত্তরভারতময় মধুমাখা রামকথা বিলাইয়া হিন্দীভাষী জনগণের জাতীয় জীবনকে পবিত্রতর উন্নততর খাতে প্রবাহিত করাইয়াছিলেন। বাঙ্গালী কোন্ পুণ্যবলে ইহার দুইশত বৎসর আগেই এই সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়াছিল, তাহা কে বলিবে?

বাঙ্গলা ভাষার এবং ঐ ভাষায় সাহিত্যের জন্ম কৃত্তিবাসের আবির্ভাবেরও অনেক পূর্ব্বে। কাজেই কৃত্তিবাসের পূর্ব্বে যে কেহ বাঙ্গলায় রামায়ণ অনুবাদে হাত দেন নাই, এমন কথা জোর করিয়া বলা চলে না। যদি কেহ দিয়া থাকেন, তবে তাঁহার সৃষ্ট সেই সাহিত্য আমাদের সময় পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছাইবার কোন নিদর্শন অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। কৃত্তিবাস-সূর্য্যের জ্যোতিতে ঐ সকল প্রভাতী তারা অল্পকাল মধ্যেই ম্লান এবং অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল বলিয়া ধরাই যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু কৃত্তিবাসের আবির্ভাবের পরেও বাঙ্গালা দেশে অনেক কবি ভাষা-রামায়ণ রচনায় হাত দিয়াছিলেন; কেহ দুই এক কাণ্ড মাত্র লিখিয়াছেন, কেহ বা কোন কাণ্ডের ঘটনাবিশেষ লইয়া স্বীয় কল্পনাবলে তাহাকে বৃহৎ কাব্যে পরিণত করিয়াছিলেন। কয়েকজন লেখক কিন্তু গোটা রামায়ণখানিরই ভাষা-সংস্করণ প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের রচিত সম্পূর্ণ রামায়ণই পাওয়া গিয়াছে। ইঁহারা অনেকে রচনাশক্তিতে এবং কবিত্বে কৃত্তিবাসের প্রায় সমকক্ষ ছিলেন। রামায়ণ-রচকগণের মধ্যে কৃত্তিবাসই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, রাজমহল হইতে আরম্ভ করিয়া চাটগাঁ পর্য্যন্ত এবং উড়িষ্যার সীমানা হইতে আরম্ভ করিয়া কামরূপের সীমানা পর্য্যন্ত কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুথির অবাধ প্রচার দেখিয়াই তাহা

* ১ হইতে ৩নং প্রসঙ্গগুলি প্রবন্ধাকারে ১৩৪০, চৈত্রের ভারতবর্ষে এবং ১৩৪১ এর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় ১০—১১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

বুঝা যায়। কিন্তু কৃত্তিবাসের কয়েকজন প্রতিদ্বন্দ্বীর ক্ষমতা এবং প্রতিপত্তিরও পরিচয় লওয়া আবশ্যক। শ্রীরামপুরের মিশনরীগণের যত্নে মুদ্রিত হইয়া মুদ্রিতরূপে সর্ব্বসাধারণ্যে সর্ব্বপ্রথম প্রচারিত হইয়া কৃত্তিবাস ও কাশীদাস প্রত্যেকেই যতটা খ্যাতি আত্মসাৎ করিয়াছেন, ততটা খ্যাতি কৃত্তিবাসের প্রকৃত পাওনা নহে,—কাশীদাসের তো নহেই।

অন্যান্য রামায়ণ-রচকগণের পরিচয় খুঁজিতে স্বতঃই আমরা এই বিষয়ে এক মাত্র গ্রন্থ "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" এর শরণাপন্ন হই। দুর্ভাগ্যক্রমে এই গ্রন্থখানি যতটা সাহায্য করে, বিপথে চালনা করে তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী।

রসজ্ঞ ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় যখন "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য"-রচনায় হাত দেন, তখন বাঙ্গলা পুথি খোঁজার প্রবৃত্তি বাঙ্গলা দেশে জাগে নাই। এই প্রবৃত্তির উদ্বোধক যে দীনেশ বাবু এবং তাঁহার বিশ্রুত গ্রন্থ, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই জন্য দীনেশ বাবু চিরকালের জন্য আমাদের কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্জন করিয়াছেন। কিন্তু ভিক্টোরিয়ার রাজত্বে ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে এবং ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে যে ব্যবধান, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস-প্রণয়নব্যাপারে "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থের প্রথম প্রচার-কাল এবং বর্ত্তমান বৎসরের মধ্যেও ততখানিই ব্যবধান। দীনেশ বাবু নিজের সংগৃহীত কয়েকখানি পুথি এবং পরে বাঁকুড়া অঞ্চল হইতে সংগৃহীত প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের পুথিগুলির উপর নির্ভর করিয়া "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাই এই পুস্তক পড়িয়া গ্রন্থকারগণের গ্রন্থপ্রচারের ভৌগোলিক সীমানা বা তাঁহাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব সম্বন্ধে কোন ধারণাই হয় না। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের বর্ত্তমানে ষষ্ঠ সংস্করণ চলিতেছে। প্রথম সংস্করণের পরবর্ত্তী সংস্করণগুলিতে অবশ্য দীনেশ বাবু নানারূপ জোড়াতাড়া দিয়া নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি মত হালনাগাদ খবর দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু গ্রন্থের কাঠামো তাহাতে বদলায় নাই বরং ফকীরের কন্থার মত সমস্ত পুস্তকখানি তাহাতে ভয়াবহ হইয়া উঠিয়াছে মাত্র। এই ক্ষেত্রে বিগত ত্রিংশতাধিক বর্ষের অধিকাংশ গবেষকদিগের অধিকাংশ গবেষণা অম্লানবদনে অগ্রাহ্য করিয়া,—সেইগুলি তিনি পড়িয়াছেন কিনা,—আলোচনা করিয়াছেন কিনা,—কেন উহা গ্রন্থের যোগ্য মনে করিলেন না—ইত্যাদির কোন পরিচয় গ্রন্থের মধ্যে না দিয়া দীনেশ বাবু তাঁহার এই কালবারিত মালে বোঝাই জীর্ণ গাধা-বোট এক সংস্করণের ষ্টেশন হইতে অন্য সংস্করণের ষ্টেশনে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছেন! এই অদ্ভুত ব্যাপার কেবল আমাদের দেশের মৃত নির্জ্জীব দেশেই সম্ভবপর!

দৃষ্টান্ত দিতে গেলে সমগ্র বঙ্গভাষা ও সাহিত্য খানিরই সংশোধনী লিখিতে হয়। একটি শুধু দেখুন। পঞ্চম সংস্করণের গ্রন্থে রামায়ণ-রচকগণের মধ্যে অদ্ভুতাচার্য্যের নাম তিনি করিয়াছেন। ৪৩০-৩১ পৃষ্ঠা। কিন্তু মাত্র দুইটি প্যারাগ্রাফে শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বসু মহাশয়ের মতামত কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াই তিনি অদ্ভুতাচার্য্য সম্বন্ধে আলোচনা শেষ করিয়াছেন। রসিকচন্দ্র বসু মহাশয়ের যে আলোচনার পুনরালোচনা সেন মহাশয় করিয়াছেন, তাহা কোথায় বাহির হইয়াছিল, তাহার কোন নিদর্শনী দেওয়া সেন মহাশয় আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই। এই পুস্তকের সর্ব্বত্রই এই প্রকার, নিদর্শনী দেওয়াকে তিনি শত্রুবৎ এড়াইয়া গিয়াছেন। পুথির উল্লেখ স্থানে স্থানে করিয়াছেন—কিন্তু তথায়ও পদ্ধতি একই প্রকারের। যথা, ১২০ পৃষ্ঠায় একখানি রামায়ণের পুথি হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন,—নিদর্শনীরূপে আছে—"বে, গ, পুথি, ৪ পত্র।" বে, গ, পুথি অর্থাৎ বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের পুথি। বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের পুথি কোথায় রক্ষিত আছে, উহার নম্বর কত—ইত্যাদি কৌতূহলী পাঠককে স্বয়ং খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। বর্ত্তমান লেখক হতভাগ্য সেই চেষ্টা করিয়াছিল। করিয়া জানিল, বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের

পুথিগুলি বর্ত্তমানে এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত আছে। এশিয়াটিক সোসাইটির সেক্রেটারী লিখিয়া জানাইলেন,—বেঙ্গল গভর্ণমেন্টের সংগ্রহে এই পুথি কেন,—একখানা "অঙ্গুরীয় সংবাদ" ভিন্ন কৃত্তিবাসী রামায়ণের কোন পুথিই নাই। নিরুপায় হইয়া দীনেশ বাবুর কাছে পত্র লিখিলাম। উত্তরে তিনি লিখিলেন, তিনি পুথি এশিয়াটিক সোসাইটিতে ফিরাইয়া দিয়াছেন,—মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সমস্ত বাঙ্গালা পুথির নম্বর বদলাইয়া নূতন করিয়া কেটেলগ করিবার জন্য স্তূপীকৃত করিয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন; ঐ স্তূপ হইতে, আমি যে পুথিখানি চাই তাহা কি করিয়া খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, তাহার উপায় বলিয়া দিতে দীনেশবাবু অক্ষম! আবার এশিয়াটিক সোসাইটির সেক্রেটারীর নিকট পত্র দিলাম—দীনেশ বাবুর চিঠি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। তিনি সক্রোধে জানাইলেন—এশিয়াটিক সোসাইটির সমস্ত পুথি সুশৃঙ্খলরূপে তালিকাবদ্ধ, কোথাও কোন পুথি স্তূপীকৃত হইয়া পড়িয়া নাই। ব্যস্—এই পুথির অনুসন্ধান এইখানেই খতম হইয়া গেল। গভর্ণমেন্টের পয়সায় খরিদ করা পুথি, যে পুথি তিনি গভর্ণমেন্টের অনুগ্রহে নিজের পুস্তক রচনায় ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার এইরূপ বেমালুম অদৃশ্য হওয়া অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে?

দীনেশবাবু লিখিয়াছেন,—"এই রামায়ণখানি (অর্থাৎ অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণখানি) এক সময়ে বিশেষরূপে আদৃত হইয়াছিল।" কষ্ট স্বীকার করিয়া সামান্য রকম একটু খোঁজখবর করিলেই তিনি জানিতে পারিতেন যে গঙ্গার উত্তর পারে গোটা বরেন্দ্রী দেশটায় মালদহ হইতে রঙ্গপুর পর্য্যন্ত, এমন কি ময়মনসিংহ জেলায়ও অদ্ভুতাচার্য্যের পুস্তকই বেশী চলিত—কৃত্তিবাসের নহে। এই দুই মহাবীর যেন বাঙ্গলাদেশটাকে ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন—গঙ্গার স্রোত ছিল তাহার সীমানা। রঙ্গপুর পরিষদের ক্ষুদ্র সংগ্রহেও অদ্ভুতের ২০ খানা পুথি আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরাট সংগ্রহে ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলা হইতেই অদ্ভুতের ৩২ খানা পুথি সংগৃহীত হইয়াছে। বস্তুতঃ উত্তরবঙ্গে অদ্ভুতাচার্য্যের খ্যাতি-প্রতিপত্তি কৃত্তিবাস অপেক্ষা বড় কম ছিল না। তবে প্রচার হিসাবে সর্ব্ববঙ্গে কৃত্তিবাসের প্রচার যে অদ্ভুতাচার্য্য অপেক্ষা বেশী হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ন সুপ্রাচীন। রঙ্গপুর পরিষদে অদ্ভুতের প্রাচীনতম পুথির তারিখ ১১৫১ সন, অর্থাৎ প্রায় ২০০ শত বৎসর। উত্তরবঙ্গে বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির অনুসন্ধান গা-লাগাইয়া কেহ এপর্য্যন্ত করেন নাই। করিলে হয়ত অদ্ভুতের আরও অনেক পুথি পাওয়া যাইত। পরিষদের সংগ্রহে কৃত্তিবাসের প্রাচীনতম তারিখযুক্ত পুথি উহার ২নং পুথি। পুথিখানি আদিকাণ্ডের,—তারিখ ১১০৬ সন। এই পুথিখানি বাঙ্গালার পশ্চিমতম প্রান্তে রাজমহল সহরে বসিয়া নকল করা। এই পুথি অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ন দ্বারা এমন প্রভাবিত যে আদিকাণ্ডের পাঠোদ্ধারে ইহা বিশেষ কোন কাজে লাগাইতে পারি নাই। (পাঠকগণ শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে মিশনরীগণ কর্ত্তৃক ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে প্রচারিত হইয়া এতকাল ধরিয়া কৃত্তিবাসী রামায়ন বলিয়া যাহা বাজারে চলিতেছে, তাহার বহুস্থান অদ্ভুতাচার্য্যের রচনা। সিন্ধাবাদের গল্পের বৃদ্ধের মত অদ্ভুতাচার্য্য কৃত্তিবাসের পুথিগুলির ঘাড়ে এমন ভাবে আসিয়া চাপিয়া বসিয়াছেন যে কৃত্তিবাসের খাঁটি রচনার উদ্ধার-সাধন অমানুষিক পরিশ্রমসাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আদিকাণ্ডের পুথি-বিচারে দেখা যাইবে, গোটা একখানি অদ্ভুতাচার্য্যের আদিকাণ্ডের পুথি শুধু ভণিতা মাত্র বদলাইয়া কৃত্তিবাসের নামে চালাইয়া দেওয়া হইয়াছে। গায়েনগণ অদ্ভুতাচার্য্য হইতে বাছা বাছা অংশ লইয়া কৃত্তিবাসের ভণিতা দিয়া কৃত্তিবাসের খাঁটি রচনার সহিত অসঙ্কোচে চালাইয়া দিয়াছেন।)

গুণরাজ খাঁ উপাধিধারী কবির "ইতিহাস পুস্তক" বা "ধর্ম্ম ইতিহাস" নামক একখানি পুথির অস্তিত্ব আমি

বহুদিন হইতেই জানি। ত্রিপুরা জেলায় প্রত্নানুসন্ধানে বাহির হইয়া ১৩১৮ সনের পৌষ মাসে কুমিল্লার মাইল দশেক পশ্চিমস্থ ফকন্দা নামক গ্রামে এক সূত্রধরের বাড়ীতে এই পুথি একখানি দেখিয়া আসিয়াছিলাম। (প্রতিভা, ১৩২০, ১২৫-১২৬ পৃষ্ঠা। মল্লিখিত "প্রত্নানুসন্ধানের সুখ দুঃখ" নামক প্রবন্ধ)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহে ইহার পাঁচখানি পুথি আছে। মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সঙ্কলিত এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণের ৯৭ ও ৫৮০ নম্বর পুথি এই পুস্তকেরই পুথি। মুন্সী সাহেব লিখিয়াছেন যে ইহার রচনা নিতান্ত নীরস। স্থানে স্থানে কিন্তু ইহাতে বেশ সরস রচনার পরিচয় পাইয়াছি। আমি যে কয়খানি পুথি অবলম্বন করিয়া কৃত্তিবাসী আদিকাণ্ড সম্পাদন করিয়াছি—তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য পুথিতে রামচন্দ্রের হরধনু-ভঙ্গ বৃত্তান্তে এমন একটি স্থান পাইলাম যাহার রচনা অতি সুন্দর, কিন্তু অন্য কৃত্তিবাসী আদিকাণ্ডগুলির সহিত মিলে না। ভাবিলাম খাঁটি কৃত্তিবাসী রচনা পাইয়াছি, অন্য পুথিগুলি এই চমৎকার রচনাটুকু হারাইয়া ফেলিয়াছিল, আমার পুথি হইতে এত দিনে উহার উদ্ধারসাধন হইল! স্থানীয় বন্ধুবান্ধবগণকে এই স্থানটুকু প্রায়ই পড়িয়া শুনাইতাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথি-রক্ষক শ্রীমান সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ একদিন ঐ গুণরাজ খাঁর ইতিহাস পুস্তকের কয়েকখানি পুথি পাঠাইয়া দেখাইয়া দিলেন, মৎপ্রশংসিত খাঁটি কৃত্তিবাসী রচনা বলিয়া বিবেচিত স্থানটি গুণরাজ খাঁর পুথিগুলিতে আছে। এইবার গুণরাজ খাঁর "ইতিহাস পুস্তক" এই অদ্ভুত নামযুক্ত পুথিগুলির দিকে মনোযোগ দিতে হইল। দেখিলাম, ইহা কৃত্তিবাস অদ্ভুতাচার্য্যের প্রতিদ্বন্দ্বী রচনা—রামায়ণের আদিকাণ্ডের বিস্তৃত পুথি। ইহার পরিচয় দিতে হইলে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিতে হয়। সংক্ষেপে এই স্থানে এইটুকু বলিলেই চলিবে যে ইহার পটভূমি মহাভারতের বন পর্ব্ব। যুধিষ্ঠির পাশায় সর্ব্বস্ব হারাইয়া বনে গিয়াছেন। তাঁহার জিজ্ঞাসায় কৃষ্ণ তাঁহাকে রামচরিত শুনাইতেছেন। আদিকাণ্ড বেশ বিস্তৃত রচনা, ৭০।৮০ পাতায় সমাপ্ত। পরে আর ১০।১৫ পাতায় রামায়ণের বাকী অংশ বিবৃত হইয়াছে।

(আমার অবলম্বিত সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাসযোগ্য পুথি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন, সমগ্র রামায়ণের পুথি,—আগাগোড়া এক হস্তে লিখিত—এবং পুরুষানুক্রমে সম্ভ্রান্ত পরিবারে রক্ষিত। তাহার মধ্যে পর্য্যন্ত যখন গুণরাজ খাঁ আসিয়া প্রবেশ করিয়াছেন,—১১০৬ সনে রাজমহলে বসিয়া লিখিত কৃত্তিবাসী পুথিতে যখন অদ্ভুতাচার্য্য যাইয়া ভর করিয়াছেন, তখন খাঁটি কৃত্তিবাসকে উদ্ধার করা যে কত কঠিন কাজ চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। সেই সঙ্গে অদ্ভুতাচার্য্য এবং গুণরাজ খাঁর দল কত প্রাচীন কাল হইতে কৃত্তিবাসকে আক্রমণ করিতেছেন, তাহারও আভাস পাইবেন।)

(কালান্তরে ভাষান্তর অনিবার্য্য। রামায়ণের পাঁচালী সারা দেশময় গাওয়া হইত, এখনও রামায়ণ গাহিবার জন্য দেশে বহু পাঁচালীর দল আছে। পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে কৃত্তিবাস যে ভাষায় লিখিয়াছিলেন, আজিও সেই ভাষায়ই পাঁচালী গীত হইবে, এমন আশা করা যায় না। স্বাভাবিক নিয়মেই যুগে যুগে কৃত্তিবাসের রচনায় ভাষান্তর, সঙ্গে সঙ্গে শব্দান্তর প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু মুস্কিল হইয়াছে গুণগ্রাহী পাঁচালী গায়ককে লইয়া। তিনি যুগে যুগে পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের কৃত্তিবাস-পরবর্ত্তী রামায়ণ-রচকগণের রচনায় যেখানে যেটুকু নূতন বা মুখরোচক বা কবিত্বময় পাইয়াছেন, ভণিতা বদলাইয়া সমস্ত আনিয়া নিজের অবলম্বিত কৃত্তিবাসের পুথিখানিতে ঢুকাইয়াছেন। ঐ পুথির নকল-পরম্পরায় ঐ গুলি স্থায়ীভাবে কৃত্তিবাসের অঙ্গীয় হইয়া গিয়াছে। এইরূপে একই কাণ্ডের এক দেশের পুথির সহিত অন্য দেশের পুথির, সময় সময় একই দেশে প্রচলিত একই কাণ্ডের বিভিন্ন পুথির আকাশ পাতাল প্রভেদ দাঁড়াইয়া গিয়াছে। এই অবস্থায় মূল কৃত্তিবাসের উদ্ধার কি একেবারেই অসম্ভব কার্য্য?

আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভবই মনে হয় বটে—কিন্তু অনেক পুথি ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে মনে একটু একটু করিয়া আশারও সঞ্চার হইতে থাকে। যেখানে ভেজালের সম্ভাবনা কম, কৃত্তিবাসের মধ্যস্থ এমন একস্থান হইতে উদাহরণ দেখাইতেছি। পাঠকসাধারণ যাহাতে উদাহরণগুলি পরখ করিয়া লইতে পারেন, সেই জন্য শুধু মুদ্রিত এবং সহজপ্রাপ্য পুথি-তালিকা হইতেই উদাহরণগুলি সংগৃহীত হইল।)

১। বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ। (পরিষৎ পুথিশালায় সংগৃহীত) তৃতীয় খণ্ড, প্রথম সংখ্যা। শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ সঙ্কলিত ও শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হইতে ১৩৩০ সনে প্রকাশিত।

৫৪নং পুথি। রামায়ণ, সুন্দরকাণ্ড, ১১৭৩ সন, মেদিনীপুরে প্রাপ্ত। আরম্ভ :—

পিতা পুত্রে পক্ষরাজ গেলেন উত্তর।
কটক লয়্যা অঙ্গদ গেলা দক্ষিণ সাগর॥
তর্জ্জে গর্জ্জে বানরগণ ছাড়ে সিংহনাদ।
সাগর পাথার দেখিয়া গুনিলা প্রমাদ॥
দিগবিদিগ নাঞি জানি আকাশ মণ্ডল।
কল্লোল হিল্লোল করে সাগরের জল॥
জলজন্তু কল্লোল করে সাগরের পানি।
ত্রিভুবনের ছায়া জেন দৈব দাপুনি॥
বড় বড় ঢেউ আসে পর্ব্বত প্রমাণ।
সাগরের জল দেখি উড়িল পরাণ॥
সাগর দেখিয়া বানর পাইল তরাস।
মহাবীর অঙ্গদ কটকে দিছেন আশ্বাস॥
বিসাদে বিক্রম টুটে বিসাদে সে মরি।
বিসাদে বিক্রম কৈলে সর্ব্বত্রেতে তরি॥
দেব দানবের পুত্র তোমরা দেব অবতার।
কোন কার্য্যে গণ জে সাগরে হব পার॥
সুখে আহার কর সভে নিদ্রায় দেহ মন।
প্রভাতে করিহ সভে সাগর তরণ॥

৫৭নং পুথি। রামায়ণ, সুন্দরকাণ্ড। ১২৩১ সন প্রাপ্তিস্থান অজ্ঞাত।

পিতা পুত্রে পক্ষরাজ গেলেন উত্তর।
কটক লইয়া অঙ্গদ গেলেন দক্ষিণ সাগর॥
লম্ফ দম্ফ বানরগণ ছাড়ে সিংহনাদ।
সমুদ্রের জল দেখি গুনিছে প্রমাদ॥
দিগ দিগ নাহি জ্ঞান আকাশ মুণ্ডলে।
হিল্লোল কল্লোল করে সাগরের জলে॥
জল জন্তু ভয়ঙ্কর শুনি দেখি লাগে ডর।
মেঘের হিল্লোল জিনি গর্জ্জিছে সাগর॥
জল জন্তু দেখি যেন পর্ব্বত আকার।
দেখিয়া বানরগণ লাগে চমৎকার॥
সাগরের কুলে নিশি বঞ্চে সর্ব্বজন।
পর্ব্বতের ফল ফুল করিল ভোজন॥
ফল ফুল খ্যায়া বানর ছাড়ে সিংহনাদ।
সুখে নিদ্রা জায় সভে ঘুচিল বিসাদ॥

৫৮নং পুথি। রামায়ণ, সুন্দর কাণ্ড। ১২৪০ সন। প্রাপ্তিস্থান অজ্ঞাত।

পিতাপুত্রে পক্ষরাজ গেলেন উত্তর।
বানর সব চলি গেল দক্ষিণ সাগর॥
তর্জ্জন গর্জ্জন করে ছাড়ে সিংহনাদ।
সাগর দেখিয়া বানর গণিল প্রমাদ॥
দিগাদিগ বোধ নহে আকাশ মণ্ডল।
কলরব করে সব সাগরের জল॥
বড় বড় ঢেউ আইসে পর্ব্বত প্রমাণ।
নিরখিয়ে বানরের উড়িল পরাণ॥
বিসাদ ভাবিয়ে বানর রহিল সে স্থান।
এইরূপে দিবা রাত্রি হইল অবসান॥

২। বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ। (পরিষৎ পুথিশালায় সংগৃহীত)। তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা। শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ও শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, সঙ্কলিত। ১৩৩১ সনে প্রকাশিত।

১৩৫ নং পুথি। রামায়ণ, সুন্দরকাণ্ড, ১২৩৭ সন।
প্রাপ্তিস্থান অজ্ঞাত

বাপে পোয়ে পক্ষ্যরাজা গেলেন উত্তর।
কটক লয়্যা গেলা অঙ্গদ দক্ষিণ সাগর॥
তর্জন গর্জন বানর ছাড়ে সিংহনাদ।
সাগর দেখিয়া বানর গণিছে প্রমাদ॥
জন্ত জন্ত কোলাহল সাগরের পানি।
ত্রিভুবনে দেবতা বানররূপ আপুনি॥
জন্তুজন্তু দেখি যেন পর্ব্বত প্রমাণ।
সাগরের কুলে দেখি বানর দেয়ান॥

১৩২নং পুথি। রামায়ণ, সুন্দরকাণ্ড। ১২৩৬ সন।
প্রাপ্তিস্থান নদীয়া।

পিতাপুত্রে পক্ষরাজ গেলেন উত্তর।
বানর সব চলি গেল দক্ষিণ সাগর॥
তর্জ্জন গর্জ্জন করে ছাড়ে সিংহনাদ।
সাগর দেখিয়া বানর গণিল প্রমাদ॥
দিগাদিগ বোধ নহে আকাশ মণ্ডল।
কলবর করে সব সাগরের জল॥
বড় বড় ঢেউ আইসে পর্ব্বত প্রমাণ।
নিরখিয়ে বানরের উড়িল পরাণ॥
বিসাদ ভাবিয়ে বানর রহিল সেস্থান।
এইরূপে দিবারাত্র হইল অবসান॥

১৪৪ এবং ১৪৯ নম্বরের পুথিও সুন্দরকাণ্ডের পুথি। উহাদের আরম্ভও অনুরূপ,—বাহুল্যভয়ে আর উদ্ধৃত করিলাম না।

৩। মুন্সী শ্রীযুক্ত আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সঙ্কলিত বাঙ্গলা প্রাচীন পুথির বিবরণ। ১৩১০ সনের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত।

৮৯ নং পুথি। রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডের পুথির প্রথম পাতা মাত্র চট্টগ্রামে প্রাপ্ত হাতের লেখা দেখিয়া সঙ্কলয়িতা পুথিখানি সুপ্রাচীন ছিল বলিয়া অনুমান করিয়াছেন।

বাপেপুত্রে পক্ষীরাজ গেলন্ত উত্তরে।
কটক অঙ্গদ গেল দক্ষিণ সাগরে॥
ভয়ে গর্জ্জে বানর সৈন্য ছাড়ে সিংহনাদ।
সাগরের ঢেউ দেখি গুণেন্ত প্রমাদ॥
দিগবিদিগ নাহি সাগরের জলে।
হিল্লোল কল্লোল করি সমুদ্র উথলে॥
সাগর দেখিয়া কপি লাগিল তরাস।
অঙ্গদের সন্তান সবে করিয়া আশ্বাস॥
বিশেষ বিক্রম টুটে বুদ্ধি হএ নাশ।
রাক্ষস সকলে দেখি করেন্ত উপহাস॥

পাতাটির এইখানেই শেষ।

১৬১ নং পুথি। রামায়ণের প্রায় সম্পূর্ণ পুথি—শুধু মধ্যহইতে লঙ্কাকাণ্ড নাই। ১২০৪ মঘীসন। কাজেই বাঙ্গালা সন ১২০৪+৪৫=১২৪৯। চট্টগ্রামে প্রাপ্ত।

বাপে পুত্রে পক্ষিরাজে গেলেন উত্তর।
কটক লৈ অঙ্গদ গেল দক্ষিণ সাগর॥
তর্জ্জেগর্জ্জে বানর সব করে সিংহনাদ।
সাগরের ঢেউ দেখি গুণন্তি প্রমাদ॥

4. Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts in the collection of the Calcutta University. Vol. I. by Basantaranjan Roy Vidvadballabha and Basanta Kumar Chatterjee, M. A. Published in 1926.

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহের পুথি অধিকাংশই বাঁকুড়া জেলায় সংগ্রহ। ৭৬, ৭৯, ৮২, ৮৫, ৮৮ নং সুন্দরা-কাণ্ডের পুথিতে আমাদের উদ্দিষ্ট আরম্ভ আছে। উহাদের সমস্তগুলি উদ্ধৃত করা অনাবশ্যক। উহাদের প্রথমখানি ১০৭৩ মল্লসন অর্থাৎ ১১১৪ বাঙ্গলা সনের। প্রাপ্তিস্থান বাঁকুড়া। উহা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি।

বাপে পোএ পক্ষরাজ গেল দিক উত্তর।
বানর কটক নঞা অঙ্গদ গেলা দক্ষিণ সাগর॥

তর্জ্জেগর্জ্জে বানর কটক ছাড়ে সিংহনাদ।
সাগর পাথার দেখিয়া বানর গুনিল প্রমাদ॥
দিগবিদিগ নাহি জানি ভূমি আকাশমণ্ডল।
কল্লোল হিল্লোল করে সাগরের জল॥
জল জন্তু খলবল করে সাগরের পানি।
ত্রিভুবনে ছায়া দেখি দৈব দাপুনি॥
আকাসে উঠিআ লাগে ঢেউ পর্ব্বত প্রমাণ।
সাগরের কুলে বসিঞা বানরের দেয়ান॥
সাগরের বিক্রম দেখিঞা বানর নৈরাস।
মহাবির অঙ্গদ দিলেক আশ্বাস॥
বিসাদ না ভাবিহ বানর বিসাদ ভাবিলে মরি।
বিসাদ না চিন্তয়লে বানর সর্ব্বত্রেতে তরি॥
সুখে নিদ্রা জায় বানর সাগরের কুলে।
সাগর তরিতে চিন্তা করিব কালি বিহান বেলে॥

বাজারপ্রচলিত মুদ্রিত কৃত্তিবাসী রামায়ণে নিম্নলিখিত রূপে সুন্দরকাণ্ড আরব্ধ।

পিতা-পুত্রে পক্ষীরাজ গেলেন উত্তর।
অঙ্গদ কটক সহ দক্ষিণ সাগর॥
তর্জ্জন গর্জ্জন করে ছাড়ে সিংহনাদ।
সাগর তরঙ্গ দেখি গণিল প্রমাদ॥
তমোময় দেখা যায় গগন মণ্ডল।
হিল্লোলে কল্লোল তুলে সমুদ্রের জল॥
সিন্ধুজলে জলজন্তু কলরব করে।
জলেতে না নামে কেহ মকরের ডরে।
এক এক জলজন্তু পর্ব্বত প্রমাণ।
জগৎ করিবে গ্রাস হয় অনুমান॥
সাগর দেখিয়া সবে পাইল তরাস।
সবাকারে করিতেছে অঙ্গদ আশ্বাস।
বিষাদে বিক্রম টুটে বিষাদেতে মরি।
বিষাদ ঘুচিলে ভাই সর্ব্বত্রেই তরি॥
সুখে নিদ্রা যাও আজি সমুদ্রের কূলে
সাগর তরিব কালি অতি প্রাতঃকালে॥

এখন আমার অবলম্বিত ক ও খ পুথি হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। দুই পুথিই সম্পূর্ণ রামায়ণের পুথি। প্রথমখানি ঢাকাজেলার এক সম্ভ্রান্ত বৈদ্য পরিবারে প্রাপ্ত। তারিখ—১৫৭১ শক বা বাঙ্গালা ১০৫৫ সন। দ্বিতীয় খানি ত্রিপুরা জেলায় প্রাপ্ত, প্রত্যেক কাণ্ড স্বতন্ত্র, নকলের তারিখও এক নহে। সুন্দরকাণ্ডের নকলের তারিখ ১২১৪ সন। আমার ক-পুথিতে কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড নিম্নরূপে সমাপ্ত।

বাপে পুত্রে পক্ষি গেল আপনার ঘর।
কটক চলিয়া গেল দক্ষিণ সাগর।
কীর্ত্তিবাস কবিগাথা অমৃতের ভাণ্ড।
এত দুরে সমাপ্ত কিস্কিন্ধার কাণ্ড।

তাহার পরে সুন্দরকাণ্ডের আরম্ভ দুই পুথি হইতে পর পর দেখান গেল।

ক-পুথি

গর্জ্জিয়া বানর সব ছাড়ে সিংহনাদ।
সাগরের তরঙ্গ দেখি গণস্ত প্রমাদ॥
দিগ বিদিগ নাহি সাগরের জলে।
হিল্লোল কল্লোল করি সাগর উথলে॥
সাগর দেখিয়া কপির লাগিল তরাস।
অঙ্গদে শাস্তাএ সভা করিয়া আশ্বাস॥
বিশাদে বিক্রম টুটে বুদ্ধি হএ নাশ।
বিশেষ দেখিয়া শত্রু করে উপহাস॥
কপিগণ সাস্তাইয়া বঞ্চিলেক রাত্রি।
প্রভাতে মিলিল আসি সর্ব্ব সেনাপতি॥

খ-পুথি

তর্জ্জয়ে বানর সৈন্য করে সিংহনাদ।
সাগরের ঢেউ দেখি চিন্তয়ে প্রমাদ॥
দিক বিদিক নাহি সাগরের জলে।
হিল্লোল কল্লোল করি সাগর উথলে॥
সাগরের ঢেউ দেখি লাগিলেক ত্রাস।
অঙ্গদে সাস্তএ সব করিয়া আশ্বাস॥

বিসাদে বিক্রম টুটে বুদ্ধি হএ নাশ।
বিসাদ দেখিয়া শত্রু করে উপহাস॥
কপীগণ সান্তাইয়া বঞ্চিলেক রাত্রি।
প্রভাতে একত্র হৈল যত সেনাপতি॥

ইহার সহিত চট্টগ্রামে প্রাপ্ত মুন্সী সাহেবের ৮৯নং পুথি মিলাইলে দেখা যাইবে যে এই তিন পুথিতে চমৎকার মিল আছে,—গরমিল গুলি শব্দান্তর মাত্র। ইহাদের সহিত পরিষৎ পুথিশালার পুথিগুলির পাঠ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালার পুথিগুলির পাঠ মিলাইলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন,—কৃত্তিবাসের মূল রচনা যেমন বেমালুম হারাইয়া গিয়াছে বলিয়া হীরেন্দ্র বাবু ও প্রফুল্লবাবু হতাশ্বাস হইয়াছিলেন, প্রকৃত পক্ষে কৃত্তিবাস ততখানি হারাইয়া যায় নাই। শব্দান্তর ঘটিয়াছে, ভাষান্তর ঘটিয়াছে, অনেক স্থান বর্জ্জিত হইয়াছে, অন্য কবির রচনা আসিয়া কৃত্তিবাসে ঢুকিয়াছে—ইত্যাদি। এতগুলি গলদ দূর করিয়া মূল কৃত্তিবাস উদ্ধার করা কঠিন কার্য্য সন্দেহ নাই, তবে অসাধ্য কার্য্য নহে। বিভিন্ন স্থান হইতে প্রাপ্ত প্রাচীন ও আধুনিক পুথি গুলি সম্পূর্ণ ঘাঁটিলে কৃত্তিবাসের স্বরূপ ধরা পড়িবেই পড়িবে। সৌভাগ্যক্রমে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বীরভূম রতন লাইব্রেরী, রঙ্গপুর পরিষৎ এবং ঢাকা মিউজিয়ম ও ঢাকা সাহিত্য পরিষদে যে পরিমাণ প্রাচীন পুথি বর্ত্তমান কালে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে মূল কৃত্তিবাসের উদ্ধারকার্য্যে হাত দেওয়া যাইতে পারে। আদি কাণ্ডের পাঠোদ্ধার এমনি করিয়াই হইয়াছে। অবলম্বিত পুথিগুলির পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

৫। কৃত্তিবাসী রামায়ণের আদিকাণ্ডের পুথির বিবরণ ও সমালোচনা

ক-পুথি। সমগ্র সপ্তকাণ্ড রামায়ণের প্রায় সম্পূর্ণাঙ্গ পুথি। বিক্রমপুর মূলচর গ্রামে এক বৈদ্য পরিবারে প্রাপ্ত। উৎকৃষ্ট তুলট কাগজের দুই পৃষ্ঠে লেখা। আগা-গোড়া অতি সুস্পষ্ট সুন্দর গোটা গোটা এক হাতের লেখা। ৫৪৩ পাতায় অর্থাৎ ১০৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। পাতার আকার ১৪½″×৪½″ ইঞ্চি। মধ্যে ছিদ্রের জন্য চতুষ্কোণ শূন্য স্থান রাখিয়া লিখিত, কিন্তু ছিদ্র নাই। প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ১০ পংক্তি করিয়া লিখিত, ক্বচিৎ ১১ পংক্তিও আছে। এই পুথিখানি ঢাকার জগন্নাথ ইন্টারমিডিয়েট কলেজের সম্পত্তি।

আরম্ভ :—"৴৭ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ॥ কাল রাত্রি স্ত্রীকে রাজা কৈল সম্ভাষণ। সুমিত্রা দুর্ভগা হৈল এই সে কারণ।" সুমিত্রা-বিবাহ-প্রসঙ্গে আরম্ভ হইতে বুঝা যায়, এই পুথির আদর্শ পুথিতে ইহার পূর্ব্বের পাতাগুলি ছিল না; কাজেই সেই পুথিখানা সুপ্রাচীন ছিল বলিয়া বোধ হইতেছে।

পুথিখানা শেষের দিকে জীর্ণ। শেষ পাতার শেষাংশে কুশী-লবের রামায়ণ-গান-প্রসঙ্গের নিম্নরূপ পাঠোদ্ধার করা যায় :—

"রাক্ষস মারিয়া রাজা কৈলা বিভীসণ। পুষ্পরথে চড়ি আইলা আপনা ভুবন॥ অযোধ্যা আসিয়া হৈলা পৃথিবীর পতি। উত্তরা কাণ্ডে গাহিল শ্রীরাম নৃপতি॥ বিনা দোশে সিতারে বর্জ্জিলা নৃপতি। সেই কথা শুনিয়া লজ্জিত রঘুপতি॥ জখনে গাহিল সিতাদেবির বনবাস। হস্তের বিণা খসি পড়ে গাএর খসে বাস। মহারণ্যে সিতা নিয়া থুইল লক্ষ্মণ। বাল্মীকএ পাইয়া নিল আপনা ভুবন॥ সীতা প্রসবিল দুই জমক কুমার। কুশ লব নাম মুনি থুইল তাহার॥' এই মতে গীত গাহে সিসু দুই জন। ভুমিতে পড়িয়া কান্দে শ্রীরাম লক্ষণ।...ভাই কান্দএ কান্দএ রাজাগণ।"

ইহার পরে এই ছত্রে আর কয়েকটি অক্ষর লিখিত আছে কিন্তু নিতান্ত অস্পষ্ট। আভাসে যতদূর বুঝা যায়, সম্ভবতঃ "ইতি উত্তরা কাণ্ড", ভিন্ন ছত্রে "সম্পূর্ণ।"

এই সমাপ্তি হইতে বুঝা যাইবে যে আদর্শ পুথিতে ইহার পরে আর ছিল না।

এই সমাপ্তি '৫৪৩।১ পৃষ্ঠায়। ৫৪৩।২ পৃষ্ঠায় ভিন্ন কালিতে মোটা কলমে লিখিত আছে :—

"শ্রীমুক্তারাম শর্ম্মণা স্বাক্ষরমিদং শ্রীরামসন্তোষ দাসস্ত পুস্ত (স্ত ?) কেয়াং রামায়ণং ইতি শকাব্দা ১৫৭১ সৌর মাঘস্য চতুর্দ্দশ দিনে সমাপ্ত।" ইহার পরে এক ছত্রে একটি সংস্কৃত শ্লোক আছে, শুদ্ধরূপে লিখিত হইলে শ্লোকটি এই দাঁড়ায় :—"একায়নোসৌদ্বিফলস্ত্রিমূলঃ চরসতুঃ পঞ্চবিধঃ ষড়াত্মা সপ্তত্বগ্ অষ্টবিটপো নবাক্ষঃ দশচ্ছদি দ্বিখ গোহ্যাদি-বৃক্ষঃ॥" শ্লোকটি ভগবতের ১০ম স্কন্ধের ২য় অধ্যায়ের ২৭ সংখ্যক শ্লোক। (শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন প্রদত্ত নিদর্শনী।)

এই সংস্কৃত শ্লোকের অনেকথানি পরে "শ্রীকৃষ্ণ সহায়" লিখিত আছে। দক্ষিণ দিকে পাতার অঙ্কের ৫৪ দুইটি অঙ্ক পড়া যায়। ৩টি মুছিয়া গিয়াছে। শকাব্দ ১৫৭১ বাঙ্গালা সন ১০৫৫ এর সমান। এই পুথিখানি প্রায় তিন শত বৎসরের প্রাচীন। এত প্রাচীন পুথিতে অঙ্কের প্রাচীন রূপগুলি পাওয়া যাওয়ার কথা। অঙ্কের আধুনিক রূপই বেশী, ক্বচিৎ প্রাচীন রূপ পাওয়া যায়। ১৪ পত্রাঙ্কে ৪এর আধুনিক রূপ ৪ এবং প্রাচীন রূপ ৎ দুইই পাওয়া যায়। ৫ এর আধুনিক রূপ এবং প্রাচীন রূপ 5 ১৩৫ পত্রাঙ্কে পাওয়া যায়।

কৃত্তিবাসের রামায়ণের তারিখযুক্ত সপ্তকাণ্ডাত্মক এত প্রাচীন পুথি আর পাওয়া গিয়াছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুথিশালায় রামায়ণের ১৬২ খানি পুথি আছে, কিন্তু উহাদের দুইখানা (নং ১৫০, ১৫১) ছাড়া আর সমস্ত পুথিই আদি, অযোধ্যা ইত্যাদি কাণ্ডের খণ্ড খণ্ড পুথি। ১৫০নং পুথিতে অযোধ্যা হইতে লঙ্কাকাণ্ড পর্য্যন্ত আছে। ১৫১নং পুথিতে অযোধ্যা হইতে উত্তরকাণ্ড পর্য্যন্ত আছে। সন ১২০৪ ত্রিপুরাব্দে অর্থাৎ ১২০১ বাঙ্গালা সনে এই পুথিখানি লিখিত। ইহাতে আবার ষষ্ঠীবর ও ভবানী দাসের ভণিতা আছে। এই সকল পুথি হইতে আমাদের আলোচ্য 'ক' পুথি যে অনেক মূল্যবান, ইহা বলাই বাহুল্য। ইহা প্রায় সম্পূর্ণাঙ্গ, প্রাচীনতর পুথি দেখিয়া নকল করা সুপ্রাচীন পুথি, আগাগোড়া একহস্তে লিখিত এবং সম্রান্ত বংশে পুরুষানুক্রমে সুরক্ষিত। কাণ্ডে কাণ্ডে বিভক্ত পুথিগুলিতে নানা কারণে অবান্তর বিষয় আসিয়া প্রবেশ করে, গায়েনগণ অনেক সময় নিজেদের রচনা উহাদের মধ্যে ঢুকাইয়া দেয়। আমাদের 'ক' পুথি ঐ রূপে দুষ্ট হইবার সুযোগ বেশী পায় নাই।* এই পুথি পাইয়াই কৃত্তিবাসের খাঁটি রচনা উদ্ধার করিতে পারিব বলিয়া আমাদের ভরসা হয়। এই সময় সৌভাগ্য-ক্রমে আর একখানা সম্পূর্ণাঙ্গ কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুথি আসিয়া আমাদের হাতে পড়ে।

খ-পুথি। ত্রিপুরা জেলার গজরা গ্রাম হইতে প্রাপ্ত। তুলট কাগজের দুই পৃষ্ঠে লেখা আকার ১৬½ × ৫½ ইঞ্চি। প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ১০ হইতে ১২ পংক্তি। সুস্পষ্ট সুন্দর অক্ষর। ক-পুথির অক্ষর একটু পেঁচাল—খ-পুথির অক্ষর অপেক্ষাকৃত পরিচ্ছন্ন ও সুগঠিত। এই পুথিখানিও ঢাকার জগন্নাথ ইন্টারমিডিয়েট কলেজের সম্পত্তি। আরম্ভ :—"শ্রীশ্রী গুরবে নমঃ শ্রীগণেসায় নমঃ। রামং-লক্ষণপূর্ব্বকং" ইত্যাদি। আদিকাণ্ডের একেবারে আদি হইতে আছে। মধ্যে মধ্যে বিভিন্ন হস্তাক্ষর আছে। 'ক' পুথির ভাষা সর্ব্বদা প্রাকৃত-ঘেঁসা, 'খ' পুথি সর্ব্বদা সংস্কৃত-ঘেঁসা।

আদিকাণ্ড। ৭২ পাতায় সম্পূর্ণ। শেষ যথা :—

"রাম বিনে সিতার কে অন্য নহী মনে।
আদী কাণ্ঠে সমাপ্ত হইল এথাহনে॥
কির্ত্তীবাষ পণ্ডিতের সরষ রচন।
এথা হতে পুথী আদীকাণ্ঠ রামায়ণ॥

* একেবারেই পায় নাই, এমন কথা বলা যায় না। হরধনুভঙ্গ-প্রসঙ্গে দেখা যাইবে, ক-পুথির এই অংশ গুণরাজ খাঁ বিরচিত রামায়ণ হইতে গৃহীত বলিয়া সন্দেহ করিবার প্রবল কারণ বিদ্যমান।

পুস্তক সমাপ্ত হইল মিতি কিমধিক।
সনেতে দ্বাদশশত অষ্টম অধিক॥
মাঘে কুম্ভ শুক্ল পক্ষে ত্রিবিংশতি দিনে।
ব্রগু দ্বিতীয়া উত্তর ভাদ্র উপক্ষণে॥
ই পুথির কর্ত্তা শ্রী কালিশঙ্কর সেন।
দক্ষীণ সাহাপুরে বাস স্বহস্তে লেখেন॥
মধ্যে মধ্যে লেখে কিছু রাধাকৃষ্ণ দাস।
সব্ব জ্ঞানহীন রাজনগরেতে বাস॥"

উল্লেখ করা আবশ্যক যে খ-পুথির আদিকাণ্ডের সহিত একখানা বিচ্ছিন্ন পত্র ছিল—উহার পাঠ গ-পুথির পাঠের অনুরূপ। যথাস্থানে উহার পাঠ আলোচিত হইল।

দক্ষিণ সাহাপুর মেঘনা নদীর পূর্ব্বতীরস্থিত এবং স্বনামখ্যাত চাঁদপুরের উত্তরস্থ পরগণা। মেঘনার পশ্চিমতীরে ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণা। ক-পুথির প্রাপ্তিস্থান মূলচর গ্রাম, খ-পুথির প্রাপ্তিস্থান দক্ষিণ সাহাপুর হইতে সোজা ১২।১৩ মাইল পশ্চিম দিকে, মধ্যে সুপ্রশস্ত মেঘনা নদীর ব্যবধান।

অযোধ্যা কাণ্ড। ৩৫ পাতায় সম্পূর্ণ। আদিকাণ্ডের পত্রসংখ্যা ধরিয়া ক্রমাগত পত্রাঙ্কও আছে এবং উহা ১০৭ অঙ্কে শেষ হইয়াছে। শেষ :—

"ইতি অজর্দ্ধা কাণ্ঠ সমাপ্ত॥ রামচন্দ্র বনে জাতি সিতা হরতি রাবন ভিবিসন ভবেত মন্ত্রি তেন লঙ্কানিপাতিত॥ সয়ক্ষরমেতৎ শ্রীকেবলকৃষ্ণ সেন শ্রীকালীশঙ্কর সেন শুপ্ত।

অরণ্য কাণ্ড। ৩৪ পাতায় (মোট ১৪১) সমাপ্ত। শেষ :—

"রাম দরশনে কন্যা গেল স্বর্গবাস।
অরণ্য কাণ্ঠ গাহিল পণ্ডিত কিৰ্ত্তিবাষ॥
কীর্ত্তিবাস কবি গাথা অমৃতের ভাণ্ড।
জে না লয়ে শ্রীরাম নাম তাহার পাষণ্ড॥"

ইত্যাদি আরও লেখকের রচিত ৬ ছত্র। পরে :—
"ইতি শ্রীরামায়ণে অরণ্যা কাণ্ঠ সমাপ্ত। জথা দৃষ্টি তথা লাখীতং লেখকো নাস্তি দোষক। ইতি সন ১২১৪ সন তারিখ ২৭ পৌষ সমাপ্ত।"

কিস্কিন্ধ্যা কাণ্ড। ২৫ পাতায় (মোট ১৬৬) সমাপ্ত। শেষ :—

"পিতাপুত্রে পক্ষী গেল আপনার ঘর।
কটক লইয়া গেল দক্ষীণ সাগর॥
কিত্তিবাষ রচিলেক অমৃতের ভাণ্ড॥
শুনিলে এসব কথা পাপ হয় খণ্ড।

ইতি শ্রী রামায়নে কিত্তিবাষ রচিত কিস্কিন্ধা কাণ্ঠ শমাপ্ত। সয়ক্কর মেতৎ শ্রীরামচন্দ্র সেন গুপ্ত। ইতি সন ১২১৪ বারসও চৌর্দ্দ তেরিথ ৬ অগ্রাহণ।"

দেখা যাইতেছে, এই কাণ্ডটির প্রতিলিপি পূর্ব্ববর্ত্তী কাণ্ডের ১ মাস ২১ দিন পূর্ব্বে সমাপ্ত হইয়াছিল।

সুন্দর কাণ্ড। ৬১ পাতায় (মোট ২২৭) সমাপ্ত। এই কাণ্ডের ১ম পাতার সাদা ১ম পৃষ্ঠে সমস্তগুলি কাণ্ডের পত্রসংখ্যার জায় দেওয়া আছে, যথা :—

"আদ্যকাণ্ড ৭২; অজোধ্যাকাণ্ড ৩৫; অরণ্যাকাণ্ড ৩৪; কিস্কীন্দাকাণ্ড ২৫; শুন্দরকাণ্ড ৬১, লঙ্কা কাণ্ড ১৮৩, উত্তরা কাণ্ড ২২৪। মোট ৬৩৪।" শেষ :—

"শয়ক্কর মেতৎ শ্রীরামচন্দ্র সেন (গুপ্ত?) ইতি সন ১২১৪ বারসএ চৌর্দ্দ সন তেরিখ ১৯ অগ্রাহণ রোজ শুক্রবার।"

কাজেই পূর্ব্ববর্ত্তী কাণ্ডের ১৩ দিন পরে এই কাণ্ডটি সমাপ্ত হইয়াছিল।

লঙ্কা কাণ্ড। এই কাণ্ডটি পুথিতে ছিল, কিন্তু যিনি পুথিখানা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তিনি মধ্য হইতে এই কাণ্ডটি রাখিয়া দিয়াছেন; কাজেই ইহার কোন বিবরণ দেওয়া গেল না।

উত্তর কাণ্ড। জল লাগিয়া এই কাণ্ডের পাতাগুলির বাম অংশ অত্যন্ত জীর্ণ হইয়াছে এবং অনেকস্থানে জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। তবে অধিকাংশ স্থানের অধিকাংশ পংক্তিরই পাঠোদ্ধার করা যায়। ২২৪ পাতায় (মোট

৬৩৪) এই কাণ্ড সমাপ্ত হইয়াছে। দক্ষিণ ধারে কাণ্ডের পৃষ্ঠাঙ্ক, বামধারে পুথির মোট পৃষ্ঠাঙ্ক। প্রথম পাতার দ্বিতীয় পৃষ্ঠার নীচে ক্ষুদ্রতর অক্ষরে লিখিত আছে :—

"[শা] কে নববিংস অব্দ সপ্তদশ শত।
আরম্ভ পুস্তক তাথে জানিয় সমস্ত॥
মুনছবি বিসঁএ তাথে নরসিংহপুর থানা।
গুরু পদ সিরে করি করে আরম্ভনা॥'

শেষ :—

"রামায়ন সমাপ্ত হইল এত দুরে।
জেবা গাহে জেবা শুনে জাএ স্বর্গপুরে॥
[শ] কে নববিংষ য়ব্দ সত সপ্তদষ।
মধু শুক্লা ত্রিওদসি উনত্রিংস দিবষ॥
উত্তর ফাল্গুনি রিক্ষ শনিশ্চর দিনে।
পুস্তক সমাপ্ত... ... ...

শকাতিব্দা ১৭২৯।১১।২৮।১৫॥ ইতি সন ১২১৪ সন বাঙ্গালা তারিখ ২৯ চৈত্র সনজের (?)॥ সন ১৮০৮ ইংরেজী ৯ আফরেল মুনছবি কাজে ছিল।"

আদিকাণ্ডটি ১২০৮ সনের নকল, অযোধ্যায় সনাঙ্ক নাই, কিন্তু আদির মালিক কালীশঙ্কর সেনের নাম দেখিয়া মনে হয়, অযোধ্যা ও আদি এক বৎসরেরই নকল। অরণ্য হইতে বাকী কাণ্ডগুলি ১২১৪ সনের অগ্রহায়ণ হইতে আরম্ভ করিয়া ঐ সনেরই চৈত্রের মধ্যে সমাপ্ত। মাত্র সওয়াশত বৎসরের প্রাচীন হইলেও এই সম্পূর্ণাঙ্গ পুথিখানা মূল্যবান। উহার মালিক সম্ভ্রান্ত বংশীয় এবং মুনসেফি কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। অনেক স্থান তাঁহার স্বহস্ত লিখিত।

আদিকাণ্ড সম্পাদন করিবার কালে এই খ-পুথির আদি কাণ্ডের সহিত অন্যান্য পুথির আদিকাণ্ডের পাঠ মিলাইতে যাইয়া বুঝিতে পারিলাম, ইহার রচনা ও পাঠ একেবারে স্বতন্ত্র,—কৃত্তিবাসী রামায়ণের কোন আদিকাণ্ডের পুথির সহিত ইহার কোন মিল নাই। সম্পাদন যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণের রঙ্গপুর-পরিষদ-প্রকাশিত আদিকাণ্ডের পাঠের সহিত মিলাইয়া ততই স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম যে খ-পুথির আদিকাণ্ড অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ দ্বারা প্রভাবিত। বাল্মীকির দস্যুবৃত্তির কাহিনীর মূল খুঁজিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহের অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণের আদিকাণ্ডের সম্পূর্ণাঙ্গ সমস্তগুলি পুথি পরীক্ষা করার প্রয়োজন হয়। এই সংগ্রহের ৭৪৬ নং পুথি অদ্ভুতাচার্য্যের আদিকাণ্ডের পুথি। পুথিখানি আগাগোড়া সম্পূর্ণ আছে। পুথিখানির প্রাপ্তিস্থান ঢাকা সহরের দক্ষিণস্থ কোন গ্রাম। বিক্রমপুর সোনারঙ্গ নিবাসী সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন দাস গুপ্ত মহাশয় পুথিখানি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন। পুথির আকার ১৬½"×৫"। সুন্দর, সুস্পষ্ট, কিন্তু ক্ষুদ্রাকৃতি অক্ষরে অত্যন্ত ঘন করিয়া লিখিত, প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ১৯ ছত্র। পুষ্পিকায় পুস্তকের মালিকের নাম লিখিত আছে শ্রীদুর্গাচরণ সেন ওলদে শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ সেন। লেখক শ্রীজয়মানিক্য সেন। নকলের তারিখ ১২১২ সন, ৭ই অগ্রহায়ণ। ২১শে ভাদ্র নকল কার্য্য আরম্ভ হইয়া ৭ই অগ্রহায়ণ শেষ হয়। মালিক অথবা লেখকের সাকিন দেওয়া নাই। এই পুথিখানিতে আগাগোড়া অদ্ভুতাচার্য্যের ভণিতা, এবং মিলাইয়া পরীক্ষা করিয়া বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেলাম যে খ-পুথির আদিকাণ্ডের সহিত একমাত্র ভণিতা ভিন্ন এই পুথির আর বিশেষ কোনই প্রভেদ নাই। খ-পুথিতে প্রথম দিকে অদ্ভুতাচার্য্যের পরিচয়াত্মক শ্লোকগুলি বাদ দেওয়া হইয়াছে, আর সারা পুথিতে অদ্ভুতের ভণিতা উঠাইয়া দিয়া কৃত্তিবাসের ভণিতা বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই দুই পুথির আদি, অন্ত এবং বন্দনা পয়ারগুলি পর্য্যন্ত এক। খ-পুথির নকলকারক ত্রিপুরা জেলার দক্ষিণ সাহাপুর নিবাসী কালীশঙ্কর সেন সম্ভবতঃ অদ্ভুতাচার্য্যের অস্তিত্বের খবরই রাখিতেন না। তাই অদ্ভুতাচার্য্যের নামসম্বলিত অদ্ভুত ভণিতাগুলি দেখিয়া তিনি উহা বদলাইয়া ভণিতায় কৃত্তিবাসের নাম বসাইতে সঙ্কোচ করেন নাই। এই অদ্ভুত ভণিতাবিপর্য্যয় এবং এক গ্রন্থকারের গোটা

পুস্তকখানাই অন্যের নামে চালাইতে দেখিয়া অনেকগুলি রহস্যের মীমাংসার সন্ধান মিলিতেছে।

আমরা অনেকগুলি প্রাচীন এবং বিশ্বাসযোগ্য পুথি মিলাইয়া কৃত্তিবাসী রামায়ণের যে পাঠ এবং বিষয়পরম্পরা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছি, বাজার সংস্করণের কৃত্তিবাসী রামায়ণের আদিকাণ্ডের পাঠের এবং বিষয়পরম্পরার সহিত তাহার অনেক স্থানেই গুরুতর প্রভেদ লক্ষিত হইবে। যথা বাজার সংস্করণের হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান, রঘুর উপাখ্যান ইত্যাদি আদি কাণ্ডের কোন বিশ্বাসযোগ্য পুথিতে আমরা পাই নাই, মূল রামায়ণেও এইগুলি নাই। শ্রীরামপুরের মিশনারিগণ যে পুথি অবলম্বন করিয়া ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে রামায়ণ ছাপিয়াছিলেন, তাহা যে ২২ কবির মনসামঙ্গলের মত পাঁচমিশালি পুথি ছিল, এই ব্যাপার হইতে তাহাই বুঝা যাইতেছে। গায়েনগণ শ্রোতাগণের চিত্তরঞ্জনের জন্য নানা গ্রন্থকারের রচিত পালা হইতে নানা বিষয় সংগ্রহ করিয়া গাহিয়া আসর জমাইতেন। ঢাকা, ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা হইতে সংগৃহীত নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণের এমন পুথি বিরল যাহাতে প্রভূত পরিমাণে দ্বিজ বংশী-দাসের, জানকীনাথের, রায়বিনোদের রচনার মিশ্রণ নাই। কিন্তু এই পুথিগুলিতে ভণিতা বদল নাই, কাহার রচনা কতটুকু, ভণিতা দেখিলেই চেনা যায়। রামায়ণ রচয়িতা হিসাবে কৃত্তিবাসের অসাধারণ প্রতিপত্তি কিন্তু এই ক্ষেত্রে বিপরীত কার্য্য করিয়াছিল। গায়েনগণ কৃত্তিবাসের সহিত অন্যের রচনা আনিয়া মিশাইয়াছেন, কিন্তু আলোচ্য খ-পুথির মত ভণিতা বদলাইয়া মিশাইয়াছেন। তাই বাজার-সংস্করণের কৃত্তিবাসে রচনা-বিপর্য্যয় এত অধিক পরিমাণে হইয়াছে, এত অবান্তর বিষয় আসিয়া ইহাতে ঢুকিয়াছে এবং কৃত্তিবাসের খাঁটি রচনা এত বাদ পড়িয়াছে। কৃত্তিবাসের নামে প্রচলিত কৃত্তিবাসের ভণিতাযুক্ত এক পুথির সহিত তাই অন্য পুথির এত আকাশ-পাতাল প্রভেদ দেখা যায়। যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং করিতে শব্দান্তর হইতে পারে, ভাষান্তর হইতে পারে; রুচি অনুসারে বর্জ্জন-গ্রহণের ফলে কোন পুথিতে একটু বেশী রচনা থাকিতে পারে যাহা অন্য পুথি বাদ দিয়া গিয়াছে। কিন্তু এক পুথির সহিত আর এক পুথি যে আদৌ মিলে না, তাহার কারণ যে ভণিতা বদল করিয়া কৃত্তিবাসের নামে অন্যের রচনা চালাইয়া দেওয়া, এই খ-পুথি হইতে তাহাই ধরা পড়িল।

সম্প্রতি নোয়াখালি হইতে আদিকাণ্ডের একখানা খণ্ডিত পুথি সংগ্রহ করিয়াছি। বিক্রমপুরের শ্রীপাট পঞ্চসার-বিনোদপুর নিবাসী, গদাধরের শিষ্য বল্লভচৈতন্য গোস্বামীর বংশধর, শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল গোস্বামী প্রভুপাদ নোয়াখালি জেলার চন্দ্রগঞ্জ নিবাসী তাঁহার এক শিষ্যের বাড়ী হইতে এই খণ্ডিত গ্রন্থখানি উদ্ধার করিয়াছেন। পুথিখানি কৃত্তিবাসী রামায়ণের আদিকাণ্ডের পুথি। পুথিতে ৬১, ৭৭, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৭, ১২৭, ১৭৯ এই নয় খানি পত্র মাত্র আছে। ভাল তুলট কাগজে, সুন্দর অক্ষরে, মধ্যে চতুষ্কোণ স্থান খালি রাখিয়া লিখিত। মধ্যে দড়ির জন্য চতুষ্কোণাকৃতি স্থান খালি রাখা, পুথি লেখার প্রাচীন পদ্ধতি, ১২০০ সনের এই দিকের বেশী বাঙ্গালা পুথিতে ইহা লক্ষ্য করিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। কাজেই পুথিখানা খ-পুথি অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। এই পুথি হইতে একটি স্থান উদ্ধৃত করিয়া নমুনা দেখাইতেছি।

রামচন্দ্র দেখিয়া জতেক নারি গণ।
বিফল মানিল সবে আপনা জীবন॥
জখনে আছিল আন্ধা বাপমাও ঘরে।
তখনে কথাতে ছিল এমত সুন্দরে॥
মদন মুরতি কি বা হইছে প্রকাশ।
নিশি পতি আইল কিবা ছাড়িয়া আকাশ॥ ৮০।২

ইহার সহিত তুলনা করুন রঙ্গপুর পরিষদের মুদ্রিত অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণের আদিকাণ্ডের ২৫১ পৃঃ—

ক্ষণেক চৈতন্য পায়া বলে নারীগণ।
এমন সুন্দর বর না দেখি কখন॥

এতকাল এহি বর ছিল কোন খানে।
বাপ মায়ের ঘরে মোরা আছিনু যখনে॥
তখনে এমত বর না ছিল ভুবনে।
জন্ম জন্ম গতি হউক ইহার চরণে॥

এই দুই রচনার সাদৃশ্য স্পষ্ট। অথচ প্রথম পুথির ভণিতা কৃত্তিবাসের। অদ্ভুতাচার্য্যের সহিত কৃত্তিবাসের রচনার গোলযোগ ও মিশ্রণ কত আগে হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল, ইহা তাহারই উদাহরণ। অথচ এই চন্দ্রগঞ্জের খণ্ডিত পুথিখানির রচনা অন্যত্র অদ্ভুতাচার্য্য বা কৃত্তিবাস কাহারও সহিতই মিলে না।

আদিকাণ্ডের আগেই সুন্দরকাণ্ডের সম্পাদন শেষ করায় জানিয়াছি যে খ-পুথির সুন্দরকাণ্ডের সহিত ক-পুথির সুন্দরকাণ্ডের চমৎকার মিল আছে। খ-পুথির উত্তরকাণ্ডের সহিত ক-পুথির উত্তরকাণ্ডের পাঠও বেশ মিলে। খ-পুথির অযোধ্যা, অরণ্য এবং কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডের সমালোচনা সুযোগ হইলে যথাস্থানে করা যাইবে। খ-পুথির আদিকাণ্ড স্পষ্ট অদ্ভুতাচার্য্যের পুথি বলিয়া প্রমাণিত হওয়ায় আদিকাণ্ড সম্পাদনে উহা কোন কাজেই লাগিল না।

গ-পুথি। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ পুথিশালার ৮ এবং ১০ নম্বরের পুথি। এই দুইখানা মূলতঃ আদিকাণ্ডের একই পুথির প্রথমার্দ্ধ ও শেষার্দ্ধ, অনর্থক দুই নম্বর ভুক্ত হইয়াছে। পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত "বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ", তৃতীয় খণ্ড, প্রথম সংখ্যার সংকলয়িতা শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় ১০ম সংখ্যক পুথির বর্ণনাকালে এই ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াছেন। তথাপি আদিকাণ্ডের এই দুই অর্দ্ধ দুই সংখ্যায় নির্দ্দিষ্ট হইল কেন, বুঝিলাম না। বসন্তবাবু লক্ষ্য করেন নাই, ১৫০ নম্বরের পুথিও এই আদিকাণ্ডেরই পরবর্ত্তী অযোধ্যা ইত্যাদি কাণ্ড, এবং ৮ ও ১০নং পুথিরই পরবর্ত্তী অংশ। অর্থাৎ একই পুথির বিভিন্ন অংশ ৮, ১০ এবং ১৫০ নম্বর ভুক্ত হইয়াছে।

পুথিখানি ভাল তুলট কাগজের দুই পৃষ্ঠে লেখা। আকার ১৭"×৫ ইঞ্চি। প্রতি পৃষ্ঠায় দশ পংক্তি করিয়া লিখিত। প্রথম পাতা লুপ্ত। ৫৫ পাতায় আদিকাণ্ড শেষ হইয়া অযোধ্যাকাণ্ডের আরম্ভ হইয়াছে।

বসন্ত বাবু এই পুথিখানির হরফ পূর্ব্বদেশীয় বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। অনুমানের ভিত্তি কি বুঝিলাম না। অক্ষর অত্যন্ত জড়ান। পাঠোদ্ধার কষ্টসাধ্য। পুথির আভ্যন্তরীণ প্রমাণে পুথিখানিকে কিন্তু পশ্চিম বঙ্গীয় বলিয়া মনে হয়। ২৫নং সীতাজন্ম প্রসঙ্গে ঢোল শব্দটির টীকা দ্রষ্টব্য। এই পুথিখানি কোথা হইতে সংগৃহীত পরিষদে তাহার কোন স্মারক লিপি নাই।

আদিকাণ্ড সম্পাদনে এই পুথিখানি ভারী কাজে লাগিয়াছে। ইহার আরম্ভে বাল্মীকির দস্যুবৃত্তির কাহিনী। এই কাহিনীটি আদৌ কৃত্তিবাসে ছিল কি না, খুবই সন্দেহ। কিন্তু ইহার পর হইতে এই পুথি কৃত্তিবাসী রামায়ণের খাঁটি রূপ রক্ষা করিয়াছে বলিয়া আমরা সিদ্ধান্ত করিয়াছি এবং তদনুসারে পাঠ গ্রহণ করিয়াছি।

রামায়ণের প্রকৃত আরম্ভ এই পুথিতে নিম্নরূপ:—

চ্যেবণের পুত্র জে বাল্মিক মহামুনি।
তপের প্রভাবে মুনি জলন্ত আগুনি॥
নারদ জে মহামুনি ত্রিলোক্য পুজিত।
বাল্মিকের সনে দেখা হইল আচম্বিত॥
দুহা দরশনে দুহার প্রসন্ন বদন।
বিনয় ব্যবহার বড় করে দুই জন॥
বাল্মিকে বলেন গোসাঞি তুমি অন্তরজামি।
তোমা ঠাঞি কিছু কথা জিজ্ঞাসিব আমি॥
কোন মহাপুরুষ হএ সংসারের সার।
সত্যবাদি জিতেন্দ্রিয় ধর্ম্ম অবতার॥
সংসারের সাধু হয় জগতের হিত।
জার ক্রোধে দেবগণ সত্তেক বেভিত॥
সর্ব্বক্ষণ লক্ষি জারে হএ অদিষ্ঠান।
হিংসার ইসত্ত নাই চন্দ্র সুর্জ্জের সমান॥

ইন্দ্র জম বাউ বরুণ সেই বলবান।
ত্রিভুবন রাখে তারা সেই বলবান॥
তোমা অবিদিত মুনি সকল ভুবন।
আমাকে কহিবা তুমি নারদ তপোধন॥ ইত্যাদি

অবিকল অনুরূপ আরম্ভযুক্ত একখানা পুথি শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় ত্রিপুরা জেলায় পাইয়া তাহা বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের জন্য খরিদ করিয়াছিলেন। এই পুথি হইতে আরম্ভটি তিনি "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" পুস্তকে উদ্ধৃত করিয়াছেন। (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৫ম সংস্করণ; ১২০ পৃষ্ঠা।) এই পুথিখানি বর্ত্তমানে বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত হইবার কথা। কিন্তু এই পুথিখানি বর্ত্তমানে উক্ত সোসাইটিতে নাই। পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে দীনেশ বাবুর নিকট পত্র লিখিয়া জানিয়াছি, এশিয়াটিক সোসাইটিতে না থাকিলে এই পুথিখানি কোথায় গেল, তিনিও বলিতে পারেন না। যাহা হউক অনুরূপ আরম্ভযুক্ত আরও কয়েকখানা পুথি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। যথাস্থানে বর্ণনা দ্রষ্টব্য।

ঘ-পুথি। পরিষদের ২নং পুথি। দোভাঁজ তুলট কাগজের সংলগ্ন পৃষ্ঠে লেখা, অপর দুই পৃষ্ঠা সাদা। মধ্যে ছিদ্র। ১৩½"×৩¾ ইঞ্চি। প্রাচীনত্ব নিবন্ধন মধ্যের ভাঁজ কাটিয়া গিয়া এক পাতারই দুই পৃষ্ঠা পৃথক হইয়া পড়িয়াছে। কোণগুলি ক্ষয় হইয়া গোলাকৃতি ধারণ করিয়াছে। ১ হইতে ৩৫।১ পাতায় আদিকাণ্ড সম্পূর্ণ বলিয়া লিখিত।

শেষ:—

"রামের মুখ দেখিতে রাজার বড় রষ।
আদ্য কাণ্ড রচিল পণ্ডিত কীর্ত্তবাস॥
নারায়ণের জন্ম কথা শুনীল সর্ব্বজনে।
লক্ষ্মী ঠাকুরাণির জন্ম শুনহ বিশেষ।

ইতি আদ্যকাণ্ড রামায়ণ সম্পূর্ণমস্তু। জথা দৃষ্ট তথা লিখিতং লিখেকো নাস্তি দোশক—ভিমশ্যা মি[পি]রণে ভঙ্গো মণিনাঞ্চ মতিভ্রম ইতি পুস্তক লিখিতং শ্রীমনীরাম দেব শর্ম্মণ সকলম সহি পুস্তক শ্রীআত্মারাম গন্ধ বণিকের সমাপ্ত লিখন হইল /৪ মাঘ বৃহস্পতিবার যুক্লা চতুর্থী শকাব্দা ১৬২২ সন হাজার এগার শহ ছয় শাল নীবাস রকুনপুর আমল সাহজাদা মোকাম রাজমল করোরি গুলাব রায় শীকদার শ্রীবসন্ত রায়ঃ বৃহস্পতিবারের একপ্রহর বেলা থাকিতে সমাপ্ত হইল পুস্তক ইতি সমাচার হাতিসালার শ্রীমনীরাম ঠাকুরতার সহি।'

শকাব্দ ১৬২২=১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালা দেশে শাহজাদা আজিম্-উস্-সানের আমল, বর্দ্ধমানে থাকিয়া আজিম-উস্-সান তখন বাঙ্গালা দেশ শাসন করিতেছিলেন। "রাজমল" যদি রাজমহল হয় তবে বাঙ্গালার পশ্চিমতম প্রান্তে এই পুথিখানি লিখিত। ক্রোড়ী ও শিকদার মোগল যুগের সরকারী রাজস্ব কর্ম্মচারী। "হাতিসালা" রাজমহলস্থিত সরকারী হাতীশালা হওয়াই সম্ভব। কিংবা কোনও গ্রামের নাম?

হাতীশালার মনিরাম ঠাকুরের হস্তাক্ষর বিশেষ ভাল ছিল না; মধ্যে মধ্যে, যথা সপ্তম পাতায়, নিতান্ত ছেলে মানুষী হস্তাক্ষরের নমুনা আছে। ৩৩ পাতার যে পৃষ্ঠে পৃষ্ঠাঙ্ক তাহার বিপরীত সাদা পৃষ্ঠে "শ্রিকৃষ্ণগতি, সন ১১০৭ সন" এই কথা কয়টি লিখিত আছে।

পৃষ্ঠাঙ্ক নির্দ্দেশে দুই প্রকার অঙ্কের বিন্যাস দেখা যায়। যথা ডাহিনে ১, বামে ১৮; ডাহিনে ২, বামে ১৯। এইরূপে ডাহিনে ১৩, বামে ৩০ পর্য্যন্ত যাইয়া বামের পৃষ্ঠাঙ্ক থামিয়াছে, ডাহিনের অঙ্কের ক্রমই শেষ পর্য্যন্ত চলিয়াছে।

এই প্রাচীন পুথিখানির প্রামাণিকতার বিচার করিবার জন্য ইহার একটা বিষয়সূচী আবশ্যক। নিম্নে তাহাই সঙ্কলিত হইল।

১।১—দেবতা বন্দনা, কৃত্তিবাস বন্দনা। রামের বংশাবলি বর্ণন।

১।২ বংশাবলি বর্ণনের জের—অজের পুত্র দশরথ।

২।১ দশরথের পুত্র রাম "জন্মিয়া যত করিবেন

কমললোচন, সুত্র প্রকারে কহি শুন বুধজন।" রামের জীবনের ঘটনা বর্ণনা, শূর্পনখার রাবণের নিকটে গমন।

২।২ রামচরিতের জের—রাম বানরসৈন্য লইয়া সাগরকূলে গেলেন।

৩।১ রামচরিতের জের—অগস্ত্য রামের নিকট রাবণ কিরূপে লঙ্কার রাজা হইল তাহা কহিতেছেন।

৩।২ রামচরিত সম্পূর্ণ। "সাতকাণ্ড রামায়ণ কথা কহিল অল্প প্রমাণে। বিস্তারিয়া কহি কথা যুন সাবধানে। আদ্য কাণ্ডের কথা শুনিবা সভাতলে। যে কথা শুনিলে হয় অশ্বমেধের ফলে। তাহার পরেই "পৃথিবীতে উপজিল রাবণ মহাবীর" বলিয়া রাবণের কাহিনীর আরম্ভ। রাবণের ভ্রাতাভগিনীগণের জন্ম।

৪।১ কুবেরের লঙ্কাপুরী নির্ম্মাণ ও তাহাতে বাস। লঙ্কা প্রার্থনা করিয়া রাবণের দূত প্রেরণ। পিতার আজ্ঞায় কুবেরের কৈলাসে গমন এবং রাবণের লঙ্কা অধিকার।

৪।২ শূর্পনখার বিবাহ। রাবণের মন্দোদরী ও শক্তিশেল লাভ। রাবণের স্বর্গপুরী আক্রমণ ও কুবেরের নিকট তাঁহার অর্দ্ধেক ধন প্রার্থনা।

৫।১ কুবেরের সহিত রাবণের যুদ্ধ। কুবেরের পুষ্পক রথ বলে কাড়িয়া লওয়া এবং রাবণকে লঙ্কা দিয়া কুবেরের কৈলাসে গমন। রাবণের সহিত যুদ্ধে সকল দেবগণের পরাভব।

৫।২ "কীর্ত্তিবাষ প্রণ্ডিতের মধুর বচন। আদ্যকাণ্ডে রচিয়া দিল রাবণ কথন।" অযোধ্যা বর্ণনা। অযোধ্যার রাজা দশরথের বর্ণনা।

৬।১ অন্তঃপুরে সাত শত মহাদেবী ও কৌশল্যা কৈকেয়ী সহ দশরথের রাজ্যপালন। অজ রাজার কথা। পুত্রের যৌবন দেখিয়া অজরাজার কোশল রাজকন্যার জন্য কোশল দেশে দূত প্রেরণ।

৬।২ দূতের অযোধ্যা ও উহার রাজার ব্যাখ্যা। কৌশলরাজের সপুত্র অজকে আহ্বান।

৭।১ দশরথ-কৌশল্যার বিবাহ—অজের অযোধ্যা প্রত্যাবর্ত্তন—পুত্রকে রাজ্যে অভিষেক ও মৃত্যু। দশরথের অযোধ্যা পালন।

৭।২ কেকয় রাজার কন্যা কৈকেয়ীর স্বয়ংবরে দশরথের গমন।

৮।১ দশরথের কৈকেয়ীকে স্বয়ংবরে প্রাপ্তি।

৮।২ দশরথকে নিজের কন্যা সুমিত্রা-দান উদ্দেশ্যে সিংহল দেশের রাজা সৌমিত্রের দশরথের নিকট দূত প্রেরণ। দশরথের সিংহল গমন।

৯।১ সুমিত্রার বিবাহের আয়োজন।

৯।২ বিবাহ ও দেশে যাত্রা।

১০।১ দেশে প্রত্যাগমন। শত শত রাণী এবং প্রাধান্য তিন মহিষী লইয়া দশরথের সুখে রাজ্য।

১০।২ দশরথের সভায় নারদের আগমন। অনাবৃষ্টিতে রাজ্য নষ্ট হয় বলিয়া দশরথকে গঞ্জনা। রথে চড়িয়া দশরথের রাজ্য-পরিদর্শন।

পুথির বাকী অংশের বিশ্লেষণ না দিলেও ক্ষতি নাই। উপরের অংশ যিনিই মনোযোগ দিয়া পাঠ করিবেন, তিনিই বুঝিবেন যে এমন উল্টাপাল্টা রচনা,—আদিকাণ্ড-উত্তরকাণ্ডের খিচুড়ী, কৃত্তিবাসের রচনা হইতে পারে না। অন্ততঃ বিষয় বিন্যাসে যে বিষম গোলযোগ প্রবেশ করিয়াছে, ইহা নিশ্চিত। এই পুথিতে কুবের-রাবণ-দ্বন্দ্বের বিস্তৃত বর্ণনা আছে, উহা স্পষ্টই উত্তরকাণ্ড হইতে স্থানচ্যুত করিয়া আদি কাণ্ডে আনা হইয়াছে। উহা অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণের আদিকাণ্ডের একটি বিশেষত্ব। কাজেই এই পুথিতে অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণের প্রভাব প্রবেশ লাভ করিয়াছে বলিয়াও বোধ হয়। এই পুথিখানা কোন গায়েনের পুথি দেখিয়া নকল করা এবং গায়েনগণের স্মৃতিভ্রংশের ফলে অথবা খামখেয়ালীতে অতি প্রাচীন কাল হইতেই কৃত্তিবাসের রচনা এই রকম বিকৃত আকার ধারণ করিতেছিল।

প্রথম পাতার বাম দিকে ১৮ অঙ্ক দেখিয়া সন্দেহ হয়, মূল পুথিতে হয়ত প্রথম ১৭ পাতা লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। ক্রৌঞ্চমিথুনের শোকে শ্লোকের উৎপত্তি, ব্রহ্মাকর্তৃক রামায়ণ রচনার আদেশ, ইত্যাদি এইরূপেই বাদ পড়িয়াছে বলিয়া বোধ হয়। ইহাও লক্ষ্যের যোগ্য যে যদিও পুথিখানা আদিকাণ্ডের সম্পূর্ণ পুথি, কিন্তু ইহার শেষ রামের জন্মে। আদিকাণ্ডের বাকী অংশ ইহাতে নাই।

কৃত্তিবাস অসামান্য সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন; ভাষা-রামায়ণ রচনা করিতে তিনি অধ্যাত্ম রামায়ণ, মহানাটক, সেতুবন্ধ কাব্য ইত্যাদি হইতে ভাব, ভাষা ও উপাখ্যান আহরণ করিয়া মূল রামায়ণের উপাখ্যানের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। মূল রামায়ণের বিবৃতিপরম্পরা তিনি অনর্থক লঙ্ঘন করেন নাই, ইহা ধরাই স্বাভাবিক। ভাষারামায়ণের যে পুথির বিষয়পরম্পরা মূল রামায়ণের বিষয়পরম্পরার সহিত সাদৃশ্যযুক্ত, সেই পুথিই কৃত্তিবাসের খাঁটি রচনা রক্ষা করিয়াছে বলিয়া ধরিতে হইবে। এই বিচারে এই পুথিখানির প্রথমাংশ নিতান্ত অসার, ইহাই সিদ্ধান্ত হয়। যে স্থানে অন্যান্য পুথির সহিত ইহার মিল আছে তাহা পাঠোদ্ধারের কালে প্রদর্শিত হইবে।

ঙ-পুথি। পরিষদের ১২ নং পুথি। পাতলা নিকৃষ্ট তুলট কাগজের দুই পৃষ্ঠে লিখিত। আকার ১৩৪×৫৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা ২—১৫। আদিকাণ্ডের অসম্পূর্ণ পুথি। গোটা গোটা বড় বড় অক্ষরে লিখিত। এই পুথিখানি কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়ের সংগৃহীত। ইহার বিবরণ পঞ্চম বর্ষের সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকার ২৮১ পৃষ্ঠায় ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত করেন। পুথিখানি কোথায় প্রাপ্ত এই বিবরণে তাহার উল্লেখ নাই। কুমার বাহাদুরের নিকট পত্র লিখিয়া অবগত হইয়াছি, পুথিখানি তাঁহার পৈত্রিক নিবাস দীঘাপাতিয়ার নিকটস্থ কোন গ্রাম হইতে সংগৃহীত।

পুথিখানা গায়েনের পুথি, আরম্ভ হইতেই তাহা বুঝা যায়:—

… … চারি অংস হইয়া।
প্রভু তিন গর্ভে জর্ম্ম লভিলা সুভক্ষণ পাইয়া॥
রামের অনুজ বন্দো ভরত সতুর্গ্ঘন।"
রামের কুলপুরহিত বন্দো বসিষ্ঠ ব্রহ্মান॥
লক্ষ প্রণামে বন্দো পবন কুমার।
আসরে আসিয়া হনুমান করো ভর॥
জতোক্ষণ আমরা শ্রীরাম গুণ গাই।
আসর ছাড়হ প্রভু রামের দোহাই॥
প্রণামে বন্দিব সরস্বতির চরণ।
জথাতে আছয়ে গ্রহস্ত হউক স্মরণ

* * * *

—ইত্যাদি।

ইহার পরেই এই পুথিতে কৃত্তিবাস বন্দনা এবং কৃত্তিবাসের পিতামাতা, সহোদরগণের নাম আছে। উহা ২নং প্রসঙ্গে পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি।

২ হইতে ১৫ পাতায় পুথিখানি সম্পূর্ণ। সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ না দিলে পুথির প্রকৃতি বুঝা যাইবে না।

২।১ বিবিধ বন্দনা, কৃত্তিবাসের পরিচয় ও বন্দনা।

২।২ বন্দনার জের। বিষ্ণুর অবতারসমূহ বর্ণনা।

৩।১ সপ্তমে রাম অবতার। তৃতীয় ছত্রে "গোলক বৈকুণ্ঠপুর সভাকার পর" বলিয়া নারায়ণের চারি অংশে অবতার বর্ণনা আরম্ভ। নূতন অবতার দেখিয়া ব্রহ্মার মহা চিন্তা, নারদ আসিয়া বলিলেন রাম নামে দস্যু রত্নাকর বাল্মীকি মুনি হইয়া রামায়ণ রচনা করিবেন।

৩।২ রত্নাকরের দস্যুবৃত্তি। ব্রহ্মার অনুরোধে বিষ্ণু সন্ন্যাসী বেশে তাহাকে উদ্ধার করিতে চলিলেন।

৪।১ রত্নাকরের উপাখ্যানের জের।

৪।২ রত্নাকরের উপাখ্যানের জের।

৫।১ রত্নাকরের উপাখ্যানের জের। 'ব্রহ্মা আদি দেব লইয়া' বিষ্ণু সিদ্ধমন্ত্র রত্নাকরকে দেখিতে চলিলেন।

৫।২ বাল্মীকি নামকরণ। বিষ্ণু এবং ব্রহ্মা এবং সমস্ত দেবগণ পৃথক্ পৃথক্ রামায়ণ রচনার বর দিলেন। বাল্মীকির পিতার নিকট প্রত্যাগমন এবং পিতা কর্ত্তৃক অভ্যর্থনা। শিষ্য ভরদ্বাজ সহ সরোবরকূলে স্নানার্থ গমন।

৬।১ ব্যাধের ক্রৌঞ্চবধ। বাল্মীকির ব্যাধকে অভিসম্পাত। দেবগণের মন্ত্রণায় নারদের আগমন ও বাল্মীকিকে দীক্ষাপ্রদান। নারদ কর্ত্তৃক ক্ষীরোদমন্থনের বিবরণ।

৬।২ মন্থনে চন্দ্রের উত্থান। চন্দ্রবংশের বিবরণ—"সংক্ষেপে কহিল ইলার উপক্ষন। উত্তরাতে কহিব সকল বিবরণ।" চন্দ্রবংশে জনকের জন্ম। "চন্দ্রবংশ মহামনি এই থানে থুইয়া। সূর্য্য বংস রচে মুনি ব্যাপিত হইয়া"। সূর্য্য বংশ বর্ণন।

৭।১ সূর্য্য বংশ বর্ণন—জের।

৭।২ সূর্য্য বংশ বর্ণন—জের।

৮।১ সূর্য্য বংশ বর্ণন—জের।

৮।২ সূর্য্য বংশ বর্ণন—জের।

৯।১ সূর্য্য বংশ বর্ণন—জের।

৯।২ হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান। এই উপাখ্যান পুথির শেষ পর্য্যন্ত চলিয়াছে, শেষ হয় নাই।

এই নমুনার কোন পুথি অবলম্বন করিয়াই যে শ্রীরাম পুরের মিশনারিগণ ১৮০২-৩ খ্রীষ্টাব্দে কৃত্তিবাসী রামায়ণের সংস্করণ প্রচারিত করিয়াছিলেন, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। নারায়ণের চারি অংশে প্রকাশ পরিষদে রক্ষিত 'গ' পুথিতে অথবা ১৭২২ শকের 'ঘ' পুথিতেও নাই। উহা আমাদের চ-ছ-জ পুথিতেও নাই। উহা পশ্চিমবঙ্গে প্রাপ্ত আধুনিক পুথিগুলিতেই দৃষ্ট হয়। এই উপাখ্যানটি পশ্চিমবঙ্গের কোন গায়েনের রচনা বলিয়াই মনে হয়। এই নমুনার পুথিগুলিতে সমুদ্রমন্থন এবং চন্দ্রবংশ-সূর্য্যবংশ-বর্ণনা স্থানচ্যুত হইয়া অপ্রাসঙ্গিক ভাবে আগে আসিয়া পড়িয়াছে। উহাদের প্রকৃত স্থান রামচন্দ্রের বিবাহসভার বরকন্যার বংশবর্ণনে। হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান মূল সংস্কৃত রামায়ণে নাই। আমাদের আদর্শ পুথিগুলিতেও নাই। আলোচ্য নমুনার পুথিগুলিতে হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যানও আদিকাণ্ডের আদিতেই স্থান পাইয়াছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণের শ্রীরামপুরের মিশনারীগণ কর্ত্তৃক প্রচারিত সংস্করণই সামান্য কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত পরিবর্দ্ধিত হইয়া আজিও বাজারে চলিতেছে। এমন কি উদ্ভটসাগর মহাশয় সম্পাদিত চক্রবর্ত্তী-চাটার্জ্জি কোম্পানি কর্ত্তৃক প্রকাশিত রামায়ণের সুশোভন-সংস্করণও অবিকল বটতলা সংস্করণেরই পুনর্ম্মুদ্রণ, উদ্ভটসাগর মহাশয় শুধু দুই চারিখানা পুথি ঘাঁটিয়া কয়েকটি অতিরিক্ত উপাধ্যান সংযোজিত করিয়াছেন। এই শ্রীরামপুরী সংস্করণের অবলম্বিত পুথিগুলি তৎকালপ্রচলিত নিতান্ত আধুনিক পুথি ছিল। সুপ্রাচীন পুথির খোঁজ করিয়া কৃত্তিবাসের খাঁটি রচনা উদ্ধারের কোন চেষ্টা সাহেবেরা করেন নাই। ফলে এই সওয়াশত বছরের অধিককাল ধরিয়া কৃত্তিবাসী রামায়ণ বলিয়া আমরা চারি পাঁচ পুরুষ ধরিয়া বাঙ্গালা দেশে যাহা পড়িয়া আসিতেছি, তাহা নিতান্তই ভেজাল কৃত্তিবাস।

কৃত্তিবাসের খাঁটি রচনার উদ্ধার করিতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রথমাবধিই সচেষ্ট আছেন। ১৩১০ সনে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন মহাশয়ের সম্পাদনে কৃত্তিবাসের উত্তরকাণ্ড পরিষৎকর্ত্তৃক প্রচারিত হয়। তিনখানা পুথি অবলম্বনে এই উত্তরকাণ্ড সম্পাদিত হয়। একখানা ১০০৯ সালের বাঁকুড়া পাত্রসায়রের পুথি, উহার মালিক ছিলেন শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়। দ্বিতীয় পুথিখানা পরিষদের সম্পত্তি, উহাতে "কোন সন তারিখ নাই, দেখিলেও প্রাচীন লিপি বলিয়া মনে হয় না।" এই দুই পুথির পাঠে মিল ছিল এবং এই দুইখানা মিলাইয়াই প্রেসকপি প্রস্তুত হয়। বই ছাপা আরম্ভ হইলে আর একখানা পুথি হস্তগত হয়, উহা সুপ্রাচীন এবং ১৫০২ শকের প্রতি-লিপি। '১৫০২ শকের পুথিখানি অতি প্রাচীন হইলেও ১০০৯ সনের পুথির সহিত অধিকাংশ

স্থলেই পাঠের মিল নাই। বিষয়গত সাদৃশ্য সত্বেও পাঠবৈষম্যের প্রতি দৃষ্টি করিলে এই দুইখানি পুথি যেন দুইজন কবির রচনা বলিয়া মনে হইবে। ১০০৯ সালের পুথি ও সাহিত্য পরিষদের পুথির শেষাংশ নিতান্ত অস্পষ্ট, সেই জন্য আলোচ্য রামায়ণের শেষাংশ ১৫০২ শকের পুথির সাহায্যে মুদ্রিত হইয়াছে।" (পরিষদের 'উত্তরকাণ্ড', ভূমিকা)

হীরেন্দ্র বাবু যখন 'উত্তরকাণ্ড' সম্পাদন করেন তখন যথেষ্ট সংখ্যক পুথি পাওয়া যায় নাই বলিয়া তুলনামূলক সমালোচনার সুযোগ ছিল না। এখন কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুথিশালায় কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রচুর পুথি সংগৃহীত হইয়াছে, তুলনামূলক সমালোচনা করিবার সুযোগও আছে। হীরেন্দ্র বাবুর অবলম্বিত ১০০৯ সনের পুথিখানার সন যে মল্ল সন এবং ১০০৯ সন যে প্রকৃত পক্ষে বঙ্গাব্দ ১১১০, তাহা শ্রীযুক্ত দীনেশবাবু বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে (পৃঃ ১১৭, ৫ম সং) বলিয়াছেন। এই উভয় পুথিই এখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালায় আছে। নম্বর ২০৮ এবং ২০৯।

পরিষদের চেষ্টায় এবং হীরেন্দ্র বাবুর সম্পাদনে কৃত্তিবাসী অযোধ্যাকাণ্ড ১৩০৭ সনে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা ১০০৯ সনের একখানা পুথির পুনর্মুদ্রণ মাত্র। এই পুথিখানা এখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালার ৩৩ নম্বর অযোধ্যাকাণ্ডের পুথি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি ভাষায় রচিত বাঙ্গালা পুথির বিবরণীতে নিম্নলিখিতরূপে এই পুস্তকের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। (পৃঃ ২৫)

Substance, countrymade paper; 14×5 inches. Folia 1—33 marked by two sets of figures. Lines 10 on a page leaving a blank space of about an inch in the middle of each page. Date 1008 B. S (1691 A. D.) Date seems to be doubtful. This ms. cannot be more then 150 years old. Complete. Place of find, Bankura.

হীরেন্দ্র বাবু পুথিখানার তারিখ পড়িয়াছিলেন ১০০৯ বাঙ্গালা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিবিবরণীতে সম্পাদকদ্বয় ঐ তারিখই ১০০৮ পড়িয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য করিয়াছেন যে পুথিখানা অত প্রাচীন হইতে পারে না। ইহার ব্যাখ্যায় একটি গূঢ় রহস্য বাঙ্গালী পাঠকগণের জানা আবশ্যক। এই সমস্ত পুথি দীনেশ বাবুর ভৃত্য বাঁকুড়া পাত্রসায়রবাসী রামকুমার দত্ত কর্তৃক সংগৃহীত। এই ব্যক্তিকে দীনেশ বাবু পুথিসংগ্রহের জন্য নগেন্দ্র বাবুর হাতে সমর্পণ করেন। নগেন্দ্রবাবু এই ব্যক্তির দ্বারা বাঁকুড়া অঞ্চল হইতে পুথিসংগ্রহ করাইয়া নিজের পুথিশালা গড়িয়াছিলেন। ঐ পুথিশালার বাঙ্গালা পুথিগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কিনিয়া লইয়াছেন, সংস্কৃত পুথিগুলি দীঘাপাতিয়ার কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় মহাশয় কিনিয়া লইয়াছেন। আমি দীনেশ বাবুর মুখে শুনিয়াছি, এই রামকুমার দত্ত অত্যন্ত ধূর্ত্ত ছিল। পুথিসংগ্রহ-কার্য্যে হাত পাকাইয়া অবশেষে সে সংগৃহীত পুথির জন্য নগেনবাবুর নিকট হইতে অধিক মূল্য আদায় করিবার আশায়, পুথির পুষ্পিকায় লিখিত সনাঙ্ক কৌশলে বদলাইয়া প্রাচীনতর সনাঙ্ক বসাইতে আরম্ভ করে। অবশেষে এই দুষ্কার্য্যে ধরা পড়িয়া বিতাড়িত হয়।

অযোধ্যাকাণ্ডের পুথিখানার প্রাচীন সনাঙ্ক সম্ভবতঃ এইরূপ পরিবর্ত্তিত সনাঙ্ক, তাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথি-বিবরণীর সম্পাদকদ্বয় পুথির পুষ্পিকার সনাঙ্কের সহিত পুথির বয়সের মিল দেখিতে পান নাই। উত্তর কাণ্ডের ১০০৯ সনের পুথিখানার সনও ঐরূপ কিনা কে বলিবে? বস্তুতঃ নগেন্দ্র বাবুর নিকট হইতে ক্রীত এবং রামকুমার দত্ত কর্তৃক বাঁকুড়া হইতে সংগৃহীত পুথিগুলির সনাঙ্কগুলি বিশেষ সতর্কতার সহিত পরীক্ষার পর গ্রহণ করা উচিত। সর্ব্বজন নমস্য পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মত পরিপক্ব প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ পর্য্যন্ত এই বিষয়ে নিতান্ত ঢিলামি

অসতর্কতার পরিচয় দিয়াছেন। কাশীদাসী মহাভারতের আদিপর্ব্ব তাঁহার সম্পাদনে পরিষৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। যে পুথিখানা দেখিয়া উহা সম্পাদিত, তাহার পুষ্পিকায় সনাঙ্ক শাস্ত্রী মহাশয় পড়িলেন ৯৮৫ সাল। দীনেশ বাবুর বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে (৪৪৫ পৃঃ, ৫ম সং) কাশীদাসের সময়-নির্ণয় আছে। উহাতে দেখা যায় কাশীদাস ১০১০ বাঙ্গালা সনে বিরাট পর্ব্ব সমাপ্ত করিয়াছিলেন। পরিষদের পুথিখানি কিন্তু তাহারও ২৫ বৎসর আগেকার হইয়া পড়িল। পরিষৎ প্রকাশিত আদিপর্ব্বের ভূমিকায় শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"সাহিত্য পরিষদে গিয়া একদিন হঠাৎ শুনিলাম যে সেখানে সন ৯৮৫ সালের একখানি পুথি আছে। সেখানি কাশীরামেরই আদিপর্ব্বের পুথি। সন ৯৮৫ সাল হইলে ইংরেজি ১৫৭৮ সাল হয়। মনে একটু খট্‌কা বাধিল। কাশীরাম আওরঙ্গজেবের সময়ের লোক শুনিয়াছিলাম, এ যে আকবরের সময়ে গিয়া পড়ে; প্রায় ১০০ বছরের তফাত। বেশ করিয়া হাতের লেখা মিলাইলাম, অঙ্ক কয়টাও দেখিলাম; সে বিষয়ে কোন ভুলভ্রান্তি মনে হইল না। সুতরাং মনে করিতে হইবে যে কাশীরাম যত পুরাণ শুনিয়াছিলাম, তাহা হইতে আরও পুরাণ। পুথিখানি কাশীরামের হাতের লেখা নয়। সুতরাং পুথিতে যে তারিখ আছে, তাহা নকলের তারিখ, রচনার তারিখ নয়। তাহা হইলে কাশীরাম আরও পুরাণ হইলেন।"*

শাস্ত্রী মহাশয় আজীবন পুথি ঘাঁটিয়াছেন, তাঁহার এই কথার উপর আর কাহারও কথা চলে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালের জন্য পুথিসংগ্রহ ব্যাপারে পুথি-সংগ্রহ-সমিতির সম্পাদকের কাজ করিয়া আমারও পুথিসম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে এবং ১৭।১৮ হাজার বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুথি আমারও হাত দিয়া সংগৃহীত হইয়াছে। একদিন কৌতূহলপরবশ হইয়া পরিষদে যাইয়া আদিপর্ব্বের পুথিখানা পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম। ৯৮৫ সনের পুথি হইলে সাড়ে তিনশত বছরের পুরাণ পুথি। পুথিখানা দেখিয়াই মনে হইল, উহা দু'দেড়েক বছরের বেশী পুরাতন নহে। সাড়ে তিন শত বছরের পুথির পৃষ্ঠাঙ্কে ৪ সংখ্যাটি ৎ এর মত হওয়া উচিত, ৩ সংখ্যাটি ও এর মত হওয়া উচিত, ৫ সংখ্যাটি 5 হওয়া উচিত. ৭ সংখ্যাটির মাথায় ফাঁক থাকিয়া ভাঙ্গা ৭ এর চেহারা ধারণ করা আবশ্যক। ৮ এর আকৃতি ঢ হওয়া আবশ্যক। পুথির প্রাচীনত্ব নির্দ্দেশে এইগুলি অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেরই বিদিত পরথ। উহাদের একটিও এই পুথিতে নাই। পুষ্পিকায় সনের অঙ্কটি পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম। ৯৮৫ অঙ্কের রহস্য বুঝিলাম। প্রথমতঃ, পুথিখানা বিষ্ণুপুরের, কাজেই সনটি মল্লাব্দ হইবার সম্ভাবনা তো রহিয়াছেই। তাহার উপর আবার সনাঙ্কের ৮৫ অঙ্ক দুইটি মাত্র স্পষ্ট। পূর্ব্ববর্ত্তী অংশ পোকায় কাটা। আটের পূর্ব্বের অঙ্কটি ১ ছিল বলিয়া বোধ হয়, উহার মাথা হইতে কতক অংশ গোলাকৃতিতে পোকায় কাটিয়াছে, কাজেই উহা ৯ এর মত দেখা যায়। উহা ৯ নহে ইহা জোর করিয়াই বলা যায়। এই অঙ্কের পূর্ব্বেও কতক স্থান পোকায় কাটা। তথা হইতে ১ কাটা গিয়াছে বলিয়া অনুমান করি। কাজেই সনাঙ্কটি প্রকৃত পক্ষে সম্ভবতঃ ১১৮৫। অথচ এই অঙ্কটি ঠিক পড়া হইল কিনা তাহা ভাল মত বিচার না করিয়াই এই আধুনিক পুথিটি অবিকল মুদ্রিত করিতে শাস্ত্রী মহাশয় এবং পরিষদের পুথিরক্ষক শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় কি প্রাণপাত পরিশ্রমই না করিয়াছেন এবং কতগুলি টাকাই না ব্যয় হইয়াছে! শাস্ত্রী

---

* এই পুথিখানা ১৩০৬ সনের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ৬৩।৬৪ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে। তখন উহা নগেন বাবুর সম্পত্তি এবং বিশ্বকোষ কার্য্যালয়ে রক্ষিত ছিল। নগেন বাবু পুষ্পিকায় যে পাঠ দিয়াছেন, শাস্ত্রী মহাশয়ের পাঠের সহিত তাহার গরমিল আছে।

মহাশয়ের মত অভিজ্ঞ ব্যক্তি যদি এমন ভুল করিতে পারেন তবে অন্যে পরে কা কথা? পুথিখানা পরিষদের পুথিশালায়ই রক্ষিত আছে। কৌতূহলী অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই আমার কথা সত্য কিনা মিলাইয়া দেখিতে পারেন। আমি তারাপ্রসন্ন বাবু এবং পরিষদের প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষ রামকমল বাবুকে এই ব্যাপার দেখাইয়া দিয়া আসিয়াছিলাম, কিন্তু তখন আদিপর্ব্ব মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে।

চ-পুথি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালার 62 F নম্বর পুথি। সাদা মোটা উৎকৃষ্ট তুলট কাগজের দুই পৃষ্ঠে লেখা, শুধু আদিকাণ্ডের পুথি। ৩৩ পাতায় সমাপ্ত, তারিখ নাই। উজ্জ্বল, ঘন, বাদামী আভাযুক্ত গাঢ় কৃষ্ণ কালীতে, অতি সুন্দর ছোট ছোট অক্ষরে যত্ন করিয়া লিখিত। প্রথমে দেখিয়া মনে হয়, বয়স ১০০।১২৫ বছরের বেশী হইবে না। পুথি ব্যবহার করিতে করিতে বোধগম্য হইল, পুথিখানির বয়স ইহা অপেক্ষা বেশী—সম্ভবতঃ ইহা গ-পুথি অপেক্ষা পূর্ব্ববর্ত্তী অনুলিপি। কিঞ্চিৎ ভূমিকার পরে দশরথের বিবাহপ্রসঙ্গে পুথি আরব্ধ। রত্নাকরের কাহিনী, বাল্মীকির রামায়ণ-রচনা-প্রসঙ্গ এবং রাক্ষসগণের জন্মবিবরণ, এই গুলির একটাও নাই। গ এবং ছ পুথির সহিত পাঠের অধিকাংশ স্থানেই বেশ মিল আছে। পুথিখানি মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত পিঙ্গলা নামক স্থানস্থ শ্রীযুক্ত মুরারীমোহন চৌধুরী মহাশয় নিকটবর্ত্তী কোন গ্রাম হইতে সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন।

ছ-পুথি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৫৩৯ পুথি। পুথিখানির বয়স বেশী নহে। সম্পূর্ণ সাতটি কাণ্ডই আছে। প্রত্যেক কাণ্ডে ভিন্ন ভিন্ন নম্বর দেওয়া হইয়াছে। এইখানে শুধু আদিকাণ্ডের বিবরণ দিলাম। অন্য কাণ্ডগুলির পুথি-বিচারের কালে বাকীগুলির বিবরণ দেওয়া যাইবে। আদিকাণ্ডের নম্বর ৩৫৩৯। আকার ১২$\frac{3}{8}$″ × ৫$\frac{1}{8}$″। মিলের পাতলা কাগজে ছোট ছোট গোটা গোটা অক্ষরে লিখিত, প্রতি পৃষ্ঠায় ১১ ছত্র। ৫০ পাতায় আদিকাণ্ড সমাপ্ত। পুষ্পিকাটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

রামগণ কির্ত্তিবাস পণ্ডিত রচিল।
আদ্যকাণ্ড সমাপ্ত হৈল হরি হরি বোল॥

(লাল কালিতে) ইতি শ্রীবাল্মীক মুনি বিরচিত আদ্য কাণ্ড রামায়ণ পুস্তক সম্পুর্ণং॥ (কাল কালী) শকাব্দা ১৭৭১ বাঙ্গালা ১২৫৬ কার্ত্তিক মাসস্য ১০ দশম দিবসে বৃহস্পতি বারে নবম্যান্তিথৌ সমাপ্তমিতি পুস্তকেয়ং॥ সাক্ষর মন্দমতি দীনাতিদীন শ্রীগোকুলকিশোর দাসস্য তস্য নিবাস শ্রীহট্টদেশীয় সাদিপুর গ্রামেতি।

পুষ্পিকার ভাষা ও বানান দেখিয়া বোধ হয়, লেখক কতকটা সংস্কৃতজ্ঞ এবং ভাষাজ্ঞানবিশিষ্ট ছিলেন। পুথিখানি আধুনিক হইলেও কোন ভাল পুথি দেখিয়া নকল করা,—পড়িয়া এই ধারণাই হয়। এই পুথিখানি ঢাকা সহরের পশ্চিমাংশস্থ বাড্ডানগর নামক স্থানের এক বৈষ্ণব মঠ হইতে প্রাপ্ত। এই মঠ এখনও শ্রীহট্ট দেশীয় এক জমীদারের অধীন।

পুথিখানির প্রথম পাতা নাই, কিন্তু উহাতে প্রারম্ভিক সংস্কৃত শ্লোকমাত্র ছিল; কারণ ঐ শ্লোকের জের ২।১ পর্য্যন্ত চলিয়াছে। ভাষায় আরম্ভটুকু উদ্ধারের যোগ্য :—

গণপতি শিবা শিব স্বরস্বতী মাতা।
লক্ষ্মী নারায়ণ বন্দো বিশ্বরূপ ধাতা॥
মহামুনি বাল্মীকের বন্দিঞা চরণ।
যাহার প্রসাদে সুর্খে শুনে সর্ব্বজন॥
অবধানে শুন সবে হঞা একমন।
সুর্য্যবংশ চরিত্র যাহা অপূর্ব্ব কথন॥
ঋষী শৈল হৈতে মহানদী রামায়ণ।
রাম সাগরেতে আসি হইল মিলন॥
অবিরত সে অমৃত পান করে সুধী।
সাধু জনে দরশন করে নিরবধি॥

এহাতে উপায় মনে হইল উদয়।
সর্ব্বচিত্ত আকর্ষক রচিব ভাষায়॥
বামন হঞা হাতে চান্দ ধরিবারে মন।
ভেলা ধরি সমুদ্র পার হইব কেমন॥
সূর্য্য বংশ কীর্ত্তি হয় অসাধ্য বর্ণনা।
কেমতে আমার পুরে মনের বাসনা॥
কিন্তু সর্ব্বশাস্ত্রে কহে মহামুনি আদি।
এক-বার সে পদ স্মরণ করে যদি॥
পঙ্গুতে লঙ্ঘয়ে গিরি মুক কথা কয়।
বানরে সঙ্গীত গায় যাহার কৃপায়॥
হেন রামচন্দ্র পাদ হৃদে করি ধ্যান।
ভাষায় রচিব গ্রন্থ যেমত প্রমাণ॥
সসাগরা পৃথিবী মণ্ডল রাজা সার।
মনু আদি বংশ কীর্ত্তি হয়েত অপার॥
সগর নামেতে পুর্ব্ব পুরুষ বাখানি।
উদ্ধারিয়া সাগর কীর্ত্তি রাখিলেন জিনি॥
যদি হয় ফনিপতি সমান রসনা।
ঈক্ষাকু চরিত্র তভু না হয় বর্ণনা॥
আমি অতি মূঢ়মতি না জানি ভজন।
যে তে মতে কহি শুন ভাষা রামায়ণ॥
সাতকাণ্ড রামায়ণ প্রথমে আদিকাণ্ড।
শুনিতে অদ্ভুত কথা অমৃতের ভাণ্ড॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ আদি বৃদ্ধি হয়।
মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি আর অমঙ্গল ক্ষয়॥
কোশল নামেতে দেশ জনপদে খ্যাত।
সরযূর তীরে সর্ব্ব শস্য সমন্বিত॥
তার মধ্যে বিরাজিত অযোদ্ধা নগর।
নয় ভাগ মধ্যে উচ্চ অতি শোভাকর॥
বিংশতি যোজন দীর্ঘে প্রস্থেতে অর্দ্ধেক।
মধ্যে মধ্যে রম্য স্থান আছয়ে অনেক॥
মানবেন্দ্র মনু পুর্ব্বে করিলা নির্ম্মাণ।
তুলনা নাহিক দিতে তাহার সমান॥
সুবিভক্ত জলসিক্ত ধুলা রাজ পথে।
নানা বর্ণ পুষ্প শোভে রত্ন বিভুষিতে॥ (১)
গভীর তাহাতে গড় নানা অস্ত্রযুত।
রথ গজ অশ্ব সৈন্য আছে কত শত॥
সর্ব্বত্র সমান শোভা সুমঙ্গল ধ্বনি।
সে পুরি তুলনা নাহি হেন অনুমানি॥
তাহাকে পালেন নিত্য দশরথ রাজা।
সূর্য্য বংশ সমুদ্ভব সূর্য্যসম তেজা॥
ভুপাল যতেক আছে পৃথিবী ভিতর।
সূর্য্যবংশ রাজাগণের হয়েন ঈশ্বর॥
মহারাজা পালিত সে অযোধ্যা নগর।
দেবেন্দ্র পালিত যেন অমরা সহর॥
সে রাজার নাহি মাতা পিতা সহোদর।
কুলে শীলে ধর্ম্মে শাস্ত্রে বড়ই তৎপর॥
রাজা দশরথের গুণ কি বলিতে জানি।
যার গৃহে নারায়ণ জন্মিলা আপনি॥
রাজ চক্রবর্ত্তী তিনি সবার উপরে।
তিন শত বর্ষ তভু বিহা নাহি করে।
দৈবের কারণে যেবা আছয়ে নির্ব্বন্দ।
যেমতে রামের জন্ম শুন অনুবন্দ॥
কৌশল নগরে রাজা কৌশল নাম ধরে।
ইত্যাদি।

এইরূপে মুখবন্ধ করিয়া কৌশল্যা-বিবাহপ্রসঙ্গে পুথি আরব্ধ।

সৌভাগ্য ক্রমে অনুরূপ আরম্ভযুক্ত পুথি আরও পাওয়া গিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯নং পুথি দ্রষ্টব্য। পুথির তালিকায় উহার আদি হইতে যতটুকু উদ্ধৃত আছে,

(১) তুং—রামায়ণ, আদিকাণ্ড পঞ্চম সর্গ—৮ম শ্লোক :—
সুবিভক্তান্তরদ্বারা সুবিস্তীর্ণমহাপথা।
শোভিতা রাজমার্গেন জলসংসক্তরেণুনা॥
শ্রীযুক্ত অমরেশ্বর ঠাকুরের সংস্করণ।

তাহা প্রায় অবিকল এই ছ-পুথির আরম্ভের সহিত মিলিয়া যায়। পুথির তালিকায় পুথিখানি কোথায় প্রাপ্ত তাহার উল্লেখ নাই।

পরিষদের ৬নং পুথিও অবিকল এই রকমের আরম্ভ-যুক্ত পুথি। পুথিখানির ১—৫৭ পাতা আছে. পরে খণ্ডিত। অম্বরীষ যজ্ঞপ্রসঙ্গ (অর্থাৎ আমাদের গৃহীত পাঠের ৪৪নং প্রসঙ্গ) পর্য্যন্ত আসিয়া পুথি খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। পুথিখানি কোথায় প্রাপ্ত তালিকায় তাহার কোন উল্লেখ নাই।

'চ' পুথির মুখবন্ধ আরও সংক্ষিপ্ত। ইহাতে অযোধ্যা বা কোশলের বর্ণনা নাই। মাত্র ৯টি শ্লোকে বাল্মীকি বন্দনা ইত্যাদি শেষ করিয়া,—পরে আছে,—

সূর্য্য বংশে দশরথ সভে একেশ্বর।
বাপ মা নাঞি রাজার ভাই সহোদর॥
মহারাজ চক্রবর্ত্তী রাজা সভার উপরে।
তিন শত বচ্ছর রাজা বিভা নাহি করে॥
দৈবে কারণ রাজার আছিল নির্ব্বন্ধ।
যেনমতে রঘুনাথের জন্ম অনুবন্ধ॥

সহজেই লক্ষ্য হইবে যে 'ছ' পুথির রাজচক্রবর্ত্তী তিনি সবার উপরে।" এবং 'চ' পুথির মহারাজ চক্রবর্ত্তী রাজা সভার উপরে"। এই দুই ছত্রে মিল আছে। এই ছত্র হইতে মিল আরম্ভ হইয়াছে—এবং এই মিল মোটামুটি শেষ পর্য্যন্তই চলিয়া গিয়াছে। মেদিনীপুরের পুথি এবং ঢাকার পুথিতে এই মিল বাস্তবিকই বিস্ময়জনক। কৃত্তিবাসের আদিকাণ্ডের কি ইহাই আদিরূপ ছিল? গ-পুথির পাঠ অনুধাবন করিলে দেখা যায়, কতক দূর অগ্রসর হইয়া মূল সংস্কৃত রামায়ণের অনুযায়ী অনেকখানি রচনার পর, চ-ছ-পুথির যেই স্থান হইতে পাঠের মিল আছে, 'গ' পুথিরও পাঠের সহিত সেই স্থান হইতে মিল আছে। গ-চ-ছ পুথির যেই স্থান হইতে মিল আছে, গ-পুথির তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী অংশের পাঠ, দীনেশ বাবুর দৃষ্ট এবং বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে উদ্ধৃত (১২০ পৃঃ, ৫ম সং) ত্রিপুরার পুথি দ্বারা, খ-পুথিতে প্রাপ্ত একখানা বিচ্ছিন্ন পত্র দ্বারা এবং আমাদের জ-ঝ-ঞ পুথিদ্বারা সমর্থিত হইতেছে এবং এই পাঠক্রমের বিষয়-বস্তু মূল সংস্কৃত রামায়ণের সহিতও মিলিতেছে। কাজেই গ-জ-ঝ-ঞ পুথি মিলাইয়া উদ্ধৃত পাঠই যে কৃত্তিবাসী রামায়ণের আদিকাণ্ডের আরম্ভের খাঁটি পাঠ, সেই বিষয়ে প্রায় নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।

জ-পুথি। আদিকাণ্ডের খণ্ডিত পুথি, ১ হইতে ৫ পাতা মাত্র। ত্রিপুরা জেলার 'ঘনিয়ার পার' গ্রামে প্রাপ্ত। আদিকাণ্ডের পাঠোদ্ধার শেষ হইলে এই পুথি হস্তগত হয়। এই পুথিখানি গদাধর ঠাকুরের শিষ্য বল্লভচৈতন্য গোস্বামীর বংশধর ঢাকা জেলাস্থ বিক্রমপুরের শ্রীপাট পঞ্চসার বিনোদপুর গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত মুকুন্দ লাল গোস্বামী প্রভুপাদ ঘনিয়ার পার গ্রামস্থ তাঁহার এক শিষ্যের (উদয় সেন) বাড়ী হইতে সংগ্রহ করিয়া দেন। এই পঞ্চপাতাত্মক খণ্ডিত পুথিখানি পাইয়া ভারী উপকৃত হইয়াছি। ইহার পাঠ দ্বারা গ-পুথির পাঠ সমর্থিত হইয়াছে। অধিকন্তু ইহাতে আরম্ভ হইতে থাকায় বাল্মীকির দস্যুবৃত্তির কাহিনী আদৌ কৃত্তিবাসী রামায়ণে ছিল কিনা, এই প্রশ্নের মীমাংসার উপকরণও হাতে আসিয়াছে। এই কাহিনীটি গ-পুথিতে আছে, কিন্তু এই ঘনিয়ার পারে প্রাপ্ত জ-পুথিতে নাই। জ-পুথির আরম্ভ উদ্ধৃত করিতেছি। পুথির হাতের লেখা বেশ ভাল। প্রাচীন উৎকৃষ্ট তুলট কাগজে এক এক পৃষ্ঠায় ১০ ছত্র করিয়া লিখিত। পুথির আকার ১৬´´×৫´´। পুথিখানি ঢাকা মিউজিয়মে উপহৃত।

শ্রীগুরবে নমঃ শ্রীগনসায় নমঃ॥

বেদে রামায়নে চৈব পুরাণে ভারতে তথা।
আদৌ চন্ত্রে চ মধ্যে চ হরি সর্ব্বত্র গিয়তে॥
রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং রঘুবরং সীতাপতিং সুন্দরং
কাকুস্তং করুণাময়ং গুননিধিং বিপ্রপ্রিয়ং ধার্ম্মিকং।
রাজেন্দ্রং সত্যবন্তং দশরথতনয়ং শ্যামলং শান্তমুর্ত্তিং
বন্দে লোকাভিরামং রঘুকুলতিলকং রাঘবং রাবনারি॥

নারায়নং নমস্কিত্বং নরশ্চৈব নরোত্তমং।
দেবিং সরেস্বতিশ্চৈব ততো জয় মুদিরএৎ॥
প্রণমোহ নারায়ণ পরম কারণ।
ব্রহ্মা আদি দেবে জারে করয়ে স্তবন॥
রামষিতা বন্দী আর শুমিত্রা নন্দন।
ভরথ শত্রুগঘন বন্দী শানন্দিত মন॥
ব্যাষ বাল্মিকী মুনি বন্দোম শদায়।
রামাঅন পুরান শুনী জাহার ক্রপায়॥
সরেস্বতি পদযুগে করি নমস্কার।
জনমে ২ মাতা সেবক তোমার॥
গনপতি প্রনমোহ গৌরির নন্দন।
হরগৌরী প্রনমোহ জত দেবগণ॥
দশরথ রাজা বন্দোম করিয়া জতন।
কৌশল্যা শুমিত্রা বন্দম রাজরাণীগণ॥
সচির সহিতে বন্দোম দেব শুরপতি।
মগর বাহনে বন্দম দেবী ভাগীরথী॥
চতুর্দ্দিগপাল বন্দোম করি ভাগ ভাগ।
পাতালেত বন্দোম ছাপন্ন কুটী নাগ॥
গুরুর চরণ বন্দী তুলি লৈলাম মাথে।
জে গুরু জিবন মুক্ত করিছে ভারথে॥
শিক্ষ্যা গুরু বন্দোম জে দিক্ষ্যা গুরু পায়ো।
জে গুরু দেখাইয়া দিল তরনের ভায়ো॥
কির্ত্তীবাস রচএ জে মুররির নাতি।
জার কণ্ঠে কেলী কুরে দেবী শরেশ্বতী॥
চ্যবনের পুত্র বাল্মিকী মহা মুনি।
তপস্যার কারণে সেই জলন্ত আগুনী॥
ইত্যাদি।

প্রকৃতপক্ষে শেষ দুই ছত্রে রামায়ণ আরব্ধ এবং বাল্মীকির দস্যুবৃত্তির কাহিনী শেষ করিয়া অবিকল এই দুই ছত্র দ্বারা গ-পুথিতেও রামায়ণ আরব্ধ হইয়াছে। (গ-পুথি ৩২ পাতার শেষ।) গ-পুথির পাঠের সহিত জ-পুথির পাঠের মিল ও গরমিল যথাস্থানে দেখান যাইবে।

সৌভাগ্যক্রমে আদিকাণ্ডের এই আরম্ভ আর একখানি খাঁটি কৃত্তিবাসী আদিকাণ্ডের সম্পূর্ণাঙ্গ প্রাচীন পুথি দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। আদিকাণ্ডের পাঠসংগঠন শেষ হইলে এই পুথিখানি আমার হস্তগত হয়। (৩০শে এপ্রিল, ১৯৩৩) জ-পুথির মাত্র প্রথম পাঁচ পাতা রক্ষিত আছে বলিয়া উহা শুধু আদিকাণ্ডের আরম্ভনির্ণয়েই সহায়তা করিয়াছিল। এই পুথিখানি আদ্যোপান্ত অখণ্ডিত থাকায় ইহার সাহায্যে আমার উদ্ধৃত পাঠ আগাগোড়াই পরখ করিবার সুযোগ হইয়াছে। আমার উদ্ধৃত পাঠের সহিত অধিকাংশ স্থানেই এই পুথির পাঠের বেশ মিল আছে। এই পুথি স্থানে স্থানে কিছু কিছু অংশ ছাড়িয়া গিয়াছে,—আমার পাঠের সাহায্যে এই পুথির সেই চ্যুতিগুলি ধরা যায়। আবার এই পুথির সাহায্যে আমার পাঠেরও কতক ত্রুটি সংশোধিত হইতে পারিয়াছে। এই পুথিখানিকে ঝ-পুথি বলিয়া ধরা গেল এবং নিম্নে উহার বর্ণনা প্রদত্ত হইল।

ঝ-পুথি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৬৫২নং পুথি। কৃত্তিবাসী রামায়ণের আদিকাণ্ডের সম্পূর্ণ পুথি। ৪৭ পাতায় সমাপ্ত। মলিন এবং বিবর্ণতাপ্রাপ্ত হলুদ রঙের তুলট কাগজের দুই পৃষ্ঠে, মধ্যে প্রায় ১ বর্গ ইঞ্চি স্থান ফাঁক রাখিয়া লিখিত। সুন্দর হস্তাক্ষর। আরম্ভের দিকের এবং শেষের দিকের কয়েক পাতার লেখা অনেকটা মোছামোছা, মধ্যের লেখা বেশ তাজা আছে। প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ৮ হইতে ৯ ছত্র লেখা। পুথির আকার—১৪″× ৪¾″। বাঁকুড়া জেলায় প্রাপ্ত কিন্তু কোন্ গ্রামে, পুথির বর্ণনামূলক তালিকায় তাহার উল্লেখ নাই। র-এর আকৃতি অসমীয়া পেটকাটা র-এর মত। আরম্ভ:—

শ্রীরাম চন্দ্রায় নমঃ। রামং লক্ষ্মণ পূর্ব্বজং, ইত্যাদি।
আদ্যকাণ্ডে রামের জন্ম সীতা দেবীর বিভা।
অজোধ্যায় গেলা রাম রায্য হারাইয়া॥
অরণ্যকে সিতা হরিয়া লইল রাবণ।
তাহার শেষ কাণ্ডে হইল জটাউর মরণ॥

কাণ্ডে ২ রঘুনাথ পাইল অপচয়।
কিস্কিন্দা কাণ্ডে মিত্রলাভ কটক সঞ্চয় ॥
সুন্দরকাণ্ডে সেতুবন্ধ কটক করিলা পার।
লঙ্কাকাণ্ডে রাবন রাজা সবংশে সংহার ॥
উত্তরাকাণ্ডে দিলা রাম সিতার বনবাস।
সাত্তকাণ্ড রচিলা পণ্ডিত কির্ত্তিবাস ॥
চিরন মুনির পুত্র বাল্মিক মহামুনি।
তপের ফলে মুনি জেন জলন্ত আগুনি ॥
হেন কালে নারদ আইলা আচম্বিত।
দেখিয়া বাল্মিক মুনি হইলা হরসিত ॥
দুহেঁ দুহা দেখিয়া হরিষ বদন।
বিনয় ভক্তি করেন বাল্মিক তপোধন ॥
ত্রিভুবনের বৃত্তান্ত সকল জ্ঞান তুমি।
তোমার ঠাঞি কিছু জিজ্ঞাসিব আমি ॥
কোন জন হয় মুনি সংসারের সার।
সত্যবাদি জিতেন্দ্রিয় ধর্ম্ম অবতার ॥
ইন্দ্র জম বাউ বরুণ পুজে কোন জন।
তোমার গোচর মুনি সকল ত্রিভুবন ॥
আমার তরে কহ মুনি সকল বিবরণ।
এত শুনি হাসেন নারদ তপোধন ॥
শুনহ বাল্মীক মুনি আমার বচন।
সাবধান হইয়া সুন ইহার কথন ॥
তুমিত কহিলা এত গুন আছে কাথে।
ত্রিভুবন দেখ এমত পুরুষ কথায় আছে ॥
এত গুন নাহি দেখি দেবতা ভিতর।
হেন পুরুষ জন্মিতে আছে শাটী হাজার বৎসর ॥
ইত্যাদি।

শেষ :—

দুই ভাই রহিল গিয়া মাতামহের দেশে ॥
মাতামহের বাড়ী দুই ভাই পড়েন হরিষে।
অষ্ট প্রহর দশরথের আর নাঞি মন।
রামেরে রার্য্য দিতে রাজা চিন্তেন সর্ব্বগণ ॥

কির্ত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব অমৃতের ভাণ্ড।
এতদুরে সমাপ্ত হইল পোতা আদ্যকাণ্ড ॥
জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং, ইত্যাদি।
শ্রীরঘুনাথায় নমঃ।

সুভমস্ত শকাব্দা ১৬২৬ সন ১১১২ সাল তারিখ ১১ই ফাল্গুন রোজ বুধবারঃ লিখিতং শ্রীগোপাল দেবশর্ম্মা পুস্তকমিদং শ্রীরামচন্দ্রস্য। ('শ্রীরামচন্দ্রস্য' অক্ষর কয়টি অত্যন্ত অস্পষ্ট)

আমাদের চ-পুথি মেদিনীপুরের এবং এই ঝ-পুথি বাঁকুড়ার। এই দুই পুথির পাঠে চমৎকার মিল আছে। গ-পুথির সহিতও ইহাদের মিল অত্যন্ত স্পষ্ট। মনে হয়, এই তিন খানি পুথি পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত কৃত্তিবাসী পাঠধারা রক্ষা করিয়া আসিয়াছে।

এঃ-পুথি। ঝ-পুথির সহিত আমার আদিকাণ্ডের উদ্ধৃত পাঠ মিলান সম্পূর্ণ হইলে আবার একখানি সম্পূর্ণ কৃত্তিবাসী রামায়ণ হস্তগত হয় (২১শে মে,-১৯৩৩)। ইহা পরিষদের ২৫৭৪ নং পুথি। ইহাকে এঃ-পুথি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করা গেল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ত্রিপুরা শাখার সম্পাদক পরলোকগত অনুকূলচন্দ্র রায় মহাশয় এই মহামূল্য সম্পূর্ণাঙ্গ পুথিখানি মূল পরিষদের পুথিশালায় উপহার দিয়াছিলেন। পরিষদের পুথিশালায় কৃত্তিবাসের সপ্তকাণ্ড-সম্পূর্ণ পুথি এই-ই প্রথম। এই পুথি আমার ক-খ পুথির মত কৃত্তিবাসী রামায়ণ সম্পাদনে আগাগোড়াই সবিশেষ সাহায্য করিবে বলিয়া আশা করি। খ-পুথির আদিকাণ্ড অদ্ভুতাচার্য্যের বলিয়া উহা বর্জ্জন করিতে হইয়াছে—এই বিষয়ে এঃ-পুথিখানি খ-পুথি হইতেও শ্রেষ্ঠ। ইহার আদিকাণ্ড খাঁটি কৃত্তিবাসী রচনা এবং ঝ-পুথির মত আগাগোড়া আমাদের উদ্ধৃত পাঠ সমর্থন করিয়াছে।

পুথিখানি প্রকাণ্ডকায়,—১৮″×৭″, প্রত্যেক পাতায়, মধ্যে ১½″×১½″ পরিমিত স্থান ফাঁক রাখিয়া ১৩ হইতে ১৪ ছত্র করিয়া লিখিত। লেখকের নাম শ্রীকান্ত দে।

তিনি মধ্যে মধ্যে নিজের মুক্তি ইত্যাদি প্রার্থনা করিয়া অধ্যায়শেষে অক একটি পয়ার জুড়িয়া দিয়াছেন। পুথির আবিষ্কর্ত্তা অনুকূলচন্দ্র রায় মহাশয় প্রচলিত বাজার সংস্করণের কৃত্তিবাসের সহিত এই পুথির রচনার গরমিল দেখিয়া মনে করিয়াছিলেন, এই রামায়ণ খানি শ্রীকান্তেরই রচনা। সেই মর্ম্মে তিনি ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন পত্রিকার ১৩২২ সনের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় ৮৪ পৃষ্ঠায় "শ্রীকান্তের রামায়ণ,—নবাবিষ্কৃত গ্রন্থ" নাম দিয়া এক প্রবন্ধও লিখিয়াছিলেন।

পুথিখানি কুমিল্লা সহরের ১২ মাইল পশ্চিমস্থ বড়কামতা গ্রামে এক নাপিত বাড়ীতে প্রাপ্ত। অনুকূল বাবু লিখিয়াছেন, "নাপিত নিজে কবির দলের সরকার। বোধহয় তাহার পূর্ব্বপুরুষও এই ব্যবসায় করিত।" পুথিখানি যে কোন 'শীল' এর অধিকারে ছিল—পুথির প্রথম পাতার প্রথম পৃষ্ঠায় তাহার পরিচয় আছে। উহাতে নিম্নোদ্ধৃত কথাকয়টি লিখিত আছে।

শ্রীউমাকান্ত চৌধুরি বিক্রদার খড়িদ শ্রীগকুলচন্দ্র সিল। মুল্য ৫ পাচ টাকা মাত্র। সাং বরকামতা গ্রামাৎ।

সপ্তকাণ্ডের সম্পূর্ণাঙ্গ রামায়ণের মূল্য মাত্র পাঁচ টাকা সেই কালের পক্ষেও বেশ শস্তা বলিতে হইবে।

এই পাতার প্রকৃত দক্ষিণোর্দ্ধ কোণে আরও কয়েকটি নাম লিখিত রহিয়াছে, যথা :—

শ্রীরাম শঙ্কর আয্য সাং বরকামতা॥
শ্রীরাম রত্ন মুদি সাং বরকামতা॥
শ্রীপরান দেয় সাউ॥

বিক্রেতা ও খরিদ্দারের নামের উপরে নিম্নলিখিত বিক্রয়বার্ত্তা লিখিয়া আবার কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। স্পষ্টই বুঝা যায়, কথাবার্ত্তা হইয়া পরে এই সঙ্কল্পিত বিক্রয়কার্য্য সামাধা হইতে পারে নাই।

শ্রীউমাকান্ত চৌধুরি বিক্রদার খরিদার শ্রীরামগোবিন্দ সিল। মং পাচ টাকা মাত্র।

পুথির আরম্ভ হইতে কতকটা উদ্ধৃত করা প্রয়োজন বোধ করিলাম :—

শ্রী ননো গনেসায়ঃ
বেদে রামাঅনঞ্চৌব পুরানে ভারত স্তুতা।
আদৌ চাস্তে মৌর্দ্ধানে চ হরি সর্ব্বত্রে গিয়তে গিতা॥
আদি কাণ্ডে রামের জর্ম্ম সিতা দেবির বিহা।
অজোধ্যাতে রামচন্দ্র রার্য্য হারাইয়া॥
অরণ্যাতে সিতা হরিলেক রাবন।
সিতা হারাইয়া ভ্রমে কমল লোচন॥
কাণ্ডে কাণ্ডে রামচন্দ্র পাইয়া অপচয়।
কিস্কিন্ধাতে মিত্র লব্য কটক সঞ্চয়॥
সুন্দরাতে সেতুবন্ধ সাগর হইল পার।
লঙ্কাকাণ্ডে রাবণ রাজা সবংসে সংহার॥
উত্তরাতে শ্রীরামের দেযে আগমন।
হেন রামের করোম দুই চরন বন্দন॥
রাম নাম লইতে জমের নাহি দায়ে।
সেই জম বিনাশিল রাবন দুর্জ্জয়॥
দষ গোটা মুণ্ড ধরে লঙ্কার রাবণ।
দস (১) মুণ্ড কাটে তার নাহিক মরণ॥
অযোধ্যা নগরে রাজা ত্রিভূবনে সার।
তার অবতার ধন্য সকল সংসার॥
শ্রীরামের জর্ম্ম হইল পুরুস প্রধান।
বিষ্ণু অবতারে কৈলা লোক পরিত্রাণ॥
নররূপি রঘুনাথ বিষ্ণু অবতার।
মনুস্য রূপে করিলেন দেব উপকার॥
ধনু বান ধরে প্রভু তপস্বির ভেষ।
মারিলা দেবের বৈরি দুরন্ত রাক্ষস॥
নররূপে রঘুনাথ বিষ্ণু অবতারী।
সঙ্খ চক্র গদা পদ্ম সারঙ্গম ধারি॥

(১) পূর্ব্বের ছত্রেই 'দষ' আছে।

জার মুখে রাম নাম লএ একবার।
এড়াএ সমন ভয় জর্ম্ম নাহি য়ার ॥
জার হোতে রাম নাম হইল উতপন।
তাহার কথা কহি লোক সুন দিয়া মন।
চ্যবনের পুত্র বাল্মিকি মোহা-মুনি।
তপের প্রভাবে বিপ্র জলন্ত আগুনি ॥
নারদ জে মোহা মুনি ত্রিলোক্য পূজিত।
বাল্মিকির সনে দেখা হৈল আচম্বিত॥
দোহানে দেখিয়া দুইর প্রসর্ন্ন বদন।
বিনয়ে ভক্তিএ দুই কৈল সম্ভাসন ॥
বাল্মিকিয়ে বোলে নারদ তুহ্মি অন্তর্জামি।
তোহ্মা স্তানে এক কথা জিজ্ঞাসিব আহ্মি ॥
কোন মোহা পূর্ন্ন বস্ত ত্রিভুবনের সার।
বিষ্ণু জ্ঞান জিতেন্দ্রিয় ধর্ম্ম অবতার ॥
জগতের পূয় সর্ব্ব লোকের করে হিত।
জার ক্রোধ হইলে দেবতা পাএ ভিত ॥
সর্ব্বদাএ জেইজন হতে হএ পুন্য।
হিংসা পৌসন্য নাহি সরিল কারন্য ॥
ইন্দ্র জম বাউ হতে কেবা বলবান।
ত্রিভূবন রৈক্ষা করে পুরুস প্রধান ॥
তোহ্মার অবিদিত নাহি এতিন ভুবন।
আহ্মাতে সকল কহ মোহা তপোধন ॥
ত্রিকালজ্ঞ মুনিবর কহন্তি বচন।
সুনহ বাল্মিকি মুনি দড় করি মন ॥
জত কথা পুছিলা তুহ্মি কহিএ তোহ্মারে।
আন্য পান্ত জানে হেন নাহিক সংসারে ॥
এমত কেহো নাহি দেবের ভিতরে।
মোহা মোহা পুন্য কথা কহিবার তরে ॥
পাখিয়া পাখিনি দুই থাকে এছিস্তানে। ১।২
তাহা হোতে জানিবা জে অপুর্ব্ব বাখানে ॥
নিসাদের ঘাএ পাখি তেজিল পরান।
তাহা হোতে হইল জে শ্লোক বিবরণ ॥

পাখিনির বিলাপ শুনিয়া বাল্মিকি মোহামুনি
নিসাদের ঘাএ পাখি হারাইল পরাণি ॥
দেখিয়া বাল্মিকি মুনি পরম দুক্ষিত।
নিসাদের বোলে মুনি তোর অপচিত্ত ॥
কালরূপি হইয়া পাখি বধিলী কি কারণ।
সর্ব্বথাএ প্রতিষ্ঠা না পাইবা কদাচন ॥
সঙ্গেত বচনে তারে বলিলেক মুনি।
সিস্য ভরদ্বাজেত বলিল আপনি ॥
তোহ্মার মুখ হোতে বাহির হইল বেদ।
চারিপদ সহিতে উত্তম পরিচ্ছেদ ॥
আহ্মার মুখ হতে বাহির হএ সুললিত বানি।
বিচিত্র গাথনি পদ সুললিত সুনি।
জে কারনে আহ্মার মুখ হোতে বাক্য বাহির হৈল
মা নিসাদ শ্লোক নাম তে কারণে থুইল ॥
গুরুর বচন সুনি বোলে ভরদ্বাজে।
এহি মতে থাউক শ্লোক পৃথিবির মাঝে ॥
এতেক বলিল মুনি সিস্তের বিদিত।
আপনা আশ্রমে মুনি চলিল তুরিত ॥
সেই শ্লোক মোহা মুনি ভাবে সর্ব্বক্ষণ।
আচম্বিতে সেই থানে ব্রহ্মার আগমন ॥
ব্রহ্মারে দেখিয়া হরসিত মুনিবর।
ধ্যান এড়িয়া মুনি আইল সহচর ॥
জোড় হস্তে নমস্কার করিল ব্রহ্মা আগে।
তোহ্মার চরণ দেখিলুম অহ্মি পুর্ন্ন ভাগে ॥
স্তুতি করি বসিবারে দিলেক আসন।
পাদ্য অর্ঘ দিয়া মুনি বন্দিল চরণ ॥
আপনে বসিল ব্রহ্মা পরম সন্তোসে।
বাল্মিকিএ বলিলেক ব্রহ্মারে অসেসে ॥
ব্রহ্মার সমুখে মুনি বলিল আপনে
সেই শ্লোক মুনি চিন্তে সর্ব্বক্ষণে ॥
ব্রহ্মারে বোলেন মুনি চিন্তো কেনে আন।
আহ্মার বচন মুনি কর অবধান ॥

ব্রহ্মার বচন সুনি বোলেন বাল্মিকি।
বড় মোহা পাপ কৈল নিসাদ পাতকি॥
ক্রৌঞ্চ দুই পক্ষি তমসা নদির কূলে।
নানা রঙ্গে পক্ষি সঙ্গে আছে কুতুহলে॥
কামে মুহিত কেলি করে পক্ষি সনে।
হেন কালে পাপ ব্যাধ আইল সেইখানে॥
সন্দান করিয়া বান মারিলেক রোসে।
নরকে পড়িল পাপি আপনার দোষে॥
ব্রহ্মাএ বোলেন চিন্তা না করিয় আর।
আহ্মার [বরে] তোহ্মার শ্লোক হউক বাহার॥
স্বরেস্বতি তোমার কণ্ঠে হউক প্রসন্ন।
শ্লোক ভাবিয়া মুনি করিয় রামায়ন॥
রামের জত গুন আছে নানা স্থান।
আহ্মার বরে স্বরেস্বতি হউক অদিষ্ঠান॥
সিতা লক্ষনের গুন লোকের বিদিত।
রামের গুন সুনহ হইয়া একচিত্য॥
গোপ্তরূপে রামের কথা আছিল জতেক।
একে একে ব্রহ্মাএ জানাইল অনেক॥
রাক্ষস বানর জর্ম্ম অনেক প্রকার।
তোহ্মাতে প্রকাষ হউক বচন আহ্মার॥ ২০১
রাবনের বিক্রম জত জত নিসাচর।
জতেক বিক্রমসিল সকল বানর॥
জাবত আহ্মার নাম থাকে পৃথিবিত।
জাবত চন্দ্র সূর্য্য থাকে প্রকাশিত॥
ততকাল থাকিব জস এতিন ভুবন।
এত বর দিয়া ব্রহ্মা করিল গমন॥
এতেক কহিল জদি দেব প্রজাপতি।
মুনি হরসিত তবে সিবে (স্থে) র সংহতি॥
সুনিয়া ব্রহ্মার মুখে এসব বচন।
রামায়ন করিবারে চিন্তে মনে মন॥
পবিত্র হইয়া কৈল ইষ্ট দেবায়চন।
ধ্যানে চিন্তিল রাম কমললোচন॥
রামের জতেক গুন হইল স্বরন।
আকৃত্তি প্রধান নিত্য নিত্যনিরঞ্জন॥
আহ্মার চরিত্র হৈব রাম অবতারে।
সকল কহিব আহ্মি ব্রহ্মার গোচরে॥
রামায়ন রচিবারে ব্রহ্মাব আদেশ।
প্রজারি (প্রচারি ?) করিব কিছু কৌতুক বিসেস॥
মুনিগন আনাইয়া তবে তপোধন।
তুহ্মি সবে স্তাপ (শুন ?) আহ্মি রচি রামায়ণ॥
প্রথমে আদি কাণ্ডে রচিলেক মুনি।
রামের জর্ম্ম বিবাহ অপূর্ব্ব কাহিনী॥
চৌসষ্টী স্বর্গ তাহার প্রধান হেন স্তান।
দুই সহস্র নব সত তাহার পরিমান॥
দ্বিতিয় য়জোধ্যা কাণ্ড সুন সর্ব্বজন।
কেকৈর দুরন্ত বাক্যে রাম গেল বন॥
আসি স্বর্গ সহশ্র শ্লোক তাহাত জে লেখী।
সত্তরি সহশ্রাধিক শ্লোক সুনি হইল সুখী॥
ত্রিতিয় অরণ্যা কাণ্ড সুন সর্ব্ব জন
সত্তরি অধিক শ্লোক অরণ্যাএ তখন॥
চতুর্থে কিস্কিন্দা কাণ্ড সুন সুললিত।
বালি বধি সুগ্রিবেরে পাইলেক মিত্র॥
চৌসষ্টী সর্গ হএ এহার পরিমান।
দুই সহশ্র অষ্টসত শ্লোক যে প্রধান॥
পঞ্চম সুন্দরা কাণ্ড অদ্ভুত জে কথা।
সমুদ্র তরি হনুমন্তে দেখিলেক সিতা॥
পঞ্চধিক স্বর্গ শতেক পরিমানি।
তিন শত শ্লোক তাহে সুন সব মুনি॥
লঙ্কার পুরির কথা শুন মুনিগন।
রাবন রাজা পরিল জতেক রাক্ষষগণ॥
তিন সত শ্লোক পঞ্চ স্বর্গাধিক জানি।
উত্তরা কাণ্ডের কথা কহে অগস্ত মোহা মুনি॥
দুই সত সত্তরি জে সর্ব্ব লোকে জানি।
চারি সহশ্র পঞ্চ সত শ্লোক পরিমানি॥

সাত কাণ্ড রামায়ণ করিল বাখান।
জত শ্লোক জত স্বর্গ করিল পরিমান॥
মুনি সবে স্থনিয়া জে হরসিত বাসে।
সাধু ২ করিয়া জে মুনিয়ে প্রসংসে॥
পঞ্চালির ছন্দে কৈল পণ্ডিত কির্ত্তিবাস।
প্রথমে রচিল আদি কাণ্ডের প্রকাষ॥
চ্যবনের পুত্র বাল্মিকি মোহা মুনি।
আগুকাণ্ড রচিল ত্রিভুবনে জানি॥
সষ্টি সহস্র বৎসর আছে হইতে পরিমান অবতার।
আঙ্গে (অগ্রে ?) রচিল পুথি মুহিত সংসার॥
কির্ত্তিবাস পণ্ডিতের সরস হৃদএ।
পঞ্চালি করিতে পুনি তাতে মনে লএ॥
সর্ব্ব সাধারন লোকের লইয়া সর্ম্মত।
রামায়ন করিবারে হইল প্রবর্ত্ত॥

ইহার পরেই—"পৃথিবিতে জর্ম্মিলা রাবণ মহাবীর" আরম্ভ। আদিকাণ্ড মাত্র ১৮ পাতায় সমাপ্ত দেখিয়া অনুমান করিলাম যে পুথিখানি নিশ্চয়ই উপাখ্যানগুলি বাদ দিয়া গিয়াছে। পড়িয়া দেখি, প্রথম দিকে অযোধ্যা রাজ্যের বর্ণনা, শেষের দিকে বিশ্বামিত্রের তপস্যার উপাখ্যানগুলি, সূর্য্যবংশ চন্দ্রবংশ বর্ণন, চন্দ্রবংশের ইলার উপাখ্যান,—এই সমস্তই বাদ পড়িয়াছে। অন্যথা পাঠ আমাদের উদ্ধৃত পাঠের সহিত সর্ব্বত্রই বেশ মিলে। কত পাতায় কোন কাণ্ড সমাপ্ত তাহার তালিকা এই:—আদিকাণ্ড—১—১৮ পাতা। অযোধ্যা ১৯—৪০।১। অরণ্য ৪০।২—৫৭। কিষ্কিন্ধ্যা ৫৮—৭৫। সুন্দর ৭৬—১০৬। লঙ্কা—১০৭—২৪২। উত্তর ২৪৩—৩৪৩।

পুথির শেষ নিম্নরূপ:—

ইত্যু উত্তরাকাণ্ড আদি সপ্ত কাণ্ড সমাপ্ত।
সপ্তকাণ্ড রামায়ন থাকে জার ঘরে।
আগ্ন ভএ চোর ভএ তথা না সঞ্চরে॥
রামনাম দুইটী অক্ষর চারিবেদে সার।
পঠিলে স্থনিলে নাই জম অধিকার॥
কবি কির্ত্তিবাসে কহে রাম পদে ভক্তি।
জে ঘরে পুস্তক থাকে সে ঘরে লক্ষি, স্বরেস্বতি॥
শ্রী শ্রীকান্ত দেয় কহে জোড় করি কর।
পদভঙ্গ অপস্রাদ ক্ষেম গদাধর॥
জমেত তাড়না দেখি মনে লাগে ভয়।
এহি ভয়ে (য়ে) তরাইতে রাম দয়াময়ে॥
তোমার চরণে প্রভু এহি বর চাহম।
অন্তিম কালে মুখে মোর আইসক রামনাম॥

ইতিসন ১২১৮ সন বাঙ্গালা বিতারিখ ৮ই বৈশাখ রোজ স্থত্র (ক্র) বার বেলা দুই দণ্ড থাকিতে পুষ্তক সমাপ্ত হইল। (ইহার পরে তিনটি অশুদ্ধ সংস্কৃত শ্লোক,—পরে) স্বোয়ক্ষর শ্রীশ্রীকান্ত দেয়স্ত পরগনে হোমনাবাদ সাকিন ধামইচা।

অনুকুলবাবু তদীয় প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—ধামইচা গ্রাম বিখ্যাত রেলওয়ে ষ্টেশন লাকসাম গ্রামের নিকটবর্ত্তী। এই সুবৃহৎ পুথিখানি আগাগোড়াই এক হাতের, অর্থাৎ শ্রীকান্ত দের হাতের লেখা। †

৬। অদ্ভুতাচার্য্যের পরিচয় ও কালনির্ণয়।*

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, কৃত্তিবাসী রামায়ণের বিকৃতির এক প্রধান কারণ, উহাতে অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণের প্রক্ষেপ। কাজেই অদ্ভুতাচার্য্য ও তাঁহার রামায়ণ সম্বন্ধে আমাদের একটা পরিষ্কার ধারণা হওয়া আবশ্যক। সৌভাগ্যক্রমে অদ্ভুতাচার্য্যের পরিচয় খুঁজিয়া বাহির করিতে সমর্থ হইয়াছি।

১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালকগণ ডক্টর ফ্রান্সিস্ বুকানন নামক

---

† ৪ ও ৫নং প্রসঙ্গ প্রবন্ধাকারে ১ম বর্ষের বঙ্গশ্রী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

* এই প্রসঙ্গটি প্রবন্ধাকারে ১৩৪১, মাঘের ভারতবর্ষে প্রকাশিত হইয়াছিল।

এক অদ্ভুতকর্ম্মা পণ্ডিত ব্যক্তিকে বিহার ও উত্তরবঙ্গ জরীপের কার্য্যে নিযুক্ত করেন। সাত বৎসর ধরিয়া এই জরীপের কার্য্য চলে। এই জরীপ সাধারণ জরীপ নহে,—ইহার উদ্দেশ্য ছিল কোম্পানীর অধিকৃত প্রদেশগুলির সর্ব্ববিধ তথ্য অবগত হওয়া। ভূমির প্রকৃতি, নদ নদী, পাহাড়-পর্ব্বত, হাট-বাজার, মন্দির-মসজিদ, প্রাচীন কীর্ত্তি ইত্যাদির বিবরণ; অধিবাসীদের বৈষয়িক অবস্থা, ধর্ম্ম, শিক্ষার অবস্থা, ইত্যাদি তথ্য; উৎপন্ন শস্যের বিবরণ, কি কি শাকসব্‌জির চাষ হয় তাহার বিবরণ; চাষারা লাঙ্গলাদি কি কি যন্ত্র ব্যবহার করে, কি সার দেয়, বন্যা রোধের জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করে; নদীতে কি কি মাছ পাওয়া যায়, জঙ্গলে অথবা গৃহস্থের বাড়ীতে কি কি পশু পাখী দেখা যায়; জমীতে প্রজা এবং জমীদারের স্বত্বের প্রকৃতি, শিল্প বাণিজ্যের বিবরণ, ইত্যাদি ইত্যাদি সর্ব্ববিধ ব্যাপার এই অদ্ভুত জরীপের বিষয়ীভূত ছিল! মোগল আমলে সম্রাটশ্রেষ্ঠ আকবর গোটা ভারতবর্ষটাকেই এই ভাবে জানিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরী সঙ্কলন। বুকাননের এই পরমাশ্চর্য্য আইন-ই ইংরেজী আইন-ই-আকবরী হইতে অনেক বেশী তথ্যবহুল এবং সম্পূর্ণাঙ্গ। বুকাননের উপর আদেশ ছিল যে বিহার ও উত্তরবঙ্গের জরীপ সম্পূর্ণ করিয়া গঙ্গার দক্ষিণস্থ জেলাগুলি এবং ঢাকা ইত্যাদি পূর্ব্ব প্রদেশস্থ জেলাগুলির জরীপও সম্পূর্ণ করিতে হইবে। দক্ষিণ ও পূর্ব্ববঙ্গের দুর্ভাগ্য, বুকানন এই দুই অঞ্চলে যাইতে পারেন নাই। বিহার ও উত্তরবঙ্গের জরীপেই ৩০০১০ পাউণ্ড খরচ হইয়া যায়। সম্ভবতঃ ব্যয়বাহুল্য দেখিয়াই কোম্পানী এই জরীপ বন্ধ করিয়া দেন।

১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতগভর্ণমেণ্ট বুকাননের বহু চিত্র ও নক্সা সম্বলিত বিপুলকায় রিপোর্ট্ কোম্পানীর কর্ত্তাদের নিকট দাখিল করেন। দীর্ঘ ২২ বৎসর কাল এই রিপোর্ট্ চাপা পড়িয়া থাকে। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ মণ্টগুমারি মার্টিন "The History, Antiquities, Topography and statistics of Eastern India, comprising the Districts of Behar, Shahabad, Bagulpore, Gorukhpur, Dinajpur, Poraniya, Rangpur and Assam" নাম দিয়া তিন খণ্ডে বুকাননের এই বিবরণ কিছুটা সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশিত করেন। প্রত্নপ্রিয় ব্যক্তিমাত্রেরই এই মহামুল্য পুস্তক অবশ্যপাঠ্য। বহুবিধ তথ্যের আধার এই পুস্তক এমন সুখপাঠ্য যে প্রাচীন তথ্যানুরাগী ব্যক্তি এই পুস্তক পাঠ করিয়া যাইতে কোন ক্লান্তি অনুভব করিবেন বলিয়া মনে হয় না। সওয়া শত বৎসর পূর্ব্বের উত্তরবঙ্গের যে অপূর্ব্ব চিত্র এই পুস্তকে আছে তাহা অন্য কোথাও আর মিলিবে না।

(এই পুস্তকেরই তৃতীয় খণ্ডে দেখিতে পাই, বুকানন সাহেব রঙ্গপুর জেলায় সংস্কৃত ও বাঙ্গলা চর্চ্চার বিবরণ দিতে যাইয়া লিখিয়াছেন যে এই জেলায় কৃত্তিবাসী বাঙ্গালা রামায়ন এবং অদ্ভুতাচার্য্যের বাঙ্গালা রামায়ণ দুই-ই পড়া হইত (Eastern India, III. P. 503)। অদ্ভুতাচার্য্যকে লোকে কিন্তু প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ৫ম ভাগে পরলোকগত আচার্য্য ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় কতকগুলি হাতের লেখা প্রাচীন পুথির পরিচয় প্রদান করেন। এই পুথিগুলি দিঘাপাতিয়ার কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় মহাশয় সংগ্রহ করিয়া ত্রিবেদী মহাশয়কে দিয়াছিলেন। এই পুথিগুলির মধ্যে অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণের আদি ও উত্তরকাণ্ড ছিল। পুথিগুলির বর্ণনা শেষ করিয়া ত্রিবেদী মহাশয় মন্তব্য করেন যে অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের পুথিতে যখন মোট প্রায় দুই শত পাতা পাওয়া যাইতেছে, তখন সমগ্র রামায়ণখানি প্রকাণ্ডকায় হইবার সম্ভাবনা। এই বিবরণীর পাদটীকায় ত্রিবেদী মহাশয় প্রবীণ সাহিত্যিক রসিকচন্দ্র বসু মহাশয়ের একখানি পত্র হইতে অনেকখানি উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায় যে অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ প্রকাণ্ডকায় গ্রন্থ। গ্রন্থকারের প্রকৃত নাম নিত্যানন্দ। সাত বৎসর বয়সে তিনি রামায়ণ রচনা

করেন। এই অদ্ভুত রচনাশক্তির জন্ম তিনি অদ্ভুতাচার্য্য নামে বিখ্যাত হ'ন। নিজের নিকটে অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণের যে পুথিগুলি ছিল, তাহা হইতে রসিকবাবু এই রামায়ণের আরম্ভের দিকের কিছুটা উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছিলেন। তাহাতে দেখা যায়, নিত্যানন্দের পিতামহের নাম প্রচণ্ড, পিতার নাম শ্রীনিবাস। নিত্যানন্দেরা চারি সহোদর, নিত্যানন্দ জ্যেষ্ঠ। নিত্যানন্দের তিন পুত্র,—জয়, বিজয় আর শিবানন্দ। মাঘ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে রঘুনাথ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া নিত্যানন্দ রামায়ণ রচনায় প্রবৃত্ত হ'ন। রসিকবাবু নিজের সংগৃহীত পুথির শেষে সমাপ্তি তারিখ ১৭৬৪ শকাব্দা দেখিয়া উহাকেই রামায়ণ রচনার তারিখ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন। উহা স্পষ্টই পুথি নকলের তারিখ,—নচেৎ আর বুকানন সাহেব ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে—১৭৩২ শকাব্দে কৃত্তিবাসের রামায়ণের সহিত অদ্ভুতী রামায়ণ রঙ্গপুর জেলায় কি করিয়া চলিতে দেখিলেন ?

১৩১৩ সনের সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় পণ্ডিত ৺রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখেন (৫৭—৬৪ পৃষ্ঠা)। এই প্রবন্ধ লিখিবার কালে তিনি অযোধ্যা, অরণ্য এবং উত্তর, এই তিন কাণ্ডমাত্র সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। ৫ম বর্ষের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় অদ্ভুতাচার্য্য সম্বন্ধে যে আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, সম্ভবতঃ উহা তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। কারণ তিনি অদ্ভুতাচার্য্যের কোন পরিচয় খুঁজিয়া পা'ন নাই

অতঃপর ১৩১৫ সনের রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ৬৯ পৃষ্ঠায় শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয় কতকগুলি প্রাচীন পুথির বর্ণনা উপলক্ষে অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণের কয়েকখানি পুথিরও পরিচয় প্রদান করেন। তিনি ১১৪৩ সনের নকল একখানা সম্পূর্ণ অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ পাইয়াছিলেন। এই পুথিখানিতে এবং অন্যান্য পুথিতে বিশ্বাস মহাশয় অদ্ভুতাচার্য্যের যে পরিচয় পাইয়াছিলেন তাহা হইতে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে অদ্ভুতাচার্য্য সপ্তদশ শতাব্দের লোক। ১১৪৩ সনের পুথি হইতে বিশ্বাস মহাশয় অদ্ভুতাচার্য্যের নিম্নরূপ পরিচয় উদ্ধৃত করিয়াছিলেন—

> সেরশাবাদ সরকার সোনাবাজু গ্রাম।
> অমৃতকুণ্ড নাম সে যে অতি অনুপাম॥
> আত্রাইর তীর সেহি কুরুক্ষেত্র সম।
> করতিয়ার পশ্চিম ভাগ জাহ্নবীর সম॥
> করতিয়ার পশ্চিমে আত্রাই উত্তর কূলে।
> মহাপুণ্য স্থান সেই পুরাণেতে বলে॥
> অমৃতকুণ্ডা গ্রাম নাম অধিকারী তার।
> ভূমে ব্যাসাচার্য্য ঋষির সদাচার॥
> তার ঘরে জনমিল এ চারি কুমার।
> মেনকা উদরে চারি ব্যাস অবতার॥
> জ্যেষ্ঠ তিনজন তার অতি বিচক্ষণ।
> অতি মূর্খ আছিল কনিষ্ঠ নিত্যানন্দ॥

ইত্যাদি।

এই নিত্যানন্দই রামায়ণ রচনা করিয়া অদ্ভুতাচার্য্য খ্যাতি লাভ করেন।

ইহার পরে ১৩২০ বঙ্গাব্দে কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় মহাশয়ের সম্পূর্ণ ব্যয়ে পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সম্পাদনে রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণের আদিকাণ্ড প্রকাশিত হয়। রঙ্গপুর হইতে প্রাপ্ত দুইখানি পুথি মিলাইয়া এই আদিকাণ্ড সম্পাদিত হয়। মুখবন্ধে মালদহে প্রাপ্ত একখানা পুথি অবলম্বনে সম্পাদক কবির নিম্নরূপ পরিচয় দেন—

> পিতামহ গুরু বন্দো নামেতে মার্ত্তণ্ড।
> যাহার প্রসাদে পাইলাম রামায়ণ সপ্তকাণ্ড॥
> তাহার তনয় হইল নামে শ্রীনিবাস।
> গুণে মহাজন তেঁহো নারায়ণের দাস॥
> তাহার ঘরেতে হইল মেনকা জঠরে।
> চারি পণ্ডিত ভাল জন্মিলা তার ঘরে॥

চারি সহোদর তারা পণ্ডিত গুণনিধি।
ভারতী প্রসাদে পাইলা অপেক্ষিত নিধি॥
করতোয়া কূলে বাড়ী অমৃতকুণ্ড গ্রাম।
শুভক্ষণে হইল বটু নিত্যানন্দ নাম॥
মহাপুরুষ নিত্যানন্দ জন্মিলা সংসারে
যত শাস্ত্র পাঠ করে পঞ্চ বৎসরে॥
যজ্ঞোপবীত না হইলেক সপ্ত বৎসরে।
গোরক্ষ হইয়া ফিরে বনের ভিতরে॥
ব্রাহ্মণ রূপেতে আইলা দেব নারায়ণ।
আনন্দিত হইয়া তাথে দিলা দরশন॥
ব্রাহ্মণ বোলেন শিশু শুন মোর বাণী।
কিছু গান কর আমি কান পাতি শুনি॥
বটু বোলেন শুন গোঁসাঞী তুমি মোর বাণী।
রাখালের গান ভিন্ন অন্য নাহি জানি॥
বিপ্র বোলে গাও তুমি যে আইসে মনে।
রাখাল হইয়া গান কইলা প্রভু দেবের স্থানে॥
শুনি তুষ্ট হইলা তবে প্রভু নারায়ণ।
গলা ধরি রাখালেরে দিলা আলিঙ্গন॥
তূণ হইতে খসাইল প্রভু দিব্য শর।
মহামন্ত্র লিখিলা তার জিহ্বার উপর॥
মাথে হস্ত দিয়া বর দিলা নারায়ণ।
আইজ হইতে যত কথা সকলি আমার গুণ॥
রঘুনাথ নাম তার থুইলা আপনি।
সপ্তকাণ্ড রামায়ণ কণ্ঠস্থলে শুনি॥
মাঘ মাসে শুক্ল পক্ষ ত্রয়োদশী তিথি।
ব্রাহ্মণ বেশে পরিচয় দিলা রঘুপতি॥
রাম আজ্ঞা করিল রচিতে রামায়ণ।
অদ্ভুত আচার্য্য নাম তাহার কারণ॥
সেহি হইতে নাম তার হইল প্রচার।
রাম উপদেশ কথা লাগিল কহিবার॥
আদি করিয়া পোঁতা পুস্তক অনুসার।
সপ্তকাণ্ড রামায়ণ করিল প্রচার॥
দেবগণে মুনিগণে করিয়া বিচার।
অদ্ভুত আচার্য্য নাম বিদিত সংসার॥
পয়ার প্রবন্ধে পোঁতা করিল রচন।
প্রভুর আদেশে হইল তিনটা নন্দন॥
জয় বিজয় হইল আর শিবানন্দ।
তিন ভাইরে এক বর দিলা প্রভু রামচন্দ্র॥
গুরুর অদ্ভুত হইলা শিষ্য সন্তান।
যাহার শরণে লোকে বুঝে রাম নাম॥

বিশ্বাস মহাশয় রঙ্গপুরে প্রাপ্ত পুঁথিতে অদ্ভুতের যে পরিচয় পাইয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি। চক্রবর্ত্তী মহাশয় ঐ পুঁথি হইতেই চারিটি ছত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন ; যথা—

করতোয়া পশ্চিমে আত্রাই উত্তর কূলে।
মহা পুণ্যস্থান সেই পুরাণেতে বোলে॥
অমৃতকুণ্ডা গ্রাম নাম অধিকারী তার।
শ্রীনিবাস আচার্য্য সাধুর আচার॥

দেখা যাইতেছে—বিশ্বাস মহাশয় যেখানে পাঠ ধরিয়াছিলেন "ভূমে ব্যাসাচার্য্য ঋষির সদাচার," সেখানে চক্রবর্ত্তী মহাশয় পাঠ ধরিয়াছেন "শ্রীনিবাস আচার্য্য সাধুর আচার।" চক্রবর্ত্তী মহাশয় অদ্ভুতাচার্য্যের বাসস্থান অমৃতকুণ্ডা গ্রাম কোথায় ছিল তাহা ঠিক করিতে পারেন নাই। উহা বগুড়া বা রাজসাহী জেলার উত্তরাংশে কোথাও ছিল বলিয়া অনুমান করিয়াছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অদ্ভুতের যে পুঁথিগুলি ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে তাহাতেও অদ্ভুতের পরিচয়াত্মক শ্লোকগুলি পাওয়া যায়। তবে এইগুলিতেও নূতন কথা আর কিছুই নাই। মালদহ ও রঙ্গপুরের পুঁথি এবং রসিকবাবুর প্রাপ্ত টাঙ্গাইলের পুঁথি মিলাইয়া অদ্ভুতের নিম্নরূপ পরিচয় প্রায় নিশ্চিত ভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে :—

(অদ্ভুতের পিতামহের নামটির প্রচণ্ড, মার্ত্তণ্ড এবং মার্কণ্ড এই তিন রূপ পাওয়া গিয়াছে। অদ্ভুতের পিতার

নাম শ্রীনিবাস এবং মাতার নাম মেনকা। অদ্ভুতেরা চারি ভাই, সর্ব্ব কনিষ্ঠ নিত্যানন্দ। অল্প বয়সেই তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী হ'ন। ("অতি মূর্খ আছিল কনিষ্ঠ নিত্যানন্দ" বিনয়ের উক্তি। এমন ঘটনাবহুল প্রকাণ্ডকায় রামায়ণ মূর্খের রচনা হইতে পারে না।) মাঘ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে রঘুনাথ স্বয়ং ব্রাহ্মণরূপে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে রামায়ণ রচনার আদেশ প্রদান করেন এবং তূণ হইতে বাণ খুলিয়া বাণাগ্র দিয়া তাঁহার জিহ্বায় মহামন্ত্র লিখিয়া দেন। ফলে নিত্যানন্দের অদ্ভুত কবিত্বশক্তির বিকাশ হয় এবং তিনি অদ্ভুতাচার্য্য নামে বিখ্যাত হ'ন। সোণাবাজু পরগণায় অমৃতকুণ্ডা গ্রামে শ্রীনিবাস আচার্য্যের বাড়ী ছিল।

কৃত্তিবাসের রামায়ণ রাজাদেশে রচিত, অদ্ভুতের রামায়ণ দৈবপ্রেরণার ফল। পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণ কেহ কেহ অদ্ভুতকে কবিত্বসম্পদে কৃত্তিবাস অপেক্ষা হীন বলিয়াছেন। ৺রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়েরও মত—"কৃত্তিবাসী রামায়ণ অপেক্ষা এই রামায়ণ আকারে অনেক বৃহৎ কিন্তু কবিত্ব-সম্পদে হীন।" দুর্ভাগ্যক্রমে খাঁটি কৃত্তিবাসী রামায়ণ কি পদার্থ, বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্তও সেই বিষয়ে আমাদের কোন ধারণাই নাই। শ্রীরামপুরের মিশনারিরা ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে কৃত্তিবাসী বলিয়া যে রামায়ণ ছাপাইয়াছিল, তাহা এক পাঁচমিশালী নিতান্ত এলোমেলো পুস্তক; উহার অনেক মনোহর স্থান অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ হইতে গৃহীত। অদ্ভুত ও কৃত্তিবাস আগাগোড়া তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া মিলাইয়া পড়িবার সুযোগ আজিও আমার হয় নাই। সম্পূর্ণ আদিকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ডের কতক অংশ মাত্র এই ভাবে মিলাইয়া পড়িবার সুযোগ পাইয়াছি। কিন্তু যেটুকু পড়িয়াছি, কবিত্ব সমালোচনা করিবার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। এই বিষয়ে আমার মতামত, পরবর্ত্তী প্রসঙ্গে লিপিবদ্ধ করিতেছি, এখন অদ্ভুতাচার্য্যের পরিচয় উদ্ধারের চেষ্টাই করা যাউক। ১৩৪০ সনের ভাদ্র মাসের বঙ্গশ্রীতে লিখিয়াছিলাম—"অদ্ভুতাচার্য্যের কাল সন্তোষজনক রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে করি না—সমগ্র উত্তরবঙ্গে এবং ময়মনসিংহ ত্রিপুরাতেও অদ্ভুতাচার্য্যের অপ্রতিহত প্রভাব ছিল,—এই অঞ্চলে প্রধানতঃ তাঁহারই রামায়ণ পঠিত ও গীত হইত। কৃত্তিবাসী রামায়ণ অপেক্ষা অদ্ভুতের রামায়ণে বিষয়-বৈচিত্র্য অনেক বেশী, চরিত্র-চিত্রণও নূতনতর। মোটামুটি বলিতে গেলে, রামায়ণ গানে গঙ্গার দক্ষিণভাগ কৃত্তিবাস স্নিগ্ধ করিয়াছিলেন, গঙ্গার উত্তরভাগ অদ্ভুতাচার্য্য সরস করিয়াছিলেন। রামায়ণরচক হিসাবে অদ্ভুতের প্রভাব ও প্রতিপত্তি কৃত্তিবাস অপেক্ষা বড় কম নহে।—কৃত্তিবাসের রচনায় অদ্ভুতাচার্য্যের প্রক্ষেপের অথবা বিপরীত ব্যাপারের কাল নির্ণয়ের জন্য অদ্ভুতাচার্য্যের কাল নির্ণয় একান্ত আবশ্যক।" (১৭৫—১৭৬ পৃষ্ঠা)

সৌভাগ্যক্রমে, নিতান্তই যেন কতকগুলি অনুকূল দৈবঘটনাবশতঃ অদ্ভুতাচার্য্যের পরিচয় খুঁজিয়া পাইয়াছি, সময়ও মোটামুটি স্থিরভাবেই জানিতে পারিয়াছি।

অদ্ভুতের রামায়ণে পাই, তাঁহার বাড়ী ছিল অমৃতকুণ্ডা গ্রামে সোণাবাজু পরগণায় আত্রাই নদীর উত্তর কূলে এবং করতোয়ার পশ্চিমে। সোণাবাজু আকবরের আমলের সরকার বাজুহার বিখ্যাত পরগণা, বর্ত্তমানে উহার প্রায় সমস্তটাই পাবনা জেলায় পড়িয়াছে। পাবনা গেজেটিয়রে দেখা যায়, উহা বর্ত্তমানে পাবনা জেলায় আটঘরিয়া, চাটমোহর এবং ফরিদপুর থানা জুড়িয়া বিস্তৃত। আটঘরিয়া থানা পাবনা সহরের মাইল-ছয় উত্তরে,—চাটমোহরও পাবনা সহর হইতে সোজা ১৫ মাইল উত্তরে। ফরিদপুর থানা এই দুই থানার পূর্ব্বভাগে। কাজেই মোটামুটি বর্ত্তমান পাবনা সহরের উত্তরপূর্ব্বভাগ জুড়িয়া প্রাচীন সোণাবাজু পরগণা অবস্থিত। বাঙ্গালাদেশের বিভিন্ন জেলার নব্যতম জরীপ অবলম্বনে বাঙ্গালার জরীপ বিভাগের বড়কর্ত্তা (Director of Land Records and Surveys) নানাবিধ মানের মানচিত্র সর্ব্বদাই প্রচার করিতেছেন। যতদূর জানি, এই সমস্ত মানচিত্র মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবামাত্র সমস্ত কলেক্টার ও কমিশনারের

আফিসে প্রেরিত হয়। এই সকল মানচিত্রের মধ্যে ভৌগোলিক গবেষণার জন্য এক ইঞ্চিতে চারি মাইল মানের রঞ্জিত জেলাম্যাপগুলি এবং এক ইঞ্চিতে এক মাইল মানের রঞ্জিত থানাম্যাপগুলি সবিশেষ প্রয়োজনীয়। ঢাকা মিউজিয়ম লাইব্রেরী এই দুই রকম মানচিত্রই ঐ ল্যাণ্ড-রেকর্ড ও সার্ভে আফিস হইতে পাইয়া থাকে। এক ইঞ্চিতে এক মাইল মানের মানচিত্রগুলিতে প্রত্যেক থানার প্রায় সমস্ত গ্রাম, সীমা ও নামসহ প্রদর্শিত হইয়া থাকে। এই সুচিত্রিত, সুরঞ্জিত ও সুমুদ্রিত মানচিত্রগুলির জন্য এই বিভাগের কর্ত্তাগণ অনুসন্ধিৎসু মাত্রেরই ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন।

চাটমোহর থানার এইরূপ একখানি মানচিত্র একদিন ডাকযোগে পাইয়া মোড়ক খুলিয়াই মনোযোগ সহকারে উহা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলাম। সহসা চোখে পড়িল—চাটমোহরের প্রায় তিন মাইল দক্ষিণে সিরাজগঞ্জ-ঈশ্বরদি রেল লাইনের উপর যে স্থানে চাটমোহর ষ্টেশনটি অঙ্কিত, সেই গ্রামের নাম অমৃত-কুণ্ডা! ঐ ম্যাপেই দেখা গেল, খোদ চাটমোহরের উত্তরস্থ নদীর খাতটি করতোয়া নামে অভিহিত হইয়াছে। রেণেলের ১৬নং মানচিত্রে দেখিলাম, অমৃত-কুণ্ডা যে স্থানে থাকিবার কথা, তাহার অর্থাৎ চাট-মোহরের দক্ষিণের নদীটি আত্রেয়ী বলিয়াই উল্লিখিত হইয়াছে। স্থানটিও সোনাবাজু পরগণার অন্তর্গত! বুঝিতে পারিলাম, অদ্ভুতাচার্য্যের বাস এই গ্রামেই ছিল। নিজে অনুসন্ধানে যাইতে পারিলাম না; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথি সংগ্রহের এজেন্ট শ্রীমান মুকুন্দবিহারী দাসকে অমৃত-কুণ্ডা পাঠাইয়া দিলাম,—এই আশায় যে হিন্দু অধিবাসী-দিগের নিকট হয় ত অদ্ভুতাচার্য্যের বংশের সন্ধান মিলিলেও মিলিতে পারে। মুকুন্দ গ্রামটি ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিয়া বিবরণ দিল যে, গ্রামে একজনও হিন্দু অধিবাসী নাই,—সমস্তই মুসলমান। চাটমোহর ষ্টেশনের দক্ষিণেই এই ক্ষুদ্র গ্রামটি অবস্থিত—গ্রামের দক্ষিণে এবং পূর্ব্বে আত্রেয়ী ও করতোয়ার শুষ্ক খাত এখনও সত্যই বর্ত্তমান আছে। মুকুন্দ নিজ চাটমোহরে এবং আশপাশের অনেক গ্রামে বিস্তর অনুসন্ধান করিয়াও অদ্ভুতের বংশের কোন সন্ধানই পাইল না।

অদ্ভুতের বাস-গ্রাম পাইলাম বটে, কিন্তু তাহাতে কোন কাজই হইল না। তার পরে আবার অনুকূল দৈব সহায় হইলেন। কোন প্রয়োজনে একদিন ৺যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সঙ্কলিত বারেন্দ্র কুলশাস্ত্রদীপিকা নাড়াচাড়া করিতেছি, সহসা সূচীপত্রের চতুর্থ পৃষ্ঠায় নজর পড়িল—"অথ অমৃতকুণ্ডা'! নামটি দেখিয়া কৌতুহলী হইয়া অমৃত-কুণ্ডা গ্রামের কোন্ বংশের বংশাবলি দেওয়া হইয়াছে দেখিবার জন্য পুস্তকখানি যথাস্থানে খুলিলাম। দেখিলাম, অমৃত-কুণ্ডার শাণ্ডিল্য গোত্রের কষ্ট শ্রোত্রিয় সিহরি গ্রামীন্ ব্রাহ্মণগণের বংশাবলি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কুলশাস্ত্রদীপিকায় প্রদত্ত বংশাবলি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"অথ অমৃতকুণ্ডা"

"আতাই পুত্র মার্কণ্ডেশ্বর, পুত্র অনিরুদ্ধ, পুত্র কুশলধ্বজ, বৃহস্পতি, উদ্ধব। কুশলধ্বজ পুত্র দেবানন্দ, পরমানন্দ, যাদবানন্দ, নিত্যানন্দ, অচ্যুতানন্দ।......... নিত্যানন্দ পুত্র অদ্বৈত আং পুং বিজয় বানাইকান্ত শিবানন্দ। (দীপিকা—২৭৬ পৃঃ)

এই বংশাবলির প্রথম নাম 'আতাই'এর পরিচয় দীপিকায় ২৭৫ পৃষ্ঠায় নিম্নরূপ লিপিবদ্ধ হইয়াছে—

"অথ শিহরি"

"আদৌ স্বর্ণদেব, পুত্র কিঙ্কিনী দেব পুং চল, অচল। চল দক্ষিণ বারেন্দ্র। অচল উত্তর বারেন্দ্র। চল পুত্র মাঙ্গুলি পুত্র ধরাধর পুত্র ভুদেব পুত্র রত্নধর পুত্র আতাই বেদাই নিধাই, মাধাই। আতাই অমৃত কুণ্ডা।"

দীপিকায়ই আছে, অমৃত কুণ্ডার আতাই-বংশধরগণের

প্রধান এক শাখা ডেমরা নামক গ্রামে চলিয়া যায়। ডেমরা ও অমৃত কুণ্ডার বংশের সম্পর্ক নিম্নে দেখান গেল।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বিস্তৃত ভাবে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বংশাবলির সঙ্কলন আরম্ভ করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে অন্তবিধ কার্য্য-বাহুল্যে এবং শারীরিক অসুস্থতার জন্য কার্য্য ভালমত অগ্রসর হয় নাই। পুস্তক কিছু দূর ছাপাও হইয়াছিল, তাহার পরেই কার্য্য স্থগিত হয়। পরে পূর্ব্বের ছাপা ফর্ম্মাগুলি নষ্ট হইয়া যায় দেখিয়া বসু মহাশয় রোগশয্যায় শয়ান অবস্থায়ই প্রশংসনীয় অধ্যবসায় সহকারে সহকারীগণের
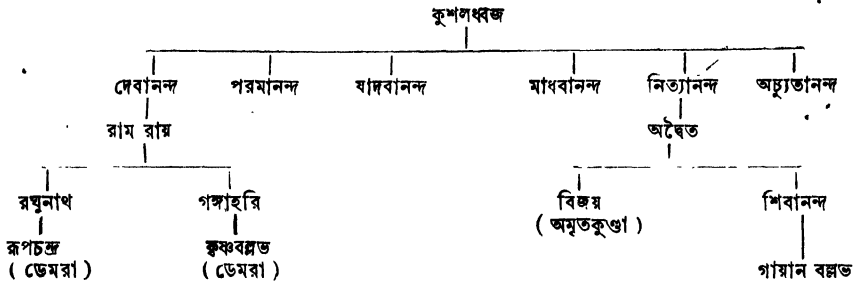
সহায়তায় পুস্তকখানি সমাপ্ত করিয়া ১৩৩৪ সনে প্রকাশিত করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বারেন্দ্র বংশের বিবরণ ঐ সকল বংশের বংশধরগণের নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া তিনি এই গ্রন্থের শেষভাগে মুদ্রিত করিয়াছেন।

এই পুস্তকের ২২৭ পৃষ্ঠায় শাণ্ডিল্য গোত্রের "সিদ্ধ শ্রোত্রিয়" সিহরী গাঞী ডেমরার রায়বংশের বংশাবলি প্রদত্ত হইয়াছে। ডেমরা বর্ত্তমানে পাবনা জেলার ফরিদপুর থানার অন্তর্গত একটি গ্রাম, সিরাজগঞ্জ-ঈশ্বরদি রেল লাইনের ভাঙ্গুরা ষ্টেশন হইতে ঠিক দশ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে, বরল নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। ষ্টেশন হইতে একটি মধ্যম রকমের রাস্তা ফরিদপুর থানা হইয়া ডেমরা পর্য্যন্ত গিয়াছে। নদীতে জল থাকিলে নৌকাযোগেও ষ্টেশন হইতে ডেমরা পৌছান যায়। সম্ভবতঃ ডেমরার রায় মহাশয়গণ বসু মহাশয়কে যে বংশাবলি জোগাইয়াছিলেন, বসু মহাশয় তাহাই ছাপিয়া দিয়াছেন। বসুমহাশয়কর্ত্তৃক মুদ্রিত ডেমরার রায়দের বংশাবলি নিম্নরূপ।

"এই বংশের আদি পুরুষ স্বর্ণদেব ঠাকুর কালী উপাসক ও সাধক ছিলেন।
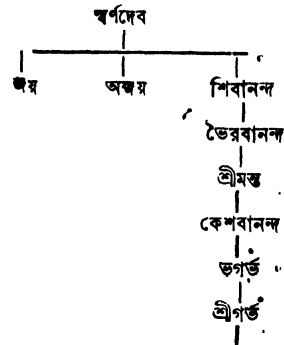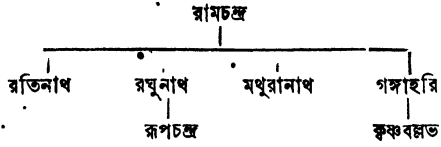
পূর্ব্বে 'দীপিকা' হইতে যে বংশাবলি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে ডেমরার রায় মহাশয়গণ আদি পুরুষ স্বর্ণদেবের নাম ঠিকই মনে রাখিয়াছেন। স্বর্ণদেবের তিন পুত্রের যে নাম দেওয়া হইয়াছে তাহা বাস্তবিক পক্ষে বংশের বিখ্যাততম ব্যক্তি নিত্যানন্দের তিন পুত্রের নাম যাহা আমরা নিত্যানন্দ অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণে জয় বিজয় শিবানন্দ রূপে পাই। ডেমরার রায় মহাশয়েরা নিত্যানন্দের জ্যেষ্ঠভ্রাতা দেবানন্দের বংশধর। দেবানন্দের পুত্র রামচন্দ্রের নাম হইতে আরম্ভ করিয়া নামগুলি 'দীপিকা'তে ও "বিবরণ"এ একই প্রকার। দেখা গেল, ডেমরার রায় মহাশয়গণ নিত্যানন্দ পুত্র জয় বিজয় শিবানন্দকে বেশ মনে রাখিয়াছেন, আদি পুরুষ স্বর্ণদেবকেও মনে রাখিয়াছেন, কিন্তু স্বর্ণদেবের পরবর্ত্তী এবং রামচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত নাম ঘোলাইয়া ফেলিয়াছেন।

দীপিকার তালিকাও দোষমুক্ত নহে। দীপিকায় নিত্যানন্দের পুত্রের নাম অদ্বৈত এবং তাহার পুত্র বিজয় বানাইকান্ত, শিবানন্দ। কিন্তু অদ্ভুতের রামায়ণের পুথিগুলিতে নিত্যানন্দের পুত্র তিনটির নাম সর্ব্বত্র জয় বিজয় শিবানন্দ রূপে পাওয়াতে এবং ডেমরার রায় মহাশয়েরাও নাম তিনটি জয় অজয় শিবানন্দ রূপে স্মরণে রাখায়, এই তিন আকর মিলাইয়া এই সিদ্ধান্তই করিতে হয় যে জয় বিজয় শিবানন্দই নিত্যানন্দের পুত্রত্রয়ের নামের প্রকৃত রূপ।

অদ্ভুতের রামায়ণে যে বংশাবলি পাই, তাহার সহিত দীপিকার বংশাবলি সম্পূর্ণ মিলে না। যথা—
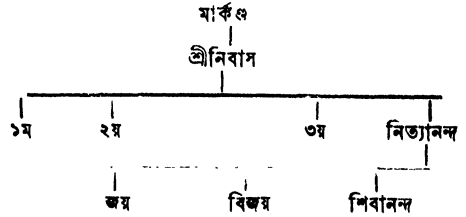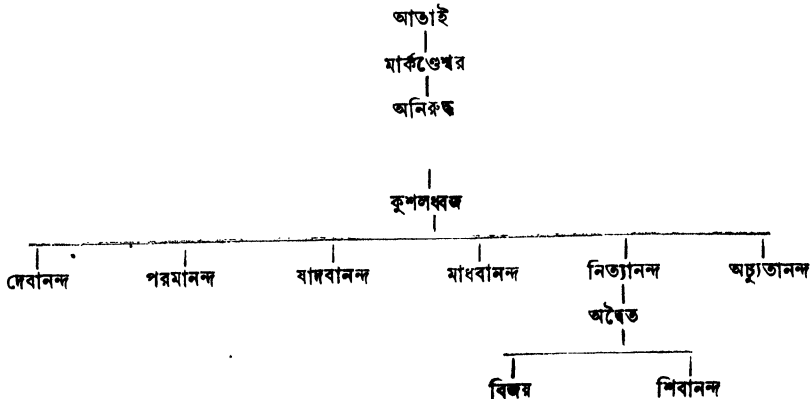
এই ক্ষেত্রে, এই বংশ দুইটি একই বংশ এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় কি? বিচার্য্য এই—সপক্ষে বলা যায়

(১) দুইটি বংশই অমৃতকুণ্ডার।

(২) দুইটিই ব্রাহ্মণ বংশ। নিত্যানন্দের বটু উপাধি এবং সপ্ত বৎসরেও যজ্ঞোপবীত না হইবার কথার উল্লেখে বুঝা যায়, অদ্ভুত ব্রাহ্মণ বংশেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

(৩) মার্কণ্ড, নিত্যানন্দ এবং নিত্যানন্দের পরে অন্ততঃ বিজয় ও শিবানন্দের নাম দুই তালিকায়ই পাওয়া যায়।

বিপক্ষে বলিতে হয়:—

(১) নিত্যানন্দের পিতার নামে গোলমাল।

(২) মার্কণ্ডের পরে দীপিকাতে অতিরিক্ত দুই পুরুষের ব্যবধান।

(৩) দীপিকাতে নিত্যানন্দের পুত্র অদ্বৈত এবং তাহার পুত্র বিজয় ও শিবানন্দ। কাজেই যদিও এই দুই বংশের অভিন্নত্ব সম্বন্ধে একেবারে আদালতগ্রাহ্য প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে না, তথাপি এই দুই বংশ এক ও অভিন্ন বলিয়াই বোধ হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অদ্ভুতী রামায়ণমতে নিত্যানন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম জয়, দীপিকায় মুদ্রিত আছে অদ্বৈত। কিন্তু ডেমরার রায় মহাশয়েরা তাঁহাদের বিখ্যাত পূর্ব্বপুরুষ তিন ভাইএর নাম জয় অজয় শিবানন্দ রূপে মনে রাখিয়াছেন দেখিয়া নামটির প্রকৃত রূপ 'জয়' বলিয়াই সাব্যস্ত হয়। এবং বিজয় ও শিবানন্দ অদ্বৈতের (জয়ের) পুত্র না হইয়া কনিষ্ঠ দুই ভ্রাতা বলিয়াই বোধ হয়। পূর্ব্বে উচ্চবর্ণের হিন্দু সন্তানের সর্ব্বদাই দুই নাম থাকিত, একটি রাশি নাম, একটি প্রকাশ্য নাম। অন্নপ্রাশনে এখন পর্য্যন্তও শিশু দুই নামই পাইয়া থাকে। ঘটকগ্রন্থে একটি নাম গৃহীত হইয়া এবং লৌকিক ক্ষেত্রে অপর নাম প্রচলিত হইয়া অনেক সময়ই বিষম গোলযোগের সৃষ্টি করে। নিত্যানন্দের পিতৃনামে এবং জ্যেষ্ঠ পুত্রের নামে গোলমালও এইরূপেই ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে করি।

কুলগ্রন্থে নামগুলি সর্ব্বদাই লাতাড়িয়া ভাবে লেখা হয়; যথা—

"আতাই পুত্র মার্কণ্ডেশ্বর পুত্র অনিরুদ্ধ পুত্র চন্দ্রজিৎ খাঁ পুত্র কুশলধ্বজ, বৃহস্পতি, উদ্ধব। কুশলধ্বজপুত্র দেবানন্দ পরমানন্দ, যাদবানন্দ, মাধবানন্দ, নিত্যানন্দ, অচ্যুতানন্দ। ...নিত্যানন্দ পুত্র অদ্বৈত আচার্য্য পুং বিজয় বানাইকান্ত, শিবানন্দ।...শিবানন্দ পুত্র গায়ান বল্লভ।"

এইরূপ লাতাড়িয়া লেখার ফলে লেখকের ভুলে দুই নামের মধ্যে "পুত্র" শব্দটি অতিরিক্ত বসিলে অমনি পর্য্যায়ের গোলযোগ হইয়া যায় এবং ভ্রাতা পুত্র হইয়া পড়ে। দীপিকায় অমৃতকুণ্ডার সিহরি-বংশাবলি-লিখনে এমনি গোলমাল হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। অদ্ভুতাচার্য্য নিত্যানন্দ যদি অমৃতকুণ্ডার সিহরি গাঞী ব্রাহ্মণই হইয়া থাকেন তবে অদ্ভুতের রামায়ণে প্রাপ্ত বংশাবলিই প্রামাণিক বলিয়া ধরিতে হয়। এবং তদনুসারে দীপিকার তালিকা সংশোধিত হইলে এই তালিকাটি নিম্নরূপ দাঁড়ায়—

আতাই পুত্র মার্কণ্ডেশ্বর পুত্র অনিরুদ্ধ, চন্দ্রজিৎ, শ্রীবাস, বৃহস্পতি, উদ্ধব। শ্রীবাস পুত্র দেবানন্দ পরমানন্দ যাদবানন্দ, নিত্যানন্দ, অচ্যুতানন্দ। নিত্যানন্দ পুত্র জয়, বিজয়, শিবানন্দ পুত্র গায়েনবল্লভ।

প্রসঙ্গতঃ বলিয়া রাখা উচিত, শিবানন্দের পুত্রের গায়েনবল্লভ নাম দেখিয়া মনে হয়, ইনি ভাল রামায়ণ গাহিতেন।

দীপিকায় নিত্যানন্দের বংশধরগণের বাস মৌসার গ্রাম বলিয়া লিখিত আছে। এই মৌসার কোথায়, জানি না। ডেমরার রায় মহাশয়েরা হয় তথবলিতে পারেন। মৌসার পাওয়া গেলে নিত্যানন্দের বর্ত্তমান বংশধরগণের নিকট খোঁজ করিলে হয় ত আরও তথ্য মিলিতে পারে।

অদ্ভুতাচার্য্য নিত্যানন্দের বাসগ্রাম পাওয়া গেল, বংশও পাওয়া গেল বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার সময় স্থির করিবার উপায় কি? ডেমরার রায়বংশীয়গণের সহিত

নিত্যানন্দের সম্পর্ক থাকায় তাঁহার সময় নির্ণয় বিশেষ কষ্টসাধ্য নহে। নিম্নের বংশলতা দ্রষ্টব্য।

রঘুনাথের চতুর্থা কন্যা শর্ব্বাণীই সাঁতৈলের বিখ্যাত রাণী শর্ব্বাণী। ইঁহার স্বামীর নাম মহারাজ রামকৃষ্ণ।
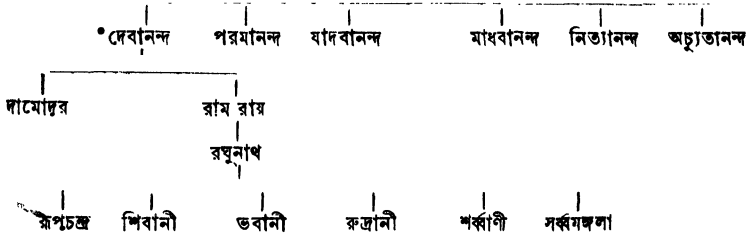
রামকৃষ্ণের মৃত্যু হইলে রাণী শর্ব্বাণী বহু বৎসর পর্য্যন্ত অতীব দক্ষতার সহিত সাঁতৈল রাজ্য পরিচালিত করিয়াছিলেন। সাঁতৈল রাজ্য অবশেষে নাটোররাজ রামজীবনের হস্তগত হয়। সাঁতৈলরাজ্য সম্পর্কিত দুইখানা দলিল নাটোররাজদপ্তরে আজিও আছে। কালীপ্রসন্নবাবু তাঁহার "নবাবী আমল" নামক গ্রন্থে এই দলিল দুইখানির মর্ম্ম দিয়াছেন।* একখানার তারিখ ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দ। ইহাতে দেখা যায়, রাণী শর্ব্বাণী বার্দ্ধক্যবশতঃ অন্ধ ও বধির হইয়া যাইতেছেন বিধায় জমীদারী রামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র বলরামকে বাদশাহ আওরঙ্গজীব কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইল। ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দের শাহ আলম বাহাদুর শাহের রাজত্বের পঞ্চম বৎসরের আর একখানা সনন্দে দেখা যায় যে সম্প্রতি রাণী শর্ব্বাণী নিঃসন্তান পরলোকে গিয়াছেন। রামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র বলরাম বার্দ্ধক্যবশতঃ কার্য্যে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছেন--তাই সাঁতৈল রাজ্য রামজীবনকে বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হইল।

কাজেই ১৭১১তে এই বন্দোবস্ত হইয়া থাকিলে, রাণী শর্ব্বাণীর মৃত্যু ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে হইয়াছিল ধরা যায়। তিনি অতিশয় বৃদ্ধা হইয়াছিলেন। দুর্গাচন্দ্র সান্যাল মহাশয় তাঁহার সামাজিক ইতিহাসে বলেন,—মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮৮ বৎসর হইয়াছিল। এই সামাজিক ইতিহাস খানি প্রায়ই নানারূপ অবিশ্বাস্য গালগল্পে ভরা এবং মোটেই প্রামাণিক নহে। কিন্তু পাবনা-রাজশাহী অঞ্চলে রাণী শর্ব্বাণীর জীবন-কথা লোকমুখে সবিশেষ প্রচারিত ছিল বলিয়া এবং প্রামাণিক ও সমসাময়িক দলিলে বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত তাঁহার অন্ধ ও বধির হইয়া যাইবার কথা পাইয়া এই ক্ষেত্রে সান্যাল মহাশয়ের বিবরণকে বিশ্বাস করা যাইতে পারে। কাজেই শর্ব্বাণী দেবীর জন্ম ১৭১০—৮৮ =১৬২২ খ্রীষ্টাব্দ। শর্ব্বাণী রঘুনাথের চতুর্থা কন্যা। পিতার ৪০ বছর বয়সে এই কন্যা হইয়াছিল ধরিলে রঘুনাথের জন্ম ১৬২২—৪০=১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দ। পিতার ২০ বছর বয়সে জ্যেষ্ঠপুত্র রঘুনাথের জন্ম হইয়াছে ধরিলে রঘুনাথের পিতা রামরায়ের জন্ম—১৫৮২—২০=১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দ। রামরায় দ্বিতীয় পুত্র, পিতার ২৫ বৎসর বয়সে জন্মিয়া থাকিলে ১৫৬২—২৫=১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে নিত্যানন্দের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দেবানন্দের জন্ম। ইহার দশবছর পরে পঞ্চম ভ্রাতা নিত্যানন্দের জন্ম হইয়াছিল ধরিলে ১৫৪৭ খ্রীষ্টাব্দে নিত্যানন্দের

* নবাবী আমল, ২য় সংস্করণ, ৭৪ পৃষ্ঠা।

জন্ম হইয়াছিল সিদ্ধান্ত করিতে হয়। আকবর বাদশাহের জন্ম ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে। কাজেই অদ্ভুতাচার্য্য নিত্যানন্দকে মোটামোটি আকবরের সমসাময়িক বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। কৃত্তিবাস ১৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মিয়াছিলেন কাজেই তিনি অদ্ভুত অপেক্ষা দেড়শত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী।

৭। কৃত্তিবাস ও অদ্ভুতাচার্য্য, তুলনায় সমালোচনা। *

১৩৪০ সনের মাঘ সংখ্যা "উদয়নে" "কৃত্তিবাসের হরধনুর্ভঙ্গ" নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম:—"কৃত্তিবাস ও অদ্ভুত তুলনায় পাঠ করিয়া আমার মনে দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছে যে, অদ্ভুতের রামায়ণে কৃত্তিবাস অপেক্ষা কাব্যরস অধিকাংশ স্থানেই বেশী। বাঙ্গালী সমাজের খাঁটি চিত্র, বাঙ্গালীর স্নেহ-প্রবণতা, ভাব-প্রবণতা, দুর্ব্বলতার চিত্র অদ্ভুতে যত পাওয়া যায়, কৃত্তিবাসে ততটা নহে। কৃত্তিবাস মোটামুটি বাল্মীকিকেই অনুসরণ করিয়াছেন। কৃত্তিবাসের রচনা তাই গম্ভীর ও ঘন,—পরিচ্ছন্ন ও বাহুল্যবর্জ্জিত। অদ্ভুতের রামায়ণেই খাঁটি বাঙ্গালীর পরিচয় পাই,—যত রাজ্যের গালগল্প, সরস কাহিনী,—অশ্রুজল ও উচ্ছ্বাসের বন্যা আসিয়া অদ্ভুতের রামায়ণেই ভীড় করিয়া আশ্রয় লইয়াছে।"

অন্যত্র:—"শ্রীরামপুরের মিশনারীদের যত্নে মুদ্রিত হইয়া মুদ্রিতরূপে সর্ব্বসাধারণ্যে সর্ব্বপ্রথম প্রচারিত হইয়া কৃত্তিবাস ও কাশীদাস প্রত্যেকেই যতটা খ্যাতি আত্মসাৎ করিয়াছেন, ততটা খ্যাতি কৃত্তিবাসের প্রকৃত পাওনা নহে,—কাশীদাসের তো নহেই।" ("মূল কৃত্তিবাসের অনুসন্ধানে"—পূর্ব্বাবতারিত ৪নং প্রসঙ্গ)।

আবার:—"সমগ্র উত্তরবঙ্গ এবং (ঢাকা) ময়মনসিংহ-ত্রিপুরাতেও অদ্ভুতাচার্য্যের অপ্রতিহত প্রভাব ছিল—এই অঞ্চলে প্রধানতঃ তাঁহারই রামায়ণ পঠিত ও গীত হইত। কৃত্তিবাসী রামায়ণ অপেক্ষা অদ্ভুতের রামায়ণে বিষয়-বৈচিত্র্য অনেক বেশী, চরিত্র-চিত্রণও নূতনতর। মোটামুটি বলিতে গেলে রামায়ণ গানে গঙ্গার দক্ষিণভাগ কৃত্তিবাস স্নিগ্ধ করিয়াছিলেন, গঙ্গার উত্তরভাগ অদ্ভুতাচার্য্য সরস করিয়াছিলেন। রামায়ণ-রচক হিসাবে অদ্ভুতের প্রভাব ও প্রতিপত্তি কৃত্তিবাস অপেক্ষা বড় কম নহে।" (বঙ্গশ্রী—ভাদ্র, ১৩৪০, ১৭৭ পৃঃ)।

দুর্ভাগ্যক্রমে অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ বাঙ্গালা সাহিত্যে বিশেষ পরিচিত নহে, অদ্ভুতার্য্যকেও কেহ চিনে না। এতকাল তাঁহার বংশপরিচয় এবং সময়ও একেবারেই অজ্ঞাত ছিল।

ছাপাখানার প্রসাদে কৃত্তিবাস আজ ঘরে ঘরে পরিচিত। কিন্তু এ-খবর অনেকেই রাখেন না যে যাহা কৃত্তিবাসী রামায়ণ বলিয়া বাজারে চলিতেছে, তাহার অনেক সরস স্থানই কৃত্তিবাসের রচনা নহে, অদ্ভুতাচার্য্যের রচনা। পুথি-লেখকগণ এবং পালা-গায়কগণ ঐ সকল বেমালুম নিজ নিজ পুথিসাৎ করিয়া কিরূপে কৃত্তিবাসের নামে চালাইয়া দিয়াছে, তাহার আলোচনা পূর্ব্বেই করিয়াছি।

পুথি-মুদ্রণ প্রচলিত হইবার আগে উত্তরবঙ্গে, এমন কি ময়মনসিংহ, ঢাকা জেলায়ও অদ্ভুতের রামায়ণেরই পঠন-গান চলিত, নকলনবিসগণ তাঁহারই পুথি নকল করিয়া প্রচার করিত এবং ঘরে-ঘরে সেই পুথি সাদরে রক্ষিত হইত। তবে, পাশাপাশি কৃত্তিবাসের পুথিও যে না চলিত এমন নহে। রংপুর-সাহিত্য-পরিষদে একখানি রামায়ণের পুথি আছে, যাহার শেষে লিখিত আছে, "ইতি বাল্মীকি পুরাণে উত্তরকাণ্ড কৃত্তিবাসী অদ্ভুতী পুথি গড়ান লেখা সমাপ্ত।" অর্থাৎ এই পুথি-লেখক কতক কৃত্তিবাস হইতে লইয়া, কতক অদ্ভুত হইতে লইয়া

---

* এই প্রসঙ্গটি প্রবন্ধাকারে ১৩৪১ সনের মাঘ সংখ্যার উদয়ন পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

গড়পড়তায় পুথিখানি লিখিয়া শেষ করিয়াছেন।* ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে যে পুথি দেখিয়া শ্রীরামপুরের মিশনারিগণ কৃত্তিবাসী রামায়ণ ছাপিয়াছিলেন তাহা যে এইরূপ কৃত্তিবাসী অদ্ভুতীর একখানা 'গড়ান' লেখা পুথি ছিল, এই বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। সেই 'গড়ান' লেখা পুথিই কিঞ্চিৎ অদল-বদল সহকারে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত কৃত্তিবাসী রামায়ণ বলিয়া বাজারে চলিতেছে।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, কৃত্তিবাস সাধারণতঃ বাল্মীকিকে অনুসরণ করিয়াছেন, প্রয়োজন মত নানা রামবিষয়ক কাব্য ও নাটক হইতে সুন্দর সুন্দর অংশ আনিয়া নিজের অনুবাদে ঢুকাইয়া দিয়াছেন। অদ্ভুতাচার্য্য কিন্তু ঠিক সেই পথে যান নাই। তিনি যেখানে যত অদ্ভুত কাব্যরসপূর্ণ, আসরজমান কাহিনী পাইয়াছেন, সমস্তই আনিয়া নিজের রামায়ণে ঢুকাইয়াছেন। তাহার উপরে চরিত্র-চিত্রণে যথেষ্ট স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালীর মনের মত করিয়া চরিত্রগুলিকে তিনি গড়িয়া তুলিয়াছেন, এবং তাহাতে এমন হৃদয়গ্রাহী আদর্শবাদের অবতারণা করিয়াছেন যে, তাহা পাঠকমাত্রেরই মনোরম না হইয়া পারে না।

বাল্মীকি রামায়ণের আরম্ভ,—বাল্মীকি একদা নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অধুনা এই ভূমণ্ডলে এমন কে আছেন যিনি গুণবান, বীর্য্যবান, ধর্ম্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী, দৃঢ়ব্রত, সচ্চরিত্র, সকল প্রাণীর হিতৈষী, বিদ্বান, সর্ব্ববিষয়ে দক্ষ, অদ্বিতীয় প্রিয়দর্শন, সংযতচিত্ত, জিতক্রোধ, দীপ্তিমান ও অসূয়াশূন্য এবং সমরক্ষেত্রে যাঁহার ক্রোধদর্শনে সুরগণও শঙ্কিত হইয়া থাকেন?" নারদ উত্তর করিলেন যে, এত গুণ একাধারে দুর্লভ, তবে অনেক চিন্তার পরে এক ব্যক্তির কথা তাঁহার মনে হইল। তাঁহার নাম রাম। এই বলিয়া নারদ যৌবরাজ্যাভিষেক-চেষ্টা হইতে আরম্ভ করিয়া রাবণ-বধ ও অযোধ্যা প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত রামের কাহিনী সংক্ষেপে বাল্মীকিকে শুনাইলেন। রামের ভবিষ্য জীবন সম্বন্ধেও আভাস দিয়া নারদ প্রস্থান করিলেন। বাল্মীকি তখন নদীতে স্নান করিতে গেলেন এবং তথায় ক্রৌঞ্চবধ দর্শনে শোকে তাঁহার মুখ হইতে 'মা-নিষাদ' শ্লোক নির্গত হইল। তপোবনে প্রত্যাগমন করিলে বাল্মীকির নিকট ব্রহ্মা আগমন করিলেন। বাল্মীকি ব্রহ্মার সম্মুখেও মানসিক বিক্ষোভবশতঃ আবার 'মা-নিষাদ' শ্লোক উচ্চারণ করিলেন। ব্রহ্মা তখন সেই শ্লোকচ্ছন্দে বাল্মীকিকে রামচরিত বর্ণনা করিতে আদেশ করিলেন। বলিলেন, তুমি নারদের নিকট যেমন শুনিয়াছ তেমনি বর্ণনা কর, তোমার অজ্ঞাত যাহা আছে, তাহাও সমস্তই তোমার জ্ঞান-গোচর হইবে। এবং—

যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতাশ্চ মহীতলে।
তাবদ্রামায়ণ-কথা লোকেষু প্রচরিষ্যতি॥
যাবৎ রহিবে গিরি স্রোতস্বিনী হৃদয়ে ধরার।
তাবৎ এ রাম-কথা প্রচারিবে লোকে অনিবার॥

কৃত্তিবাসী রামায়ণের আরম্ভও অবিকল বাল্মীকি রামায়ণের মত। বাজার প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণে আদিতে যে "নারায়ণের চারি অংশে প্রকাশ" নামক এক প্রকরণ দেখা যায়, উহা কৃত্তিবাসী রামায়ণের কোন প্রাচীন পুথিতে পাওয়া যায় না। উহা পশ্চিম বঙ্গে প্রচলিত—আধুনিক অর্থাৎ শ-সওয়াশ বছর আগের পুথিগুলিতে দৃষ্ট হয়, এবং অমনি একখানা পুথি হইতে শ্রীরামপুরী রামায়ণে গৃহীত হইয়া থাকিবে। প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণে ইহার পরে রত্নাকর দস্যুর প্রসঙ্গ দেখা যায়। কৃত্তিবাসী রামায়ণের খাঁটি পুথিগুলিতে এই

*১৩১৩ সনের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ১৬৭ পৃষ্ঠায় ৺হরগোপাল দাস কুণ্ডু মহাশয় রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের এই পুথিখানির পরিচয় দিয়াছেন। ইহা মূলতঃ কৃত্তিবাসী পুথি। সম্ভবতঃ অদ্ভুতাচার্য্যের প্রক্ষেপ আছে বলিয়াই ইহাকে পুষ্পিকায় কৃত্তিবাসী অদ্ভুতী পুথি বলা হইয়াছে। পুথিখানি এখন রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের সম্পত্তি, আমি ব্যবহারার্থ আনাইয়াছি।

দুই-এর একটিও দেখা যায় না। কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রকৃত আরম্ভ নিম্নরূপ :—

চ্যবনের পুত্র বাল্মীকি মহামুনি।
তপের প্রভাবে বিপ্র জলন্ত আগুনি॥
নারদ জে মহামুনি ত্রৈলোক্য পূজিত।
বাল্মীকির সনে দেখা হৈল আচম্বিত॥
দোহানে দেখিয়া দুই প্রসন্ন বদন।
বিনয় ভক্তিএ দুই কৈল সম্ভাষণ॥
বাল্মীকি বোলেন মুনি তুহ্মি অন্তর্য্যামী।
তোহ্মা স্থানে এক কথা জিজ্ঞাসিব আহ্মি॥
কোন মহা পুণ্যবন্ত সংসারের সার।
বিষ্ণুজ্ঞান জিতেন্দ্রিয় ধর্ম্ম অবতার॥
জগতের প্রিয় সর্ব্বলোকের করে হিত।
জার ক্রোধ হইলে দেবতা হয় ভীত॥
সর্ব্বক্ষণ লক্ষ্মী জাহে হয় অধিষ্ঠান।
হিংসা পৌশুন্ত নাহি সুর্য্যের সমান॥
ইন্দ্র যম বায়ু হৈতে কেবা বলবান।
ত্রিভুবন রক্ষা করে পুরুষ প্রধান।
তোহ্মা অবিদিত নাহি এ তিন ভুবন।
আহ্মাতে সকল কহ মহা তপোধন॥

এখন অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণের আরম্ভ বিচার করা যাউক। অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণের আরম্ভে নানাবিধ বন্দনার পরে প্রথমেই অদ্ভুতাচার্য্যের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। সোনাবাজু পরগণায় অমৃতকুণ্ডা গ্রামে তাঁহার জন্ম। পিতামহের নাম মার্কণ্ড, পিতার নাম শ্রীনিবাস, মাতার নাম মেনকা। কবিরা চারি সহোদর, নিত্যানন্দ কনিষ্ঠ। সপ্ত বৎসরের নিত্যানন্দ রাখাল শিশুর সহিত খেলা করিয়া বেড়াইত। মাঘ মাসের শুক্লাত্রয়োদশী তিথিতে স্বয়ং রঘুনাথ তাঁহাকে দেখা দিয়া রামায়ণ রচনা করিতে আদেশ করেন এবং তীক্ষ্ণ বাণাগ্র দিয়া মহামন্ত্র জিহ্বার উপর লিখিয়া দেন। এইরূপে প্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত হইয়া তিনি রামায়ণ রচনায় মনোনিবেশ করেন। রঘুনাথের কৃপায় এইরূপে অদ্ভুত কবিত্ব শক্তি সম্পন্ন হইয়া নিত্যানন্দ অদ্ভুতাচার্য্য নামে বিখ্যাত হ'ন। রঘুনাথের কৃপায় নিত্যানন্দের জয়, বিজয়, শিবানন্দ নামে তিনটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। ইহার পরে সংক্ষেপে রামায়ণের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সারসংগ্রহ দিয়া অদ্ভুত বাল্মীকির দস্যুজীবনের কাহিনীর অবতারণা করিয়াছেন। দস্যুজীবনে বাল্মীকির নাম ছিল মদন আকাটি,—রত্নাকর নহে। অদ্ভুতের কোন কোন পুথিতে দস্যু বাল্মীকির নাম 'যদু' রূপেও পাওয়া যায়। যাহা হউক, অদ্ভুতের সমস্ত পুথিতেই এই দস্যু বাল্মীকির কাহিনী পাওয়া যায়,—কৃত্তিবাসী আধুনিক পুথিগুলিতে মাত্র রত্নাকর দস্যুর কাহিনী প্রাপ্তব্য। এই কাহিনীর মূল অধ্যাত্ম রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের ৬ষ্ঠ অধ্যায়। তথায় দস্যুর কোন নাম দেওয়া নাই। এই কাহিনী অদ্ভুতী রামায়ণ হইতে আধুনিক কৃত্তিবাসী রামায়ণে ঢুকিয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। এই বিষয়ে পরে বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য।

এই কাহিনী-বাহুল্য অদ্ভুতী রামায়ণের একটি প্রধান বিশেষত্ব। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, অদ্ভুতী রামায়ণের বিভিন্ন পুথিতেও প্রচুর পাঠ-ভেদ এবং বর্জ্জন-গ্রহণজনিত ভেদ দেখা যায়। রঙ্গপুর-সহিত্য- পরিষৎ হইতে অদ্ভুতী রামায়ণের যে আদিকাণ্ডখানি মুদ্রিত হইয়াছিল, তাহার পাঠ বহু পুথি মিলাইয়া প্রস্তুত হয় নাই। ফলে অদ্ভুতী আদিকাণ্ডের উহাই প্রকৃত এবং সম্পূর্ণ রূপ কি না, সেই বিষয়ে জোর করিয়া কিছুই বলা যায় না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অদ্ভুতী আদিকাণ্ডের অনেকগুলি পুথির সহিত এই রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের মুদ্রিত অদ্ভুতী আদিকাণ্ডের পাঠ এবং প্রসঙ্গ-পর্য্যায় মিলে না। অমনি একখানা অদ্ভুতী আদিকাণ্ডের পুথি হইতে অদ্ভুতের প্রসঙ্গপ্রাচুর্য্যের এবং চরিত্র-চিত্রণের উদাহরণ দিতেছি।

কৌশল্যাকে বিবাহ করিয়া রাজা দশরথ দেশে ফিরিয়াছেন,—একদিন তাঁহার অভিলাষ হইল তিনি দেশভ্রমণে যাইবেন। তিনি কৌশল্যাকে ডাকিয়া

কৌশল্যার হাতে রাজ্য সমর্পণ করিলেন, এমন কি শাস্ত্রানুসারে কৌশল্যার অভিষেক পর্য্যন্ত করিলেন :—

রজনী প্রভাতে রাজা করি স্নান দান।
পঞ্চ মহা যজ্ঞ কৈল শাস্ত্রের বিধান॥
কৌশল্যার তরে রাজা কহে ধীরে ধীরে।
বিজয় কারণে আমি যাইব সংসারে॥
রাজার নন্দিনী:তুমি জান রাজরীতি।
প্রজা সব পালিবা জে জেন ধর্ম্ম-নীতি॥
পৃথিবীতে আছয়ে জতেক নৃপবর।
দূত পাঠাইয়া আনি লৈবা রাজকর॥
শত অংশ করি প্রজার লৈবা ধন।
বলি বশ্য যজ্ঞ আদি অগ্নি সন্তর্পণ॥
ভাল মন্দ ন্যায় হৈলে করিবা বিচার।
বিষ্ণু বিনে প্রিয়ে তুমি না ভাবিয় আর॥
এত শুনি কৌশল্যাএ করে জোড় হাত।
পৃথিবী পালিব আমি শুন প্রাণনাথ॥
এত শুনি মহারাজা আনন্দিত মনে।
কৌশল্যারে বসাইল রাজ সিংহাসনে॥
অভিষেক করি রাজা ছত্র ধরে শিরে।
সখী সবে বাও করে শতেক চামরে॥
এহি মতে আনন্দিত অজের নন্দন।
কৌশল্যাএ করে সদা প্রজার পালন॥

রজনী প্রভাতে রাজা পৃথিবী দেখিতে চলিলেন :—

রজনী প্রভাতে উঠি কৈলা স্নান দান।
সুমন্ত্রেরে আজ্ঞা দিলা আন রথখান॥
সারথী আনিল রথ রাজ আজ্ঞা পাইয়া।
বিষ্ণুরে স্মরিয়া রথে উঠিলেক গিয়া॥
সারথী চালায় রথ পবন গমনে।
চন্দ্রধ্বজ পর্ব্বতেতে গেল ততক্ষণে॥

রাজা নিকটবর্ত্তী এক তপোবনে যাইয়া প্রবেশ করিলেন। তপোবনে নানা বৃক্ষে নানা ফল-ফুল ধরিয়া রহিয়াছে। গাছের তলায় ময়ুর নাচিতেছে, গাছের উপরে কোকিল পঞ্চমে তান ধরিয়াছে। রাজা আনন্দিত মনে তপোবন দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এমনি অবস্থায় দুষ্মন্ত এক কাব্যের নায়ক হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন,—কবির দশরথও আমাদিগকে বিমুখ করিলেন না। সহসা তথায় এক কন্যার সহিত দশরথের দেখা হইয়া গেল। তাহার—

শরত পূর্ণিমাশশী জিনিয়া বদন।
তিল ফুল নাসিকা জে খঞ্জন লোচন॥
সুবর্ণের কুম্ভ জিনি দুই পয়োধর।
সিংহ জিনি কটিখানি অতি মনোহর॥
অরুণ জিনিয়া শোভে কপালে সিন্দুর।
কোকিল জিনিয়া কন্যার বচন মধুর॥
দিব্য বস্ত্র পরিধান নানা আভরণ।
কন্যাকে দেখিয়া রাজা—

রাজার অবস্থা যাহা হইল তাহা সহজেই অনুমেয়। কন্যাটি কিন্তু ভারি সেয়ানা,—তিনি ধরাতো দিলেনই না,—বরং দশরথকে বেশ দু'কথা শুনাইয়া দিলেন—

* * * *

হাত ছাড়াইয়া দেবী গেল অন্তর্ধ্যানে॥
দেবী বোলে শুন রাজা আমার বচন।
রাজা হৈয়া হেন মত কিসের কারণ॥
এখনে শঁপিয়া তোমা করিত বিনাশ।
তোমা সঙ্গে পরিণামে হবে পরিহাস॥
অপরাধ ক্ষমিলাম সেই সে কারণে।
এতেক কহিয়া দেবী গেলা নিজ স্থানে॥

রাজাতো স্তম্ভিত হইয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরে সুমন্ত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই কন্যা কে? সুমন্ত্র বলিল, ইনি সাক্ষাৎ বসুমতী, প্রজাপতি সম্ভাষণে গিয়াছিলেন, তোমাকে ছলিতে তপোবনে তোমার সহিত দেখা করিয়া গেলেন।

সুমন্ত্রের মুখে রাজা এহি কথা শুনে।
বিষ্ণু বিষ্ণু বলি রাজা হস্ত দিল কানে॥

আর যদি পরস্ত্রীকে দেখি কাম মনে।
জন্মে জন্মে বঞ্চিত হইব নারায়ণে॥
আজি হতে পরনারী জননী সমান।
এত বলি রথে চড়ি করিল প্রয়ান॥
বসুমতী কথা রাজা ভাবে মনে মনে।
কোন মতে পরিহাস হবে মোর সনে॥

এই ক্ষুদ্র উপাখ্যানটির কোথাও কোন সংস্কৃত মূল আছে কি না জানি না,—কিন্তু পাঠকের মনে ইহা বেশ একটু কৌতূহল জাগাইয়া যায়। অদ্ভুতের আদর্শ-চরিত্র-সৃষ্টি-প্রবণতার আভাসও এই উপাখ্যানে পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী উপাখ্যান কৈকেয়ী-স্বয়ংবরে এই চেষ্টা আরও সুস্পষ্ট। দশরথ স্বয়ংবরে কৈকেয়ীকে লাভ করিয়া দেশে ফিরিয়াছেন :—

বিবাহ করিয়া রাজা আসিলেক দেশে॥
অন্তঃপুরে প্রবেশিল মনের হরিশে॥
কৌশল্যাতে জানাইল আসিল সতিনী।
আনন্দে পুলক হৈল কৌশল্যা কামিনী॥
কেকইকে কোলে করি কৌশল্যা সুন্দরী।
মনের আনন্দে নাচে জয় জয় করি॥
আজি হতে দোসর হইলা গুণবতী।
দুহি জনের সেবাতে জে তুষ্ট হবে পতি॥
তাহা দেখি ধন্য ধন্য বোলে সর্ব্বজন।
বিস্মিত হইল দেখি নৃপতির মন॥
এহি নারী হতে আমি হইব উদ্ধার।
কৌশল্যাকে কোলে করি করে পরিহার॥
ধন্য ধন্য কৌশল্যা যে তোমাকে বাখানি।
তোমাতে সফিল আমি কেকই কামিনী॥

ইহার পরে সুমিত্রা-বিবাহ-প্রসঙ্গে অদ্ভুতাচার্য্য কৌশল্যা-চরিত্র আরও উচ্চ গ্রামে তুলিয়াছেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণের সমস্তগুলি পুথিতেই আছে, দশরথ যখন মৃগয়াছলে সিংহল দেশে সুমিত্রাকে বিবাহ করিতে গেলেন, তখন কৌশল্যা ও কৈকেয়ী উভয়েই বড় দুঃখ অনুভব করিলেন :—

নিরবধি সেবে দোঁহে পার্ব্বতী-শঙ্কর।
সুমিত্রা দুর্ভগা হোক মাগে এই বর॥

সতীনের প্রতি মমতা স্বাভাবিক নহে, সে দুর্ভগা হউক, দেবতার নিকট এই বর মাগা অনুদার হইলেও অস্বাভাবিক বলিতে পারি না। কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—কাল রাত্রি দিনে অর্থাৎ বিবাহের পর দিবসই প্রত্যাবর্ত্তন পথে দশরথ সুমিত্রা-সম্ভোগ করিয়াছিলেন, তাই সে দুর্ভগা হইয়াছিল এবং সতিনীদ্বয়ের মনের বাসনা পূর্ণ হইয়াছিল। অদ্ভুত এই চিত্র কি ভাবে আঁকিয়াছেন, তাহাই এখন দেখুন :—

প্রাতে বাসি বিভা কৈল রাজা দশরথে।
দেশেতে চলিল রাজা চড়ি দিব্য রথে॥
সুমিত্রার রূপ দেখি রাজা মূরছিত।
কালরাত্রি দিবসেত শৃঙ্গারের চিত্ত॥
কামে অচেতন রাজা হইল বিকল।
রথে শৃঙ্গারের মন কৈল মহাবল॥
কালরাত্রি দিবসেত দিল আলিঙ্গন।
হাত ছাড়াইয়া রৈল সুমন্ত্র সদন॥
ক্ষণেকে ধৈর্য্যতা হৈয়া রাজা দশরথ।
সুমিত্রাকে না দেখিয়া হৈল অগ্নিবৎ॥
ক্রোধ হৈয়া মহারাজা বলিল বচন।
হেন স্ত্রীতে নাহি মোর কোন প্রয়োজন॥
কামানলে দগ্ধ মোর মন স্থির নহে।
হেন কালে চণ্ডালিনী দূরে গিয়া রহে॥
আজি হতে তোকে আমি করিল বর্জ্জন।
জেখানে সেখানে জাও জথা লএ মন॥
বাপ ঘরে জাও কিবা সুমন্ত্র আলয়।
অন্যখানে জাও কিবা জথা মনে লয়॥
ইহ জন্মে তোকে জদি করি দরশন।
অঘোর নরকে পড়ি পাপেত মরণ॥

কালরাত্রি দিনে পতি করিল স্পর্শন।
সুমিত্রা দুর্ভগা হৈল তেহি সে কারণ ॥

কৃত্তিবাস কৌশল্যা ও কৈকেয়ী উভয়কে দিয়া যে বিদ্বেষ প্রকাশ করাইয়াছেন, অদ্ভুত শুধু কৈকেয়ীকে দিয়া সেই বিদ্বেষ প্রকাশ করাইয়াছেন :—

সুমিত্রা লইয়া রাজা আইল নিজ দেশ।
পুরিতে প্রবেশ কৈল আনন্দ বিশেষ ॥
কৌশল্যা কেকৈ রাণী দুই ত সতিনী।
সুমিত্রার রূপ দেখি মোহিত পরাণী ॥
কেকৈ রাণী মনেত জে হইল বিস্মিত।
সুমিত্রার রূপে যেন ভুবন মোহিত ॥
এরূপ দেখিয়া রাজা মোহিবেক মন।
উলটিয়া না চাহিব আমি হেন জন ॥
ই বলিয়া পূজা করে পার্ব্বতী-শঙ্কর।
সুমিত্রা দুর্ভগা হোক মাগি এই বর ॥

কৌশল্যার ব্যবহার রাম-জননীরই উপযুক্ত :—

কৌশল্যায়ে শুনিলেক সুমিত্রা বিগতি।
বিশেষিয়া কহিলেক সুমন্ত্র সারথী ॥
ই সব শুনিয়া রাণী দুঃখিত হইল।
সুমিত্রাকে কোলে করি নিজ গৃহে নিল ॥
বিস্তর আশ্বাসি কহে সুমিত্রার তরে।
সকল বিষ্ণুর মায়া কে বুঝিতে পারে ॥
মোর ঘরে থাক তুমি বিষ্ণুকে ভাবিয়া।
সকলে করিব কার্য্য তোমা আজ্ঞা লৈয়া ॥
বিষ্ণুকে ভাবিয়া তুমি থাক মোর ঘরে।
সকল কল্যাণ হবে কহিনু তোমারে ॥
এই মতে রহিলেক সুমিত্রা সুন্দরী।
কৌশল্যা নিকটে রৈল বিষ্ণুনাম স্মরি ॥

সুমিত্রা এই যে কৌশল্যার অভয় পক্ষপুটের আশ্রয় পাইল,—অদ্ভুতাচার্য্য আর কখনও সুমিত্রাকে এই আশ্রয়চ্যুত করেন নাই। প্রাচীন আমলে কর্ত্তারা না কি অনেকেই একাধিক বিবাহ করিতেন, সতিনী লইয়া অনেক গৃহিণীরই সংসার করিতে হইত। এই সতিনীর সংসারগুলিতে দিবানিশিই ঝগড়া-বিবাদের আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিত,। একথা অধিকাংশ স্থানেই সত্য নহে। "স্বামীকে যমকে দিতে পারি, তবু সতীনকে দিতে পারি না"—এই হইল বর্ত্তমান কালের আদর্শ এবং এই আদর্শ-জনিত চিত্র নাট্যকার দীনবন্ধু "জামাই বারিকে" চমৎকার করিয়াই আঁকিয়া গিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীনকালের গৃহিণীগণ সতীনের সংসারেও শান্তির আদর্শ কোথায় খুঁজিয়া পাইতেন, অদ্ভুতাচার্য্য তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। পুত্র-লাভার্থ তিন রাণীর যজ্ঞীয় চরু-ভক্ষণ-প্রসঙ্গের বিচারে আমরা ইহা ভাল করিয়াই অনুধাবন করিতে পারিব।

প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণে এই চরু-ভক্ষণ ব্যাপার অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। যজ্ঞ হইতে বিষ্ণুর আকৃতি চরু উত্থিত হইল—ঋষ্যশৃঙ্গ সুবর্ণের থালে তাহা ঢালিয়া দশরথকে বলিলেন—প্রধান রাণীকে লইয়া খাইতে দাও, এই চরু ভক্ষণে তাঁহার নন্দন হইবে।

কৌশল্যা কৈকেয়ী তাঁরা মুখ্যা দুই রাণী।
চরু লইবারে রাজা ডাকেন আপনি ॥
অগ্রভাগ দিল রাজা কৌশল্যা রাণীরে।
শেষ ভাগ খানি দিল কৈকেয়ী দেবীরে ॥
চরু দিয়া যজ্ঞশালে গেল দশরথে।
হেন কালে সুমিত্রা সে লাগিল কান্দিতে ॥
উর্দ্ধশ্বাসে আসি কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস।
কোন দ্রব্য খেতে রাজা না করে আশ্বাস ॥
আমি ত দুর্ভগা নারী বিফল জীবন।
আমারে বঞ্চিয়া খেয়ে পাবে কত ধন ॥

এই নেহাৎ প্রাকৃত জনোচিত আচরণে সুমিত্রাকে রাজার কন্যা, রাজার স্ত্রী বলিয়া চেনা কঠিন। ইহাতে যে ক্ষুদ্রমনা কলহপ্রিয়া নারীর চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাকে লক্ষ্মণজননী বলিয়া ধরিতে আমাদের স্বতঃই বেদনা বোধ হয়। ইহার পরে কৌশল্যা-কৈকেয়ী যাহা করিলেন তাহাতে তাঁহাদের উপরও শ্রদ্ধা রাখা কঠিন

হইয়া পড়ে। কৌশল্যা সুমিত্রাকে বলিলেন—আমার চরু হইতে তোমাকে অর্দ্ধভাগ দিতে পারি যদি তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে, এই চরু খাইয়া তোমার যে পুত্র হইবে, সেই পুত্র আমার পুত্রের আজ্ঞাবহ হইয়া রহিবে। সুমিত্রা এইরূপে অজাত পুত্রের দাসখত লিখিয়া দিয়া চরুর ভাগ পাইলেন। কৈকেয়ী দেখিলেন, কৌশল্যা তো জিতিয়া গেল। তখন তিনিও উদারতা দেখাইয়া অনুরূপ সর্ত্তে নিজের চরুর অর্দ্ধভাগ সুমিত্রাকে প্রদান করিলেন। ইহাঁদের গর্ভে নারায়ণ চারি অংশে যদি জন্মিয়া থাকেন তবে তাহাঁরা নিতান্তই বাঙ্গালী-নারায়ণ হইয়া জন্মিয়াছিলেন বলিয়া আশঙ্কা হওয়া স্বাভাবিক।

এখন এইস্থানে অদ্ভুতাচার্য্যের চরিত্র-চিত্রণ-নৈপুণ্য দেখুন—

ঋষ্যশৃঙ্গ বোলে রাজা শুনহ বচন।
মুখ্য মহাদেবী আন যজ্ঞের সদন॥
রাজা বোলে সুমন্ত্র জে চলহ আপনে।
কৌশল্যা কৈকেয়ী আন যজ্ঞ সন্নিধানে॥
আজ্ঞা পাইয়া সুমন্ত্র জে করিল গমন।
কৌশল্যার স্থানে গিয়া করে নিবেদন।
সুমন্ত্রে বোলয়ে শুন বচন আমার।
যজ্ঞস্থানে যাইতে আজ্ঞা হইল রাজার।
আনন্দিত হৈল দেবী সুমন্ত্র বচনে।
সুমিত্রাকে বোলে চল যাই যজ্ঞস্থানে॥
হস্ত জোড়ে সুমিত্রাএ করে নিবেদন।
যজ্ঞস্থলে নেও লজ্জা দিবার কারণ॥
কৌশল্যাএ বোলে আমা লজ্জা দিব জেই।
নিশ্চয়ে কহিল তোমা লজ্জা দিব সেই॥
সুমিত্রাকে কোলে করি কৌশল্যা চলিল।
ইন্দ্রাণী ব্রহ্মাণী সনে যজ্ঞস্থলে গেল॥
যজ্ঞপুরে ঘর আছে অতি মনোহর।
কৌশল্যা বসিলা করি নারীর চাত্তর॥

চিত্রখানি কি যে রস-সমুজ্জ্বল,—প্রবীণা, মর্য্যাদাশালিনী, মহীয়সী, অপ্রতিহত-প্রভাবা, আশ্রিতবৎসলা গৃহলক্ষ্মীর যে ইহা কি অপূর্ব্ব চিত্র,—তাহা সাহিত্যরসিক পাঠককে আর বুঝাইতে হইবে না। প্রশংসা কি কিছু বেশী করিতেছি? আচ্ছা, ক্রমশঃ দেখিয়া লউন। কৈকেয়ীর কাছেও সুমন্ত্র নিমন্ত্রণ লইয়া গেল।—

কৈকেয়ীকে সুমন্ত্র জে দিল নিমন্ত্রণ।
যাত্রা করিয়া দেবী চলে ততক্ষণ॥
কথ দূর অন্তরে বৈসে লৈয়া সখীগণ।
সুমিত্রাকে দেখি রাণী রিষ্ট হৈল মন॥
কৈকেয়ী বোলএ সখী শুন মোর বাণী।
লজ্জা দিতে আনিয়াছে সুমিত্রা কামিনী॥
ঠারাঠারি করি হাসে যত সখীগণ।
তা দেখিয়া সুমিত্রাএ করএ ক্রন্দন॥
সুমিত্রাকে শান্ত করি মধুর বচনে।
সক্রোধিত হৈয়া গেল কেকৈ বিগুমানে॥

কে গেল, পাঠকগণকে বলিয়া দিতে হইবে কি? ঐ সক্রোধ গমনভঙ্গি চিনিতে পারিতেছেন না?

কৌশল্যা বোলএ শুন বচন আমার।
পরিহাস কর দেব সভার মাঝার॥
রাজ্যের উপরে রাজার নাহি অধিকার।
ব্রহ্মা মহেশ্বর মোকে দিছে রাজ্য ভার॥
স্বামী ভালবাসে মনে এই অহঙ্কার।
আমি শাস্তি করি রাখে কি শক্তি রাজার॥
দেবগণে দেখিবেক সতীত্ব আমার।
স্বামী সঙ্গে মিলন করিব সুমিত্রার॥
কৌশল্যাএ ক্রোধে বোলে এতেক বচন।
হেট মাথে রৈল কেকৈ লজ্জার কারণ॥

ইহার পরে রাজার রাণীগণকে চরুপ্রদান এবং রাণীগণের চরুভক্ষণ-প্রসঙ্গ:—

সর্ব্বসিদ্ধি বুলি রাজা দুই হস্ত পাতে।
ঋষ্যশৃঙ্গ অন্ন দিল রাজা বন্দে মাথে॥

অন্ন লৈয়া আইল রাজা কৌশল্যার স্থানে।
সুবর্ণের দুই পাত্র আনে ততক্ষণে ॥
সভা আগে পরমান্ন দুই ভাগ করে।
আদ্য ভাগ দিল রাজা কৌশল্যার তরে ॥
শেষ ভাগ মহারাজা কেকৈ স্থানে দিয়া।
যজ্ঞস্থানে গেল রাজা আনন্দিত হৈয়া ॥
দোহে অন্ন পাইয়া সুখী সুমিত্রা অসুখী ॥
কৌশল্যা-এ মনে চিন্তে সুমিত্রাকে দেখি।
ধীরে ধীরে আইলা দেবী কেকৈ বিদ্যমানে।
কহিতে লাগিলা দেবী বিবিধ বিধানে ॥
কৌশল্যাএ বোলে শুন আমার বচন।
কার কর্ম্মে কিবা আছে জানেন নারায়ণ ॥
জীবন যৌবন সব নিশির স্বপন।
সকলেত সত্য প্রভু দেব নারায়ণ ॥
সতিনীকে ভিন্ন ভাব করে জেই জনে।
বিষ্ণুতে বঞ্চিত সেই কহিছে পুরাণে ॥
সুমিত্রার তরে দেও চরু ভাগ করি।
ঘোষণা রহিব শুন রাজার কুমারী ॥
কেকৈ বোলে শুন রাণী আমার বচন।
স্বামী নাহি দিল অন্ন দিব কি কারণ ॥
কেকৈ বুলিল যদি এতেক বচন।
লজ্জা পাইয়া আসি বৈসে রত্ন সিংহাসন ॥
সুবর্ণের আর পাত্র আনিল সাদরে।
আপন চরুর অর্দ্ধ দিল সুমিত্রারে ॥
কৌশল্যা বুলিল যদি এতেক বচন।
জল ধারা নয়ানে বহিছে অনুক্ষণ ॥
কেনে লজ্জা দেও মাতা নারীর সমাজ।
প্রাণে নাহি সহে মাতা এত বড় লাজ।
সুমিত্রা বলিল যদি কাতর বচন।
কান্দিয়া কৌশল্যা রাণী হৈল অচেতন।
তিল কুশ জল রাণী লৈল ততক্ষণ।
অর্দ্ধেক সৌভাগ্য দিল করি উৎসর্গন ॥

কৌশল্যাএ বোলে শুন দেব নারীগণ।
তোমা সবের স্থানে কহি প্রতিজ্ঞা বচন ॥
যদি রাজা নিতে পারি সুমিত্রার স্থান।
তবে সে দেখিব আমি স্বামীর বদন ॥
যদি রাজা নাহি শুনে আমার বচন।
ইহজন্মে স্বামী সঙ্গে নৈব দরশন ॥
তবে যদি দেখো মুই স্বামীর বদন।
বিষ্ণুতে বঞ্চিত হৈব নরকে মরণ ॥
কৌশল্যা বুলিল যদি এতেক বচন।
জয় জয় ধ্বনি হৈল এ তিন ভুবন ॥

ইহার পরে কৈকেয়ীও নিজের চরু হইতে সুমিত্রাকে ভাগ দিয়াছিলেন, কিন্তু নিজের প্ররোচনায় নহে, দাসী কুব্জীর প্ররোচনায়। অদ্ভুতাচার্য্যের হাতে পড়িয়া এই চির-অখ্যাতা কুব্জীও নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে। সুবোধিতা নামে কৌশল্যার এক সখী ছিল,—কৌশল্যার অবদানের ফলে লোকে তাহাকে ভাল বলিবে, আর কৈকেয়ীর সখী কুব্জীর নিন্দায় পৃথিবী মুখর হইয়া উঠিবে, ইহা মন্থরায় সহিল না।

কৌশল্যা সুমিত্রা যদি করিল ভোজন।
মন্থরা কেকৈর সখী দেখিল সদন ॥
কেকৈর স্থানেত গিয়া মন্থরা কহিল।
কৌশল্যার অর্দ্ধ চরু সুমিত্রাকে দিল ॥
কৌশল্যাকে ধন্য ধন্য বোলে দেবগণে।
সুবোধিতা ধন্য হৈল কৌশল্যার গুণে ॥
তুমি যদি সুমিত্রাকে নাহি দেও অন্ন।
আজি হতে না আসিব তোমার সদন ॥

এইরূপে মন্থরা স্বীয় মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে যাইয়া একটা ভাল কাজ করিয়া ফেলিল। কিন্তু এদিকে বিপদ। সুমিত্রা এই অবহেলার দান কিছুতেই লইতে চাহেন না! বলিলেন, কৌশল্যা যাহা দিয়াছেন, আমার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। কিন্তু কোথায় অভিমান করা উচিত নহে, কৌশল্যার তাহা বেশ জানা আছে :—

হেনকালে সুমিত্রাকে কৌশল্যাএ বোলে।
ক্রোধের সময় নহে চলহ সকালে॥
জেন আমি তেন কেকৈ প্রধানা সতিনী।
প্রণাম করিয়া অন্ন লৈয়া আইস তুমি॥
কৌশল্যার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে না পারে।
কেকৈ স্থানে সুমিত্রাএ গেল ধীরে ধীরে॥
হস্ত জোড় কৈলা দেবী কেকৈর সাক্ষাতে।
অন্ন ভাগ করি দিল সুমিত্রার হাতে॥
কেকৈ বোলে ভাগ হৈতে জে হয় নন্দন।
মোর পুত্র সনে হৈব অভিন্ন মিলন॥
সুমিত্রা করিল কেকৈর চরণ বন্দন।
অন্ন লৈয়া আইল দেবী সুমিত্রা তখন॥

এইরূপে চরুভোজন সমাপ্ত হইল। তাহার পরে স্বামীর সহিত মিলন। তথায়ও কৌশল্যার মধুর মানবীত্ব মিশ্রিত দেবীত্ব দেখিয়া আমাদের চিত্ত সম্ভ্রমে নত হইয়া পড়ে। রাজা প্রথমে কৌশল্যার মহলে প্রবেশ করিয়াছেন:—

স্বামী দেখি কৌশল্যাএ উঠিল সাদরে।
প্রণমিয়া সিংহাসনে বসায় রাজারে॥
গলবস্ত্র হৈয়া রাণী করে জোড় হাত।
এক নিবেদন করি শুন প্রাণনাথ॥
বিবাহ অবধি মোখে বড় দয়া কর।
রাজ্য সিংহাসন দিলা অযোধ্যা নগর॥
কোন দিন তোমা স্থানে ভিক্ষা নাহি করি।
এক ভিক্ষা চাহি আজি শুন অধিকারী॥
রাজা বোলে তুমি যদি চাহ প্রাণদান।
তাহা দিতে পারি তোমা নাহি বস্তু জ্ঞান॥
কৌশল্যাএ বোলে প্রাণ রাখুক ঠাকুর।
সুমিত্রাকে ভিক্ষা দাও ক্রোধ কর দূর॥
দেবপত্নী স্থানে কৈল প্রতিজ্ঞা বচন।
আজি সুমিত্রার সঙ্গে করাইব মিলন॥
মিলন করিতে যদি আজি নাহি পারি।
বিষ্ণুতে বঞ্চিত হৈব নরকেত মরি॥
প্রতিজ্ঞা সফল কর জীবন যৌবন।
সুমিত্রার সঙ্গে আজি করহ মিলন॥

শুনিয়া রাজা বড়ই বিপদে পড়িলেন। পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়া সুমিত্রাকে বর্জ্জন করিয়াছেন, যদিও নিতান্তই অসঙ্গত কারণে। এখন সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন কি করিয়া?—

বিষ্ণু বিষ্ণু বলি রাজা হস্ত দিল কানে।
বর্জ্জিয়া গ্রহণ আমি করিব কেমনে॥
অনেক কঠোর দিব্য করিছি বর্জ্জিতে।
সুমিত্রার স্থানে আমি যাইব কি মতে॥

কৌশল্যার অনুরোধ ও পরামর্শ সম্পূর্ণরূপেই নীতি ও ব্যবহারসম্মত:—

কৌশল্যায় বোলে ক্রোধে যত দিব্য করে।
সে সকল পাপ তার না লাগে শরীরে॥
নারীকে বর্জ্জিলে প্রভু যত পাপ হয়।
তার সম পাপী নাহি পুরাণেত কয়॥
যত ঋতু পাত তার হয় দিনে দিনে।
তত গোটা কুণ্ড হয় রোধির পূরণে॥
ইহলোকে অপযশ শাস্ত্রের বিধান।
সেইত রোধির তার অন্তে হয় পান॥
কৌশল্যায় বোলে প্রভু পড়িল চরণে।
বর্জ্জনের কথা প্রভু না করিয় মনন॥

এইরূপে স্বামীর সম্মতি আদায় করিয়া কৌশল্যা সুমিত্রাকে শিখাইতে পড়াইতে চলিলেন। অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ বঙ্কিমচন্দ্র কোনকালে দেখিয়াছেন বলিয়া সন্দেহ করিবার কোন কারণই নাই,—নচেৎ বলিতাম, দেবী-চৌধুরাণী উপন্যাসে সাগর বৌ ও প্রফুল্লের সম্পর্কে অনুরূপ দৃশ্যের আদর্শ, অদ্ভুতাচার্য্যের কৌশল্যার ব্যবহার:—

হেন কালে গেল রাণী সুমিত্রার পাশে।
মনোহর বেশ করায় মনের হরিষে॥

কৌশল্যাএ সুমিত্রাকে বলিল বচন।
পূর্ব্বকার কথা কিছু না করিয় মন॥
স্বামী বশ কর তুমি আপনার গুণে।
পাদ পাখালিয়া কেশে করিয় মার্জ্জনে॥
বস্ত্রে আচ্ছাদিয়া বামে বসিবা রাজার।
অচৈতন্য হবে রূপ দেখিয়া তোমার॥
প্রভু বলি তুলিবেক দিয়া আলিঙ্গন।
হস্তে জল লৈয়া দিবে স্বামীর বদন॥
তিন বার পুছিলে জে দিবেক উত্তর।
স্বামী স্থানে কবে কথা হইয়া কাতর॥
এত কহি কৌশল্যাএ গেল রাজা স্থানে।
হাতে ধরি নিল রাজা সুমিত্রা ভুবনে॥
হাতে ধরি সুমিত্রাকে আনিয়া তখনে।
রাজা হাতে সুমিত্রাকে কৈল সমর্পণে॥

অতঃপর কৌশল্যা যাহা করিলেন তাহাতে তাঁহার কৌতূহল-পরায়ণা মানবীত্ব সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়া কাব্য-রসিককে অসীম তৃপ্তি দিয়াছে :—

এতেক বলিয়া দেবী রাজার গোচরে।
সখী সব লইয়া আইল পুরীর বাহিরে॥
গবাক্ষের পথ দিয়া করে নিরীক্ষণ।—

আড়ি পাতিয়া এইরূপে দেখিতে চেষ্টা করিয়া সহসা কৌশল্যা স্বর্গ হইতে আনন্দ ও আলোকে উজ্জ্বল মর্ত্ত্যে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

এই যে সুমিত্রা, যাঁহার দেহ ও মন কৌশল্যার দান—পরবর্ত্তীকালে সে নিজেকে এত বড় মহাপ্রাণতার যোগ্য বলিয়া পরিচয় দিতে পারিয়াছিল কি না, জানিতে আমাদের স্বতঃই কৌতূহল হয়। তাহাই দেখাইয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব। প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণে সুমিত্রা নিতান্তই 'কাব্যের উপেক্ষিতা'। রাম-লক্ষ্মণ-সীতার বনগমন কালে মাত্র চকিতের মত একবার তাঁহার সাক্ষাৎ পাই :—

সুমিত্রা বলেন, শুন তনয় লক্ষ্মণ।
দেবজ্ঞানে রামেরে দেখিবে সর্ব্বক্ষণ॥
জ্যেষ্ঠভ্রাতা পিতৃতুল্য সর্ব্বশাস্ত্রে জানি।
আমার অধিক তব সীতা ঠাকুরাণী॥

এই পর্য্যন্তই। তাহার পরে সম্ভবতঃ আর কোথাও সুমিত্রার অবতারণা নাই। অদ্ভুতী রামায়ণ প্রকাণ্ড পুস্তক, উহার মাত্র আদিকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ডের কতক এই পর্য্যন্ত আলোচনা করিয়া উঠিতে পারিয়াছি। উত্তরকাণ্ড হইতে সুমিত্রার একটি চিত্র পাঠক-পাঠিকাগণকে উপহার প্রদান করিব।

বহু পুঁথি মিলাইয়া আমি যে কৃত্তিবাসী রামায়ণের আদর্শ পাঠ প্রস্তুত করিয়াছি, তাহাতে উত্তরকাণ্ডে ইন্দ্রজিত-বধ প্রসঙ্গে লক্ষণের চতুর্দ্দশ বৎসরব্যাপী অনাহার, অনিদ্রা ও রমণী-মুখ-দর্শন-বর্জ্জন বৃত্তান্ত আছে। প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণে এই বৃত্তান্ত যে ভাবে পাওয়া যায়, শ্রীরামপুরী ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের রামায়ণের সহিত তাহার মিল নাই। শ্রীরামপুরী রামায়ণে এই বিবরণ নিতান্ত সংক্ষিপ্ত ছিল। সম্ভবতঃ মোহনচাঁদ শীলের সংস্করণে কোন পুঁথি হইতে বিস্তৃততর পাঠ গৃহীত হয় এবং তাহাই প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণে স্থান পাইয়াছে। যাহা হউক, এই পাঠে সুমিত্রার কোন প্রসঙ্গ নাই। আমার গৃহীত পাঠে এবং শ্রীরামপুরী পাঠেও সুমিত্রার প্রসঙ্গ আছে, যথা :—

এতেক শুনিয়া রামে আনাইল লক্ষ্মণ।
সভাতে জিজ্ঞাসা করে মধুর বচন॥
রামে বোলেন লক্ষ্মণ ভাই আমার দিব্য লাগে।
জে কথা জিজ্ঞাসি সত্য কৈবা আমার আগে॥
চৌদ্দ বৎসর বনে সঙ্গে ছিলাম তিন জন।
জানকীর মুখ তুমি না দেখ লক্ষ্মণ॥
স্বরূপ করিয়া ভাই কহিবা আমারে।
চৌদ্দ বৎসর অনিদ্রা আছহ অনাহারে॥
এতেক শুনিয়া কহে কুমার লক্ষ্মণ।
বনে যাইতে প্রণমিলুং মায়ের চরণ॥
বিদায় হৈয়া শীঘ্র চলি তোমার সংহতি।
মায়ে বোলেন তিন কথা রাখিবা সম্প্রতি॥

রাম আগে অন্ন জল না কর আহার।
নিদ্রা না যাইয় মুখ না দেখ সীতার ॥

এইটুকুও কৃত্তিবাসী রামায়ণের অঙ্গীয় কি না, তাহা এ স্থানে বিচার্য্য নহে, তাহার জন্য ভিন্ন প্রবন্ধ লিখিতে হয়। এই স্থানে এইমাত্র বক্তব্য যে, কৃত্তিবাসী উত্তরকাণ্ডের প্রাচীনতম পুথিতেও এই স্থানে ইহার অধিক সুমিত্রা-প্রসঙ্গ নাই। কিন্তু মাতৃআজ্ঞা উপলক্ষ্য করিয়া এই স্থানে অদ্ভুতাচার্য্য সুমিত্রার যে মনোহর একখানি চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, সমস্ত অসঙ্গতি ও অত্যুক্তি উপেক্ষা করিয়া তাহার দিকে আমরা মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া থাকিতে বাধ্য হই। রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের একখানা ১১৫৯ সনের অদ্ভুতী উত্তরকাণ্ড হইতে এই স্থান উদ্ধৃত করিলাম। পাঠকগণ শুধু এইটুকু মনে রাখিয়া পড়িবেন যে, ইহা পয়ার নহে, পয়ার ছন্দের গান। অনেক পদেই দুই একটি শব্দ বেশী আছে, গাহিবার সময় তাহা সুরে ডুবিয়া যায়।

আমি যদি গেলাঙ মাতার বিদ্যমানে।
আমাকে দেখিয়া মাতা ক্রুদ্ধ হৈল মনে ॥
শ্রীরাম সীতা যদি মোর চলি ঘোর বন।
কি কারণে এথাত তুমি আছহ লক্ষ্মণ ॥
প্রণাম করিল আমি মাতার চরণে।
মেলানী করিয়া আইলাঙ তোমা বিদ্যমানে ॥
সুমিত্রা হেন মাতা যেন হয় জন্মে জন্মে।
জন্মে জন্মে বিকাইলাঙ মাতার চরণে ॥
বনেত চলিল মোর যদি লক্ষ্মী-নারায়ণ।
রাম-সীতা চরণে তোমাক করিল সমর্পণ ॥
শ্রীরাম থাকিলে আমি চারি পুত্রের জননী।
রাম বিনা লক্ষ্মণ আমরা সব অপুত্রিনী ॥
চল চল লক্ষ্মণ তুমি রাম সীতার সনে।
লক্ষ্মী নারায়ণের সেবা করিবা রাত্রি দিনে ॥
মেলানী করিয়া হৈলাঙ দ্বারের বাহিরে।
লক্ষ্মণ লক্ষ্মণ বলিয়া মাতা ডাকিলেন আমারে ॥
কোলে করিয়া মাতা মোক দিলেন আলিঙ্গন।
কান্দিতে কান্দিতে বলে মাতা কাতর বচন ॥
রাজার কুমার করি জানি অভিমান কর মনে।
লক্ষ্মী-নারায়ণের সেবা করিবে রাত্রি দিনে ॥
দুইখান ধনুক লইবে তুমি চারি টোন বাণ।
সীতার বাসের পেটারী লইবে শুনহ নন্দন ॥
ভৃঙ্গার ভরিয়া লইবে তুমি সুশীতল জল।
সীতার কারণে লইবে মনোহর ফল ॥
আগে রামচন্দ্র যাইবেন বাপু পাছে যাইবেন তুমি।
মধ্যে করি লৈয়া যাইবেন মোর লক্ষ্মী বধূখানি ॥
ক্ষেণে ক্ষেণে সীতাক দিবেন তুমি মনোহর ফল।
ক্ষেণে ক্ষেণে জোগাইবে সীতাক তুমি সুশীতল জল ॥
রাজার কুমার শ্রীরাম দেব নারায়ণ।
বনপথে পুত্র মোর হাটিব কেমন ॥
সবেমাত্র হাটিতে দিবেন ডেড় প্রহর।
রৌদ্রের জ্বালাতে সীতারাম হইবে কাতর ॥
নদীর তীরে দেখিবেন জথাত (মনোহর) বন।
বাসা করি তথাত রহিবেন তিন জন ॥

অতঃপর রমণী-মুখ-দর্শন এবং নিদ্রা সম্বন্ধেও সুমিত্রার সুদীর্ঘ উপদেশ ও আদেশ আছে এবং মাতৃবধের কিরা দেওয়া আছে। তাহাদের মধ্যে—

মাতা বোলে শুন পুত্র অনুজ লক্ষ্মণ।
আর এক বাক্য বলি তাথে দেহ মন ॥
তোমার পিতার নারী নহি আমি কৌশল্যার দাসী।
জাতিকুল রাখিছে মোর কৌশল্যা জননী ॥

পড়িয়াই আমরা কৌশল্যার আশ্রিতা সুমিত্রাকে চিনিতে পারি এবং বুঝিতে পারি, অপাত্রে কৌশল্যা স্নেহ অর্পণ করেন নাই।

এই তুলনামূলক সমালোচনা আর বাড়াইয়া চলা অনাবশ্যক। কৃত্তিবাস ও অদ্ভুতাচার্য্যের রচনার বিভিন্নত্বের প্রকৃতি আশা করি স্পষ্ট হইয়াছে। দুঃখ এই যে, এমন যে অদ্ভুতাচার্য্যের রচনা, তাহা আজ পর্য্যন্তও জীর্ণ পুথির

স্তূপে আবৃত হইয়াই রহিয়া গেল,—উহার সম্পাদক এবং প্রকাশক মিলিল না।

৮। পাঠসংগঠন বিচার।

ক। বন্দনা পয়ারসমূহ

বাজার সংস্করণের কৃত্তিবাসে এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখা যায়, উহাতে রামায়ণের আদিতে কোন বন্দনা-কবিতা নাই। "গোলোক বৈকুণ্ঠপুরী সবার উপর" বলিয়া দেব্-দেবীর নাম মাত্র না করিয়াই রামায়ণের আরম্ভ হইয়াছে। সহজেই বুঝা যায়, কোন প্রাচীন কাব্যেরই আরম্ভ এই প্রকারে হইতে পারে না। মিশনারীদের ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের আদি সংস্করণে নিম্নলিখিতরূপে রামায়ণের আরম্ভ হইয়াছিল।

রামায়ণ

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রায় নমঃ।

অথ আগুকাণ্ডমভিলিখ্যতে

গোলোক বৈকুণ্ঠপুরী সভাকার পর।
লক্ষ্মীর সহিত তথা আছেন গদাধর॥

ঙ-পুথিতে দেখা যায়, "গোলক বৈকুণ্ঠপুরী সভাকার পর" এই ছত্রের পূর্ব্বে গায়েনদের পদ্ধতিমত বহু দেবদেবী বন্দনা, দশ অবতারের বর্ণনা এবং রামনামের অশেষ মহিমাকীর্ত্তন আছে। মিশনারীদের প্রকাশিত রামায়ণের আদর্শ পুথিতেও হয় ত এই সমস্ত ছিল, কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যের পুথি প্রচার করিতে বসিয়া অতখানি পৌত্তলিকতা হয় ত মিশনারীগণের মনঃপুত হয় নাই। তবু তাঁহাদের সংস্করণে "শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রায় নমঃ" টুকু ছিল—বাজার সংস্করণ হইতে তাহাও বাদ পড়িয়াছে, এবং বন্দনাহীন রামায়ণই সাধারণ্যে প্রচার লাভ করিয়াছে।

১নং প্রসঙ্গে ৺হারাধন দত্ত প্রচারিত কৃত্তিবাসের সুবিখ্যাত ও সুদীর্ঘ আত্মবিবরণাত্মক কবিতাটির আলোচনা করিয়াছি। প্রাচীন পুথির প্রচলিত পদ্ধতিমত এই আত্মবিবরণ সম্ভবতঃ আদিকাণ্ডের আদিতেই ছিল। এই আত্মবিবরণের প্রারম্ভে নিশ্চয়ই বন্দনা-কবিতা ছিল, কিন্তু দীনেশ বাবুকে আত্মবিবরণটি দিবার কালে দত্ত মহাশয় ঐ বন্দনা-কবিতা বাদ দিয়া আত্মবিবরণটি পাঠাইয়াছিলেন। ঐ বন্দনা-কবিতা পাইলে আর কোন গোলযোগই ছিল না। আমাদের পুথিগুলির মধ্যে খ এবং ঙ-পুথির বন্দনা নিতান্তই গায়েনের বন্দনা। চ-পুথির বন্দনাও নিতান্ত সংক্ষিপ্ত ও কুরচিত। একমাত্র ছ-পুথির বন্দনাই গ্রহণ-যোগ্য এবং সম্ভবতঃ উহা কৃত্তিবাস রচিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯নং এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ৬নং পুথিও আরম্ভে অনুরূপ বন্দনাযুক্ত। এই বন্দনাই আমাদের পাঠে গ্রহণ করিয়াছি।

খ। "নারায়ণের চারি অংশে প্রকাশ" প্রসঙ্গ।

আদিকাণ্ডের পাঠসংগঠনে প্রথমাংশে বিশেষ বিচার প্রয়োগ করা আবশ্যক। "নারায়ণের চারি অংশে প্রকাশ" নামক উপাখ্যানের প্রাচীনত্বে ও প্রামাণিকত্বে পূর্ব্বেই সন্দেহ প্রকাশ করা গিয়াছে। আমাদের অবলম্বিত একখানা পুথিতেও উহা নাই। এই উপাখ্যান খুব সংক্ষিপ্ত আকারে আমাদের ঙ-পুথিতে (পরিষদের ১২নং) আছে। পশ্চিমবঙ্গে প্রাপ্ত আধুনিক পুথিগুলিতেই ইহা বিস্তৃত আকারে পাওয়া যায়। উহা পরিত্যক্ত হইল।

গ। বাল্মীকির দস্যুবৃত্তির কাহিনী।

বাল্মীকির দস্যুবৃত্তির কাহিনীটি সম্বন্ধেও বিশেষ বিচার আবশ্যক। ক-পুথি সুমিত্রা বিবাহে আরব্ধ, কাজেই উহাতে এই কাহিনী ছিল কি না, জানা অসম্ভব। খ-পুথিতে এই কাহিনী বেশ বিস্তৃত ভাবে আছে। গ-পুথিতেও এই কাহিনী আছে কিন্তু সংক্ষিপ্ত ভাবে। ঘ-পুথিতে এই কাহিনী নাই। ঙ-পুথিতেও এই কাহিনী

বলিয়া পিতৃনাম উচ্চারণপূর্ব্বক বাল্মীকির আবার পরিচয়প্রদানের কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না। সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য যে কাহিনীটি বাহির হইতে আমদানী করা হইয়াছে। জ-পুথিতে এবং আদিকাণ্ডের সম্পূর্ণাঙ্গ প্রাচীন পুথি ঝ-পুথিতে এই কাহিনী না থাকায় আদৌ ইহা কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রারম্ভে ছিল না, এই বিষয়ে একরকম নিশ্চিত হওয়া যায়। ঞ-পুথিতেও এই কাহিনী নাই। অদ্ভুতের রামায়ণের প্রসাদে এই মনোরম কাহিনীটি দেশময় প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাই গ-পুথির মত কৃত্তিবাসী রামায়ণের খাঁটি পুথিও আদিতে এই কাহিনী দিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারে নাই। থ-পুথিতে এই কাহিনীটি বেশ বিস্তৃত এবং অনেকখানি কাব্যরসসহকারে রচিত। নমুনা দেখাইবার জন্য আমরা পরিশিষ্টে উহা উদ্ধৃত করিলাম।

ঘ। আদিকাণ্ডের প্রথমাংশের পাঠসংগঠন

ক-পুথি আমাদের প্রধান অবলম্বন। কিন্তু উহা সুমিত্রা-বিবাহ প্রসঙ্গে আরব্ধ। কাজেই আদিকাণ্ডের প্রথমাংশের জন্য আমাদিগকে গ-পুথির উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। পূর্ব্বেই একবার বলিয়াছি যে কৃত্তিবাস অসাধারণ পণ্ডিত ও সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন। তিনি অনর্থক সংস্কৃত মূল রামায়ণের বিষয়বিন্যাস উল্লঙ্ঘন করিবেন, ইহা যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না। যে কৃত্তিবাসী পুথির বিষয়বিন্যাস বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে তাহা মূল রামায়ণের অনুগত, তাহাই কৃত্তিবাসের ভাষা-রামায়ণের খাঁটি পাঠ রক্ষা করিয়াছে বলিয়া ধরিতে হইবে। এই পরখে গ-পুথিই খাঁটি কৃত্তিবাসী বলিয়া সাব্যস্ত হয়। গ-পুথির বিশ্লেষণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১ম পাতার ২য় পৃষ্ঠা হইতে সম্ভবতঃ এই পুথিতে বাল্মীকির দস্যুবৃত্তির উপাখ্যান আরব্ধ হইয়াছিল। কারণ, পুথির ১ম পাতার ১ম পৃষ্ঠা বন্দনা কবিতাগুলিতেই প্রায় ভরিয়া যায়। এই পুথির ২।১ পৃষ্ঠা নিম্নলিখিতরূপে আরব্ধ :—

র নাই কারে পড়ে দৃষ্টি ॥
ব্রহ্মবধ দেখি ব্রহ্মা চিন্তে মনে মন।
সন্ন্যাসীর বেশে ব্রহ্মা কৈল আগমন ॥

কাজেই এই পুথিতে 'নারায়ণের চারি অংশে প্রকাশ' উপাখ্যানটি ছিল না।

ব্রহ্মা স্বয়ং সন্ন্যাসীর বেশে আগমন করিলেন।

পাপের ভাগী কেহ হইবে না জানিয়া মুনিকুমারের চেতনা হইল। 'মরা' মন্ত্র দিয়া ব্রহ্মা চলিয়া গেলেন। বল্মীকে মুনিকুমারকে গ্রাস করিল। ৬০ হাজার বৎসর মুনিকুমার মরামন্ত্র জপ করিলেন। ব্রহ্মা আবার আসিলেন, তাঁহার স্পর্শে মৃত্তিকা গলিয়া পড়িল। মুনিকুমার বাল্মীকি নামে বিখ্যাত হইলেন। সহসা একদিন নারদের সহিত তাহার দেখা হইল। বাল্মীকি নারদকে বহুবিধ গুণের উল্লেখ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে তত গুণশালী আদর্শ মহাপুরুষ সংসারে কে আছেন? নারদ বলিলেন, অমন গুণশালী বর্ত্তমানে কেহ নাই, অযুত বৎসর পরে অমনি গুণশালী হইয়া নারায়ণ রঘুবংশে অবতীর্ণ হইবেন। এই বলিয়া তিনি রাম জন্মিয়া কি কি করিবেন, সংক্ষেপে তাহা বাল্মীকিকে কহিলেন। কাহিনী সমাপ্ত করিয়া নারদ চলিয়া গেলেন। বাল্মীকি শিষ্য ভরদ্বাজকে লইয়া তমসাতীরে তপস্যায় চলিলেন, তথায় পক্ষীর শোকে শ্লোকের উদ্ভব হইল। ব্রহ্মা আসিলেন, শ্লোকচ্ছন্দে রামায়ণ রচনা করিতে বলিয়া বিদায় লইলেন। বাল্মীকি আচমন করিয়া রামায়ণ রচনা করিতে বসিলেন, মুনিগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিল। বাল্মীকি সংক্ষেপে রামায়ণের সপ্তকাণ্ডের বিবরণ দিলেন। পরে রাবণ ও রাক্ষসগণের জন্ম ও বিবাহাদির কাহিনী। রামের বংশের পরিচয়। অযোধ্যা নগরীর বর্ণনা। অযোধ্যার রাজা দশরথের বর্ণনা। স্বীয় কন্যা কৌশল্যাকে বিবাহ করিতে আহ্বান করিয়া কোশল নৃপতির দশরথের নিকট দূত প্রেরণ। দশরথের সহিত

কৌশল্যার বিবাহ। স্বয়ংবরে দশরথের সকুজা কৈকেয়ীকে লাভ। সিংহল রাজকন্যা সুমিত্রার সহিত দশরথের বিবাহ।

তুলনার সুবিধার জন্য মূল সংস্কৃত রামায়ণের আদি বা বালকাণ্ডের বিষয়সূচী এই স্থানে উদ্ধৃত করিতেছি :—

১ম সর্গ। বাল্মীকি নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বর্ত্তমান কালে সর্ব্বগুণশালী মহাপুরুষ কে বর্ত্তমান আছেন। নারদ উত্তর করিলেন, ঐরূপ মাত্র এক ব্যক্তি আছেন, তাহাঁর নাম রাম। তিনি রামের বর্ণনা এবং সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করিলেন।

২য় সর্গ। বাল্মীকি শিষ্য ভরদ্বাজ সহ তমসা নদীতে অবগাহন করিতে গমন করিলেন। ব্যাধকর্ত্তৃক ক্রৌঞ্চ-মিথুনের পুংক্রৌঞ্চ নিহত হইল—ক্রৌঞ্চ শোকে বাল্মীকি শ্লোক উচ্চারণ করিলেন এবং আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এমন সময় ব্রহ্মার আগমন। শোকজনিত মানসিক চাঞ্চল্যে বাল্মীকি ব্রহ্মার সমীপেও পূর্ব্বোচ্চারিত শ্লোক আবার উচ্চারণ করিলেন। ব্রহ্মা বাল্মীকিকে নারদের নিকট শ্রুত রামচরিত্র ঐ শ্লোকছন্দে বর্ণনা করিতে উপদেশ দিয়া বর দিলেন যে, যে সমস্ত বৃত্তান্ত বাল্মীকির অগোচর আছে, ধ্যান যোগে তাহার সমস্তই গোচর হইবে।

৩য় সর্গ। বাল্মীকি আচমন করিয়া কুশাসনে বসিয়া যোগমার্গে অন্বেষণ করতঃ রামের সম্যক ইতিহাসই করস্থ আমলকের মত দেখিতে পাইলেন এবং বর্ণনা করিলেন. এইখানে আবার বাল্মীকি কি কি বিষয় বর্ণনা করিলেন তাহার এক তালিকা আছে।

৪র্থ সর্গ। রামায়ণ রচনা করিয়া কাহার দ্বারা ইহার প্রয়োগ করাইবেন বাল্মীকি এই মত চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় মুনিবেশধারী কুশীলব আসিয়া তাহাঁর চরণ বন্দনা করিল। বাল্মীকি এই দুই ভাইকে রামায়ণ গান শিক্ষা দিলেন। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে একদিন কুশীলব মুনিগণের সভায় রামায়ণ গান করিলেন, খুসী হইয়া মুনিগণ যাহাঁর যাহা সম্পত্তি ছিল কুশীলবকে দিয়া ফেলিলেন। পরে কুশীলব অযোধ্যানগরে এই গান গাহিয়া বেড়াইতে লাগিল। ক্রমশঃ তাহাদের খ্যাতি রামের কানে যাইয়া পৌছিল। রাজাজ্ঞায় তাহারা একদিন রাজসভায় এই গান গাহিতে আরম্ভ করিল। এই গানই পরবর্ত্তী রামায়ণ কাব্য।

৫ম সর্গ। কোশল রাজ্যের রাজধানী অযোধ্যার বর্ণনা।

৬ষ্ঠ সর্গ। অযোধ্যার রাজা দশরথের বর্ণনা।

৭ম সর্গ। দশরথের অমাত্যবর্গের বর্ণনা।

৮ম সর্গ। দশরথের পুত্রজন্মের জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞের কামনা ও ব্রাহ্মণগণের সম্মতিলাভ।

৯ম সর্গ। সুমন্ত্রকর্ত্তৃক ঋষ্যশৃঙ্গের আগমনে রোমপাদ রাজার অঙ্গরাজ্যে অনাবৃষ্টি-নিবৃত্তি বর্ণন।

১০ম সর্গ। রোমপাদের বারাঙ্গনা পাঠাইয়া ঋষ্যশৃঙ্গ আনয়ন।

আর উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। এই সংক্ষিপ্ত-সারের সহিত আমাদের আলোচ্য পুথিগুলির সংক্ষিপ্ত সার মিলাইলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে পরিষদের ৮ নম্বর পুথি,—আমাদের 'গ' পুথিতে যে কৃত্তিবাসী রামায়ণের পাঠ রক্ষিত রহিয়াছে, তাহাই আদি ও অকৃত্রিম পাঠ হওয়া সম্ভব।

৬। বর্ণবিন্যাস রীতি।

প্রাচীন পুথি সম্পাদনে বানান-সমস্যা এক বিষম সমস্যা। কোন দুই খানি পুথিতে বানান একরকম পাওয়া যায় না. কাজেই প্রাকৃত-ব্যাকরণ সম্মত বিশুদ্ধ বানান কি ছিল, পুথিগুলি মিলাইয়া তাহা বুঝা কঠিন। এই অবস্থায় সংস্কৃত তদ্ভব ও তৎসম শব্দগুলির বানান সংস্কৃতানুযায়ী করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। মূল পাঠে এইরূপ বর্ণবিন্যাস প্রণালীই অনুসরণ করিয়াছি। কিন্তু অন্যান্য শব্দে বানানের বিশেষত্বগুলি যথাসম্ভব বজায় রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি। যেখানে পাঠ মাত্র একখানা পুথি হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তথায় গুরুতর বানান ভুল বাদ দিয়া মূলানুগত পাঠই উদ্ধৃত হইয়াছে। মূল পাঠ সংগঠনে যেখানে কোন অংশ মাত্র এক খানা পুথি হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই

অংশ টুকুর আদিতে ও অন্তে সেই পুথির সাঙ্কেতিক নাম বসাইয়া ঐ খানে সেই অংশটুকুকে বিশেষিত করা হইয়াছে। যথা :—চ-পুথি হইতে যদি উদ্ধৃত হইয়া থাকে তবে উদ্ধৃত অংশের প্রথমে এবং শেষে চ অক্ষরটি বসান হইয়াছে।

চ। সংগঠিত পাঠের সহিত কৃত্তিবাসের মূল রচনার পার্থক্য।

আমাদের সংগঠিত পাঠে কি আমরা কৃত্তিবাসের মূল রচনার পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছি? আমাদের বিশ্বাস, প্রাপ্ত পুথিগুলির তুলনামূলক আলোচনা দ্বারা বর্ত্তমানে কৃত্তিবাসের মূল রচনার যতদূর নিকটে যাওয়া সম্ভব, তাহা আমরা যাইতে সমর্থ হইয়াছি। কিন্তু কৃত্তিবাসের ভাষার পুনরুদ্ধার কৃত্তিবাসের সমসাময়িক পুথির আবিষ্কার না হইলে হওয়া অসম্ভব। কালান্তরে ভাষান্তর অনিবার্য্য, বিশেষতঃ কৃত্তিবাসী রামায়ণের মত সর্ব্বত্র প্রচলিত কাব্যে। এই ভাষান্তরের ফলে সাধারণতঃ শব্দের প্রাচীন রূপগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক রূপ পরিগ্রহ করে এবং ক্রিয়াবিভক্তির রূপগুলি বদলায়। ঠাঁট স্থলে সৈন্ত,—করিলোঁ স্থলে করিলু, করিল,—ইত্যাদি ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। আমাদের অবলম্বিত প্রাচীনতম পুথি ১০৫৫ সনের, অর্থাৎ বর্ত্তমান ১৩৪৩ সনে উহার বয়স প্রায় তিনশত বৎসর হইয়াছে। আমাদের সংগঠিত পাঠের ভাষা উহা অপেক্ষা প্রাচীনতর হওয়া অসম্ভব। বন্দনা পয়ারটি ছ-পুথি হইতে গৃহীত। ঐ পুথি ১২৫৬ সনের নকল। কাজেই উহার ভাষার বয়স একশত বৎসরও নহে। প্রাচীনতর পুথির আবিষ্কার ভিন্ন কৃত্তিবাসের রচনার প্রাচীনতর রূপের পুনরুদ্ধার কি করিয়া হইবে? তাই আবার বলা দরকার, কৃত্তিবাসের রচনার যেত পুনরুদ্ধার করিতে পারিয়াছি, কিন্তু তাঁহার ভাষা বর্ত্তমানে অবিকৃত ফিরিয়া পাইবার কোন উপায় নাই।

৯। কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

এই পুস্তক সম্পাদন-ব্যাপারে আমার বহু বন্ধু ও হিতৈষীর নিকট আমি নানা ভাবে কৃতজ্ঞ। সর্ব্বাগ্রে ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি নির্ব্বন্ধসহকারে অনুরোধ না করিলে এই বিষম আয়াসসাধ্য কার্য্যে আত্মনিয়োগে আমার আগ্রহ হইত কিনা সন্দেহ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা ভাষার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, মহাশয়ের নিকটও আমি নানাভাবে সাহায্য পাইয়াছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা ও সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ ডাঃ শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে এবং ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক বন্ধুবর ডাক্তার মুহম্মদ শহীদুল্লাহের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালা হইতে আমি যথেচ্ছ পুথি ব্যবহার করিতে পারিয়াছি। ঢাকা জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ রায় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র বাহাদুরের কৃপায় ঐ কলেজের সম্পত্তি দুইখানা রামায়ণের পুথি আমি ব্যবহার করিতে পারিয়াছি, এবং উহাদের মধ্যে প্রাচীনতর পুথিখানিই আমার প্রধান অবলম্বন হইয়াছে। আর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালার রক্ষক পরম স্নেহ-ভাজন শ্রীমান সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ র নিকট আমি কত যে সাহায্য পাইয়াছি, এই পুস্তকের বহু পৃষ্ঠায়ই তাহার নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে।

এই পুস্তকখানি প্রকাশের ভার গ্রহণ করিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য-গ্রন্থমালা-প্রকাশক সমিতির সদস্যগণ আমার অসীম কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

ঢাকা মিউজিয়ম,
৩রা ভাদ্র ১৩৪৩

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী

মহাকবি কৃত্তিবাস-বিরচিত

রামায়ণ।

আদিকাণ্ড।

রামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং রঘুবরং সীতাপতিং সুন্দরং
কাকুৎস্থং করুণাময়ং গুণনিধিং বিপ্রপ্রিয়ং ধার্ম্মিকম্।
রাজেন্দ্রং সত্যসন্ধং দশরথতনয়ং শ্যামলং শান্তমূর্ত্তিং
বন্দে লোকাভিরামং রঘুকুলতিলকং রাঘবং রাবণারিম্॥

১। বন্দনা।

গণপতি শিবা শিব সরস্বতী মাতা।
লক্ষ্মীনারায়ণ বন্দো বিশ্বরূপ ধাতা॥
মহামুনি বাল্মীকির (১) বন্দিঞা চরণ।
যাহার প্রসাদে সুখে শুনে সর্ব্বজন॥
অবধানে শুন সবে হঞা একমন।
সূর্য্যবংশ চরিত্র যাহা অপূর্ব্ব কথন॥
ঋষিশৈল হৈতে মহানদী রামায়ণ।
রাম সাগরেতে আসি হইল মিলন॥
অবিরত সে অমৃত পান করে সুধী।
সাধু জনে দরশন করে নিরবধি॥
এহাতে উপায় মনে হইল উদয়।
সর্ব্বচিত্ত আকর্ষক রচিব ভাষায়॥
বামন হঞা হাতে চান্দ ধরিবার মন।
ভেলা ধরি সমুদ্র পার হইব কেমন॥
সূর্য্যবংশ কীর্ত্তি হয় অসাধ্য বর্ণনা।
কেমতে আমার পূরে মনের বাসনা॥
কিন্তু সর্ব্বশাস্ত্রে কহে মহামুনি আদি।
একবার সে পদ স্মরণ করে যদি॥
পঙ্গুতে লঙ্ঘয়ে গিরি মূক কথা কয়।
বানরে সঙ্গীত গায় যাহার কৃপায়॥
হেন রামচন্দ্র পাদ হৃদে করি ধ্যান।
ভাষায় রচিব গ্রন্থ যেমত প্রমাণ॥
সসাগরা পৃথিবী মণ্ডল রাজা সার।
মনু আদি বংশ কীর্ত্তি হয়েত অপার॥
সগর নামেতে পূর্ব্ব পুরুষ বাখানি।
উদ্ধারিয়া সাগর কীর্ত্তি রাখিলেন যিনি॥

---

(১) পুথিতে বাল্মীকি শব্দটি প্রায় সর্ব্বত্র 'বাম্মীক' রূপে লিখিত।

প্রসঙ্গগুলির নামনির্দ্দেশ সম্পাদকীয়।

যদি হয় ফণিপতি সমান রসনা।
ইক্ষ্বাকু চরিত্র তভু না হয় বর্ণনা॥
আমি অতি মূঢ়মতি না জানি ভজন।
যে তে মতে কহি শুন ভাষা রামায়ণ॥
সাত কাণ্ড রামায়ণ প্রথমে আদিকাণ্ড।
শুনিলে অদ্ভুত কথা অমৃতের ভাণ্ড॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ আদি বৃদ্ধি হয়।
মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি আর অমঙ্গল ক্ষয়॥

২। বাল্মীকির নিকট নারদের আগমন। "আদর্শ পুরুষ সংসারে কে আছে," নারদকে বাল্মীকির এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা। উত্তরে নারদের ভবিষ্য অবতার রামচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনকাহিনী বর্ণন।

মন্তব্য। এই প্রসঙ্গের পাঠের জন্য গ-পুথি প্রধান অবলম্বন। শ্রীযুক্ত ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক তাঁহার বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্যের ৫ম সংস্করণে ১২০ পৃষ্ঠায় রামায়ণের আরম্ভাত্মক যে পয়ার কয়টি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাও কাজে লাগিয়াছে। জ-পুথি, এবং খ-পুথির বিচ্ছিন্ন পত্রখানিও এই পাঠ-সংগঠনে ব্যবহৃত হইয়াছে। সর্ব্বশেষ ঝ-পুথি দ্বারা ইহার পাঠ পরখ করিবার সুযোগ হইয়াছে।

চ্যবনের পুত্র জে বাল্মীকি মহামুনি।
তপের প্রভাবে মুনি জ্বলন্ত আগুনি (১)॥ গ—৩।২
নারদ জে মহামুনি ত্রিলোক (২) পূজিত।
বাল্মীকির সনে (৩) দেখা হইল আচম্বিত॥
দুহা দরশনে দুহার প্রসন্ন বদন।
বিনয় ব্যবহার বড় করে দুইজন (৪)॥
বাল্মীকি বোলেন গোসাঞি (৫) তোমি অন্তর্য্যামী (৬)।
তোমা ঠাঞি কিছু কথা জিজ্ঞাসিব আমি (৭)॥
কোন মহাপুরুষ (৮) হুএ সংসারের (৯) সার।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় ধর্ম্ম অবতার (১০)॥
সংসারের সাধু প্রিয় জগতের হিত (১১)।
জার ক্রোধে দেবগণ শতেক বেভীত (১২)॥

(১) তপস্যা কারণে সেই জলন্ত আগুনী। জ—পুথি।
তপের ফলে মুনি জেন—ঝ।
এই স্থানে গ-পুথির তৃতীয় পাতার দ্বিতীয় পৃষ্ঠা শেষ হইল। পুথির পাতা ও পৃষ্ঠার শেষ সর্ব্বত্র এইরূপ সঙ্কেত দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

(২) দেবতা—জ।
(৩) সঙ্গে—জ।
(৪) দুহেঁ দুহা দেখিয়া হরিষ বদন।
বিনয় ভক্তি করেন বাল্মিক তপোধন। ঝ।
অন্যে ২ দরষনে প্রসন্ন হৃদয়।
জিজ্ঞাসা করিয়া দুই মুনি সর্ব্বাশয়॥ জ-পুথি।
(৫) মুনি—জ।
(৬) সর্ব্বযামী—জ।
(৭) একবাক্য তোমা স্থানে জিজ্ঞাসিবে আমি। জ।
(৮) মহাজন—জ। (৯) পৃথিবীর—জ। কোন জন হয় মুনি—ঝ।
(১০) মহিমা অপার। জ।
(১১) জগতের প্রিয় সর্ব্ব ভুবনের হিত। জ।
(১২) শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় অনুমান করেন, প্রকৃত পাঠ হইবে—

জার ক্রোধে দেবগণ সবে করে ভীত।
জ-পুথি:—
এমত পুরুষ কেবা আছে প্রথীবিত।

সর্ব্বক্ষণ লক্ষ্মী জারে হএ অধিষ্ঠান (১)।
হিংসার ঈষৎ নাই চন্দ্র সুর্য্যের সমান (২)॥
ইন্দ্র যম বায়ু হতে হএ বলবান (৩)।
ত্রিভুবনে নাহি কেহ তাহার সমান (৪)॥
তোমার বিদিত মুনি ই তিন ভুবন (৫)।
আমাকে কহিবা তোমি নারদ তপোধন (৬)॥
শুনিয়া নারদ গোসাঞি বোলে ততক্ষণ।
এতগুণ পুরুষ নাহি এ তিন ভুবন॥
কোন গুণ নাই ইহার দেবের ভিতর।
হএ হেন আছে এক অযুত বৎসর (৭)॥

(১) মুলে 'অদিষ্টান'।

(২) এই দুই ছত্র জ-পুথিতে নাই।

(৩) এই ছত্র জ-পুথি হইতে গৃহীত।
ইন্দ্র জম বাউ বরুণ পুজে কোন জন। ঝ।

(৪) এই ছত্র 'বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য' প্রদত্ত পাঠ হইতে গৃহীত।

ত্রিভুবন রক্ষা করে পুরুষ প্রধান। জ-পুথি।
গ-পুথির পাঠ :—
ইন্দ্র জম বায়ু বরুণ সেই বলবান।
ত্রিভুবন রাখে তারা সেই বলবান॥

(৫) জ-পুথির পাঠ।
তোমার গোচর মুনি সকল ত্রিভুবন। ঝ।

(৬) আমাতে সকল কহ তুমি তপোধন। জ-পুথি।
আমার তরে কহ মুনি সকল বিবরণ। ঝ।

(৭) ত্রিকালজ্ঞ মুনিবর কহত বচন।
সোনহ বাল্মীকি মুনি দড় করি মন॥
জতেক পুছিলা তুমি আমা বিগুমানে।
এত গুণে পুরুষ নাহিক ত্রিভুবনে॥
এত গুণে কেহ নাহি জগত ভিতর।
আছয়ে পুরুষ ব্রহ্মা দেবের ঈশ্বর॥

এতেক নারদ মুখে শুনিয়া বচন।
শম্বাসা করিয়া গেল জার জে ভুবন॥ জ-পুথি।

জ-পুথি এই স্থানে সংক্ষিপ্ত। ইহার পরেই বাল্মীকির তমসাতীরে গমন এবং ব্যাধ কর্ত্তৃক ক্রৌঞ্চবধ বর্ণিত হইয়াছে। নারদকর্ত্তৃক সংক্ষেপে রামচরিত বর্ণন জ-পুথিতে নাই, উহা গ-পুথিতে আছে। ঝ-পুথিতেও আছে কিন্তু বর্ণনা সংক্ষিপ্ততর। যথা :—

এত গুণ নাহি দেখি দেবতা ভিতর।
হেন পুরুষ জন্মিতে আছে শাটী হাজার বৎসর॥
দশরথ নামে রাজা অজোধ্যার দেশে।
ধর্ম্মে ধার্ম্মিক রাজা হইবা বিশেষে॥
রাম নামে পুত্র জন্মিবেক অবতার।
তাহার ক্রোধে নষ্ট হইবেক সকল সংসার॥
কুবের জিনিঞা হইবেক ধনের সঞ্চয়।
ত্রিভুবনের উপর রাজা রাম মহাশয়॥
সর্ব্বগুণে অলঙ্কৃত রাজা দশরথ।
রার্য্য পালিবেক রাজা পুত্রবত মত॥
রামে রার্য্য দিব করি দিব ছত্র দণ্ড।
হেনকালে কেকই আসি পাতিব পাষণ্ড॥
পূর্ব্ব পাইল বর চাহিব রাজার স্থানে।
ভরথ রাজা কর রাম পাঠাও বনে॥

[পাইল = প্রাপ্ত। তুং চৈতন্ত চরিতামৃত, মধ্য, ২য় পরিচ্ছেদ— "উপজিল প্রেমাঙ্কুর, ভাঙ্গিল যে দুঃখপুর, কৃষ্ণ তাহা নাহি করে পান।]

সিতাকে হরিয়া লইবেক রাজাত রাবণে।
জটাউ পক্ষ মরিবেক সিতার কারণে॥

এত গুণে পুরুষ হইব রঘুবংশে।
শত্রুক্ষয় মিত্রজয় লোকেত প্রশংসে॥

সোকাকুলে রাম পুড়িবা রাত্রি দিনে।
মিতালি করিবা রাম সুগ্রীবের সনে॥
সাগর বান্ধিবেন রাম লইয়া বানরগণ।
রাবন মারিয়া রাজা করিবা ধার্ম্মিক বিভিষণ॥
সিতা লাগি সবান্ধবে মারিয়া রাবণে।
সিতা লইয়া যাবেন রাম আপনা ভবনে॥
জটা বাকল চারি ভাই এড়িবা তখন।
হরিষে আসিবে ইন্দ্র আদি দেবগণ॥
রাম রাজা করিতে হরিষ রায্য খণ্ড।
অভিষেক করি রামে দিবা রায্যখণ্ড॥ ঝ-২।১
বিষ্ণু অবতার রাম দুর্জ্জয় ধনুর্দ্ধর
রাষ্য করিবেন রাম অনেক বৎসর॥
পুত্র হেন প্রজাগণে করিবা পালন।
নানা জজ্ঞ নানা দান করিবা তখন॥
অশ্বমেধ জজ্ঞ রাম করিবা রাজনিতি।
নানা দান দিয়া মুনি সভার করিবা প্রিতি॥
সর্ব্বলোক প্রিয় রাম কমল লোচন।
পশ্চাত্তে বৈকুণ্ঠে রাম করিবা গমন॥
সুনহ বাল্মিক মুনি আমার বচন।
গুণের সাগর রাম কমল লোচন॥
সুজন পালন রাম দুষ্ট নিবারণ।
ত্রৈলোক্য বিজই রাম সত্রুর মর্দ্দন॥
রাম বিনে ত্রিভূবনে গতি নাঞি আর।
রাম নামে মুক্ত হয় সকল শংষার॥
রামের গুণ সুনিয়া বাল্মিকে হরষিত।
ভাবিতে লাগিলা রাম হইয়া একচিত॥
ত্রিভুবনের জত গুন সকল রামের স্থান।
রাম রাম শ্রবনে লোক পায় পরিত্রাণ॥
নারদ বন্দিলা বাল্মিক মুনিরাজ।
চলিলা নারদ মুনি ব্রহ্মার সমাজ॥
কির্ত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর পাচালি।
আন্তকাণ্ডে গাইয়া দিল প্রথম শিকলি॥

রামরূপে নারায়ণ করিব অবতার।
জার অবতারে ধন্য হইব সংসার॥
ত্রিভুবনে পুরুষ নাই তাহার সমান।
জত কর্ম্ম করিবেক (১) কহি তোমা স্থান॥
দশরথ ঘরে রাম করিব অবতার।
প্রথমে করিব রাম তাড়কা সংহার॥
যজ্ঞ (২) রক্ষা করি জাইব জনকের ঘরে।
ধনুক ভাঙ্গিয়া বিভা করিব সীতারে॥
পরশুরামে শ্রীরামের আগুচ্ছিব (৩) পথে।
পরশুরামে শ্রীরাম জিনিব ভাল মতে॥
বাপের আজ্ঞাএ রাম ধরিব ছত্রদণ্ড।
রাজ্য হারাইব রাম কৈকেয়ী পাষণ্ড॥
পূর্ব্ব দুই বর মাগি লইব রাজা স্থানে।
ভরতেরে রাজ্য দিয়া রাম পাঠাইব বনে॥
বাপ সত্য পালিতে রাম জাইবেক বন। গ-৪।১
রাম গেলে দশরথ হইব মরণ॥
সীতা লক্ষ্মণ লইয়া জে বনের ভিতর।
বনেত মারিব রাম অনেক নিশাচর॥
তবে সীতা হরি বনে নিবেক রাবণে।
তার শোকে রাম জে পুড়িব রাত্রিদিনে॥
সুগ্রীব মিত্র করি মারিব বানর বালি।
তবে হনুমান সীতার উদ্দেশে জে চলি॥
হনুমানে বার্ত্তা কহিব রঘুনাথ স্থান।
সাগর তরিব রাম লৈয়া কপিগণ॥

(১) মূলে 'করিলেক'।
(২) মূলে 'জজ্ঞ'।
(৩) এই ধাতুর প্রয়োগটি লক্ষ্যের যোগ্য। অগ্র এবং আচ্ছাদনের মিলনে উৎপন্ন বলিয়া বোধ হয়। অর্গল হইতে নহে। বর্ত্তমানে ইহা হইতেই 'আগুলিব' আসিয়াছে।

লঙ্কায় প্রবেশি রাম মারিব রাবণ।
সীতা লৈয়া আসিবেক আপনা ভুবন॥
সীতার সহিতে রাম হইব দণ্ডধর।
রাক্ষসের কথা কৈব অগস্ত্য মুনিবর॥
এগার হাজার বৎসর লোক করিব পালন।
সাত হাজার বৎসর করিব সীতাকে বর্জ্জন॥
দুর্ব্বাসা মুনি দ্বারে আসি রহিবেক কোপে।
লক্ষ্মণ ভাই বর্জ্জিবেক সেই মনস্তাপে॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ (১) করিব রাজনীত।
নানা দান করিব যে মুনি বিভূষিত॥
সর্ব্বলোক তাপ দিয়া কমল লোচন।
সশরীর স্বর্গে করিবে গমন॥
এত গুণে জন্মিব জে কমল লোচন।
রামের জে জতগুণ কহিল কথন॥
ত্রিভুবনে জত গুণ রঘুনাথ স্থান।
রাম নাম লইলে তিন লোক পরিত্রাণ॥
এতেক বলিয়া তবে নারদ তপোধন।
নারদ চলিয়া গেল আপনা ভুবন॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর পাঁচালি।
আদ্য কাণ্ডে (২) গাইয়া দিল প্রথম শিকলি॥

৩। বাল্মীকির তমসাতীরে গমন। ক্রৌঞ্চ শোকে শ্লোকের উৎপত্তি। ব্রহ্মার আগমন এবং শ্লোকচ্ছন্দে রামায়ণ রচনার আদেশ।

নারদের মুখে শুনি বাল্মীকি হরষিত।
তমসা নদী দেখিতে চলিল ত্বরিত॥
শিষ্য সহিতে মুনি পাইয়া পুণ্য স্থান।
বাল্মীকি বোলে ভরদ্বাজ কর অবধান॥
নির্ম্মল জল তমসার তবে আমি দেখি।
তমসা দেখিয়া আমি বড় হৈল সুখী॥ গ-৪।২
বাকল বসন আন ঝাটে স্নানে করি।
বেলা অবসান ঝাটে বাকল আন পরি (৩)॥
গুরুর বচনে ভরদ্বাজ মুনিবর।
বাকল বসন দিল গুরুর গোচর॥

---

(১) মূলে 'জজ্ঞ'।

(২) মূলে 'আদ্য কাণ্ড'। ঝ তে 'প্রথম শিকলি'। গ-পুথিতে বাল্মীকির দস্যুবৃত্তির কাহিনী প্রথম শিকলি হইয়াছে। কাজেই এই অধ্যায় দ্বিতীয় শিকলি বলিয়া বিশেষিত।

(৩) ঝ-পুথির পাঠে ভাষান্তর প্রচুর :—

নারদের বচনে বাল্মীক মুনিবর।
তমসা নদীর কুলে গেলাত সত্বর॥
গুরু দেখিয়া ভরদ্বাজ গেলা সেই স্থান।
ভরদ্বাজ বলেন গুরু কর অবধান॥
নির্ম্মল জল তমসা নদি দেখি।
তমসা দেখিয়া মুনি হইলা বড় সুখী॥
বাল্মীক বলেন বাকল আন পরি।
বেলা অবসান হৈল নন্দা স্নান করি॥

প্রতিপদ, ষষ্ঠী এবং একাদশী তিথিকে নন্দা তিথি বলে। কিন্তু এখানে বৈকালিক স্নানকে যেন নন্দাস্নান বলা হইয়াছে। এই অর্থে নন্দা শব্দের প্রয়োগ খুঁজিয়া পাইলাম না। কোন কোন নদী বা তীর্থের নাম নন্দা। এই স্থানে নদী অথবা তীর্থ অর্থেই এই শব্দটি প্রযুক্ত হইয়া থাকিবে।

বাকল পরিয়া মুনি করিল স্নান দান।
নির্জ্জন জে স্থানে কিছু করিল বিধান (১) ॥
দেবার্চ্চা করিয়া মুনি হইল সুস্থির।
তমসা জে দেখিয়া বেড়াএ তীরে তীর ॥
ক্রৌঞ্চ (২) দুই পক্ষী কেলি করে এক সঙ্গে।
কেলি করে দুই পক্ষী অতি বড় রঙ্গে ॥
হেন কালে এক ব্যাধ আইল সেইখানে।
সন্ধান পুরিয়া পক্ষী মারিলেক বাণে ॥
সর্ব্বাঙ্গ বাহিয়া পক্ষীর পড়িছে শোণিত।
দেখিয়া পক্ষিণী কান্দে পড়িয়া ভূমিত ॥
নির্ঘাতে হানিল পক্ষী তেজিল পরাণী।
পক্ষিণীর করুণা দেখি বাল্মীকি মহামুনি (৩) ॥
দেখিয়া বাল্মীকি মুনি হইল দুঃখিত।
নিষ্ঠুর পাপিষ্ঠ তোরা পাপ যে চরিত ॥
কামরূপী পাখী যে মারিলি কি কারণ।
সর্ব্বকাল প্রীত (৪) তোমি না হৈয় দুর্জ্জন ॥

(১) গুরুর বচন সুনি ভরদ্বাজ জাই।
বাকল আনিএগ দিলা বাল্মীকের ঠাই ॥
বাকল পরিয়া মুনি প্রিত বড় হইল।
নির্জ্জন স্থানে গীয়া আসন করিল ॥
ঝ-পুথি।

(২) মূলে—কোঞ্চ।
কুড়া কুড়ি দুই পক্ষ বেড়ায় এক সঙ্গে। ঝ

(৩) এই স্থানে ঝ-পুথি অনেকখানি ছাড়িয়া একেবারে—
মুনিগণের গোচরে কহেন বাল্মীক তপোধন।
তোমরা সভে সুন আমি রচি রামায়ণ।
এই পয়ারে উপনীত হইয়াছে।

(৪) মূলে 'পৃত'। জ-পুথিতে এই স্থানে ব্যাধকে শাপ দেওয়া এবং ব্যাধের নিবেদন শুনিয়া তাহাকে শাপ মুক্ত করার কথা আছে।

সঙ্গম সহিতে পক্ষী বন্দিল মহামুনি।
শিষ্য ভরদ্বাজ মুনি ডাক দিয়া আনি ॥
আমা মুখে বাহির হইল কোন বেদ।
চারি পদ সহিতে উত্তম পরিচ্ছেদ (৫) ॥
আমা মুখ হৈতে বাহির হৈল কোন বাণী।
বিচিত্র গাঁথনি পদ অমৃত হেন শুনি ॥
জে কালে আমার মুখে বোল নাই ছিল।
মা নিষাদ (৬) করি শ্লোক নাম জে থুইল ॥
গুরুর বচন তবে শুনি ভরদ্বাজ।
এই মতে থাউক শ্লোক শুন মুনিরাজ ॥
এতেক বলিয়া মুনি শিষ্যের সহিত।
আপনা আশ্রমে মুনি গেলেন ত্বরিত ॥
সমাধি (৭) বসিয়া শ্লোক ভাবে মনে মন।
হেনকালে হইলেক ব্রহ্মা আগমন ॥ গ-৫।১
ব্রহ্মারে যে দেখিয়া বাল্মীকি মুনিবর।
সমাধি (৮) হইয়া মুনি উঠিল সত্বর ॥
জোড় হাতে নমস্কার হৈল ব্রহ্মার আগে।
আজি তোমা দেখিলাম বড় পুণ্য ভাগ্যে ॥
দেবগণে জাহারে জে না পায় ধেয়ানে ॥
আজি হেন জন আমি দেখিলাম নয়ানে ॥
স্তুতি করি ব্রহ্মারে জে দিলেন আসন।
আসন দিয়া মুনি করে সম্ভাষণ ॥
আসনে বসিল ব্রহ্মা পরম সন্তোষে।
বসিল বাল্মীকি মুনি ব্রহ্মার সম্ভাষে ॥

(৫) মূলে 'পরিচ্ছদ'।

(৬) মূলে 'মা নিসাদ'।

(৭) মূলে শব্দটি 'সোমাদে' ভিন্ন আর কিছুই পড়িতে পারিলাম না।

(৮) মূলে 'সমাদি'

ব্রহ্মার সম্মুখে মুনি বসিল আসনে।
সেই শ্লোক মহামুনি ভাবে মনে মনে ॥
ব্রহ্মা বলে মুনি তোমার চিত্ত কেন আন।
আমার বচন তোমার নাই অবধান ॥
ব্রহ্মার যে কথা শুনি বলেন বাল্মীকি।
মহাপাপ করিয়াছে নিষাদ পাতকী (১) ॥
ক্রৌঞ্চ (২) দুই পক্ষী তবে তমসার তীরে।
বড় কুতুহলে দুই পক্ষী কেলি করে।
বড় কুতুহল তারা পক্ষী দুইজন।
হেন কালে ধাইয়া আইল ব্যাধ একজন ॥
সন্ধান পূরিয়া পক্ষী মারিলেক শেষে।
নরকে ডুবিল সেই আপনার দোষে ॥
ব্রহ্মা বোলে মুনি দুঃখ না ভাবিয় আর।
আমার জে বরে শ্লোক হইল (৩) তোমার ॥
সরস্বতী তোমার কণ্ঠে হইব প্রসন্ন। (৪)
এই শ্লোকে রচি তুমি কর রামায়ণ ॥

রামচন্দ্র গুণ জত শুনিছ শ্রবণে।
মোর বরে প্রচার যে করিবা আপনে (৫) ॥
পৃথিবীতে রাম নাম হইব প্রচার।
সেই নামে হইবেক পাতকী নিস্তার ॥
রাম নাম লইলে জতেক পাপ হরে।
পাপী হৈয়া তত পাপ করিতে না পারে (৬) ॥
সীতা লক্ষ্মণের গুণ তোমাএ হইব বিদিত।
তাহা রচিয় তোমি হইয়া এক চিত্ত ॥
শ্রীরামের গুপ্ত সব আছিল জতেক।
একে একে ব্রহ্মা মুনিরে কহিল অনেক ॥
রাক্ষস বানর জন্ম বিবিধ প্রকারে।
তোমাকে প্রসন্ন হৈব আমার যে বরে ॥
রাবণের (৭) জন্ম আর জত নিশাচর।
জতেক বিক্রমশীল সকল বানর ॥ গ-৫।২
জত কাল রাম নাম থাকিব পৃথিবী।
জতকাল চন্দ্র সূর্য্য থাকিব নিশা দিবি ॥ (৮)
ততকাল থাকিবা তুমি স্বর্গ জে ভুবন।
এত বলি ব্রহ্মার হইল আগমন ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর পাঁচালি।
আদিকাণ্ডে গাইয়া দিল এসব শিকলি (৯) ॥

---

(১) মূলে প্রথম ছত্রে 'বাল্মীকে' এবং তাহার মিলে দ্বিতীয় ছত্রে 'পাতকে'। জ-পুথিতে এই স্থানে অনেক ছত্র বাদ পড়িয়াছে।

(২) মূলে ক্রৌঞ্চ।

(৩) মূলে 'শ্লোক হইব'।

(৪) খ-পুথিতে একখানি অসংলগ্ন পাতা ছিল। হস্তাক্ষর মূল পুথি হইতে ভিন্ন পৃষ্ঠাঙ্ক ৩। এই পাতা খানির পাঠ গ-পুথির অনুরূপ এবং গ-পুথির এই ছত্র হইতে এই অসংলগ্ন পাতা খানির সহিত পাঠের মিল আছে। জ-পুথির পাঠ এবং এই বিচ্ছিন্ন পত্রের পাঠ অবিকল এক।

তোমার কণ্ঠে সরস্বতী হইব প্রসন্ন।
তোমার মুখে নিস্বরিব গীত রামায়ণ ॥
বিচ্ছিন্ন পত্র ও জ-পুথি ॥

(৫) উদ্ধৃত পাঠ খ-পুথির অসংলগ্ন পত্রের। গ-পুথির পাঠ :—

রামের জত গুণ শুনিছ নারদের স্থান।
আমা বরে তোমাতে জে সরস্বতী অধিষ্ঠান ॥

(৬) এই ছত্র এবং পূর্ব্ববর্ত্তী তিন ছত্র অসংলগ্ন পত্রের। গ-পুথিতে নাই।

(৭) মূলে বানরের।

(৮) মূলে 'দিসি'।

(৯) অসংলগ্ন পত্র খানির ও জ-পুথির পাঠ :—

সীতা লক্ষ্মণের গুণ হইব বিদিত।
রামচন্দ্র গুণ জত শুন দিয়া চিত্ত ॥

৪। বাল্মীকির রামায়ণ রচনা ও সংক্ষেপে সপ্তকাণ্ড বর্ণন।

শুনিয়া বাল্মীকি মুনি ব্রহ্মার বচন।
রামায়ণ করিতে মুনি ভাবে মনে মন ॥
পবিত্র হইয়া মুনি করিল (১) আচমন।
ধ্যানে বাল্মীকি জানিল রাম কমল লোচন ॥
রামের জত গুণ হৈল মুনির গোচর।
প্রকৃতি পুরুষ রাম ধর্ম্ম কলেবর ॥
আমলকি তলে মুনি বসিল কুতূহলে।
আঁমলকির ফল মুনি লইল করতলে ॥
বাল্মীকি জে বেড়িয়া বসিল মুনিগণ।
তোমি সবে শুন আমি রচি রামায়ণ ॥
প্রথমে আগুকাণ্ড কথা শুন সব মুনি (২)।
রামের জন্ম সীতার বিভা অপূর্ব্ব কাহিনী ॥
দ্বিতীয়ে অযোধ্যাকাণ্ড শুন সর্ব্বজন।
কৈকেয়ীর বাক্যে রাম গেল তপোবন (৩) ॥
তৃতীয়ে অরণ্যকাণ্ড শুন সর্ব্ব লোকে।
সীতাকে হরিয়া নিল দৈবের বিপাকে (৪) ॥
পঞ্চশত অধিক তিন সহস্র শ্লোক।
সীতার হরণে রাম বড় পাইল শোক ॥
চতুর্থ কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড শুনিতে সুললিত।
বালি বধ হৈয়া জাএ সুগ্রীব রাজ মিত (৫) ॥
পঞ্চম সুন্দরকাণ্ড শুনিতে বড় কথা।
সাগর তরিয়া হনু দেখিব যে সীতা (৬) ॥
লঙ্কাকাণ্ডের কথা সব শুন মুনিগণ।
সবংশে রামের হাতে রাবণ নিধন ॥

গোপ্তরূপে রাম গুণ হইব জগতে।
ব্রহ্মা কহিলেক সব মুনি গোচরেতে ॥
রাক্ষস মারিব রামে নানান বিধানে।
তোমি প্রচারিবা গুণ আমার বচনে ॥
রাবণ বিক্রম জান জত নিশাচর।
ততেক বিক্রমশালী সকল বানর ॥
জাবত শাস্ত্রের নাম থাকএ ভূমিত।
জাবত থাকএ চন্দ্র সূর্য্য পৃথিবীত ॥
ততকাল যশ তোমার থাকিব ভুবনে।
বর দিয়া ব্রহ্মা গেল আপনা ভবনে ॥

যেন গ-পুথির পাঠই সংশোধন সহকারে পুনর্লিখিত।

(১) কৈলা—অসংলগ্ন পত্র।

(২) ঋ-পুথিতে এই ছত্রের পূর্ব্বে এই দুই ছত্র অতিরিক্ত আছে।

চারি বেদ সমতুল্য রাম অবতার।
পাপক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় লোকের নিস্তার ॥

(৩) এই স্থানে ঋ-পুথিতে নিম্নলিখিত ছত্রগুলি অতিরিক্ত আছে :—

আসি সহস্র শ্লোক ইহার কথন।
আগ্যোপান্ত সকল কথা সুন মুনিগণ ॥
আগু অজোধ্যা শ্লোক আসি সহস্র লিখি।
সত্বরি অষ্টা সুনিঞা মুনিগণ হৈল সুখি ॥

(৪) চৌষট্টি অষ্টা শ্লোক ইহা করিলা প্রত্যক্ষে। ঋ-পুথি।

(৫) ঋ-পুথিতে অতিরিক্ত :—

চৌষট্টি অষ্টা হইল ইহার ভিতর।
দুই সহস্র শ্লোক হইল অক্ষর ॥
পঞ্চাষ অধিক শ্লোক ইহার ব্যবস্থা।
বালি বধ সুগ্রীব রাজা অনেক কৌতুক কথা ॥

(৬) ঋ-পুথিতে অতিরিক্ত :—

বত্তিষ সহস্র কহিল মুনির বিগুমানে।
বত্তিষ অধিক দুই সহস্র প্রমানে ॥

রাবণ মারিয়া রাম দেশেরে গমনি।
সীতা উদ্ধারিয়া রাম আসিব আপনি (১) ॥
উত্তর কাণ্ডের কথা কহিব অগস্ত্য মুনি। গ-৬।১
অগস্ত্য মহামুনি সংসার গমনি (২) ॥
সীতা উদ্ধারিল রাম সংসার বিদিত।
অগস্ত্যে কথা কহিব রঘুনাথ শুনিত (৩) ॥
পঞ্চসহস্র অধিক পঁচাশী শ্লোক জান (৪)।
সাতকাণ্ড রামায়ণ কহিল রাত্রিদিন ॥
বাল্মীকে রামায়ণ করিল ব্রহ্মার বরে।
এমত মহামুনি নাহি সংসার ভি(ত)রে ॥
দশহাজার বৎসর রাম না হইতে করিল রামায়ণ।
পৃথিবী ভিতরে নাহি এমত মহাজন ॥
ঋষি মুনি সকল হরিশ হেন (৫) বাসে।
সাধু সাধু বাল্মীকি মুনি সবেত প্রশংসে ॥
শ্রীরামের গুণ গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস।
সংক্ষেপে যে সাত কাণ্ড করিল প্রকাশ ॥

[অতঃপর ঋ-পুথিতে অতিরিক্ত আছে :—

---

(১) ঋ-পুথিতে অতিরিক্ত :—

রাম গুন চরিত্র কথা সিতার উদ্ধার।
ব্রহ্মা দরশনে হৈল বেদের অবতার ॥
এক সহস্র অধ্যায় পঞ্চাশ সহস্র জানি।
পঞ্চাসত শ্লোক ইহার অধিক গনি ॥

(২) সংসারের মনি? রচনা নিতান্তই অমার্জ্জিত ও প্রাণহীন। "পৌলস্ত্যা হইতে রাক্ষসের জন্ম রাম তাহা সুনি।" ঋ-পুথি।

(৩) ঋ-পুথিতে অতিরিক্ত :—

নই অন্তা পোতা কহিল ইহার প্রকার।
সাটী অধিক অন্তা তিন সহস্র আর ॥

(৪) মাত্র দুই কাণ্ডের শ্লোকসংখ্যা গ-পুথিতে পাওয়া গেল, যথা,—অরণ্য—৩৫০০, উত্তর ৫০৮৫। মূল সংস্কৃত রামায়ণ ২৪০০০ শ্লোকে রচিত বলিয়া বিখ্যাত। বঙ্গবাসী সংস্করণ গণিয়া নিম্নলিখিতমত শ্লোক পাইলাম। আদি ২২৮৭, অযোধ্যা ৪২৩৪, অরণ্য ২৪৩৫, কিষ্কিন্ধ্যা ২৪৭১, সুন্দর ২৮৪২, লঙ্কা ৫৬৭৯, উত্তর ৪০০৫=মোট ২৩৯৫৪। প্রায় ২৪০০০ হইয়াছে, মাত্র ৪৬টি শ্লোক কম। কৃত্তিবাসের মূল পুথিতে হয়ত সমস্ত কাণ্ডগুলিরই শ্লোক-সংখ্যা দেওয়া ছিল। বর্ত্তমান পুথিতে মাত্র অরণ্য ও উত্তরের শ্লোকসংখ্যা আছে; কিন্তু এই সংখ্যাও বঙ্গবাসী সংস্করণে প্রাপ্ত সংখ্যার সহিত মিলিতেছে না।

অধ্যাপক ডাঃ শ্রীযুক্ত অমরেশ্বর ঠাকুর মহাশয় বঙ্গদেশীয় রামায়ণের পুথিগুলি মিলাইয়া বাল্মীকি রামায়ণের এক উৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রস্তুত করিয়াছেন এবং ৫৬নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা, মেট্রপলিটান প্রিণ্টিং এণ্ড্ পাব্লিশিং হাউস্ হইতে উহা খণ্ডশঃ প্রকাশিত হইতেছে। বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত (জুলাই, ১৯৩৪) আদিকাণ্ড শেষ হইয়া অযোধ্যাকাণ্ড চলিতেছে। আদিকাণ্ডে রামায়ণের অধ্যায় ও শ্লোক সূচীর অধ্যায়ে নিম্নরূপ হিসাব দেওয়া আছে।

কাণ্ড	অধ্যায়	শ্লোক সংখ্যা
আদি	৬৪	২৮৫০
অযোধ্যা	৮০	৪১৭০
অরণ্য	১১৪	৪১৫০
কিষ্কিন্ধ্যা	৬৪	২৯২৫
সুন্দর	৪৩	২০৪৫
লঙ্কা	১০৫	৪৫০০
উত্তর	৯০	৩৩৬০
	মোট ৫৬০	২৪০০০

এই সংস্করণের আদিকাণ্ড সম্পূর্ণ হইয়াছে, তাহাতে গণিয়া ৮০টি অধ্যায় এবং ২৪৭৮টি শ্লোক পাইলাম। অর্থাৎ সূচীর হিসাবের সহিত মিলিল না!

(৫) মূলে 'হৈল'।

অদ্ভুত কবিত্ব মুনি করিলা রচন।
লোকের আপদ খণ্ডে শুনিলে রামায়ণ॥
তবেত বাল্মীকি মুনি ভাবিয়া করিলা সার।
আমার কবিত্ব কে করিবে প্রচার॥
সীতারে বর্জ্জিবা প্রভু রাম মহাশয়।
লবকুশ দুই পুত্র সীতার তনয়।
তবে গীত শিখিবেন বাল্মীকের স্থানে।
গীত প্রচার দুই ভাই করিবা ত্রিভুবনে॥
শ্রীরাম চরিত্র রচিলা পণ্ডিত কৃত্তিবাস।
আদ্যকাণ্ড পোতা আগে করিলা প্রকাশ॥]

খ-পুথির অসংলগ্ন পত্র এবং জ-পুথি হইতে এই অধ্যায়ের সম্পূর্ণ পাঠ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। দেখা যাইবে—গ-পুথির কর্কশ রচনা মোলায়েম করিয়া পুনর্লিখিত হইয়া যেন এই পাঠে দাঁড়াইয়াছে।

[বর দিয়া গেল যদি ব্রহ্মা প্রজাপতি।
বসিলেক মুনিবর শিষ্যের সংহতি॥
শুনিয়া ব্রহ্মার মুখে ইসব বচন।
রামায়ণ করিবারে চিন্তে মনে মন॥
পবিত্র হইয়া মুনি কৈলা আচমন।
যোগরূপে রামচন্দ্র করএ স্তবন॥
আকৃতি চন্দ্রের নিরঞ্জন চক্রধর।
এহি রূপ ধ্যানেতে দেখিল মুনিবর॥
আজ্ঞা কৈলা নারায়ণ শুন মুনিবরে।
মোর জন্ম হইবেক রাম অবতারে॥
ইসব কহিল (১) মুনি গোচরে তোমার।
রাবণ বধের হেতু হৈব অবতার॥
ই বলিয়া নারায়ণ হৈলা অন্তর্ধ্যান।
হেন কালে মুনি সব আইল বিদ্যমান॥
বাল্মীকি কহয়ে কথা যত মুনি বৈসে।
রামায়ণ রচি আমি ব্রহ্মার আদেশে॥
তুমি সবে শুন আমি রচি রামায়ণ।
প্রথমেত আদিকাণ্ড করিব রচন॥
শ্রীরামের জন্ম আর বিবাহ কাহিনী।
অষ্টশত সহস্র শ্লোক তার পরিমানি॥
দ্বিতীয়ে অযোধ্যাকাণ্ড শুন মুনিগণ।
কৈকেয়ীর বাক্যে রাম চলি গেল বন (২)॥
সত্তরি (৩) অধিক শ্লোক রচিলেক মুনি।
তৃতীয় অরণ্যকাণ্ড অপূর্ব্ব কাহিনী॥
রাবণে হরিয়া নিল সীতা সুবদনী।
নববিংশ শ্লোকে তাথে (৪) কৈল পরিমাণি॥
চতুর্থ কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড অপূর্ব্ব কথন।
মন দিয়া শুন কহি জত মুনিগণ॥
পর্ব্বতে সুগ্রীব সনে করিল মিত্রতা।
দুইশত (৫) অষ্ট শ্লোক সঙ্গে তার গাঁথা॥
চারি বেদ কহি শুন যত মুনিগণ।
প্রজাপতি বরে আমি করিব রচন॥
চারি বেদে বাখানিব রামায়ণ কথা।
পঞ্চমে সুন্দর কাণ্ড অপূর্ব্ব রচিতা (৬)॥

(১) সকল কহিব। জ।

(২) কেকৈ চণ্ডালিনীর বাক্যে রাম গেল বন। জ-পুথি

(৩) মূলে সত্তর।

(৪) ভাঙ্গি—জ।

(৫) 'দুই সহস্র'—জ।

(৬) অদ্ভুত জে কথা। জ

সিন্ধু তরি হনুমান (১) দেখিলেক সীতা।
নবশত শ্লোক তাথে (২) করিলেক গাথা॥
ষষ্ঠমেত লঙ্কাকাণ্ড করিল রচন (৩)।
সিন্ধু বান্ধি পার হৈলা শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
রাবণ মারিল আর নিশাচরগণ।
বিংশতি সহস্র শ্লোক তাহার রচন॥
সপ্তমে উত্তর কাণ্ড রচিলেক মুনি।
সপ্ততি (৪) সহস্র শ্লোক তার পরিমাণি॥
অষ্টাশী সহস্র শ্লোক চতুর্থ চল্লিশ।
সাত কাণ্ড গীত কৈল মনের হরিষ (৫)॥
ধ্যান করি দেখিলেক ভুবন সকল।
রামায়ণ রচিলেক মন কুতুহল॥
মুনি সবে শুনি হৈল মন হরষিত।
সাধু সাধু প্রশংসা করিল সমোদিত (৬)॥
শ্লোক ভাঙ্গি পয়ার রচিল কৃত্তিবাস (৭)।
প্রথমে করিল আদিকাণ্ডের প্রকাশ॥

চাবনের পুত্র যে বাল্মীকি মহামুনি।
আদ্য মুনি বলি তারে জগতে বাখানি॥
ষষ্ঠীসহস্র অব্দ আছে হৈতে অবতার।
অনাদৃষ্টে রচিলেক গ্রহন্ত সুসার॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের রসিক (৮) হৃদএ।
শ্লোক ভাঙ্গি পয়ার রচিতে (৯) মনে লএ॥
মুনি ঋষি প্রনমহো বন্দো নারায়ণ।
যোগাসনে বসিয়া রচেন রামায়ণ॥]

৫। রাবণ ও তাহার ভ্রাতা-ভগিনীগণের জন্ম। রাবণের প্রতাপ।

[এই প্রসঙ্গের আরম্ভে ঘ-পুথিতে অতিরিক্ত :—
জেন মতে মুনি করিলা রামায়ণ।
তার কথা কহি সুন সর্ব্ব মুনি জন॥
জয় বিজয় দুইজন বিষ্ণুর দুয়ারে।
সাঁপ ভ্রষ্ট হইয়া আইসে পৃথিবী ভিতরে]

পৃথিবীতে জন্মিল রাবণ মহাবীর (১০)।
দশমুণ্ড কুড়ি হস্ত দুর্জ্জয় শরীর॥

---

(১) হনুমন্তে। জ।

(২) ভাঙ্গি—জ।

(৩) গাঁথন—জ।

(৪) সত্তৈর—জ।

(৫) এই হিসাব মত আদি ১৮০০, অযোধ্যা ১৮৭০, অরণ্য ১৮২৯, কিষ্কিন্ধ্যা ২০০৮, সুন্দর ৯০০, লঙ্কা ২০০০০, উত্তর ৭০০০০ শ্লোকে রচিত হইয়াছিল! যোগ দিলে ৮৮০৪৪ পাওয়া যায় না, অনেক বেশী ৯৮৪০৭ হয়। পাঠে নিশ্চয়ই গোলযোগ আছে। লঙ্কা ও উত্তর এত দীর্ঘ হইতেই পারে না।

(৬) মুনি সবে শুনি হৈল হরষিত মন। সাধু সাধু প্রসংশা করিল সর্ব্বজন॥ জ-পুথি।

(৭) প্রচারিল রামায়ণ পণ্ডিত কৃত্তিবাস। জ-পুথি।

(৮) সরস। জ।

(৯) রামায়ণ রচিবারে তান—জ।

(১০) এই অধ্যায়ে গ-পুথি, (পরিষদের ৮নং) ঘ-পুথি (পরিষদের ২নং) এবং খ-পুথির অসংলগ্ন পত্র খানিতে পাঠের মোটামোটি বিষয়গত মিল আছে এবং মধ্যে মধ্যে ভাষাগত মিলও আছে। তিন পুথি মিলাইয়া এই অধ্যায়ের পাঠোদ্ধার করা হইল কিন্তু কোন্ পুথি হইতে কোন্ শব্দ নেওয়া, তাহার নির্দ্দেশ করিতে হইলে বহুসংখ্যক পাদটীকা দিতে হয়। যেখানে একাদিক্রমে কতকগুলি ছত্র বিশেষ করিয়া কোন পুথি হইতে নেওয়া হইয়াছে, তথায় তাহা নির্দ্দিষ্ট হইল।

জন্মিয়া রাবণ করে ব্রহ্মা আরাধন।
চিরকাল তপে বর পাইল রাবণ ॥
বাপ বিশ্বশ্রবা তার জননী নৈকষী (১)।
চিরকাল তপ করি হইল তপস্বী ॥
দুই অংশে জন্মিলেক তিন সহোদর।
বিষ্ণু অংশে বিভীষণ ধর্ম্মেত তৎপর ॥
রাক্ষসাংশে জন্মিল রাবণ কুম্ভকর্ণ।
দুই অংশে জন্মিল ভগিনী দুইজন ॥
ত্রিজটা সূর্পণখা দুই ত ভগিনী।
ধর্ম্ম অংশে ত্রিজটা সর্ব্বলোকে জানি (২) ॥
দুষ্ট অংশে হইলেক সূর্পণখার জন্ম।
যাহার কারণে হৈব রাবণ নিধন ॥
নৈকষা উদরে হৈল এহি চারি জন।
বিশ্বশ্রবা ঔরসেতে হইল উৎপন্ন ॥
জন্মিয়া তপস্যা কৈল দশস্কন্ধবীর।
ব্রহ্মারে করিলা বশ অক্ষোভ শরীর ॥
বর চাহে অমর হইতে দশানন।
ব্রহ্মা বোলে এই বর অশক্য কথন ॥
অমর না হই আমি শুন মোর বাণী।
সে বর কেমতে চাহ অপূর্ব্ব কাহিনী ॥
এহি বর দিল তোরে শুনহ বচন।
দেব দৈত্য দানবেতে না হৈব মরণ ॥
মনুষ্য বানর হৈতে ভয় মাত্র সবে।
দেব দৈত্য দানবেতে বিজয়ী হইবে ॥
যক্ষরাজ কুবের যে ধনের ঈশ্বর।
কনক পুরী লঙ্কা কৈল আওয়াস ঘর ॥
ধনের ঈশ্বর কুবের আছে বহু ধন।
বিশ্বকর্ম্মা আনি কৈল পুরীর গঠন ॥
ঘর দ্বার বান্ধে কাঞ্চন বৃক্ষ সারি সারি।
মনের কৌতুকে নাম থুইল লঙ্কাপুরী ॥
হেন কালে রাবণ ব্রহ্মার পাইল বর।
চর পাঠাইয়া দিল কুবের গোচর ॥
দূতে বোলে রাবণ পাঠাইল তোমার গোচর।
লঙ্কাপুরী এড়ি দেয় ধনের ঈশ্বর ॥
কুবের বোলে রাজ্য দিব কি কারণ।
তপের প্রসাদে রাজ্য করিচি শাসন ॥
বাপের রাজ্য হয় তার দিবাকে উচিত।
জিজ্ঞাসা করিঞা দেখ যে জনা পণ্ডিত ॥

মূল রামায়ণে রাক্ষসবংশবিবরণ এইস্থানে নাই। দশরথের পুত্র লাভার্থে অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রসঙ্গে ব্রহ্মার নিকট দেবগণের নিবেদনে রাবণের প্রতাপ ও দৌরাত্ম্যের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ মাত্র আছে। কাজেই এই অংশ কৃত্তিবাসের যোজনা বলিয়া ধরিতে হইবে খ-পুথিতে এইস্থানে রাবণ-কুবের-দ্বন্দ্বের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। উহা উত্তর কাণ্ডের অন্তর্গত, কাজেই এইখানে বিস্তৃত বর্ণনা আসিতে পারে না। গ-পুথির সংক্ষিপ্ত বর্ণনাই এইস্থানে সঙ্গত। এই স্থানে রাক্ষসবংশের বিস্তৃত বর্ণনা অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণের বিশেষত্ব।

(১) প্রকৃত নাম বিশ্রবা। রাবণের মায়ের নাম মূল রামায়ণে কৈকসী—কৃত্তিবাসে তাহাই নৈকষী হইয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত অনাথকৃষ্ণ দেব সঙ্কলিত 'রামায়ণ তত্ত্ব' নামক পুস্তকে দেখা যায় (৮৪ পৃঃ), দেব মহাশয় গৌড়ীয় সংস্করণে নিকষা নাম পাইয়াছেন।

(২) এই ছত্র পর্য্যন্ত পাঠ প্রধানতঃ গ-পুথির, ঘ-পুথিরও কিঞ্চিৎ মিশ্রণ আছে। পরবর্ত্তী ১৪ ছত্র 'খ' পুথির অসংলগ্ন পত্রের,—উহাতেই পত্রখানি শেষ।

বিষ্ণু অংশে ত্রিজটার ধর্ম্ম চরিত্র।
দৈত্য অংশে সূর্পনখার কর্ম্ম বিপরীত ॥ অসংলগ্ন পত্র।

আমি অষ্ট লোক পাল রাবণ নিশাচর।
কোন মুখে বোলে আমাখে সহোদর ॥
এতেক বুলিঞা দূত দিল পাঠাইঞা।
কোপ করিঞা রাবণ আইল রথেত চড়িঞা ॥
যতেক অসুর হইল রাবণের অনুচর।
দেব সহায় করিঞা বিসম্বাদ করে ধনেশ্বর ॥
বিশ্বশ্রবা বলে শুন ধনের ঈশ্বর।
লঙ্কা এড়িঞা জাও তুমি কৈলাস শিখর ॥
বাপের আজ্ঞায় কুবের গেলা কৈলাস শিখর।
লঙ্কার রাজা হৈলা রাবণ নিশাচর ॥
লঙ্কা এড়িঞা গেল কুবের লোকপাল।
লঙ্কা চাপিঞা রাবণ রাজা করে ঠাকুরাল ॥
সকল রাক্ষসের উপরে রাজা হইল রাবণ। ঘ-৪।১
দিনে দিনে হিংসে জত দেবগণ ॥
কাল [কেয়] কুলে বিদ্যুৎজিহ্বা জানি।
তবে বিভা দিল সূর্পণখা ভগিনী ॥
ময়দানব নামে দানব অধিকারী।
সহজে জিনিল রাবণ তার অন্তঃপুরী ॥
পরাভব পাইল দানব অধিকারী।
পাদ্য অর্ঘ্য দিঞা বিভা দিল মন্দোদরী ॥
মন্দোদরী বিভা করি হরিষ রাবণ।
অভয় দান দিঞা দানবের করিল পূজন ॥
কন্যা দান করিল দানব মনের কৌতুকে।
শক্তিশেলগাছ ছিল দিলেন যৌতুকে ॥
মন্দোদরী লঞা রাবণ আইল লঙ্কাপুরী।
দেব দানবে মিলিঞা (১) রাবণের সেবা করি ॥
মন্দোদরীর পুত্র হৈল নামে মেঘনাদ।
দেব দানব সহিতে নারে জাহার বিবাদ ॥

(১) মূলে 'মেলিঞা'।

দেব দানব গন্ধর্ব্ব মানুষী [রাক্ষসী]।
রাবণে কাড়িয়া আনিল দশ সহস্র রূপসী ॥

[মন্তব্য। "যক্ষরাজ কুবের জে ধনের ঈশ্বর" হইতে এই পর্য্যন্ত পাঠ ঘ-পুথির। নিম্নে গ-প্রমুখ পুথি হইতে ইহার অনুরূপ অংশ উদ্ধৃত হইল।]

[যক্ষরাজ কুবের যে ধনের ঈশ্বর (২)।
লঙ্কাপুরী চাপিয়া তার ছিল বাস ঘর (৩) ॥
তার সঙ্গে বিসম্বাদ করিল রাবণ।
রাবণের যুদ্ধ সহিতে নারে দেবগণ ॥
রাবণের যুদ্ধ কুবের সহিতে না পারি।
রাবণেরে লঙ্কা দিয়া গেল কৈলাসপুরী ॥
ব্রহ্মা বরে রাবণে [?] র নারে ত্রিভুবন।
রাবণের দর্প সহিতে নারে দেবগণ (৪) ॥
ত্রিভুবন জিনি বেড়ায় লঙ্কা অধিকারী।
রাবণে বিভা করিল যে রাণী মন্দোদরী ॥
মন্দোদরী বিভা করি হরিষ বড় মন। গ-৬।২
দানবেরে অভয়দান দিলেক রাবণ ॥

(২) 'গ' পুথিতে এই ছত্র 'ধর্ম্ম অংশে ত্রিজটা সর্ব্বলোকে জানি' এই ছত্রের পরবর্ত্তী। জ-পুথি হইতে পাঠান্তর প্রদত্ত হইল।

(৩) লঙ্কাপুরী রাজ্য করে হৈয়া লঙ্কেশ্বর। জ-পুথি।
লঙ্কাপুরি যুড়িয়া ছিল যাহার বাড়িঘর ॥ ঝ-পুথি।

(৪) তার সনে রাবণ সনে করয়ে সমর।
যুদ্ধেত সামর্থ নহে ধনের ঈশ্বর ॥
রাবণ সহিতে নারে করিতে সমর।
লঙ্কাপুরী ছাড়ি গেল কৈলাস শিখর ॥
রাবণের যুদ্ধেত পাইয়া অপমান।
পলাইয়া রহিলেক শঙ্করের স্থান ॥
এথায় লঙ্কায় রাজ্য করিল রাবণ।
আপনার নিজ গুষ্টী করয়ে পালন। জ-পুথি।

শক্তি নামে শেলপাট দিলেক যৌতুক।
জারে শেল এড়ে সেই জাএ পরলোক (১)॥
দেব দানবের কন্যা পরম রূপসী।
বলে ধরি আনে রাবণ জতেক মানুষী॥]
জথা জথা (২) যজ্ঞ করে জত দেবগণ।
তথা গিয়া যজ্ঞ নষ্ট করিত রাবণ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল জিনি রাবণ বেড়াএ।
রাবণের যুদ্ধে দেবগণ জে পলাএ॥
ইন্দ্র আদি দেব পবন করিয়া প্রহার।
যম জিনি লইলেক যম অধিকার (৩)॥
চন্দ্র সূর্য্য জিনি রাবণ পৃত্তি বড় (৪) হইল।
বরুণ জিনিয়া রাবণ নাগপাশ পাইল॥
অগ্নি জিনিয়া হৈল আমি (৫) অবতার।
পবন জিনিয়া হৈল শীঘ্র গতি তার॥
কুবের জিনিয়া নৈল পুষ্পক রথ খান।
পঞ্চরত্ন ধন পাইল বিবিধ বিধান॥
যত কর্ম্ম করিল রাবণ সব বিপরীত।
শনি গ্রহ জিনি রাবণ সংসার বিদিত (৬)॥
একে একে দেবগণ জিনিল প্রকারে।
শুক্র (৭) আদি গ্রহ মান্য তাহাক সভারে (৮)॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব মোহন (৯)।
আদিকাণ্ডে গাইয়া দিল গীত রামায়ণ॥

৬। কুশ রাজ্য ও তাহার রাজধানী অযোধ্যার বর্ণনা।

এখনে রামের জন্ম কহিব যে মতে (১০)।
সে সকল কথা লোক শুন ভাল মতে॥

ঝ-পুথির পাঠ :—

জক্ষরাজ কুবের হইলা ধনের ঈশ্বর।
লঙ্কাপুরি যুড়িয়া ছিল যাহার বাড়িঘর॥
দুই ভাই মহাযুদ্ধ হইল বিস্তর।
বিস্তর যুদ্ধ হইল দেখিতে ভয়ঙ্কর॥
লঙ্কায় রাজ্য করে ধনের অধিকারি।
কুবের জিনিঞা রাবণ নিল লঙ্কাপুরি॥
ময়দানব মহারাজা জানে ত্রিভুবন।
তার কন্যা মন্দোদরি বিভা করিল রাবণ।

ঝ-পুথি ইহার পরেই অযোধ্যাপুরীর বর্ণনায় চলিয়া গিয়াছে। ঞ-পুথিও এই স্থানে অনুরূপ সংক্ষিপ্ত।

(১) যমলোক। জ।

(২) মূলে 'জথা তথা'। 'জথা তথা জজ্ঞ করে দেব রিসিগণ।" জ। এই ছত্র হইতে আবার গ-পুথি মুখ্য।

(৩) ইন্দ্র বন্দি করি করে নানান প্রহার।
জম রাজা বন্দি করি আনিলেক দ্বার॥ জ।

(৪) শব্দটির মূলরূপ বুঝা গেল না। প্রীত?

(৫) অগ্নি?

(৬) নবগ্রহ জিনিলেক সংসার বিদিত। জ।

(৭) মূলে সক্র।

(৮) জ-পুথিতে অতিরিক্ত :—
একে একে জিনিলেক দেবতা সকল।
ত্রিভুবন জিনিয়া বেড়াএ মহাবল॥
যেরূপে হইল শুন তাহার নিধন।
রঘু নাথের জন্মকথা শুন দিয়া মন॥

(৯) মূলে 'মহন'।

(১০) জ-পুথি ইহার পরে "পুস্তক বিশাল হয়ে লিখিব কতেক" বলিয়া কোশল রাজ্য ও রাজা দশরথের বর্ণনা ইত্যাদি বাদ দিয়া একছাড় যাইয়া কৌশল্যা বিবাহে পৌছিয়াছে।

ইক্ষ্বাকু নামে রাজা হইল ভুবনে।
তাহার পুরুষ রণ (১) ত্রিভুবনে জানে ॥
বাহুবলে জিনিলেক এ তিন ভুবন।
পুত্র হেন করে রাজা প্রজার পালন ॥
সেই বংশে জন্মিল যে নৃপতি সগর।
পৃথিবী জে খুঁড়িলেক তাহার কোঙর (২) ॥
হেন বংশে জন্মিল রাম অপূর্ব্ব কথন।
শুনহ যেমতে হৈল গীত রামায়ণ ॥
চারিবেদ সম্পূর্ণ যে রামায়ণ শ্রবণে।
সকল সম্পদ লক্ষ্মী বাড়ে দিনে দিনে ॥ গ-৭।১
কুশ নামে রাজ্য আছে সরযুর কূলে।
মহা পুণ্যস্থান সেই খ্যাতি মহীতলে ॥
তাহার দারুণ পুরী (৩) অযোধ্যা নগরী।
সূর্য্য বংশে জত রাজা তাতে রাজ্য করি ॥
সত্তের যোজন পুরী দীর্ঘ জে নির্ম্মাণ।
আড়ে দশ যোজন পুরী অতি অনুপাম ॥
ডাঙ্গা ডহর (৪) নাই (৫) সোসর রাজ্য খান (৬)।
ফলে ফুলে পূর্ণিত উত্তম রম্য স্থান ॥

(১) বল ?

(২) মূলে—'পৃথিবি জে খুলিলেক তাহার কোওর।' ঝ পুথি :—
"পৃথিবী খুলিয়া করিল আড়ে পরিসর।"

(৩) 'প্রথিবি দুর্ল্লভ স্থান'। ঝ-পুথি।

(৪) উচ্চ নীচ স্থান।

(৫) মূলে 'মাই'

(৬) ছ-পুথিতে এই স্থানে কোশল রাজ্যের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে, তাহা ছ-পুথির বর্ণনায় উদ্ধৃত হইয়াছে।

ঝ-পুথির পাঠ গ-পুথি হইতে সংক্ষিপ্ততর—তবে স্থানে স্থানে মিল আছে।

ঘর দ্বার শোভা করে বিচিত্র আওআস।
যোজনেক আলো করে ঘরের প্রকাশ ॥
পুরীর বাহিরে লোক বৈসে কুতুহলে।
উত্তম নদী বহে পুরীর মধ্য স্থলে ॥
ছত্রিশ জাতি বৈসে অযোধ্যা নগরে।
মহারাজ বৃত্তি তবে সর্ব্বলোকে করে ॥
ডাকা চুরী রাজ্যে নাই নাই পরদার।
পণ্ডিতে মণ্ডলী রাজ্য ধর্ম্ম অবতার ॥
সর্ব্বলোক সুন্দর জে বুদ্ধি বিচক্ষণ।
দেব দ্বিজ পিতৃ ভক্ত সত্য জে বচন ॥
স্ত্রীলোক সুন্দর জে দেখিতে উজ্জ্বল।
নানা অলঙ্কার পরে রত্ন জে মণ্ডল (৭) ॥
পতিব্রতা স্ত্রী সব স্বামীতে ভকতি।
ধর্ম্ম তপ ভাবে তারা সেবে প্রাণপতি ॥
দ্বিজগণ বৈসে তথা ধর্ম্ম অবতার।
নিজ ধর্ম্ম করে তারা শাস্ত্র ব্যবহার ॥
জপতপ করে হোম যজ্ঞ সর্ব্বক্ষণে।
হাতে জপ করি হোম করে রাত্রি দিনে ॥
সর্ব্বক্ষণ বেদধ্বনি করে এক চিত্তে।
তন্ত্র আগমপাঠ করে মনোহিতে ॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র আদি করি।
আপনার নিজধর্ম্ম সবেত আচরি ॥
আনন্দিত নৃত্যগীত বাদ্য হরষিত।
সভার কুশল লোক সদা আনন্দিত ॥

(৭) আনন্দিত সর্ব্বলোক বচন সুরস।
চালের উপরে শোভে রত্নের কলস ॥
নারী সভার রূপ অপসরা সম দেখি।
সকল গায় অলঙ্কার জেন চন্দ্রমুখী ॥ ঝ-পুথি।

৭। অযোধ্যার রাজা দশরথ ও *তাহাঁর রাজ্যের বর্ণনা।*

সূর্য্যবংশে রাজা তাতে অজ যে প্রধান।
তাহার যে পুত্র হৈল দশরথ নাম ॥
সূর্য্যবংশে দশরথ হৈল মহারাজ।
সত্য ধর্ম্ম অলঙ্কৃত অযোধ্যা সমাজ ॥
বড় ধনুর্দ্ধর রাজা বড় শাস্ত্র শিক্ষা। গ-৭।২
বন্ধুবান্ধব সব সেই করে রক্ষা ॥
নিজ বলে রাখে রাজা সেই রাজ্যখান।
প্রজাকে পালন করে পুত্রের সমান ॥
অমরাবতী পুরী যেন রাখে পুরন্দর।
তেন মতে রাজ্য রাখে দশরথ নৃপবর ॥
দশরথ রাজ্যে লোক কেহ নাহি দুঃখী।
নানা ধনে আছে লোক মনে বড় সুখী ॥
হিংসা নাহি সত্যবাদী যত লোক বসে।
নানা অলঙ্কার পরে পরম হরিষে ॥
অকালে মরণ নাই রোগ পীড়া শোক।
নিরাতঙ্কে বসে জত অযোধ্যার লোক ॥
বসিষ্ঠ নারদ তাতে প্রধান পুরোহিত।
রাজার আজ্ঞাএ তারা করে রাজনীত ॥
অশোক জে ধর্ম্মপাল সুমন্ত অধিকারী।
সাম দণ্ড ভেদ দান (১) গণিতে প্রচারি ॥
এক মন চিত্তে করে রাজার সেবন।
সর্ব্বক্ষণ রাজার হি[ত] আর নাই মন ॥

উত্তর দিকে বসে রাজ্য অযোধ্যা নগরী।
দশরথ মহারাজা রাজ্য অধিকারী ॥
ইন্দ্রের সমান রাজা বলে মহাসুর।
সংগ্রামে জিনিল রাজা অসর অসুর (১) ॥
সর্ব্বলোক মিলিয়া রাজার সেবা করে।
নানা অস্ত্রে শিক্ষা রাজা দেবের জে বরে ॥
মহেন্দ্র জিনিয়া রাজা সর্ব্বত্রের সার।
বাসুকী জিনিয়া রাজা পৃথিবীর সার।
আজানু জে বাহু [রা]জার অখণ্ড কপাল।
পঞ্চম জে স্থানে রাজা দীর্ঘ বিশাল ॥
রাজ্য পালেন পূর্ব্ব বংশ ব্যবহার।
সহজে ধার্ম্মিক রাজা পৃথিবীর সার ॥
সপ্তদ্বীপে জত রাজা রাজার সেবা করি।
দশরথ রাজা যেন ইন্দ্র অধিকারী ॥
অতি বড় মহারাজা রাজা শব্দভেদী।
শত্রু মারি রাজ্য করে সমুদ্র অবধি ॥
শত্রু মারে শঙ্কা তার নাই কোন কালে।
রাজচক্রবর্ত্তী রাজা সভার উপরে ॥
নানা শিক্ষা নানা বিদ্যা তাহার গোচর।
যজ্ঞ হোম দান রাজা করে নিরন্তর ॥
দেবগণ মুনিগণ রাজার ভরে চিন্তে।
দুর্ভিক্ষ মড়ক নাহি অযোধ্যা রাজ্যেতে ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর পাঁচালি।
আদ্যকাণ্ডে গাইয়া দিল এ রস শিকলি ॥

---

(১) মূলে 'বাণ'।

(১) সুরাসুর।

৮। কোশল রাজকন্যা কৌশল্যার সহিত দশরথের বিবাহ।

দশরথ নামে রাজা হৈল সূর্য্যকুলে (১)।
অস্ত্রে শস্ত্রে রাজধর্ম্মে রাজ্যপাট করে॥
রাজচক্রবর্ত্তী রাজা সভার উপরে।
তিন শত বৎসর রাজা বিভা নাহি করে॥
দৈবের কারণে ছিল রাজার নির্ব্বন্ধ।
জে মতে রঘুনাথের জন্মের অনুবন্ধ॥
কোশল নামে রাজ্যে রাজা কৌশল নাম ধরে (২)।
ঝ—ধার্ম্মিক রাজা সেই ধর্ম্মে রাজ্য করে। ঝ
কৌশল্যা নামে কন্যা পরম সুন্দরী॥
ঝ—কারে কন্যা দিব রাজা অনুমান করি। ঝ
সেই কন্যা দেখি রাজা হএন চিন্তিত।
দেখিয়া কৌশল রাজা হইল ব্যথিত॥
কারে কন্যা বিভা দিব অনুমান করি।
পুরোহিত আনিয়া যে করে সারিসুরি (৩)॥
পুরোহিত ঠাই রাজা কহেন সকল।
দশরথ আন গিয়া অযোধ্যা নগর॥
পরম সুন্দর রাজা রাজচক্রবর্ত্তী।
তাহার সমান নাই রাজার সুমতি (৪)॥
আমার সংবাদ কহ রাজার গোচরে।
কৌশল্যাকে বিভা দিব তাহা বরাবরে (৫)॥
তাহা বই (৬) কন্যাবর আর নাহি দেখি।
তারে এই কন্যা দিলে আমি বড় সুখী॥
সংবাদ শুনিয়া দ্বিজ চলিল সত্বর।
উত্তরিল গিয়া দ্বিজ অযোধ্যা নগর॥
যেখানে বসিয়া আছে দশরথ পণ্ডিত।
সেইখানে ব্রাহ্মণ হইল উপস্থিত॥
ব্রাহ্মণ দেখিয়া রাজা করিল প্রণাম।
আশীর্ব্বাদ করি দ্বিজে বোলে আপনার (৭) নাম॥
কোশল দেশে ঘর কৌশল পুরোহিত।
তোমা নিতে রাজা মোরে পাঠাইল ত্বরিত॥

---

(১) এই স্থান হইতে 'গ' পুথির সহিত 'চ' পুথির পাঠের বেশ মিল আছে। 'চ' পুথির আরম্ভই এই কৌশল্যা বিবাহপ্রসঙ্গে। বাজার সংস্করণের এই প্রসঙ্গের পাঠও আমাদের 'গ' পুথির অনুরূপ, স্থানে স্থানে চমৎকার মিল আছে। ঝ-পুথির সহিতও পাঠের বেশ মিল আছে।

(২) দশরথের বিবাহপ্রসঙ্গ মূল রামায়ণে মোটেই নাই। রাণীদের মধ্যে বড় রাণী কৌশল্যার পিতা কে, তাঁহার রাজ্য কোথায় ছিল, মূল রামায়ণে কোথাও তাহার পরিচয় নাই। দশরথের নিজের দেশেরই নাম কোশল—কাজেই কৌশল্যার পিতা কোশল দেশের রাজার মেয়ে হইতে পারেন না। ছ-পুথিতে কৌশল্যার পিতার রাজ্য 'কৌশল' বলিয়া লিখিত। সম্ভবতঃ তিনি রাজার মেয়েই নহেন, কোন্ কোশলপ্রধানের মেয়ে, তাই কৌশল্যা। তবে, দক্ষিণ কোশলের রাজার মেয়ে হইতে পারেন বটে।

(৩) পরামর্শ। ঝ-পুথির পাঠ:—মনেতে চিন্তিয়া রাজা যুক্তি অনুমানি। প্রধান পুরোহিত রাজা ডাক দিয়া আনি॥ পুরোহিতের স্থানে রাজা কহিল বিশেষ। দশরথ আনিতে চল অযোধ্যার দেশ॥

(৪) 'সুগতি'ও পড়া যায়। শুদ্ধ পাঠ-"রাজা বসুমতী।" সুমিত্রা-বিবাহ দ্রষ্টব্য। 'তারে কন্যা বিহা দিলে লৈল মোর মতি'—'চ' পুথি। তার সম রাজা আর নাহি বসুমতী। ঝ।

(৫) আমার সম্বাদ তুমি কহিয় রাজারে। কৌশল্যা নামেতে কন্যা বিভা দিব তারে। 'চ' পুথি।

(৬) মূলে 'তাহারই'। (৭) 'নিজ'—'চ' পুথি।

রাজার সংবাদ কহি তোমার গোচরে।
কৌশল্যা নামে কন্যা বিভা দিবেন তোমারে॥
কৌশল্যা কন্যা জেন (১) পরম সুন্দরী।
তার রূপে আলো করে কোশল নগরী॥
ততরূপে কন্যা আর নাই কোন দেশে।
তোমাকে দান দিব রাজা পরম হরিষে॥
রাজার সংবাদ কৈলাম তোমার গোচর।
বিভা করিতে চল কোশল নগর (২)॥ গ-৮।২
এতেক শুনিল রাজা সংবাদ বচন (৩)।
পাত্রমিত্র আনি রাজ্য কৈল সমর্পণ॥
বিভা করি যাবত না আসি নিজ স্থান।
তাবত রাখিবা রাজ্য হইয়া সাবধান॥
রথ আনি জোগাইল সুমন্ত্র সারথি।
রথে চড়ি মহারাজা চলে শীঘ্রগতি॥
সঙ্গেতে লইল রাজা বশিষ্ঠ পুরোহিত।
রথে চড়িয়া দশরথ চলিল ত্বরিত (৪)॥
নানারঙ্গে দশরথ চলে কোলাহলে।
উত্তরিল গিয়া রাজা কোশল নগরে (৫)॥
দ্বারী গিয়া জানাইল রাজার গোচরে।
দশরথ রাজা আইল তোমার দুয়ারে (৬)॥

দশরথের বার্ত্তা পাইয়া কৌশল যে রাজা।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া রাজা করিলেক পূজা (৭)॥
শাস্ত্র ব্যবহারে রাজা কন্যা কৈল দান (৮)।
নানা রত্ন দিয়া রাজা করিল সম্মান॥
বিলাবারে দিল রাজা চারি যে ভাণ্ডার (৯)।
অর্দ্ধেক রাজ্য রাজাকে দিল অধিকার॥
কৌশল্যা লইয়া রাজা আইল নিজ দেশে।
আদ্যকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে॥

৯। স্বয়ংবরে দশরথের কৈকেয়ীকে বিবাহ

গিরিরাজ দেশেত কেকয় (১০) রাজার ঘর।
সুখে রাজ্য করে রাজা অনেক বৎসর॥
কেকৈ নামে কন্যা তার পরম সুন্দরী।
তার রূপে আলো করে গিরিরাজ পুরী॥
স্বয়ংবরা হৈব কন্যা হেন লয় মনে।
পৃথিবীর যত রাজা ডাক দিয়া আনে॥

---

(১) 'কৌশল্যা নামে কন্যা তার'— চ-পুথি।

(২) 'রূপে আলো করে কন্যা সংসারের সার। তোমা বই কৌশল্যার বর নাহি আর॥ রূপে বিদ্যাধরী কন্যা তুমি বিদ্যাধর। বিভা করিতে চল রাজা কৌশল নগর॥ চ-পুথি।

(৩) 'এতেক শুনিয়া রাজা দ্বিজের বচন।' চ-পুথি।

(৪) এই দুই ছত্র চ-পুথির, গ-পুথিতে নাই।

(৫) চ-পুথি,—'নগর কৌশলে।'

(৬) এই দুই ছত্র চ-পুথির, গ-পুথিতে নাই।

(৭) বার্ত্তা পাইয়া আইল তথা কৌশল ঈশ্বর। পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া রাজা করিল আদর। চ-পুথি।

(৮) শাস্ত্রের বিধানে রাজা কন্যা দান করে। চ-পুথি। রাজা কন্যা-দান করে শাস্ত্র ব্যবহারে। বাজার সংস্করণ। এই তিনটি পাঠ মিলাইলেই বুঝা যাইবে যে গায়েনগণের কৃপায় কৃত্তিবাসে কি অদ্ভুত পাঠবৈষম্য দাঁড়াইয়াছিল। 'যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং-'এ এরকম পাঠভেদ হইতেই পারে না।

(৯) অনেক দাস দাসী দিল অনেক ভাণ্ডার। চ-পুথি। বিলাইতে দিল তারে অনেক ভাণ্ডার। বাজার-সংস্করণ।

(১০) মূলে 'কেকক'। গ-পুথির সহিত চ-পুথির এবং বাজার-সংস্করণের বেশ মিল আছে।

দশরথ আনিতে রথ চলিল সত্বর।
পৃথিবীতে জত রাজা আসিল সকল॥
স্বয়ংবর স্থান কৈল অতি সুলক্ষণ।
সভা করি বসিলেক জত রাজাগণ॥
হেন কালে আইল তথা কেকয় (১) নন্দিনী।
রূপে আলো করে যেন ধবল রজনী (২)॥
কন্যার রূপ দেখি সব মনে যুক্তি করি।
অমরাবতী ছাড়ি যেন আইল বিদ্যাধরী॥
কিবা রম্ভা উর্ব্বশী অথবা তিলোত্তমা।
এহা রূপে আর কার দিতে নাই সীমা॥
পূর্ব্বে রাজার কন্যা ছিল ইন্দুমতী।
সে জন করিল বিভা অজ নৃপতি (৩)॥
ইন্দুমতীর রূপ কথা গেল দেশে দেশে।
বিভা করিতে রাজা সব আসিল হরিষে॥
ইন্দুমতী বরিলেক অজ মহারাজ। গ-৯১, চ-২১২
দেশে গেল সব রাজা পাইয়া বড় লাজ॥
পরম সুন্দর রাজা রাজচক্রবর্ত্তী।
দশরথ সম রাজা না হৈল সুমতি (৪)॥
হেন রাজা থাকিতে কেন বরিব আর জন (৫)।
লজ্জা পাইয়া দেশে জাইব সব রাজাগণ॥
এই যুক্তি রাজাগণে ভাবে মনে মনে।
হেন কালে কন্যা গেল দশরথ স্থানে॥
দশরথের রূপ দেখি হরষিত মতি।
মাল্য দিয়া কন্যা বলে তুমি মোর পতি॥
স্বয়ংবর মালা দিল দ[শ]রথ গলে।
লজ্জা পাইয়া সব রাজা হেট মাথা করে॥
রাজা সবে বোলে কন্যা বড় বিচক্ষণ।
দশরথ সম রাজা নহে কোন জন॥
সকল যে রাজাগণ করিল সম্মান (৬)।
মেলানি করিয়া রাজা গেল আপনার স্থান॥
কন্যাদান করিল কেকয় (৭) পরম হরিষে।
মন্থরা নামে কুঁজী চেড়ী দিল অবশেষে (৮)॥

---

(১) মূলে 'কেকক'। এই ছত্রের পূর্ব্বের কয়েক ছত্রের চ-পুথির পাঠ :—

স্বয়ংবর স্থান রাজা করিল শুভক্ষণে।
রথে চড়ি দশরথ চলিল ততক্ষণে।
শীঘ্রগতি গেলা রাজা রাজার ভবনে।
সভা করি বসিল সকল রাজাগণে॥
দশরথ বসিলেক সভার ভিতর।
সকল রাজা জিনি রাজা পরম সুন্দর॥

(২) চন্দ্র উদয় করে জেন শোভেত রজনী। ঝ-পুথি।

(৩) সে জেন বরিলেক অজয় নরপতি। চ-পুথি।
সেই যেন বরিলেক অজ মহামতি।
বাঙ্গার সংস্করণ।

(৪) শুদ্ধ পাঠ—'রাজা নাহি বসুমতী।' সুমিত্রা বিবাহ প্রসঙ্গে পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

(৫) ঝ-পুথির পাঠ। গ-পুথি 'কেন' শব্দটি বাদ দিয়াছে।

(৬) সকল রাজারে রাজা করিল সম্মান। চ-পুথি।
রাজগণ পরস্পর করিয়া সম্মান।
বাঙ্গার সংস্করণ।
রাজসভার তরে কেকই করিল সম্মান। ঝ-পুথি।

(৭) মূলে 'কেকক'।

(৮) জামাতা দেখিয়া রাজা পরম কৌতুকে।
মনোহর কুজি চেড়ী দিলেন কৌতুকে। চ-পুথি।
কন্যাদান করে রাজা পরম কৌতুকে।
মন্থরা নামেতে চেড়ী দিলেন যৌতুকে।
বাঙ্গার সংস্করণ ও ঝ।

বিধাতার নির্ব্বন্ধ (১) জত পড়িব বিপাক।
ধাই করি চেড়ী দিল কেকইরে রাখ ॥
তান তরে কুবজীরে দিল দশরথ (২)।
সেই চেড়ীর দোষে (৩) রাজার পড়িব প্রমাদ ॥
কেকই লইয়া রাজা আইল নিজ দেশে।
আগুকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে (৪) ॥

---

(১) জানেন—ঝ।

(২) ভালর তরে দশরথ পাইল প্রসাদ। ঝ

(৩) বিধাতা জানেন জত—ঝ

(৪) খ-পুথিতে এই স্থানে অতিরিক্ত কয়েক ছত্র আছে,—কৃত্তিবাসের রচনার সহিত অদ্ভুতাচার্য্যের রচনার তুলনার জন্য উহা উদ্ধৃত করিলাম :—

বিবাহ করিয়া রাজা আসিলেক দেশে।
অন্তঃপুরে প্রবেশিল মনের হরিষে ॥
কৌশল্যাতে জানাইল আসিল সৌতিনী।
আনন্দে পুলক হৈল কৌশল্যা কামিনী ॥
ইন্দুবতী আগু বাড়ী হরিষ হৃদয়।
ঘরে নিয়া পুত্রবধূ কৈল পরিচয় ॥
কেকইকে কোলে করি কৌশল্যা সুন্দরী।
মনের আনন্দে নাচে জয় জয় করি ॥
আজি হতে দোসর হইল গুণবতী।
দুহি জনের সেবাতে যে তুষ্ট হবে পতি ॥
তাহা দেখি ধন্য ধন্য বোলে সর্ব্বজন।
বিস্মিত হইল দেখি নৃপতির মন ॥
এহি নারী হতে আমি হইব উদ্ধার।
কৌশল্যাকে কোলে করি করে পরিহার ॥
ধন্য ধন্য কৌশল্যা যে তোমাকে বাথানি।
তোমাতে সপিল আমি কেকই কামিনী ॥
এহিমতে সুখে আছে অযোধ্যা নগর।
অথা সুমিত্রার রাজা রচে স্বয়ংবর ॥

১০। সিংহল রাজকন্যা সুমিত্রার সহিত দশরথের বিবাহ ও সুমিত্রার দুর্ভগা হইবার কারণ।

সিংহল দেশের রাজা সুমিত্র নাম তার।
সুমিত্রা নামে কন্যা তার সংসারে সার ॥ চ-২।২
জেই দেখে কন্যা সেই হএত মূর্চ্ছিত (৫)।
দেখিয়া সুমিত্র রাজা হইল চিন্তিত ॥
কারে কন্যা বিভা দিব অনুমান করি।
পুরোহিত ডাকিয়া রাজা করে সারিসুরি ॥
পুরোহিত ঠাই রাজা কহেন সকল।
দশরথ আনিতে চল অযোধ্যা নগর ॥
পরম সুন্দর রাজা রাজচক্রবর্ত্তী।
তাহার সমান রাজা নাই বসুমতী (৬) ॥
আমার সংবাদ কহ রাজার গোচরে।
সুমিত্রা কন্যা বিভা দি [ব] তাহার জে তরে ॥

সুমিত্রা বিবাহপ্রসঙ্গেও দেখা যাইবে, খ-পুথিতে কৌশল্যার চরিত্র এমনি উজ্জ্বল করিয়া চিত্রিত।

(৫) ইহার পূর্ব্বে ঝ-পুথি :—

সিংহল দেশের রাজা সৌমিত্র নাম ধরে।
সুমিত্রা নামে কন্যা তার সুন্দরী আছে ঘরে ॥
রূপে পুরি আলো করে সিংহল নগরী।
সংসার জিনিঞা রূপ পরম সুন্দরী ॥
সুমিত্রার রূপের কথা বড় অদভূত।
মেঘমণ্ডলে জেন পড়িছে বিদ্যুৎ ॥

(৬) কৌশল্যা ও কৈকেয়ী বিবাহপ্রসঙ্গেও অনুরূপ এক একটি ছত্র আছে যথা—

'তাহার সমান নাই রাজার সুমতি।'
'দশরথ সম রাজা না হৈল সুমতি।'

তাহা বই কন্যার বর আর নাই দেখি।
তারে কন্যা দিলে আমি বড় হৈব সুখী॥ গ-৯১২
সংবাদ জানিয়া দ্বিজ চলিল সত্বর।
উত্তরিল দ্বিজ গিয়া অযোধ্যা নগর॥
জেখানে বসিয়া আছে দশরথ পণ্ডিত।
সেখানে ব্রাহ্মণ গিয়া হৈল উপনীত॥
ব্রাহ্মণ দেখিয়া রাজা করিল প্রণাম।
আশীর্ব্বাদ করি দ্বিজ বোলে আপনার নাম॥
সিংহল দেশে ঘর মোর সৌমিত্রিপুরোহিত।
তোমা নিতে রাজা মোরে পাঠাইল ত্বরিত॥
রাজার ~~সংবাদ~~ জানাই তোমার গোচরে।
সুমিত্রা কন্যা বিভা দিব তোমার জে তরে॥
সুমিত্রা নামে কন্যা তার পরম সুন্দরী।
তার রূপে আলো করি সিংহল নগরী॥
ততরূপ কন্যা নাই রাজা কোন দেশে।
তোমাতে দান করিব রাজা পরম হরিষে॥

রাজার সংবাদ জানাইলু তোমার গোচরে।
বিভা করিতে চল সিংহল নগরে॥
এতেক শুনিয়া রাজা সংবাদ বচন।
পাত্রমিত্র আনি রাজ্য কৈল সমর্পণ॥
বিভা করিয়া যাবত না আসি নিজ স্থান।
তাবত রাজ্য রাখিবা হইয়া সাবধান॥
রথ আনি জোগাইল সুমন্ত্র সারথী।
রথেত চড়িয়া রাজা চলে শীঘ্রগতি॥
কৌশল্যা কেকএ না জানে দুইজন।
মৃগ মারিবার ছলে করিল গমন॥
নানারঙ্গে দশরথ চলিল কোলাহলে।
উত্তরিল রাজা গিয়া সিংহল নগরে॥
দশরথের বার্ত্তা পাইয়া সৌমিত্র যে রাজা।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া রাজা করিলেক পূজা।
দশরথের রূপ দেখি হরষিত মন।
যেন কন্যা তেন বর শোভে দুইজন॥
গোধূলিতে বিভা হৈল দুইজন ছামুনি।
চন্দ্র উদয় হৈল যেন ধবল রজনী (১)॥

এই বর্ত্তমান ছত্র হইতে বুঝা যায় যে ঐ দুই ছত্রে পাঠ যথাক্রমে 'রাজা বসুমতী', 'রাজা নাহি বসুমতী' হইবে।

ঝ-পুথির পাঠ কিঞ্চিৎ ভিন্ন :—

পুরোহিত আনিঞা রাজা কহিল বিশেষ।
দশরথ আনিতে চল অজোধ্যার দেশ॥
সুমিত্রার রূপ দেখি মূর্চ্ছিত সংসার।
দশরথ বিনে বর নাহি দেখি আর॥
পরম সুন্দর রাজা আলো করে রূপে।
জাহার নামে দেব দানব ত্রিভুবন কাঁপে॥
অস্ত্রে শস্ত্রে পণ্ডিত রাজা সর্ব্ববিদ্যা জানে।
দেবদানব সর্ব্বলোক তুষ্ট জাহার গুণে॥

ইহার পরেও স্থানে স্থানে গ-পুথির সহিত পাঠভেদ আছে।

(১) এই সুমিত্রা বিবাহ প্রসঙ্গ অনেক স্থানেই কৌশল্যা বিবাহের পুনরুক্তি মাত্র, পাঠকগণ মিলাইয়া পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন। 'চ' পুথি হইতে কতক পাঠান্তর দেওয়া হইল :—

শুনিয়া সত্বরে আইলা সুমিত্র মহারাজা।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া করে দশরথের পূজা॥
বিভার লগ্ন করিল রাজা গোধূলি সময়ে।
নান্দিমুখ শ্রাদ্ধ করিল শাস্ত্রের বিধয়ে॥
কৃষ্ণপক্ষে ছামনি করিল দুইজনে।
শুক্ল পক্ষে চন্দ্র যেন আল করে গগনে। চ-পুথি ৩১-২।

উদয় গগনে—ঝ-পুথি। ঝ-পুথির পাঠ চ-পুথির অনুরূপ।

বাসি বিভা তথাতে করিল্যা দশরথে।
সুমিত্রা লইয়া রাজা জাএ দিব্য রথে ॥ গ-১০।১
সুমিত্রার রূপে রাজা হইল মূর্চ্ছিত।
কাল রাত্রির দিনে রাজা না ধরাএ চিত (১) ॥
সুমিত্রার রূপে রাজা হইল বিকল (২)।
সেই দিন শৃঙ্গার করে রথের উপর ॥
বাসি বিভা পর দিনে হএ কাল রাত্রি।
স্ত্রী পুরুষ একত্রে জে না থাকে সংহতি ॥
কাল রাত্রে যদি করে স্ত্রী সম্ভাষণ।
কোন কালে প্রীত তারা নহে দুইজন ॥
সুমিত্রা লইয়া রাজা আইল নিজ দেশে।
আদ্য কাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে ॥

মন্তব্য। 'ক' পুথির এই স্থানে আরম্ভ। যথা:—

কাল রাত্রি স্ত্রীকে রাজা কৈলা সম্ভাষণ।
সুমিত্রা দুর্ভগা হৈল এই সে কারণ ॥
সেই কাল রাত্রিত স্ত্রী জে করে সম্ভাষণ।
স্বামীর প্রিয় না হএ নারী শাস্ত্রের নিয়ম ॥
সুমিত্রা লইয়া রাজা আইল নিজ দেশ।
পুরীতে প্রবেশ কৈল আনন্দিত বেশ ॥
কৌশল্যা কেকই তবে ই দুই সতিনী।
সুমিত্রার রূপ দেখি মোহিত পরাণি ॥
ইরূপ দেখিয়া রাজার মজিবেক মন।
উলটিয়া না চাহিবে আমি দুই জন ॥
রাত্রি দিনে পূজে দুই পার্ব্বতী শঙ্কর।
সুমিত্রা দুর্ভগা হউক মাগে এই বর ॥

(১) কাল রাত্রি সেই দিন ধরিতে নারে চিত।
চ-পুথি, ৩।২

(২) কামে অচেতন রাজা হইল কাতর। ঝ-পুথি।

এই অংশে 'ক', 'গ', 'চ' ও 'ঝ' পুথিতে এবং রাজার সংস্করণে মোটামোটি বেশ মিল আছে। খ-পুথিতে কয়েকটি ছত্রে বিশেষ নূতনত্ব আছে এবং উহা কৌশল্যা চরিত্রে বড় মধুর আলোকপাত করিয়াছে। নিম্নে 'খ' পুথি হইতে এই অংশ উদ্ধৃত হইল। পাঠকগণ ইহা হইতে অদ্ভুতাচার্য্যের চরিত্রচিত্রণে নূতনত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

প্রাতে বাসী বিভা কৈল রাজা দশরথে।
দেশেতে চলিল রাজা চড়ি দিব্য রথে ॥
সুমিত্রার রূপ দেখি রাজা মূর্চ্ছিত।
কাল রাত্রি দিবসেতে শৃঙ্গারের চিত্ত ॥
কামে অচেতন রাজা হইল বিকল।
রথে শৃঙ্গারের মন কৈল মহাবল ॥
কাল রাত্রি দিবসেত দিল আলিঙ্গন।
হস্ত ছাড়াইয়া রৈল সুমন্ত্র সদন ॥
ক্ষেণেকে ধৈর্য্যতা হৈয়া রাজা দশরথ।
সুমিত্রাকে না দেখিয়া হৈল অগ্নিবৎ ॥
ক্রোধ হৈয়া মহারাজ বলিল বচন।
হেন স্ত্রীতে নাহি মোর কোন প্রয়োজন ॥
কামানলে দগ্ধ মোর মন স্থির নহে।
হেন কালে চণ্ডালিনী দূরে গিয়া রহে ॥
আজি হতে তোকে আমি করিল বর্জ্জন।
জেখানে সেখানে জাও জথা লএ মন ॥
বাপ ঘরে জাও কিবা সুমন্ত্র আলয়।
অন্য খানে জাও কিবা জথা মনে লয় ॥
ইহ জন্মে তোকে জদি করি দরশন।
অঘোর নরকে পড়ি পাপেত মরণ ॥
কাল রাত্রি দিনে পতি করিল পর্শন।
সুমিত্রা দুর্ভগা হৈল তেহি সে কারণ ॥

সুমিত্রা লইয়া রাজা আইল নিজ দেশ।
পুরীতে প্রবেশ কৈল আনন্দ বিশেষ ॥
কৌশল্যা কেকই রাণী দুইত সৌতিনী।
সুমিত্রার রূপ দেখি মোহিত পরাণী ॥
কেকৈ রাণী মনেত জে হইল বিস্মিত।
সুমিত্রার রূপ জেন ভুবন মোহিত ॥
ইরূপ দেখিয়া রাজা মোহিবেক মন।
উলটিয়া না চাহিব আমি হেন জন ॥
ই বলিয়া পূজা করে পার্ব্বতী শঙ্কর।
সুমিত্রা দুর্ভগা হৌক মাগি এই বর ॥
কৌশল্যা জে শুনিলেক সুমিত্রা বিগতি।
বিশেষিয়া কহিলেক সুমন্ত্র সারথী ॥
ই সব শুনিয়া রাণী দুঃখিত হইল।
সুমিত্রাকে কোলে করি নিজ গৃহে নিল ॥
বিস্তর আশ্বাসি কহে সুমিত্রার তরে।
সকল বিষ্ণুর মায়া কে বুঝিতে পারে ॥
মোর ঘরে থাক তুমি বিষ্ণুকে ভাবিয়া।
সকলে করিব কার্য্য তোমা আজ্ঞা লৈয়া ॥
বিষ্ণুকে ভাবিয়া তুমি থাক মোর ঘরে।
সকল কল্যাণ হবে কহিল তোমারে ॥
এই মতে রহিলেক সুমিত্রা সুন্দরী।
কৌশল্যা নিকটে রৈল বিষ্ণু নাম স্মরি ॥

১১। রোহিণী নক্ষত্রে শনির দৃষ্টি হেতু অযোধ্যা রাজ্যে অনাবৃষ্টি। শালিক শালিকিনীর কাহিনী। দশরথের ইন্দ্র দর্শনে অমরাবতী গমন।

এই রূপে দশরথে সুখে রাজ্য করে (১)।
হেন মতে আছে ছয় সহস্র বৎসরে ॥
পুত্র নাহি দশরথ চিন্তে মনে মন।
শতে শতে নারী কৈল পুত্রের কারণ ॥
সর্ব্বনারীগণ মধ্যে সুমিত্রা সুন্দরী।
তান রূপ আলোকএ অযোধ্যা নগরী ॥
সুমিত্রা দুর্ভগা হৈল লোকেত বিস্ময়।
সুমিত্রার হেতু রাজা চিন্তে অতিশয় ॥
সুমিত্রা ছাড়িয়া রাজা কেকইকে দেখি (২)।
রাত্রি দিন নৃপতি তাহান সঙ্গে থাকি ॥
পরম কৌতুকে আছে স্ত্রী সম্ভাষণে।
রাজ্যের ভাল মন্দ কিছু নাহি জানে ॥
হেনকালে আসিলা নারদ তপোধন।
পাদ্য অর্ঘ্য দিল রাজা বসিতে আসন ॥
জোড় হস্তে স্তুতি করি বোলে ধীরে ধীরে।
কোন কার্য্যে গোসাঞি আসিলা মোর দ্বারে ॥
নারদে বোলেন শুন আমার বচন।
তোমা স্থানে আসিয়াছি কহিতে কারণ ॥
পুরন্দরে রাজ্যে করে (৩) পালিতে সংসার।
অনাবৃষ্টি লোকে দুঃখ পাইল অপার ॥

---

(১) এই স্থান হইতে 'ক' পুথিকে মূল করা গেল। ক-পুথির প্রথম পাতার প্রথম পৃষ্ঠা সাদা। দ্বিতীয় পৃষ্ঠার চতুর্থ ছত্র হইতে এই পাঠ আরব্ধ হইল।

(২) এই ছত্র হইতে 'ক' 'গ' ও 'চ' পুথির মোটা মোটি বেশ মিল আছে। ঋ-পুথির পাঠ :—

হেন স্ত্রী দুর্ভগা হৈল লোকের বিসাদ।
কাল রাত্রি দোষে এত হৈল পরমাদ ॥
প্রাণ হৈতে বড় রাজা কেকইর তরে দেখে।
অষ্ট প্রহর রাত্রি দিবা কেকই সঙ্গে থাকে ॥

(৩) পুরন্দর বৃষ্টি করে পালন সংসার। চ-পুথি।
পুরন্দর বৃষ্টি করি পালেন সংসার। গ-পুথি।
পুরন্দর বৃষ্টি করে রাখিতে সংসার। ঋ-পুথি।

তুমি হও মহারাজা রাজ্যের সহায়।
আপনা বিবুদ্ধি হেতু লোকে দুঃখ পায়॥
তোমার রাজ্যের লোক দুঃখ পাএ সুখী (১)। ক-১।২
নরকে ডুবিবা রাজা পাছে নাহি দেখি॥
স্ত্রী লৈয়া থাক রাজা আছ ত হরিষে (২)।
পিছে দুঃখ পাবে রাজা আপনার দোষে॥
রাজা বোলে কারো আমি নাহি করি দণ্ড।
কোন দোষে অপযশ বোলে রাজ্যখণ্ড॥
সর্ব্ব লোকে দুঃখ পাএ নিজ কর্ম্ম ফলে।
অবিচারে আমাকে বিরূপ কেন বোলে॥
নারদে বোলেন কহি শুন মোর বাণী।
শনির দৃষ্টে পড়িয়াছে নক্ষত্র রোহিণী॥
রোহিণী নক্ষত্রে শনি পীড়ে সর্ব্বক্ষণ।
তে কারণে ইন্দ্র নাহি করে বরিষণ॥
অনাবৃষ্টি মুলে শস্য না হএ রাজন।
পঞ্চ বর্ষ [ইন্দ্র নাহি করে বরিষণ]॥
রোহিণী নক্ষত্রে যদি শনি ছাড়ে দৃষ্টি।
তবে ইন্দ্র তোমার রাজ্যে করিবেক বৃষ্টি॥
রথে চড়ি রাজা তুমি দেখ স্থানে স্থানে।
লোকের অপযশ কথা শুনহ শ্রবণে॥
এতেক বলিয়া নারদ চলিলা সত্বরে।
রথে চড়িয়া রাজা দক্ষিণে আগুসারে॥

দক্ষিণেত দেখে রাজা গহন কানন।
বহু মৃগ পশু দেখে বহু পক্ষীগণ॥
নানা বর্ণ গাছ দেখে গাছে নাহি ফল।
নদ নদী সরোবর কোথা নাহি জল॥
অবসাদ পাইয়া রাজা বৈসে গাছের তলে।
দুই শালিকে বিবাদ করে সেই গাছের ডালে॥
গাছের উপরে পক্ষী আছে অনাহারে।
হেন কালে শালিকে বোলে শালিকিনী তরে॥
শালিক বোলে শালিকিনী শুনহ বচন।
ই বন ছাড়িয়া চল যাই অন্য বন॥
শালিকিনী বোলে শালিক শুনহ বচন।
এই বন আমরা ছাড়িব কি কারণ॥
অনেক পুরুষ আমরা এই বনে বসি।
হেন বন ছাড়ি যাইব বড় দুঃখ বাসি॥
শালিকিনী বোলেন ছাড়িব কি কারণ।
শালিকে বোলএ প্রিয়া শুনহ বচন॥
সূর্য্যবংশ রাজ্যে বাস দুঃখ নাহি জানি।
অনাবৃষ্টি ঘরেত না মিলে অন্নপানি॥
দশরথের রাজ্যে বসি হারাইব প্রাণ।
এ বন এড়িয়া যাই চল অন্য স্থান॥
কামাতুর হৈয়া রাজা থাকে নারী সনে।
সূর্য্য বংশ নষ্ট হইল [তাহার কারণে] ক-২।১॥
পাঁচ বৎসর অনাবৃষ্টি গাছে নাই ফল।
[নদ নদী] শুখাইল সরোবরের জল॥
আর কত কাল থাকিব অনাহারে।
এই সে কারণে যাই দেশ দেশান্তরে॥
এত যদি কথা বার্ত্তা কহে দুই জনে।
বৃক্ষ মুলে থাকি রাজা শুনিলা শ্রবণে॥

---

(১) সর্ব্ব লোকে দুঃখ পাএ তুমি আছ সুখী। গ-পুথি।
সর্ব্ব লোক দুঃখ পায় তুমি মাত্র সুখী। চ-পুথি।
রাজ্যখণ্ড দুঃখ পায় তুমি আছে সুখে। ঘ-পুথি।

(২) 'ক' পুথির দ্বিতীয় পাতাখানার দক্ষিণার্দ্ধ ছিন্ন ও লুপ্ত। অন্য পুথিগুলির সাহায্যে সঙ্গত পাঠ উদ্ধৃত হইল।

নারদে বলিল যত পাইল তার সাক্ষী।
আশ্বাস দিয়া রাজা রাখে দুই পক্ষী॥
এই বনে পক্ষী তোমার দিলাম অধিকার।
আহার পানি মিলিবে দুঃখ না পাইবে আর॥
পক্ষীরে আশ্বাস দিয়া রাজা রথে চড়ি।
অমরাবতীতে গেলা ইন্দ্রের উআরি (১)॥
অমরাবতী গেল রাজা দেবের সমাজে।
দেবগণ দেখি রাজা দশরথ গর্জ্জে॥
তর্জ্জন গর্জ্জন করে রাজা দশরথে।
জুঝিবারে আইলাম আমি ইন্দ্রের সহিতে॥
দেবগণে বলে যুদ্ধ করিবা (২) কি কারণ। ঘ-১১।১
তোমার সনে ইন্দ্র কভু না করএ রণ॥ গ-১১।২
রাজা বোলে অনাবৃষ্টি হৈল মোর রাজ্যে।
অনাবৃষ্টি অনাহারে লোক সব মজে॥
পাঁচ বৎসর বৃষ্টি নাহি হএ উপাদান।
সব লোকে দুঃখ পাএ মোর অপমান॥

বৃষ্টি করিয়া রাখুক মোর বসুমতী (৩)।
নহে যুদ্ধ করিয়া জিনিব অমরাবতী॥
এত শুনি চলিলেক যত দেবগণ।
যুক্তি গিয়া করে সবে ইন্দ্রের সদন॥
দেবগণে বোলে প্রভু শুন সুরপতি।
তোমার ঠাই দশরথ আইল শীঘ্রগতি॥
ইন্দ্র বোলে দশরথ আইল কি কারণে।
মনুষ্য হৈয়া বিরূপ বোলে শঙ্কা নাই মনে॥
দেবগণে বোলে ইন্দ্র না কর অহঙ্কার।
দশরথ যুদ্ধে কার নাহিক নিস্তার॥
শব্দভেদী দশরথ শব্দ পাইলে হানে।
বিনা যুদ্ধে দশরথে হানিব পরাণে॥
জাবত জে দশরথে নাই পাএ তাপ (৪)।
মধুর সম্ভাষে তুমি করহ আলাপ॥
দেবগণের বচন ইন্দ্র না করিল আন।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া রাজা করিল সম্মান॥
হেন কালে দশরথে করে নিবেদন।
মোর রাজ্যে অনাবৃষ্টি হৈল কি কারণ॥
ইন্দ্র বোলে দশরথ শোন মোর বাণী।
শনির দৃষ্টে পড়িয়াছে নক্ষত্র রোহিণী॥
শনির ঠাই কহ গিয়া রোহিণীর ছাড়ুক দৃষ্টি।
তোমার রাজ্যেত আমি করিবেক বৃষ্টি॥

---

(১) প্রাচীন সাহিত্যে এই শব্দটি অনেক স্থানে পাওয়া যায়। মৎসম্পাদিত 'মীনচেতন' দ্রষ্টব্য—পৃষ্ঠা-১৫।১।২৯ এবং ২৪।১।১১। রামায়ণেও অনেক স্থানে এই শব্দটি পাওয়া যাইবে। অর্থ বহির্ব্বাটী=উপবাটী=উয়াটী=উয়াড়ী। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বলেন:—বাটী=ওয়াটী=উয়াড়ী। "মীনচেতনের টীকা"—প্রতিভা, ৭ম বর্ষ, ১৩২৪, ৪১৫ পৃঃ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন:—উপকারিকা=রাজপ্রাসাদ। উপকারী=উয়ারী।

ঝ-পুথি:—পক্ষীরে আশ্বাস দিয়া রথের উপর চড়ে।
অমরাবতী গেল রাজা ইন্দ্রের নগরে॥

(২) 'চাহ' চ-পুথি ও ঝ-পুথি

(৩) বৃষ্টি করিয়া ইন্দ্র রাখুন বসুমতী। ঝ-পুথি।

(৪) নারদ জত বলিলেক রাজা পাইল তাপ। ঝ-পুথি।

১২। শনির দৃষ্টিতে ছিন্নরথরজ্জু দশরথের শূন্যমার্গে পতন ও জটায়ু কর্ত্তৃক রক্ষা। জটায়ুর সহিত দশরথের মিত্রতা।

চলিলেক দশরথ ইন্দ্রের বচনে (১)।
রথে চড়ি গেল রাজা শনি বিদ্যমানে ॥
দুয়ারী দেখিয়া রাজা করেন তর্জ্জন।
শনিরে জানায় গিয়া মোর আগমন ॥
চলিল দুয়ারী তবে রাজার আদেশে।
রাজার জে কথা শনিকে কহেন বিশেষে ॥
দুয়ারেতে দশরথ জুঝিবার মনে।
শুনিয়া রুষিল শনি দুয়ারী বচনে ॥
শনির যে কোপ দেখি দেবতার ত্রাস।
দশরথ রাজা আজি হইল বিনাশ ॥
শনি দরশনে কার না রহে জীবন।
হেন কালে বাহিরে শনি আইল ততক্ষণ ॥
দশরথ রাজা আছে শনির দুয়ারে।
গত মাত্র শনির দৃষ্টি পড়িল তাহারে ॥
শনির দর্শনে রথের ছিঁড়িলেক দড়া।
আকাশ হতে পড়িলেক রথের চারি ঘোড়া ॥
রথের দড়া ছিঁড়িল রহিতে নাহি স্থল।
আকাশ ছাড়িয়া রাজা পড়ে ভূমিতল ॥
হেন জন নাহি কেহ রাজারে রক্ষা করে।
আকাশে থাকিয়া রথ পাকে পাকে পড়ে ॥
জটায়ু নামেত পক্ষী আকাশেত দেখে। ক-২।২।
রথ সমে নরপতি পড়ে অধোমুখে ॥
পক্ষী বোলে দশরথ রাজা মহাবল।
হস্ত পদ চূর্ণ হবে পড়ি ভূমিতল ॥
হেন কালে রাজা যদি করি (২) অব্যাহতি।
যত কাল জিএ রাজা রহিবেক খ্যাতি ॥
দশরথ মহারাজা ধর্ম্মঅধিষ্ঠান।
হেন রাজাএ দুঃখ পাবে (৩) মোর বিদ্যমান ॥
অর্দ্ধ পথ আছে রাজা ভূমিতে পড়িতে।
হেন কালে পক্ষীরাজে দুই পাখা পাতে ॥
পাখাত পড়িয়া রহিল দশরথ বীর (৪)।
পাখা পাইয়া দশরথ রাজা হইলা স্থির ॥
স্থির হৈয়া দশরথে জুড়িলেক ঘোড়া।
পুনি ধ্বজ-পতাকা বান্ধিল দিয়া দড়া (৫) ॥
আর বার রথখানা করিল সাজন।
পক্ষীরাজ সনে রাজা করে সম্ভাষণ ॥
আকাশ ছাড়িয়া আমি পড়ি ভূমিতলে।
হেনকালে আমা রক্ষা কৈলা মহাবলে ॥
হাত পাও চূর্ণ হৈত নাহিক নিস্তার।
প্রাণ দান দিয়া মোর কৈলা প্রতিকার (৬) ॥ গ-১২।২

---

(১) 'ক' 'গ' ও 'চ' পুথির মোটামোটি বেশ মিল আছে। 'ঘ' পুথিও মধ্যে মধ্যে মিলে। 'খ' পুথির সহিত বিষয়গত মিল আছে, কিন্তু ভাষার মিল কচিৎ। রচনার প্রবাহ বেশ সতেজ, কিন্তু অন্য পুথিগুলির সহিত মিলে না। 'ক' ও 'গ' পুথির মিলই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। উহাদের অবলম্বনেই মূল পাঠ উদ্ধৃত হইল। বাজার-সংস্করণের সহিত ও বেশ মিল আছে।

(২) করো—ঝ।

(৩) 'নষ্ট হএ'—গ-পুথি।

(৪) দুই পাখা পাতিয়া দিল জটাউ মহাবীর। ঝ-পুথি।

(৫) 'জোড়া'-ঝ।

(৬) 'উপকার'—গ-পুথি।

সূর্য্য বংশে মোর বন্ধু নাহিক সোদর।
পুত্র পৌত্র নাহি মোর নাহিক দোসর (১) ॥
সূর্য্য বংশ রক্ষা গেল তোমার কারণ।
কোন দেশে বৈস তুমি কাহার নন্দন ॥
পরিচএ দেও মোরে তুমি মহাজন (২)।
তোমার কারণে মোর রহিল জীবন ॥
পক্ষী বলে আমি হই গৃধিনীর জাতি।
জ্যেষ্ঠ ভাই পক্ষীরাজ নাম জে সম্পাতি ॥
জটায়ু নাম জে ধরি গরুড় নন্দন (৩)।
কৌতুকে উঠিতে চাহি আকাশ ভুবন (৪) ॥
আছাড় খাইয়া পড় তাহা আমি দেখি।
দুই পাখা পাতি রাজা তোমাকে আমি রাখি ॥
পৃথিবী মণ্ডলে তুমি রাজার সন্ততি (৫)। ক-৩।১
তোমাকে রাখিল আমি রহিবারে খ্যাতি ॥
দশরথে বোলে পক্ষী তুমি মোর মিত।
প্রাণ দান দিলা মোর বড় কৈলে হিত ॥
রথে থাকি রাজাএ চন্দন কাষ্ঠ আনি।
চন্দন ঘর্ষণে রাজাএ জ্বালিলেক অগ্নি ॥
অগ্নিত দিলেক ঘৃত অধিক উথলে।
অগ্নি সাক্ষী করি রাজা মিত্র মিত্র (৬) বোলে ॥
দুই জনে মিত্রতা কৈল অগ্নি সাক্ষী করি।
নিজ দেশে গেল পক্ষী যেন নীল গিরি ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর পাঁচালি।
আদি কাণ্ডে রচিলেক পক্ষীর মিতালি (৭) ॥

১৩। শনির দৃষ্টির ফলে গণেশের মুণ্ড পরিবর্ত্তনের কাহিনী। রোহিণীতে শনির দৃষ্টির নিবৃত্তি ও অযোধ্যা রাজ্যে বর্ষণ।

আর বার গেল রাজা শনির দর্শনে (৮)।
রাজার দর্শনে শনি ত্রাস পাইল মনে (৯) ॥
শনি বোলে দশরথ আইলা আর বার।
মোর দৃষ্টি কেমতে পাইলা প্রতিকার ॥
মোর দৃষ্টিপাতে কার নাহিক জীয়ন।
আছুক আনের কার্য্য দেবের মরণ ॥
এত পরমাদ পড়ে আমার দর্শনে।
সে কথা শুনিয়া রাজা ত্রাস পাইবা (১০) মনে ॥

---

(১) সূর্য্য বংশে সবে আছি আমি একেশ্বর।
মাও বাপ নাহি মোর ভাই সহোদর। গ-পুথি।
আমা বই সূর্য্য বংশে নাহি আর জন।
সূর্য্য বংশ নষ্ট হৈত আমার কারণ ॥ চ-পুথি।

(২) 'পরিচয় দেয় তোমি কোন মহাজন' গ-পুথি।

(৩) এই ছত্র এবং পূর্ব্ববর্ত্তী ছত্রের পাঠ 'গ' পুথির। 'ক' পুথির পাঠ :—
জ্যেষ্ঠ ভাই পক্ষিরাজ গড়ুর মহামতি ॥
কনিষ্ঠ সহোদর বৃঞি বিনতা নন্দন।

(৪) উড়া করিয়াছিলাম আমি উপর গগন। ঋ-পুথি।

(৫) রাজচক্রবর্ত্তী—ঋ।

(৬) মূলে 'মৃত মিত্র'। সম্ভবতঃ লিপিকর প্রমাদ। 'পিতমিত'-ঋ।

(৭) 'খ' পুথিতে জটায়ুর সূর্য্যলোকে ভ্রমণে পাখা দগ্ধ হওয়া এবং তাহাকে রক্ষা করিতে গিয়া সম্পাতির পাখা দগ্ধ হওয়ার কাহিনী অতিরিক্ত আছে।

(৮) 'ঘ' পুথি এই উপাখ্যান বাদ দিয়া গিয়াছে।

(৯) ইহার পরে দুই ছত্র অতিরিক্ত আছে। ঐ দুই ছত্র আবার কিছু পরেই আছে বলিয়া পরিত্যক্ত হইল।

(১০) মূলে 'পাইলা'।

গণপতি জন্মিলেক গৌরীর নন্দন।
দেখিবারে আসিলেন জত দেবগণ (১) ॥
সর্ব্ব দেব গেল আমি না গেলোঁ গোচর।
দূত পাঠাইয়া নিল কৈলাস শিখর ॥
আমি যদি চলি গেল গণেশ সমুখে। গ-১৩।১
মাথা ছিণ্ডি গণেশের নিল অন্তরীক্ষে (২) ॥
দেখিয়া দেবতাগণ হইল চিন্তিত।
পুত্র মুণ্ড না দেখিয়া পার্ব্বতী দুঃখিত ॥
প্যার্ব্বতী বোলেন শুন সর্ব্ব দেবগণ।
আমার পুত্রের মুণ্ড ছিঁড়ে কোন জন ॥
দেবগণ বোলে মাগো কি কহিব কথা (৩)।
শনির দৃষ্টে গণেশের ছিণ্ডি নিল মাথা ॥ ক-৩।২
দেবগণ বচনে ক্ষে কুপিল ভবানী।
হাতে শূল করি বোলে মারি পাড়োঁ শনি ॥
শূল হাতে করিয়া পার্ব্বতী আইল কোপে।
পার্ব্বতীর কোপ দেখি দেবগণ কাঁপে ॥ (৪)
ব্রহ্মা আদি দেবগণে পড়িল চরণে।
তুমি আদ্যাশক্তি হও জগত কারণে (৫) ॥
তোমার সৃজন মা গ ই তিন ভুবন।
তুমি সে শনিকে বর দিয়াছ আপন ॥
শনি জাকে দেখে তার মাথা নাহি থাকে।
এই বর দিলা তুমি আপনার মুখে ॥
তোমা বরে হৈল তোমার পুত্রের নিধন।
তুমি মারিলে কেবা করিব রক্ষণ ॥
দেবগণের স্তুতিএ পার্ব্বতী সাম্য হয়।
আমার পুত্রের মাথা কেমতে জোড়য় ॥
দেবগণে বোলে মা গ তুমি আদ্যাশক্তি।
তোমা শক্তি জোড়াইব শুনহ পার্ব্বতী ॥
মাথার উদ্দেশে তবে চলে দেবগণ।
ইন্দ্র হস্তী শুই আছে উত্তর শয়ন ॥
দেখিলা সুন্দর হস্তী করিছে শয়ন।
মাথা কাটি লইলেন সকল দেবগণ ॥
গণপতির কন্ধে মুণ্ড লাগাইল তখন।
সেই দিন গণপতি হৈলা গজানন ॥
গজানন মুখ হৈল সুন্দর আকৃতি (৬)।
দেখিয়া পুত্রের মুখ হরিষ পার্ব্বতী (৭) ॥
বিদায় করিয়া সকল দেব লড়ে (৮)।
আমার দর্শনে রাজা হেন ফল ধরে (৯) ॥

---

(১) অতঃপর ঝ-পুথিতে দুই ছত্র অতিরিক্ত :—
দেবগণ বলে আমরা আইলাম আদেশে।
সকল দেবতা আইলাম শনি নাঞি আইসে ॥

(২) ক-গ-চ পুথির মিলিত পাঠ। 'নিলাম'-ঝ-পুথি।

(৩) 'চ' পুথির পাঠ।
'দেবতা সকলে বোলে শুন গজমাতা' ক-পুথি।

(৪) এই চারি ছত্র চ ও গ পুথির মিলিত পাঠ। ক-পুথিতে নাই।

(৫) সকল দেবতাগণ পড়িল চরণে।
আপনি শ্রজিলা শনি মারিবা কেমনে ॥
ঝ-পুথি।

(৬) 'লম্বোদর গজানন সুন্দর আকৃতি'। গ-পুথি।

(৭) ইহার পরে 'চ' পুথিতে দুই ছত্র অতিরিক্ত আছে :—
সকল দেবতার আগে গণেশের পূজা।
বিঘ্ননাশন দেব যোগে মহা তেজা ॥

(৮) বিদায় হইয়া তখন দেবগণ লড়ে। গ-পুথি।
বিদায় করিয়া তখন দেবগণ লড়ে। চ-পুথি।

(৯) 'এত্ত প্রমাদ পড়ে'—গ এবং চ-পুথি।

মনুষ্য হইয়া আইস মোর বিদ্যমান।
সূর্য্য বংশে জন্ম দেখি রাখিলোম প্রাণ(১) ॥ গ-১৩।২
কোন কার্য্যে দশরথ আইলা মোর পাশ।
বর মাগ পূরিবেক মনো অভিলাষ ॥
শনির আজ্ঞায় রাজা কহিলা কারণ।
রোহিণী না কর দৃষ্টি হৈক বরিষণ (২) ॥
শনি বলে রোহিণীত না করিব দৃষ্টি।
আপনা দেশেত জাও হইবেক বৃষ্টি ॥
আর রোহিণীর সঙ্গে নাহি দরশন।
আজি হতে তোমার দেশে হইব বর্ষণ ॥
মেলানি করিয়া রাজা আইলা নিজ দেশে। ক-৪।১
আদি কাণ্ডে রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে ॥

১৪। দশরথকর্ত্তৃক অন্ধ মুনির পুত্র বধ এবং পুত্রশোকে মৃত্যুর অভিসম্পাত রূপে পুত্রবর লাভ।

দশরথের প্রীতি হেতু শনিএ দিল ছাড়া।
রোহিণী নক্ষত্রে আর নাহি করে পীড়া ॥
সুখে রাজ্য করে রাজা মন কুতুহলে।
জখনে খোজএ বৃষ্টি দেএ পুরন্দরে ॥
আর দিন মৃগআত গেলেন রাজন।
মৃগ পশু সঙ্গে রাজার নাহি দরশন ॥
মৃগ অন্বেষিয়া চাহে বনের ভিতর।
ঝ—সেই বনে আছে এক দিব্য সরোবর ॥
মৃগ না পাইয়া রাজা গেল সেই স্থল। ঝ।
অন্ধ মুনির পুত্র শিশু (৩) ভরে কুম্ভ জল ॥
কলসের শব্দ রাজা দূরে থাকি শুনে।
মৃগে জল খাএ হেন হৈল রাজার জ্ঞানে ॥
শব্দ উদ্দেশিয়া রাজা হানে তীক্ষ্ণ বাণ।
ফুঠিল (৪) রাজার বাণ বজ্রের (৫) সমান ॥
প্রাণ গেল হেন বোলে মুনির কুমার।
মৃগ আশে ধাইয়া গেল তাকে ধরিবার (৬) ॥
মুনির পুত্রের বুকে ফুটি আছে বাণ।
তাহা দেখি দশরথের উড়িল পরাণ ॥

---

(১) চ-পুথিতে ইহার পরে অতিরিক্ত দুই ছত্র :—
সূর্য্য বংশে জন্ম আমি ছায়ার নন্দন।
আমার বংশে তোমার তেঞি রাখি জীবন ॥
এই দুই ছত্র গ-পুথিতেও আছে, কিন্তু ভাষা ভিন্ন।
সূর্য্যের পুত্র আমি ছায়ার নন্দন।
আমার বংশে জন্ম তোমার রাখিনু তে কারণ ॥
ঝ-পুথি।

(২) আজ্ঞা পাইয়া রাজা করে নিবেদন।
রোহিণীতে তোমার দৃষ্টি নহে বরিষণ ॥
পাঁচ বৎসর অনাহারে মজে সর্ব্ব লোক।
তোমার ঠাই আইলাম পাইয়া বড় শোক ॥ ঝ-পুথি

(৩) এই 'শিশুই' পরবর্ত্তী পুথিগুলিতে সিন্ধুতে পরিণত হইয়া থাকিবে। এই মুনিকুমারবধকাহিনী মূল সংস্কৃত রামায়ণে আদিকাণ্ডে নাই, অযোধ্যার ৬৩।৬৪ অধ্যায়ে আছে। তথায় দশরথ নিজে রামবিরহজনিত শোকে অধীর হইয়া কুমারকালে কৃত নিজের এই পাপ কার্য্যের বিবরণ কৌশল্যাকে শুনাইতেছেন। কিন্তু তথায়ও নিহত মুনিকুমারের কোন নাম নাই। সিন্ধু নামটি আমাদের খ-গ-ঘ-পুথিতে আছে, ক ও চ-পুথিতে নাই।

(৪) ছুটিল-ঝ

(৫) অগ্নির—ঝ।

অতঃপর ঝ-পুথিতে অতিরিক্ত :—
মহাশব্দে জায় বাণ তারা জেন ছুটে।
জল ভরিতে মুনি পুত্রের বুকে গিয়া ফুটে ॥

(৬) মৃগ জ্ঞানে রাজা তখন হইল আগুসার-ঝ।

শিশুএ বোলএ রাজা করিলে (১) প্রমাদ।
মোর প্রাণ লৈইলা পাইয়া কোন অপরাধ ॥
অন্ধ বাপ মাও সেবা করোম রাত্রি দিনে। গ—১৪।১
আজি অন্ধ মরিবেক আমার মরণে ॥
আমি বহি পুত্র আর নাহি একজন।
আমার মরণে বাপ মাএর মরণ ॥
অন্ধ বাপ মাও মোর চলিতে না পারে।
আমা লৈয়া জাও রাজা বাপের গোচরে ॥
জাবত জে মাও বাপে নাহি দেএ সাঁপ।
ঝাটে আমা লৈয়া জাও যথা মাও বাপ ॥
ইহা হতে (২) রাজা তোমার নাহিক নিস্তার।
এতেক বুলিয়া মৈল মুনির কুমার ॥
অন্ধ মুনি দুই বসি আছে দুই স্থানে।
হেন কালে রাজা গেলা মুনি বিদ্যমানে ॥
নৃপতি সম্মুখে আইল ব্রাহ্মণে না দেখে (৩)।
শুনিয়া রাজার শব্দ পুত্র বলি ডাকে ॥ ক-৪।২
অনাহারে বৃদ্ধ আমি মরি দুই জন।
কোন কার্য্যে বাপু তুমি না বোল বচন (৪) ॥
পুনি পুনি ডাকে মুনি না পাএ উত্তর।
ধ্যান করিয়া মুনি জানিলা সকল (৫) ॥

দশরথে মারে পুত্র ধ্যানে দেখিল।
মৃতা (৬) কোলে করি রাজা সম্মুখে মিলিল ॥
মুনি বলে নৃপতি উত্তর না দেও কেনে।
কোন অপরাধে পুত্র মারিলা আপনে (৭) ॥
পুত্র শোকে দুই বৃদ্ধ জাইমু পরলোকে।
এই মতে তুমি হ মরিবা পুত্র শোকে ॥
শুনিয়া মুনির সাঁপ আনন্দ হৃদয়।
তোমার প্রসাদে সাঁপে হইব তনয় ॥ (৮)
মুনি বোলে রাজাএ বাক্যে পাইল ছল।
এত অপরাধ করি পাইলে পুত্র বর ॥
দেশেতে চলিয়া যাও বাক্য শুন মোর।
ঋষ্যশৃঙ্গে যজ্ঞ কৈলে পুত্র হবে তোর ॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র হইব আপনে নারায়ণ।
এক বিষ্ণু তিন গর্ভে হইবে চারিজন ॥
পুত্র হৈলে জীবে তুমি দ্বাদশ বৎসর (৯)। গ—১৪।২
পুত্র বর পাইলে রাজা চলি জাও ঘর ॥
ই বুলিয়া বৃদ্ধ মুনি গেলা স্বর্গবাস।
অগ্নিকার্য্য কৈল রাজা জ্বালিয়া হুতাশ ॥
পুত্র সনে বৃদ্ধ দুই পুড়িয়া নৃপতি।
বর পাইয়া আইসে রাজা আপনা বসতি ॥

---

(১) পাড়িলে—ঋ।

(২) 'বিনে' গ-পুথি। 'বই' চ-পুথি।

(৩) মরা কোলে করি রাজা গেলেন সম্মুখে।
গ ও চ পুথি।

(৪) কেন পুত্র বিলম্ব হইল এতক্ষণ।
বুড়াবুড়ি অনাহারে মরি দুইজন ॥
গ ও চ পুথি।

(৫) সত্বর। গ ও চ পুথি।

(৬) মূলে 'ম্রতা'।

(৭) মুনি বোলে রাজা তোর চণ্ডাল আচার।
কোন অপরাধে মারিলি অন্ধের কুমার ॥ ঋ-পুথি

(৮) সাঁপ শুনিয়া দশরথ হরিষ অন্তর।
সাঁপ নহে মুনি মোরে দিলা পুত্র বর ॥
পুত্র নাহি মুনি মোর দেখহ ধেয়ানে।
তোমার সাঁপে পুত্র মোর হইব কতদিনে ॥
তোমার বচন মুনি না জায় খণ্ডন।
আগে পুত্র হউক শেষে অবশ্য মরণ। ঋ-পুথি

(৯) এগার বৎসর—ঋ।

পথেত হইল দেখা দুর্ব্বাসা সংহতি।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া রাজা পূজিলা সম্প্রতি ॥
অদিতি তনয় তুমি সকল বিদিত।
মোর পুত্র হইব নি কহত নিশ্চিত ॥
ধ্যান করি দেখি কহে হবে বিষ্ণু অংশ।
চারি পুত্র হবে তোর জন্মিবেক বংশ ॥ (১)
মন দুঃখ দূরে গেল হরিষ নৃপতি।
বর পাইয়া আইসে রাজা আপনা বসতি ॥
ঝ। নিজ দেশ আইলা রাজা হরিষ অন্তর।
কৃত্তিবাস রচিলা রাজা পাইল পুত্রবর। ঝ

১৫। সম্বরাসুরের স্বর্গ অধিকার এবং ইন্দ্রের প্রার্থনায় দশরথের সম্বরাসুর বধ। (২)

সম্বর নামে দৈত্য বলে মহাবল।
অমরাবতী জিনিলেক ইন্দ্রের নগর ॥
দৈত্য যুদ্ধে অস্থির হইলা দেবগণ।
দশরথ আনিতে ইন্দ্র করিল গমন ॥
অন্ধ মুনির সাঁপ রাজা চিন্তে সর্ব্বক্ষণ।
পাত্র মিত্র লৈয়া রাজা কার্য্যে দিল মন (৩) ॥
হেন কালে ইন্দ্র গেল অযোধ্যা নগরী।
পাদ্য অর্ঘ্য দিলা রাজা করি পুটাঞ্জলি ॥ ক-৫।১

ইন্দ্র বোলে দশরথ তুমি মোর মিত্ত।
আমার সহায় হৈয়া আমার কর হিত ॥ ঘ-১৪।২
সম্বর দৈত্যের যুদ্ধ সহিবারে নারি।
দেবগণে খেদাইয়া লইল স্বর্গপুরী (৪) ॥
ইন্দ্র বোলেন ঝাটে চল অমরানগর।
দৈত্যকে মারিয়া স্বর্গ রাখ নরেশ্বর ॥
তুমি যদি রাখ পুনি অমরাভুবন।
তোমার সহিতে স্বর্গে করিব গমন ॥
এতেক শুনিয়া রাজা ইন্দ্রের উত্তর।
চতুরঙ্গ বল লৈয়া চলিলা সত্বর ॥
অমরাবতীত গেলা ইন্দ্রের নগরী।
দেখিলা দৈত্যের ঠাটে বেড়িলেক পুরী ॥
দৈত্যরাজ সৈন্য জেন জ্বলন্ত আনল।
ষাটি সহস্র [আছে] সৈন্য মহা [বল] ॥
খণ্ডা ডাবুশ (৫) শেল বিচিত্র নির্ম্মাণ।
রাজাকে বেড়িয়া হানে করিয়া সন্ধান ॥
দশরথে জানএ অস্ত্রের বড় শিক্ষা।
গন্ধর্ব্ব অস্ত্র আনি কৈল আপনার রক্ষা ॥

(১) এই ছয় ছত্রাত্মক দুর্ব্বাসাপ্রসঙ্গ গ ও চ পুথিতে নাই। ক-পুথিতে মাত্র আছে। ক ৫।১

(২) এই প্রসঙ্গটি 'খ' পুথিতে নাই।

(৩) এই ছয় ছত্র চ-পুথি হইতে গৃহীত—অন্য পুথিগুলিতে নাই। ঘ-পুথিতে এই বক্তব্যটুকু নিতান্ত অসম-অক্ষর পয়ারে, প্রায় গদ্যে, বলা হইয়াছে। ইহার পরের ছত্র হইতে ক-গ-ঘ-চ-পুথির পাঠের মিল আছে।

(৪) এই ছত্র এবং পূর্ব্ববর্ত্তী তিন ছত্র গ-ঘ-চ-পুথির, ক-পুথিতে নাই। এই প্রসঙ্গটি পাঠবিকৃতির একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত। একই কথা, কিন্তু এক পুথির সহিত অন্য পুথির মিল নাই। শব্দগুলি পরিবর্ত্তিত, কিন্তু অর্থ একই। গায়েনের মুখে মুখে রামায়ণের পাঠ কি রকমে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তাহার চমৎকার দৃষ্টান্ত। অতঃপর শুধু ক-পুথির পাঠ অনুসৃত হইল।

(৫) শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত উত্তরকাণ্ডে ডাবুস নামে ধৃত। এখানে কিন্তু বানান পরিষ্কার ডাবুশ। ঝ-পুথিতে ডাবুশ।

এক অস্ত্রে জন্মিলেক অস্ত্র তিন কোটী।
দৈত্যের সকল অস্ত্র ফালাইল কাটি ॥
মহা যোদ্ধা দশরথ কৈল আবরণ।
পড়িলা সকল সৈন্য নাহি একজন ॥
সর্ব্ব সৈন্য পড়িলেক দেখিয়া সম্বর।
দশরথ সনে যুদ্ধ করিল বিস্তর (১) ॥
বাণে আচ্ছাদিয়া রাজা স্বর্গপুরে কাটে।
ফাঁফর হইয়া রাজা দুই চক্ষু খাটে (২) ॥
সম্বর দৈত্যের যুদ্ধে হৈল চমৎকার।
ত্রাস পাইয়া দশরথ দেখে অন্ধকার ॥
শব্দভেদী অস্ত্র এড়ি সেই দৈত্য হানে।
রণ ছাড়ি দৈত্য সব জাএ নানা স্থানে ॥
তথা গিয়া নৃপতি হানয়ে তীক্ষ্ণ বাণে।
মহা ঘোর যুদ্ধ তবে করে দুই জনে ॥
মহা বলবন্ত দৈত্য করএ তর্জ্জন।
ক্রোধ হইয়া তীক্ষ্ণ বাণ জোড়ে ততক্ষণ (৩) ॥
চক্রবাণ জুড়িলেক করিয়া ব্যগ্রতা।
চক্রবাণে কাটিয়া পাড়িল দৈত্য মাথা ॥
মনুষ্য হইয়া সেই দৈত্যের কাটে মাথা। ক-৫।২
আপনে যে পুরন্দরে হারিয়াছে যথা ॥

(১) সকল ঠাট পড়িল জদি দেখে অন্ধকার।
একেশ্বর রাজার সঙ্গে করে মহামার ॥
বাণে ছাইল স্বর্গ অমরাবতী ঢাকে।
ফাফর হইল দশরথ চক্ষে নাহি দেখে ॥ খ-পুথি।

(২) বুজে, নিমীলিত করে।

(৩) শব্দভেদি দশরথ শব্দে এড়ে বাণ।
শব্দ না পায় রাজা দৈত্য থাকে কোনখান ॥
মরণ নিকট দৈত্য করেত তর্জ্জন।
শব্দ পাইয়া বাণ রাজা এড়ে ততক্ষণ ॥ খ-পুথি।

দৈত্য মারি মহারাজ দেশেত চলিলা।
অমরাপুরীত রাজা পুরন্দরে কৈলা ॥
তুষ্ট হৈয়া দেবরাজ দিলেক সম্মান।
বস্ত্র অলঙ্কার দিলা কাঞ্চনে নির্ম্মাণ ॥
ত্রিভুবনের মহামূল্য দিল চূড়ামণি।
সম্ভাষিয়া দেবরাজ দেশে আইলা পুনি ॥
দেশেত চলিলা রাজা এড়াইয়া প্রমাদ।
সিংহাসনে বসিলেন (৪) পাইয়া অবসাদ ॥
আদ্যকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস।
সবে মিলি বোল হরি পাপ হৈক নাশ ॥ (৫)

১৬। সম্বরযুদ্ধে আহত দশরথকে শুশ্রূষায় সুস্থ করিয়া কৈকেয়ীর বর লাভ।

[দেশেত চলিলা রাজা এড়াইয়া প্রমাদ।
সিংহাসনে বসিলেন পাইয়া অবসাদ ॥]
অস্ত্র ঘাএ জর্জ্জর রাজার কলেবর।
ঘাএর বেদনাএ (৬) রাজা হইয়াছে কাতর ॥
হেন কালে কেকই গেলেন্ত সম্মুখে।
পরম বিষাদ মন নৃপতিকে দেখে ॥
অনুক্ষণ সেবা করে করি প্রাণপণ।
বহুল প্রয়োগ করি শান্ত কৈলা মন ॥

(৪) 'অন্তঃপুরে গেল রাজা'—ঘ-পুথি।

(৫) ভণিতাটি গ-পুথির, ক-পুথিতে নাই। চ-পুথির ভণিতা :—
শম্বর মারিয়া রাজা গেল নিজ দেশে।
আদ্যকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে ॥
চ-পুথির পাঠের সহিত বাজার-সংস্করণের পাঠের বেশ মিল আছে।

(৬) মূলে 'দেবনাএ'।

অবসাদ দূরে গেল কেকৈ কারণে।
বর মাগ দেবী তুমি দিব এই ক্ষণে ॥
শুনিয়া কুবজী বোলে কেকই গোচর।
জখনে বোলম মুই লৈয় তুমি বর ॥
তাহা শুনি কেকই দেবী বুলিলেন্ত কাজ।
জখনে চাহিব বর দিয় মহারাজ ॥
কেকইর বচনে রাজা করিলা আশ্বাস।
আদি কাণ্ডে গাহিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥

১৭। দশরথের ব্রণশান্তি করিয়া কৈকেয়ীর দ্বিতীয় বর প্রাপ্তি।

জন্মে জে লিখিয়া থাকে কে খণ্ডাইতে পারে (১)।
বিষ কণ্টক হইল রাজার গূঢ় দ্বারে (২) ॥
কণ্টক অস্বাস্তে (৩) রাজা হইলা কাতর।
পাত্র-মিত্র ডাক দিয়া আনিল সত্বর ॥
এই ব্যথায় দেখি মোর নিকটে মরণ।
সূর্য্য বংশে রাজা হৈতে নাহি একজন ॥
প্রতিকার নাহি মোর জীবনের আশ।
আমা হতে সূর্য্য বংশ হইবে বিনাশ ॥

ধন্বন্তরীর পুত্র আনে পদ্মনাভ (৪) নাম।
আসিয়া রাজার আগে করিলা প্রণাম ॥
শুভ যোগ দেখি রাজা পাইবা প্রতিকার।

ক-৬।১ চ-৭।১

দুই মত রাজা তোমার হইব প্রতিকার (৫) ॥
শম্বুকের ব্যঞ্জন খাও না করিয় ঘৃণা।
গূঢ় দ্বারে চুমুক দেউক একজনা ॥
শুনিয়া অধিক রাজার উড়িল পরাণ।
কেমতে শম্বুক খাব নাহি পরিত্রাণ ॥
রক্তে পূজে ভরিয়া আছে গূঢ় দ্বারে।
তাতে মুখ দিয়া কেবা চুমুকিতে পারে ॥
রাত্রি দিনে কেকই রাজার কাছে থাকে।
রাজার কাতর দুঃখ সর্ব্বক্ষণ দেখে ॥
স্বামী বহি স্ত্রীলোকের আর নাহি গতি।
চুমুকিব মুই তোমা হউক অব্যাহতি ॥
তোমার রক্ত পূজ মোর গাএর (৬) চন্দন।
তোমার শোণিত মোর অঙ্গের ভূষণ ॥
এত বুলি চুমুক দিলেক ততক্ষণ।
সেইক্ষণে হৈল রাজার দুঃখ বিমোচন ॥
কেকইর সেবা হেতু হৈল প্রতিকার।
তবে বর দিতে রাজা চাহে আরবার ॥

(১) 'জখন জেই হইবেক দৈবে তাহা করে।' গ-পুথি।
'জখন যাহা হইবেক দৈবে তাহা করে।' চ-পুথি।

(২) 'বিষফোট' ও 'গুহ্যদ্বারে।' গ—চ-পুথি।

(৩) অস্বস্তিতে। 'ব্যথায়'—গ-চ পুথি। গ ও চ পুথিতে এই রকম শব্দান্তর অনবরতই আছে।

(৪) গ-পুথিতে নামটি পড়া যায় সজ্জাকর। চ-পুথিতে নাম পৃথু। ঘ-পুথি নাম এড়াইয়া গিয়াছে। প্রথুক—ঝ

(৫) 'দুই মত দেখি রাজা তোমার নিস্তার।' গ-চ-পুথি।

(৬) অগৌর—ঝ।

দেবী বোলে দুই বর পাইল (১) তোমার ঠাঁই।
জখনে মাগিব বর দিবাত গোসাঁঞী॥
কেকৈএর কথা শুনি দশরথ হাসে।
আদ্যকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে (২)॥

১৮। পুত্রলাভার্থে দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার পরামর্শ এবং যজ্ঞসম্পাদনের জন্য ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়নের মন্ত্রণা।

হেন মতে আছে ষষ্ঠী সহস্র বৎসর (৩)।
পাত্র মিত্র লইয়া যুক্তি করে নৃপবর॥
এত কালে মোর ঘরে না হইল সন্ততি।
রাজ্য ভোগ ব্যর্থ মোর মুঞি নরপতি॥
মুই মৈলে পিণ্ড দিতে নাহি একজন।
সূর্য্য বংশ লুকাইল ভারত ভুবন (৪)॥

অন্ধ মুনিএ মোরে দিয়া আছে সাঁপ।
পুত্র শোকে মরিবা পাইবা বড় তাপ॥
কভু মিথ্যা নহে জান মুনির বচন।
আছুক হইব শোক নাহি পুত্র দরশন॥
শুনিয়া রাজার কথা বোলে পাত্রগণে।
হইবে তোমার পুত্র না চিন্তিয় মনে॥
যদি অন্ধ মুনিএ তোমাকে দিছে সাঁপ।
অবশ্য হইবে পুত্র না ভাবিয় তাপ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ কর ভুবনের সার।
যজ্ঞের প্রভাবে তোমার জন্মিব কুমার॥ ক-৬।২
যুক্তি করি মহারাজা হইল বাহির।
সুমন্তকে ডাকিয়া কহিলা মহাবীর॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ করিব শাস্ত্রের বিহিত।
প্রধান ব্রাহ্মণ আন কুলপুরোহিত॥
সরযুর কূলে কুণ্ড করহ নির্ম্মাণ।
সকল কার্য্য করহ হইয়া সাবধান (৫)॥

---

(১) থাকুক—ঝ।

(২) ক-পুঁথিতে ভণিতা নাই, ভণিতাটি গ-পুথির।

ঝ-পুথি :—

কেকইর কারণে রাজার ঘুচিল অবসাদ।
এই কেকই হৈতে রাজার পড়িবেক প্রমাদ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের গীত অমৃতের সার।
মন দিয়া শুন লোক পাইবে নিস্তার।

(৩) চ ও গ পুথির পাঠের মিল আছে,—ক-পুথির সহিত মোটামোটি মিল আছে। ক-পুথির পাঠই গৃহীত হইল। ক-পুথির পাঠই মধ্যে মধ্যে শব্দ ও ভাষান্তরিত হইয়া গ-চ-পুথির পাঠে দাঁড়াইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। খ-ও ঘ-পুথির সহিত ক-গ-চ-পুথির পাঠের মিল নাই।

(৪) ঝ-পুথির পাঠ :—

দশরথ রাজ্য করে নয় হাজার বৎসর।
পাত্র মিত্র লইয়া যুক্তি করে নৃপবর।
এতকালে নহিল মোর একটি সন্ততি।
পরলোকে গিয়া আমি না পাইব পিরিতি॥
পুত্র জদি থাকে তবে পরলোকে পাব।
আমা হৈতে সূর্য্যবংশ হইল বিনাষ॥
পুত্র জদি থাকে তবে করে শ্রাদ্ধ তর্পণ।
আমি মৈলে সূর্য্য বংশে নাহি একজন॥
স্নানকালে পুত্র যদি দেয় জলকোষ।
পিতৃলোক পাইলে হয় পরম সন্তোষ॥
এতকালে নহিল মোর পুত্র একজন।
রাজ্য ভোগ বৃথা আমার সকল অকারণ॥

(৫) এই ছত্র এবং পূর্ব্ববর্ত্তী তিন ছত্র গ-পুথির। ক-পুথিতে নাই।

বসিষ্ঠ বিনে পুরোহিত নাহিক আমার।
আমার যতেক কার্য্য বসিষ্টে লাগে ভার॥
হেন কালে সুমন্ত বোলে রাজার গোচরে।
ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি আন যজ্ঞ করিবারে॥
ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি আনিয়া কর তার পূজা (১)।
জেই বর চাহ তুমি পাইবে মহারাজা॥

১৯। অঙ্গ দেশে অনাবৃষ্টি নিবারণার্থ ঋষ্য-শৃঙ্গকে আনয়নের মন্ত্রণা। ঋষ্যশৃঙ্গের জন্মকাহিনী।

অঙ্গ দেশে আছে লোমপাদ (২) মহারাজা।
তার রাজ্যে অনাবৃষ্টি দুঃখ পাএ প্রজা॥
পাত্র মিত্র লইয়া যুক্তি করে সর্ব্বক্ষণ।
কোন যুক্তে মোর রাজ্যে হএ বরিষণ (৩)॥
পাত্র মিত্র বোলে রাজা শুন সাবধানে।
ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিরাজ আছে তপোবনে॥
বিভাণ্ডকের পুত্র সেই সর্ব্ব লোকে জানে।
যেই দেশে থাকে বৃষ্টি হএত আপনে॥

দুই শৃঙ্গ শিরে ধরে দেখিতে দুষ্কর।
ঋষ্যশৃঙ্গ জনমিল হরিণী উদর (৪)॥
বিভাণ্ডকের তপো দেখি আকাশে দেবগণ।
ইন্দ্র পাঠাইয়া দিল দেবতা পবন॥
বিভাণ্ডকের কাছে পবন লুকাইয়া থাকে।
গাছের ফল খাএ পবনে তাহা দেখে॥
গাছের জে ফল মুনি করেন ভক্ষণ।
অমৃত মাখি এড়িল তাতে দেবতা পবন॥
ফলের সনে অমৃত মুনি করিল ভক্ষণ।
মহাতেজ মুনির হইল ততক্ষণ (৫)॥

---

(১) এই ছত্রটি ক-পুথিতেও কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে আছে—কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী চারিটি ছত্র শুধু চ-পুথিতেই আছে।

(২) 'নৃপতি আছিল'—ক-পুথি। গৃহীত পাঠ গ-পুথির। ঋ-পুথিতে নারীর ছলনায় ভুলাইয়া ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন দশরথের মন্ত্রিগণের স্কন্ধে আরোপিত হইয়াছে এবং লোমপাদের কাহিনী বাদ পড়িয়াছে।

(৩) এই দুই ছত্র গ ও চ-পুথির, ক-পুথিতে নাই।

(৪) ঋষ্যশৃঙ্গের এই বিচিত্র জন্ম-কাহিনী রামায়ণ অথবা অধ্যাত্ম রামায়ণে নাই,—আছে মহাভারতের বন পর্ব্বে, ১১০ অধ্যায়, বঙ্গবাসী সংস্করণ।

(৫) ঋ-পুথিতে অতঃপর :—

হেনকালে অপ্সরা জায় অন্তরীক্ষে।
বায়ু কাপড় উড়ে মুনি সর্ব্বাঙ্গ তার দেখে॥
অপ্সরা দেখিয়া মুনির হৈল কাম মন।
কামে অচেতন বীর্য্য খসিল ততক্ষণ॥
কামে অচেতন হইরা বীর্য্য খসিয়া পড়ে।
সেই বনের উপরে বীর্য্য মুনির তখন পড়ে॥
সেই তৃণ হরিণী আসি করিল ভক্ষণ।
হরিণীর গর্ভ হইল বীর্য্যের কারণ॥
কথ দিন বই প্রসব হইল হরিণী।
মহাতেজ পুত্র জন্মিল জলন্ত আগুনি॥
প্রসব হইয়া হরিণী উলটিয়া চায়।
মনুষ্য আকার দেখি বড় লাগে ভয়॥
হরিণী কাননে গেল ছাওয়াল রহিল বনে।
তপ করিতে বিভাণ্ডক গেলা সেইখানে॥
ছাওয়ালের ক্রন্দন শুনিয়া হইলা বিস্মিত।
বিস্ময় ভাবিয়া মুনি চাহে (চারি) ভিত॥

মহাতেজ মুনির শরীরে তর্ব্বে বাড়ে।
কামে অচেতন মুনির বীর্য্য টলি পড়ে ॥
বীর্য্য টলি মুনির পড়িল তপোবনে।
চরিতে চরিতে হরিণী গেলা সেইখানে ॥
সেইখানে হরিণী জে করিল ভক্ষণ।
হরিণী উদরে ঋষ্যশৃঙ্গের জনম ॥
হেনকালে আকাশে হৈল দৈববাণী।
জেই বর দিব সিদ্ধি হৈব ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি (১) ॥
দুই শৃঙ্গ আছে তার শিরের উপর।
মহা তপোবন্ত মুনি হএত দুষ্কর ॥
তে কারণে হৈল তার ঋষ্যশৃঙ্গ নাম।
তার দরশনে সিদ্ধি হৈবে মনস্কাম ॥
মন্ত্রণা করিয়া তানে আনহ সত্বর।
তবে বৃষ্টি হৈব তোমার রাজ্যের ভিতর ॥

এতেক শুনিয়া রাজা সভাকারে বোলে।
বিভাণ্ডকমুনি পুত্র আনিব কোন ছলে ॥
বিভাণ্ডক সাঁপে কারো নাহিক নিস্তার।
সাঁপে পোড়াইয়া রাজ্য করিব ছারখার ॥
একে অনাবৃষ্টি পোড়ে বড় পায় তাপ।
অধিক তাপ পাইব লোক মুনি দিলে সাঁপ ॥
বাপে পুত্রে তপোবনে থাকে দুই জন।
বিভাণ্ডকের সমুখী হইব কোন জন (২) ॥
পাত্রমিত্রের সহিতে যুক্তি করিয়া বিশেষ।
জেন মতে ঋষ্যশৃঙ্গ আনিবেক দেশ ॥
বিভাণ্ডকে তপ করে তমসার জলে।
সর্ব্বদিন থাকে মুনি জলের ভিতরে ॥
সূর্য্য অস্ত গেল যদি হইল রজনী।
হেনকালে ঘরে আইসে বিভাণ্ডক মুনি ॥
এক যুক্তি বুলি রাজা যদি লএ মন।
সুবর্ণের নৌকা সজ্জ করহ রাজন ॥
নানান সন্দেশ দেও অমৃতের সার।
খাইবার তরে চাহি মুনির কুমার ॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু সুগন্ধি কস্তুরি।
বাছিয়া পাঠাও রাজা পরম সুন্দরী ॥
শৃঙ্গারের রস সেই কভু নাহি জানে।
কৌতুকে থাকিব কন্যা মুনিপুত্র স্থানে (৩) ॥ ক-৭।১

হরিণীর চক্ষু মুখ মানুষের কান।
বিস্ময় ভাবিয়া মুনি চারিদিকে চান ॥
ধ্যানে জানিলা মুনি আপনা নন্দন।
ছাওয়াল কোলে করিয়া গেলা নিজ তপোবন ॥
হেনকালে আকাশে হৈল দৈববাণী।
যে বলিবেক সেই হইবেক এই মহামুনি ॥
বিভাণ্ডক দেখে শিশু অতি অনুপাম।
মাথায় শ্রঙ্গ দেখিয়া থুইলা রিশ্যশ্রঙ্গ নাম ॥
রিশ্যশ্রঙ্গ মহামুনি থাকেন তপোবনে।
বিভাণ্ডকের পুত্র তিনি জানে সর্ব্বজনে ॥
রিশ্যশ্রঙ্গের জন্ম হৈল হরিণী উদরে।
হরিণীর শ্রঙ্গ তার মাথার উপরে ॥

(১) এই ষোড়শছত্রাত্মক ঋষ্যশৃঙ্গের জন্ম কাহিনী গ-পুথি হইতে গৃহীত। ক-চ পুথিতে নাই। খ-পুথিতে। আকাশস্থ অপ্সরা দর্শনে বীর্য্যপতন বর্ণিত হইয়াছে। ঝ-পুথিতেও ঋষ্যশৃঙ্গের অনুরূপ জন্মকাহিনীর বর্ণনা আছে। তাহা পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে।

(২) এই ছত্র এবং পূর্ব্ববর্ত্তী চারি ছত্র গ ও চ পুথির, ক-পুথিতে নাই।

(৩) কৌতুকে আসিব তবে স্ত্রী দরশনে। গ-পুথি।
কৌতুকে আসিব মুনি কন্যা সভা সনে। চ-পুথি।

পাত্রের বচন শুনি লোমপাদ হাসে।
এই যুক্তি মুনিপুত্র আনিব [া] ম দেশে (১)॥
ঋ-কৃত্তিবাস পণ্ডিতের গীত অমৃতনির্ম্মাণ।
মন দিয়া শুন লোক পাইবে পরিত্রাণ॥ ঋ।

২০। নারীগণের ছলনায় ভুলিয়া ঋষ্যশৃঙ্গের অঙ্গদেশে গমন ও অঙ্গদেশে অনাবৃষ্টির নিবৃত্তি। দশরথ-কন্যা শান্তার সহিত তাহাঁর বিবাহ।

সুবর্ণের নৌকা করি (২) সুবর্ণ পাতোআল (৩)।
অমৃত সমান দ্রব্য দিলেক অপার॥
ঘৃত মধু দধি দুগ্ধ কলসী কলসী।
তিন শত কন্যা দিল পরম রূপসী॥
সাজিলেক কন্যা রত্ন পরি আভরণ (৪)।
অপ্সরা সমান কন্যা মোহে দেবগণ॥
মুনি সব মোহ জাএ কন্যার সুবেশে।
নদ নদী বাহিয়া গেলেক সেই দেশে॥
বিভাণ্ডকে দেখিবেক তাহার কারণ।
নৌকা লুকাইয়া কন্যা রহিলেক বন॥
বনের ভিতরে কন্যা পশাইয়া রাত্রি।
প্রভাত কালেত কন্যা সবে করে যুক্তি (৫)॥
তপস্যা করিতে যদি গেলা মুনিবর।
সুবেশ করিয়া কন্যা আসিলা গোচর॥
ঋষ্যশৃঙ্গ আগে কন্যা নাচে গীতরঙ্গে।
নয়ান কটাক্ষে চাহে বিভঙ্গ ত্রিভঙ্গে॥
তাহা দেখি ঋষ্যশৃঙ্গ করে নিরীক্ষণ।
কামাতুর হৈয়া মুনি হৈল অচেতন॥
ষোড়শ বর্ষীয় সেই মুনির কুমার।
প্রথম বয়স সেই বুদ্ধিত উদার॥
বুঝিতে না পারিল সেই নারীগণ কলা।
ভাঁড়িয়া আনিতে চাহে পাতি নানা ছলা॥
কন্যা সব বলে তুমি কাহার নন্দন।
একেশ্বর বন মধ্যে থাক কি কারণ॥

---

(১) এই যুক্তিতে মুনিপুত্র আসিব আপন দেশে। গ-পুথি। এই যুক্তে ঋষ্যশৃঙ্গ আসিবেন দেশে। চ-পুথি।

(২) মূলে 'কর'।

(৩) এই পাতোআল বা পাতোয়াল শব্দটি মীনচেতনে আছে। ঢাকা সাহিত্যপরিষৎ প্রকাশিত মৎসম্পাদিত 'মীনচেতন' ২৩।২।৯:—"কাণ্ডারি নাহিক দড় পাতোয়ান খসে।" বিশুদ্ধ পাঠ পাতোয়ান নহে, পাতোয়াল। মুন্সী আবদুল করিম সম্পাদিত বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ প্রকাশিত গোরক্ষবিজয়েও আছে .২৩৯। মুন্সীসাহেব কোন ব্যাখ্যার চেষ্টা না করিয়া শুধু লিখিয়াছেন—পাতোয়াল—নৌকার হাইল;—helm. শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন শব্দটির এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন:—হিন্দী—পত্‌বার=পতোয়ার=পাতোয়াল=হাল। 'মীনচেতনের টীকা'—প্রতিভা, ৭ম বর্ষ—৪১৭।১।২৬ তুং—শাস্ত্রী মহাশয়ের "বৌদ্ধ গান ও দোহা"—৫৮ পৃষ্ঠা, ৩৮নং পদ "সদ্‌গুরু বঅনে ধর পতবাল।" শব্দটির মূল কেহ ব্যাখ্যা করেন নাই। আমার মনে হয়,—পত্‌-শাসনে, নিয়ামনে। বার্‌=বারি, জল। পত্‌বার=জলনিয়ামক যন্ত্র। ডাঃ শহিদুল্লাহ্‌ বলেন:—পত্রওয়ালা=পত্রের ন্যায় অগ্রভাগযুক্ত=পাত্‌ওয়ালা=পাতোয়াল।

(৪) মূলে 'রত্ন' এবং 'অভরণ'।

(৫) বনের ভিতরে বসি চারি প্রহর রাত্রি।
প্রভাতকালে জুক্তি করে সকল জুবতী॥ গ-পুথি।
বনের ভিতর লুকাইয়া চারি প্রহর রাতি।
প্রভাতকালে কন্যা সব করিল জুগতি। চ-পুথি।

প্রথম বয়স তোমার রূপে অনুপাম।
কোন কুলে জন্ম তোমার কহ নিজ নাম ॥
ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি বোলেন শুন কন্যাগণ।
বিভাণ্ডক মুনি জান কাশ্যপ নন্দন ॥
ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি জান তাহান তনয়।
বাপে পুত্রে বনে থাকি কারো নাহি ভয় ॥
প্রভাতে জাএন বাপ তপস্যা করিবারে।
সন্ধ্যা কালেত চলিয়া আইসেন নিজ ঘরে ॥
মনুষ্যের সঙ্গে তান নাহিক বচন।
কথাবার্ত্তা কহিতে না পারে কোন জন (১) ॥ ক-৭।২
আমার আশ্রম সে অতি (২) পুণ্যে পাই।
অতিথির সেবা আমি করি এই ঠাই ॥
তুমি সব কন্যা এথা আইলা কি কারণ।
স্বরূপ করিয়া মোরে কহত কারণ ॥
কন্যা সবে বোলে তোমার সেবার কারণ।
সতত সেবিব আমি তোমার চরণ ॥
শুনিয়া কন্যার কথা মুনি পুত্র হাসে।
কৌতুকে বসিল সব কন্যা লৈয়া পাশে (৩)

---

(১) সকল দেবতা কাঁপে দেখি মোর বাপ।
মনুষ্যের সঙ্গে মোর নাহিক আলাপ ॥
চারি প্রহর আমি থাকি একেশ্বর।
মানুষ সঞ্চার নাই বনের ভিতর ॥
গ ও ছ-পুথিতে এই চারি ছত্র অতিরিক্ত আছে।

(২) স্পষ্টই 'অতিথি' হইবে। পাঠান্তর এমন খিচুড়ী যে মূল পাঠ কি, তাহা ঠিক করা কঠিন; যথা:—
ভাগ্যে পুণ্যে অতিথি আইসে তপোবনে।
চারি প্রহর থাকি আমি তোমা সবা সনে ॥ গ-পুথি
আমার আশ্রমে অতিথ বড় ভাগ্যে পাই।
অতিতের সেবা করি আমি ইহা চাই ॥ চ-পুথি
আমার আশ্রমে আইলা অতি ভাগ্য পাই।
অতিথের সেবা করি এই আমি চাই ॥ ঝ-পুথি

(৩) ২নং টীকায় উদ্ধৃত গ-পুথির—"চারি প্রহর থাকি আমি তোমা সবা সনে"-এই ছত্রের পরে আছে:—
রিষশ্রিঙ্গের কথা শুনি কন্যা সব হাসে।
মনে ভাবে কন্যা সব পারিব নিতে দেশে ॥
নানা সন্দেষ দিল অমৃত রসাল।
খাইয়া পাগল হৈল মুনির কুমার ॥
গাএর বস্ত্র ঘুচাইয়া দিল আলিঙ্গন।
কামে অচেতন হৈল মুনির নন্দন ॥
স্ত্রীবিলাস মুনিপুত্র কভু নাহি জানে।
কন্যা সব লৈয়া মুনি থাকে রাত্রি দিনে ॥
হাত বাড়াইয়া কেহো দেএ আলিঙ্গন।
স্বর্গবাষ হৈল জেন বাসে মুনির মন ॥
সর্ব্ব অঙ্গ দেখে তার পরম কৌতুকে।
সুললিত দুই স্তন মুনিপুত্রে দেখে ॥
সুবর্ণ নির্ম্মিত সেই কুচের গঠন।
কৌতুকেত তাহা ধরে মুনির নন্দন ॥
দুই স্তন মুনিপুত্রে ধরিলেক হাতে।
[দুই কুচ মুনিপুত্র ধরে দুই হাথে। চ-পুথি]
স্বর্গ বাস পাইল জেন হেন লয় চিত্তে ॥
স্ত্রী সম্ভাসিতে স্তন লাগে সুশীতল।
কামে মুনিপুত্র তবে হইল বিকল ॥
কামে অচেতন হৈল মুনির তনয়।
বড় সুখ পাইয়া মুনি আর কোল দেএ ॥
রিস্বশ্রিঙ্গে বোলে কন্যা সুন মোর বাণী:
তোমা সনে কিবা তত্ত্ব কহ দেখি সুনি ॥
গাএত লাগিল স্তন পুলকিত অঙ্গ।
অচেতন হইলাম দিলা আলিঙ্গন ॥
রিস্বশ্রিঙ্গের কথা সুনি কন্যা সর্ব্বে বোলে।
ত্রিসন্ধ্যা মুনিপুত্র না জান কোন কালে ॥

নারীর পরশে তান বাড়িল মদন।
কামাতুর হৈয়া কন্যা করিলা রমণ ॥
কামের আমোদ যদি কুমারে পাইলা।
মূর্ছিত হইয়া সেই বিরহে ডুবিলা ॥
ঋষ্যশৃঙ্গ বোলে শুন স্বর্গ বিদ্যাধরী।
আমাকে লইয়া তুমি চল নিজ পুরী ॥
জাবত আমার বাপু নাহি আইসে ঘর।
আমাকে লইয়া কন্যা চলহ সত্বর ॥
মোর বাপে দেখিলে যে পড়িব প্রমাদ।
তবে না পারিবা জাইতে হবে কার্য্য বাদ ॥
ঋষ্যশৃঙ্গ কথাশুনি কন্যাএ হরিশে।
উত্তরিল গীয়া মুনি অঙ্গরাজ্য দেশে ॥
ঋষ্যশৃঙ্গ দেখিয়া হরিশ পৌর জন।
অনাবৃষ্টি রাজ্যেতে হইল বরিষন ॥

হেন কালে বিভাণ্ডক মুনি আইল ঘর।
পুত্র না দেখিয়া মুনি হইলা ফাঁফর ॥
কুপিল বিভাণ্ডক মুনি অগ্নি হেন জ্বলে।
লোমপাদ (১) দেশে তবে বিভাণ্ডক চলে ॥
এথা লোমপাদ রাজা করিলা মন্ত্রণা।
এক জুক্তি হৈয়া সব রহিলা আপনা ॥
সংসারেত জত কিছু সব মুনি জানে।
জতদূর জম্বুদ্বীপ চিন্তিলেক মনে ॥
ঋষ্যশৃঙ্গ উপদেশে আনিল শঙ্কটে।
দূরে ছিল বনে বৃদ্ধ আসিল নিকটে ॥
রম্ভা নামে কন্যা জান পরম সুন্দরী।
ত্রিভুবন জিনি রূপ জেন বিদ্যাধরী ॥
লোমপাদের পুত্র নাহি কন্যা সে বিস্তর। ক-৮।১
কন্যা আনি দিলা রাজা মুনির গোচর ॥
সেই কন্যা ঋষ্যশৃঙ্গে করিলেক বিহা।
পরম হরিশে মুনি আছে নির্ব্বহিয়া (২) ॥

লোক মুখে শুনিআছ স্ত্রি বড় জাতি।
স্তনে দুগ্ধ ঝরে সর্ব্ব লোকে খ্যাতি ॥
জৌবন কালেত হএ এই সব রঙ্গ।
তে কারণে তোমাতে দিলাম আলিঙ্গন। গ-১৯।১
কন্যা সবে বোলে জত খাইলা সন্দেষ।
ইহার অধিক আছে আমা সবা দেশ ॥
আমা সবা অধিক আছে পরম সুন্দরী।
অমরাবতি জেন আমা সবের নগরী ॥
মুনির কুমারে বলে উপাধিক পাই।
আমারে লইয়া চল তোমা দেশে যাই ॥
আমার জে বাপ আইলে হইব প্রমাদ।
তবে জাইতে নারিব হইব কার্য্য বাদ ॥

চ-পুথিতে ইহার অনেক অংশ আছে, ছ-পুথিতেও ইহার কতকটা আছে।

(১) ক-পুথিতে নামটি 'শোমপাল'। একস্থানে—'সোমপদ'।

(২) ক-পুথির এই অংশের পাঠ এলোমেলো, অসঙ্গত ও সংক্ষিপ্ত। গ-পুথির পাঠ ইহার অপেক্ষা অনেক ভাল, তাহা উদ্ধৃত করিলাম :—

আমার জে বাপ আইলে হইব প্রমাদ।
তবে জাইতে নারিব হইব কার্য্য বাদ ॥
জাবত আমার বাপ নাই আইসে ঘর।
আমারে লইয়া তবে চলহ সত্যর ॥
রিষশ্রিঙ্গের কথা সুনি কন্যা সব হাসে।
নৌকাতে চড়হ আসি জদি জাইবা দেশে।
কৌতুকে জে নৌকাতে চড়িল রিষশ্রিঙ্গে।
কেলি কুতুহলে চলে কন্যা সব সঙ্গে ॥
নৌকার উপরে আছে বিচিত্র হৈয়া ঘর।
কন্যা লইয়া কেলি করে ঘরের ভিতর ॥

সুর্জ্জ অস্ত জাএ তবে বেলা অবসেষ।
হেন কালে রিস্যশ্রিঙ্গ লৈয়া আইল দেষ॥
লোমপাদ দেশে আইল মুনির নন্দন।
অনাবৃষ্টি ছিল রাজ্যে হইল বরিসন॥
হেনকালে লোমপাদ করিল মন্ত্রণা।
বিভাণ্ডক আইসে কিবা পথে দিল থানা॥
পাত্রমিত্র সবে বোলে রাজা বিস্তমানে।
এক কথা কহি রাজা জদি লএ মনে॥
জেই পথে আসিয়াছে মুনির নন্দন।
সব গ্রাম মুনিরে দেয় সুনহ রাজন॥
সুনিলে মাত্র কুপিবেক বিভাণ্ডক মুনি।
বিভাণ্ডকের কোপ জেন জলন্ত আগুনি॥
তোমা রাষ্যে পুত্র হেন সুনি মহারিসি।
সব রাষ্য পুড়িয়া করিব ভস্মরাশি॥
পুত্রের রাষ্য হৈল সুনিলে মহারিসি।
তবে সে তোমার রাষ্যে হইব অবিনাসি॥
পাত্রমিত্র বাক্য রাজা না করিল আন।
রিস্যশ্রিঙ্গেরে রাষ্য করিলেক দান॥ গ-১৯।১
জেই পথে আসিয়াছে মুনির নন্দন।
হৃস্যশ্রিঙ্গের রাষ্য বলি হইব [ল] ঘোষণ॥
তমসার কুলেত জতেক লোক বৈসে।
সব গ্রাম দিল রাজা পরম হরিসে॥
হৃস্যশ্রিঙ্গের রাষ্য হইল জানে সর্ব্বজন।
সর্ব্বজন সহিতে রাষ্য দিলেন রাজন॥
হৃস্যশ্রিঙ্গেরে রাজা দিয়া অধিকার।
জোড় হস্তে মুনির চরনে নমস্কার॥
হাসি আসির্ব্বাদ করে মুনির নন্দন।
মুনি পুত্রেরে দিব্য পুরি দিল ততক্ষণ॥
সান্তা নামে কন্যা ছিল লোমপাদ ঘরে।
সেই কন্যা বিভা দিল হৃস্যশ্রিঙ্গ তরে॥
পুরির ভিতরে কেলি করে হৃস্যশ্রিঙ্গে।
পরম আনন্দে আছে কন্যা সব সঙ্গে॥

হেন কালে বিভাণ্ডক মুনি আইল ঘর।
পুত্র না দেখিয়া মুনি হইল ফাপড়॥
ব্রহ্মমন্ত্র জপি মুনি বসিল ধেয়ানে।
লোমপাদে নিল পুত্র ধ্যানে মুনি জানে॥
ঘৃত পাইলে অগ্নি জেন অধিক উথলে।
লোমপাদের দেশ পুড়িতে বিভাণ্ডক চলে॥
বিভাণ্ডকের কোপ দেখি দেবগণ কাপে।
দেবগণ নাই আইসে মুনির প্রতাপে॥
তমসা পার হইল বিভাণ্ডক মুনিবর।
সমুখেত্ত দেখে রাষ্য বিচিত্র নগর॥
লোমপাদের দেশ হেন মুনি সবে জানে।
ভস্ম হৌক রাষ্য তবে আমাব বচনে॥
মুনি সাপে ভস্ম হৈল দহিল নগর।
লোক দেখি জিজ্ঞাসা করিল মুনিবর॥
কার রাষ্য এইখান কহত নিস্তএ।
মোর সাপ বের্থ তবে কভু নাহি হএ॥
মুনিরে প্রণাম করি সব প্রজাগণ।
হৃস্যশ্রিঙ্গের রাষ্য এই সুন মহাজন॥ গ-১৯।২
সুনি হরসিত তবে হৈল মুনিবর।
ক্রোধ দুর করি তবে নিবাইল আনল॥
জত দুর পথ হাটি জায় মহামুনি।
হৃস্যশ্রিঙ্গের রাষ্য হেন জানহ আপনি॥
পুত্রের সুনিয়া রাষ্য হরিস অপার।
আপনা রাষ্য লোমপাদে দিল অধিকার॥
সুনিয়া জে বিভাণ্ডক হৈল হরসিত।
রাজার দুয়ারে মুনি গেলেন তরিত॥
বিভাণ্ডকে বোলে দ্বারি সোনহ সত্ত্বর।
মোর বার্ত্তা জানায় গিয়া রাজার গোচর॥
মুনির আজ্ঞাএ দ্বারি চলিল সত্ত্বর।
ধাইয়া গিয়া বার্ত্তা কহে রাজার গোচর॥
দ্বারি বোলে সুন বার্ত্তা লোমপাদ রাজা।
বিভাণ্ডক দ্বারে আইল কর গিয়া পুজা॥

শুনি লোমপাদের জে উড়িল পরাণ।
মুনিপুত্র আনিতে পাঠাইল আগুআন॥
হেন কালে মুনিপুত্র আইল সেই থানে।
লোমপাদ লইয়া জাএ বাপ সম্ভাসনে॥
হেন কালে হৃস্বশ্রিঙ্গে বাপ নমস্করে।
পুত্র পুত্র বলি মুনি লইলেক কোলে॥
লোমপাদ পড়িল তবে মুনির চরণে।
লোমপাদ দেখি মুনি হাসে মনে মনে॥
মুনি বোলে লোমপাদ শুন মহারাজা।
ভয় পাইয়া পুত্রেরে রাজ্য দিলা সব প্রজা॥
ভস্ম করিতাম রাজ্য সাঁপ দিয়া কোপে।
রাজ্য রক্ষা পাইল হৃস্বশ্রিঙ্গের প্রতাপে॥
শুনি লোমপাদে বোলে মুনির গোচর।
জোড় হাত করি বোলে শুন মুনিবর॥
রাজ্য অধিকার গোসাই আমা নাই লাগে।
পিতা পুত্রে রাজ্য গোসাই করো জুগে ২॥
এতেক বলিল রাজা মুনির চরণ।
বিভাণ্ডকে বোলে তবে শুন সর্ব্বজন॥
রাজ্যে সুক ভোগ মোর নাই কোন কাজ। গ-২০।১
হৃস্বশ্রিঙ্গ লইয়া রাজ্য কর মহারাজ॥
পুত্রের আশ্রমে মুনি ছিল এক রাত্রি।
প্রভাতে বিদায় করি চলে শীঘ্র গতি॥
হৃস্বশ্রিঙ্গে বন্দে আসি বাপের চরণ।
হৃস্বশ্রিঙ্গ দেখি মুনি বোলে ততক্ষণ॥
রাজ্য সুখ কর পুত্র পরম কুতুহলে।
আমার যে তত্ত্ব বাপু করিয় ভালে ভালে॥
মনেত ভাবিয়া মুনি করিল বিচার।
পুত্র পরিবার জত সকল অসার॥
এতেক ভাবিয়া মুনি খেমা দিল মনে।
নেউটিয়া আর বাঁর গেল তপোবনে॥
কির্ত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর পাচালি।
আস্ত কাণ্ড গাইয়া দিল এসব শিকলি॥

সুমন্তে বোলে রাজা তুমি না কর বিলম্ব।
যত্ন করি আন রাজা মুনি হৃস্বশ্রিঙ্গ॥
হৃস্বশ্রিঙ্গ লোমপাদে আনিল সঙ্কটে।
দূরে ছিল হৃস্বশ্রিঙ্গ আসিল নিকটে॥
শান্তা নামে কন্যা তোমা পরম কামিনী।
লোমপাদে কন্যা দিয়া মাগিলা মেলানি॥
লোমপাদের কন্যা নাই পুত্র জে বিস্তর।
কন্যা মাগিয়া লইল তোমার গোচর॥
সেই কন্যা হৃস্বশ্রিঙ্গেরে করিয়াছে দান।
তোমার বচন মুনি না করিব আন॥
হৃস্বশ্রিঙ্গ জামাতা তোমা সর্ব্বলোকে জানি।
রাজা ঠাই মাগি আন হৃস্বশ্রিঙ্গ মুনি॥
হৃস্বশ্রিঙ্গ আনিতে তুমি চলহ আপনি।
তবে জগ্য করিয় তোমি সুন মোর বাণী॥
সুমন্তের ঠাই রাজা সুনিয়া বচন।
হৃস্বশ্রিঙ্গ আনিতে রাজা করিল গমন॥
সৈন্য সেনা রাজার চলিল কোলাহলে।
উত্তরিল গিয়া রাজা লোমপাদ ঘরে॥
দশরথের বার্ত্তা পাইয়া লোমপাদ রাজা।
পাদ্য অর্ঘ দিয়া দশরথের করে পূজা॥ গ-২০।২
হেন কালে দশরথ লোমপাদেরে বোলে।
সর্ব্ব কার্জ্জ সিদ্ধি হএ হৃস্বশ্রিঙ্গ গেলে॥
অশ্বমেধ জজ্ঞ করিব সুন মহারাজ।
হৃস্বশ্রিঙ্গ গেলে মোর সিদ্ধি হএ কাজ॥
লোমপাদ বোলে রাজা জেই আজ্ঞা কর।
হৃস্বশ্রিঙ্গ দিবাম দেশের তরে চল॥
লোমপাদে বোলে গোসাই হৃস্বশ্রিঙ্গ মুনি।
তোমা নিতে দশরথ আসিছে আপনি॥
রাজচক্রবর্ত্তি রাজা সভার উপর।
পুত্র নাহি দশরথ চাহে পুত্র বর॥
অশ্বমেধ জজ্ঞ করিতে চাহে মহারাজ।
তোমি গেলে রাজার জে সিদ্ধি হএ কাজ॥

লোমপাদের কথা সুনি স্বস্বশ্রিঙ্গ হাসে।
কার্জ্জ সিদ্ধি হৈব রাজা চল জাই দেশে ॥
তিন দিন ছিল রাজা পরম হরিসে।
স্বস্বশ্রিঙ্গ লইয়া রাজা আসিলেক দেশে ॥
দেশে আনি স্বস্বশ্রিঙ্গ করে পুরস্কার।
পুত্র বর পাএ রাজা করি পরিহার ॥

ইহায় পর হইতে আবার ক-পুথির সহিত মিল আছে। এই উদ্ধৃত পাঠের প্রথমাংশ চ এবং ছ-পুথিতেও 'ক'-পুথির মতই সংক্ষিপ্ত। কিন্তু 'ঋষ্যশৃঙ্গে লোমপাদ আনিল সঙ্কটে' এই ছত্র হইতে গ, চ এবং ছ-পুথির বেশ মিল আছে।

ঋষ্যশৃঙ্গের কাহিনীটি বড়ই বিচিত্র, তাই এই প্রসঙ্গের পাঠনির্ণয় লইয়া বিশেষ অনুসন্ধান করা গেল। অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে ঘ-পুথির পাঠ স্থানে স্থানে অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণের সহিত অবিকল মিলিয়া যায়। বাজার-সংস্করণের পাঠের সহিত অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণের বিষয়গত মিল আছে, ভাষাগত মিলও মন্দ নহে।

বাজার-সংস্করণের রামায়ণ এবং ঘ-পুথি যে বিশেষ ভাবে অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ দ্বারা প্রভাবিত, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। (বাল্মীকি-রামায়ণের গৌড়ীয় সংস্করণে বেশ্যাগণ দ্বারা ভুলাইয়া ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়নের কথা আছে—কৃত্তিবাসী রামায়ণেও সেই কাহিনী গৃহীত হইয়াছে।) অদ্ভুতাচার্য্য এক বৃদ্ধা বেশ্যাকে এই মোহিনীগণের পরিচালিকা কল্পনা করিয়া নূতনত্ব করিয়াছেন—এবং এই বৃদ্ধা পরিচালিত রমণী বাহিনীই যাইয়া ঋষ্যশৃঙ্গকে ছলনায় ভুলাইয়াছে। বাজার-সংস্করণেও অদ্ভুতাচার্য্যই অনুসৃত হইয়াছে—উহাতেও বৃদ্ধা বেশ্যাই রমণী বাহিনীর নায়িকা। উভয়ের ভাষার মিলের নমুনা দেখুন :—

অদ্ভুত

করযোড়ে স্তুতি করে বুড়ীর সাক্ষাতে।
আদর করিয়া মুনি ফল দিল খাইতে ॥
ভূমি পরশিয়া মুনি ছুইল নাক কান।
বিষ্ণু পূজা না হইলে না করি জল পান ॥

বাজার সংস্করণ

ফল মূল জল ঘরে ছিল যে সম্বল।
বুড়ীর ভক্ষণ হেতু দিলেন সকল ॥
শ্রীবিষ্ণু বলিয়া বুড়ী ছুইল দুই কান।
বিষ্ণু পূজা বিনা নাহি করি জল পান ॥

বাজার-সংস্করণের রামায়ণের যেই যেই স্থানে কৃত্তিবাসের প্রকৃত রচনা রক্ষিত হইয়াছে, তথায় এই ব্যাপার সর্ব্বদাই লক্ষ্য করিয়াছি যে উহার আদি সম্পাদকগণ ভাষা ও মিলের সৌন্দর্য্যবিধানের জন্য মূল রচনায় যথেচ্ছ পরিবর্ত্তন করিতে দ্বিধা করেন নাই। বস্তুতঃ পাঠক সাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য ঐরূপ পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা ছিল। বর্ত্তমান সংস্করণ হইতে সাধারণপাঠ্য এক সংস্করণ প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে ভাষা ও মিলের সুকুমারত্ব বিধান করিতে যাইয়া মূল কৃত্তিবাসী রচনায় ঐরূপ পরিবর্ত্তনবিধানের আবশ্যকতা বুঝিতে পারিয়াছি এবং সময় সময় কোন কোন ছত্রের রূপ পরিবর্ত্তন করিতে যাইয়া দেখিয়াছি যে পরিবর্ত্তিত ছত্র বাজার-সংস্করণের রূপের সহিত অবিকল মিলিয়া যায়। মুদ্রিত অদ্ভুতে এবং বাজার-সংস্করণে উপরের উদ্ধৃত স্থানে যে গরমিল দেখা যায়, সম্ভবতঃ বাজার-সংস্করণের আদি-সম্পাদককৃত পরিবর্ত্তনই তাহার মুখ্য কারণ।

তুলনামূলক সমালোচনার সুবিধার জন্য নিম্নে এই প্রসঙ্গের ঘ-পুথির পাঠ উদ্ধৃত করিলাম। সর্ব্বত্র শ ঘ-পুথির এক বিশেষত্ব।

২০-ক। ঋষ্যশৃঙ্গের জন্মকাহিনী ও অনাবৃষ্টি নিবারণার্থে লোমপাদের অঙ্গ রাজ্যে তাহাকে আনয়নের মন্ত্রণা।

সন্তোষে পুছিল রাজা রঘুবংশের নাতি।
কার পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ (১) কাহাতে উৎপত্তি (২) ॥

(১) মূলে 'ঋশশ্রীঙ্গ'
(২) মূলে 'উত্প্রত্তি'

কেনে বা রহিলেন লোমপাদে [র] ঘরে।
আদি হইতে কহ কথা শুনিব উত্তরে ॥
শুনিয়া রাজার কথা সুমন্ত্র (১) পাত্র পুনি।
কহিতে লাগিলা (২) অতি পরম কাহিনী ॥
কশ্যপ মুনির পুত্র বিভাণ্ডক তপোধন।
উর্দ্ধবাহু করিঞা তপ করে তপোধন ॥
পরশ্রাব করিতে তার চন্দ্র হইল পাত।
তৃণ সহিতে (৩) হরিণী গিলিল (৪) আগোয়াত ॥
ঋতুবতী (৫) হরিণী হইল সেহ দিনে।
তৃণ সহিতে (৬) মুনির চন্দ্র করিল ভক্ষণে ॥
সেই দিনে হরিণী হইল গর্ভবতী।
কথোক দিনে প্রসবিল মুনির আকৃতি ॥
মানুষ রূপ দেখিয়া মৃগী গেল দূর।
বিভাণ্ডক মুনির পুত্র হইল প্রচুর ॥
মায়া অনুবন্দে ছায়াল নেহালে।
আশ্রমে আনিল মুনি ছায়াল করিয়া কোলে ॥
পত্র শয্যাতে থাকে খায় কুশের রস।
দিনে দিনে বাড়িল শিশু ত রূপশ ॥ ঘ-১৮।২
শৃঙ্গ দুটি শিশুর উঠিল কপালে।
ঋষ্যশৃঙ্গ নাম তার থুইল কথোক কালে ॥
হেন কালে লোমপাদ অঙ্গ অধিপতি।
রাজ্য পালিতে দৈবে লৈল তার মতি ॥

শোড়শ বরিষ হইল কন্যার জৌবন।
রিতুবতী হৈল কন্যা তম নহিল শমর্পণ ॥
মন্ত্রি লঞা চিন্তে রাজা রাজ্যের উপাতে।
বৃষ্টি অভাবে হইল লোকের বিঘ্ন (৭) ॥
ভাল ভাল পণ্ডীত আর মুনি জন।
শভাকে আনিঞা জিজ্ঞাশীল বচন ॥
শমাঞি মেলিঞা রাজাকে দিল উপদেশ।
ঋশ্যশ্রীঙ্গ আনিঞা রাখ আপনার দেশ ॥
এতেক শুনিঞা আদেশীল মন্ত্রী ভাগ।
ঋশ্যশ্রীঙ্গ আনিঞা রাখ আপন সমাজ ॥
মন্ত্রি সবে মন্ত্রণা করিঞা সার।
দিন দিবশের পথ কেমতে আশীব মুনির কুমার ॥
এক পাত্র আছিল তাতে রাজার বিশ্বাষ।
এক মন্ত্রণা তেও করিল প্রকাশ (৮) ॥
জেন জন্মের কথা ঋশ্যশ্রীঙ্গ মুনি।
স্ত্রি পুরুষে ভেদ মুনি নাহি জানি ॥
বেশ্যা শব পাঠাইঞা দি ধরিঞা মুনির বেশ।
ফল বলিঞা দিবে মধুর শন্দেশ ॥
মোদক ভক্ষণে করিবেক আর মধু পান।
বেশ্যা শব দেখিঞা তার হবেক মুনির জ্ঞান ॥
মুনিকে করিবে বেশ্যা চুম্বন আলিঙ্গন।
প্রিত পাঞা আশীবেন মুনির নন্দন ॥ ঘ-১৯।১
বিশ্বাষে বুলিতে বুলিল পাত্রগণ ॥

---

(১) মূলে 'শুমন্ত'
(২) মূলে 'লাগীলা'।
(৩) মূলে শহিতে (৪) মূলে গীলীল।
(৫) মূলে রিতুবতি।
(৬) মূলে শহিতে। এত অধিক পাদটীকা দেওয়া অপেক্ষা অতঃপর মূলানুগত পাঠই দিব।

(৭) এই দুই ছত্রের আদিতে ও অন্তে দুইটী তারকা চিহ্ন আছে, যেন মধ্যবর্ত্তী কথা মূল পুথির অন্তর্গত নহে—গায়েনের গন্ত বিবৃতি।
(৮) মোটেই কৃত্তিবাসের রচনার মত মনে হয় না। পাঠভোলা গায়েনের ভ্রষ্ট স্মৃতির অক্ষম চেষ্টার মত প্রতিভাত হয়।

জত জত বেশ্যা গুণ ধরে।
বেশ্যা শব আনাইল সভার ভিতরে॥
বেশ্যা শব আনাইয়া বোলেন পাত্রগণ।
সাবধানে সুন তোরা আমার বচন॥
রাজার জীবকা খাও ভাণ্ডারের ধন।
লোভাঞা খাও রাজার পুরিগণ॥
তবে জদি করিতে পার রাজার প্রয়োজন।
তবে শে খাইতে পার ভাণ্ডারের ধন॥
অরণ্য আশ্রয়ে আছে বিভাণ্ডক মুনি।
তার পুত্র ঋশ্বশ্রীঙ্গ লোক মুখে শুনী॥
সেহ মুনি জদি লোভাইয়া আনি জদি পার।
রাজ্য রক্ষা হয় তবে রাজার হিত কর॥
এতেক শুনিয়া তবে গনীকা সুন্দরী।
মুনি শাপের ডরে হেট মাথা করি॥
সেই গনে ছিল আম্বের এক টেঠে।
নাট গীতে শক্তি নাহি বুধ্যে রাজ্য লুটে॥
ধিরে ধিরে আগু বাটি বোলে শভায়।
রাজ আজ্ঞা পাইল কেবল পুণ্য ভাগ॥
জত জানি আমি উপায় বিস্তর।
সকল কহিঞা বিগুমানে॥
আনিব মুনিবর আমা সভাক দেও গজ মুক্তার হার।
উত্তম বস্ত্র আনিয়া দেয় অনেক অলঙ্কার॥
নানারূপে সন্দেশ দেহ আর মোদক।
চিনী সর্করা দেহ দধি ঘট॥
গঙ্গাজল খির জল সভার প্রধান।
মধুর সন্দেশ দেয় মধু রশমান॥
সুগন্ধি সুগন্ধি সুভাশীত দে······। (১) ঘ-১৯।২

---

(১) ১৯ ও ২০ পাতার মধ্যে কিছু রচনা পড়িয়া গিয়াছে,—কারণ রচনাপ্রবাহ অব্যাহত নাই।

২০খ। নারীগণের ছলনায় ভুলিয়া ঋষ্যশৃঙ্গের অঙ্গদেশে গমন।

·········মনে নৌকা চলিল শকাল।
রাত্রী দিন বাঞা গিঞা পাইল তপোবন।
আশ্রম নিকটে বাসা করিল ততক্ষণ॥
বুড়ি বেশ্যা বোলে এখন [নহে] গিদ নাচন।
বিভাণ্ডক শাপিঞা পাছে লএত জীবন॥
কালি বিহানে জাব মুনির তপোবন।
সেহ কালে দেখিব গিয়া মুনির নন্দন॥
নিশবদে রহিলা শব নাহিক প্রকাশ।
বিভাণ্ডকে শাপিঞা পাছে করে শর্ব্বনাষ॥
তিল কুশ ফল দুর্ব্বা নানাবিধী ফুল।
তপ করিতে গেলা মুনী গঙ্গা কুল॥
সেইকালে বেশ্যা সব ধরিয়া মুনির বেশ।
ধিরে ২ গেলা সেই আশ্রম উদ্দেশ॥
বশীঞাছেন ঋশ্বশ্রীঙ্গ বেদ উচারিতে।
বেশ্যা শব দেখিঞা মুনি উঠিলা আস্তে বেস্তে॥
আগু বাড়াঞা জোড় হাতে করিছেন বিনয়।
কথা হইতে জায় তোমরা কোনরূপ হয়॥
বুড়ি বেশ্যা বুলিতে লাগিলা হাশ্য অভিলাষে।
আমি সব মুনি ভ্রমি নানাদেশে॥
নানা তির্থ করিঞা বেড়াই তৃভূবন।
এই শব দেখ জে আমার শীশ্যগণ॥
মোহাতপস্বীগোনা দেখ আমার সংহতি।
তবে শ্রীষ্ট করিতে পারে এক বেকতি॥
বৃদ্ধ মুনি বোলে দেখ সুনহ ব্রাহ্মণ।
একাকি দণ্ডক মাঝে সবে একজন॥
তবেত শুনীঞা বোলে মুনির নন্দন। ঘ-২০।১
আপন পরিচয় দেহ শুনহ বচন॥

বিভাণ্ডক পীতা আমার কশ্যপ নন্দন।
ঋশ্যশ্রীঙ্গ নাম আমার এহি তপোবন॥
তপ করিতে গীঞাছে বিভাণ্ডক তপোধন।
বিকালে আসিবেন পীতা শুনহ বচন॥
আমার আশ্রমে বিশ্রাম কর মুনিগণ।
মুনির শুনিঞা কিছু বিনয় বচন॥
হাসীঞা ত বুড়ি বেশ্যা বোলে ততক্ষণ।
ক্ষেনেক বিশ্রাম করি হেন লয়ে মোন॥
পালিতে উচিত হয় মুনির বচন।
ব্রাহ্মণের বাক্য আমি না করি লঙ্ঘন॥
বিশেষে পবিত্র দেখি তোমার তপোবন।
ঘরে হইতে আসন আনিঞা দিল মুনী॥
ফল মুল কিছু আনিঞা দিলেন ভক্ষিতে।
খাও ২ করিঞা রহিলা জোড় হাতে॥
ভুমী ছুঞা বুড়ি বেশ্যা ছুইল শ্রবণ।
বিনি বিষ্ণু পূজা যে না করিএ জল পান॥
আর হেন মুনির জ্ঞান না করিহ আমাকে।
দেবার্চ্চনা [না] করিয়া কিছু না করি আহার॥
দেবার্চ্চা করিব দেহ বাসা একখানি।
তোমার পীরীতে কারনে খাব ফল পানি॥
জোড় হাতে বোলিতে লাগীলা মুনির নন্দন।
তোমার আশ্রম সব তোমার আঙ্গন॥ ঘ-২০।২

(২১শ পার্ত্তা লুপ্ত)

কতা থনী আশীবে স্থর॥

আপনার বাসায় গেল জত নারিগণ।
বেশ্যা না দেখিঞা মুনি করএ ক্রন্দন॥
কথা গেলা বৃদ্ধ সকল্ল মুনিগণ।
তপ করিয়া বিভাণ্ডক আইলা ততক্ষণ॥

আশ্রমে দেখিল মুনি বিরষ বদন।
পুত্রের মুখ দেখিঞা মুনি চিন্তে মন মন॥
চিন্তা মুর্ত্তি দেখিঞা বিরশ বদন।
আজি কেনে দেখি পুত্র বিরশ বদন॥
তোমার মুখ দেখিঞা পুত্র না ধরি জীবন।
ঋশ্যশ্রীঙ্গ বোলে শব কহিব কথন।
ফল জল দেউ খাও বাপ স্থির কর মন॥
আজো দ্বারে হাঁটিঞা আইল গুননীধী।
আমার কর্ম্ম দোশে হারাইল গুননিধী॥
আজি মোহাজনের পাইল দরশন।
অমন মুনী নাঞি দেখি ই তিনী ভুবন॥
পুত্রের বচনে মুনি করে হাহাকার।
পুত্র নিকটে আশীঞা লয়ে বার্ত্তা শার॥
কহিতে লাগীলা তবে ঋশ্যশ্রীঙ্গ মুনি।
সাবধানে শুনঃ বাপা অপুর্ব্ব কাহিনী॥
বেদ পড়িতে আছি আমি আপনার মন।
হেন কালে মুনী আইল লঞা শীশুগণ॥
বাকল পরিঞাছেন বিচিত্র নির্ম্মাণ।
মুনী শবের মুখ জেন চন্দ্র সমান॥
নানারূপ করিঞাছেন জটার বিনাস।
সুগন্ধি কুশুমের মালা তথি পরকাশ॥
ললাটে চন্দন শোভে বিচিত্র বর্ন্নে।
পুষ্পের কলিকা দোলে মুনি সবের কর্ণে॥
মধ্যে মধ্যে রাঙ্গা শোভে মধ্যে মধ্যে ধবলা।
কণ্ঠে লাগিঞাছে গলায় রূপমালা॥ ঘ-২২।১
মৃনালে রচিঞাছেন হস্তের অলঙ্কার।
চলিতে ঝঙ্কার শব্দ শুনীতে শুশার॥
গায়ের উত্তরি বস্ত্র আতি মনোহর।
তার দেশের বাকল দেখিতে শুন্দর॥

রক্তবর্ণ দেখি সব পাএর অঙ্গুলী।
ফলে পত্রে ভরিঞাছে মুনি সবের ঝুলি॥
ক্ষনে ক্ষনে মুনি শব ফল পত্র শুকি।
তেই কারনে মুখ রক্তবর্ন দেখি॥

তার দেশের জল অতি শুশাদ।
কিছু পান করিলে মাত্র উঠএ উন্মাদ॥
শকল মুনি মেলীঞা করেন দেবার্চ্চন।
এমন মুনী নাহি দেখি ইতিনী ভুবন॥

মন্থর গমনে কেও ... পাও।
পদে পদে শুনি তাথে রাজহংশের রাও॥
বেদহস্ত করিঞা কেহো প্রদক্ষিণ।
মধ শ্বরে বেদ ধ্বনি করেন জনা দুই তিন॥

আতি স্নেহ করীলেন আমাকে মুনীগন।
আমার দুই হাত প্রশারিঞা করেন আলিঙ্গন॥
যেমত বেদধ্বনী বাপা কভো নাহি স্বনী।
জেমন বেদ পঢ়েন বৃদ্ধ মুনী॥

আমি কিছু শিখিতে চাহিল বৃদ্ধ মুনি স্থানে।
দেখিতে না পাই মুনি কর্ম্ম নিবন্ধনে॥
আর কি কহিব মুনি সবের চরিত্র।
এক মুনি করিতে পারে ভুবন পবিত্র॥

আর অপুর্ব্ব দেখিল মুনিগন।
বুকে দুই গুটি মাংশ অতি শোশোভন॥

সেই দুই গুটি মাংশ গাএ জদি লাগে।
আনন্দ লাগেন চিত্ত স্থির বড় চিত্তে॥

পুত্রের বচনে মুনি হইলা লজ্জিত।
শহিতে না পারীল কিছু করিল ইঙ্গিত॥

কথাবার্ত্তা কহিলে হৈল রাত্র অবশেষে।
পুত্রের গাএ করিল রক্ষন উপদেশ॥

রক্ষা বান্ধিঞা বোলে মুনি প্রবোধ বচন।
রাক্ষসী শব করে বাপা মন ছল॥
মায়ারূপে রাক্ষসী ভ্রমে তপোবন।
সে মাআ বুঝিঞা স্থির কর মন॥

তিল কুশ ফল দুর্ব্বা লইল আর ফুল।
তপ করিতে বিভাণ্ডক গেলা গঙ্গার কুল॥
প্রভাতে বেশ্যা সব করিঞা শুবেশ।
ধিরে ধিরে গেলা মুনির আশ্রম উদ্দেশ॥

বেশ্যা সব দেখিয়া মুনির নন্দন।
কহো কহো করিঞা উঠিলা ততক্ষন॥
আগু বাড়াঞা ততক্ষনে হইলা নমস্কার।
বাপের উপদেশ কিছু না কৈলে বিচার॥

তোমা শভা ভাবিতে আমার রাত্রৃ জাগরন।
তোমাকে দেখিঞা এখন স্থির হইল মন॥
এতেক শুনীঞা জত গনিক শুন্দরী।
কেহো বোলো মুনির চিত্ত কইলাঙ মোহিত॥

বুঢ়ি বেশ্যা বোলে তবে হাশীতে হাশীতে।
মনের অভিলাশ কিছু লাগিল কহিতে॥
আমার আশ্রম কিছু করিঞাছি দুর।
আশীতে আশীতে হইল বিলম্ব প্রচুর॥ ঘ-২৩।১

আমার আশ্রমে আছে কৌতুক বিস্তর।
ফল ফুল ধরিঞাছে দেখিতে শুন্দর॥

কৌতুক দেখিতে হইল দণ্ড দুই চারি।
তবে তোমাকে দেখিতে আইলাঙ তরাতরী॥

ফলের কথা শুনীয়া মুনীর শুত।
আমার আশ্রম দেখিব গীঞা কেমন অদ্ভুত॥

বুঢ়ি বেশ্যা বোলে আমি ভাগ্যহিন খাসি।
আমার আশ্রমে জাবে পরম তপস্বী॥

আমার আশ্রমে আছে মুনী একজন।
বড় পৃত আবে (১) আজী তাহার দরশনে ॥
চল চল করিঞা মুনি দিলেন্ত উত্তর।
মুনি লঞা বেশ্যা সব চলিলা সত্বর ॥

আদি কাণ্ডের পুথির বিবরণে বলিয়াছি যে এই পুথির হাতের অক্ষর বিশেষ ভাল নহে। এতদূর পাঠোদ্ধারের পর, লেখা নিতান্ত কদর্য্য, লেখক একেবারে বর্ণজ্ঞানহীন, গায়েনের স্মৃতিভ্রংশে পুথির পাঠ নিতান্ত বিকৃত,—ইত্যাদি কড়া কড়া মন্তব্য মনে আসিতেছে। এই পাঠ এবং বাজার-সংস্করণের পাঠের সহিত রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণের পাঠ মিলাইয়া তুলনায় সমালোচনা করিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে ইহাদের পাঠ অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণদ্বারা প্রভাবিত।

২১। অশ্বমেধ যজ্ঞের জন্য দশরথের ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন ও যজ্ঞের আয়োজন।

ঋষ্যশৃঙ্গের কথা যদি কহিল সুমন্তে (২)।
আপনে আনিতে জায় রাজা দশরথে ॥
রথে চড়ি জাত্র রাজা পরম হরিশে।
উত্তরিল গিয়া রাজা লোমপাদ (৩) দেশে ॥
তিন দিন আছিলেক পরম সাদরে।
কন্যা জামাই লৈয়া আইলা আপনা নগরে ॥
দেশে আনি ঋষ্যশৃঙ্গে করি পুরস্কার।
পুত্রবর মাগে রাজা করি পরিহার ॥
ঋষ্যশৃঙ্গ বোলে রাজা শুন মহাশয় (৪)।
তোর ঘরে পুত্র হৈব নাহিক সংশয় (৫) ॥
অন্ধ মুনি দিল সাপ কভু নহে আন।
জ্যেষ্ঠ পুত্র হইবেন আপনে ভগবান ॥
অশ্বমেধ করিবার কর সম্বিধান।
চারি পুত্র হবে তোর ধর্ম্ম অধিষ্ঠান ॥
মুনিগণ আনিলা বসিষ্ঠ পুরোহিত।
অশ্বমেধ যজ্ঞ কর শাস্ত্রের বিহিত ॥
যজ্ঞের মণ্ডপ কর বিচিত্র নির্ম্মাণ (৬)।
সকলে করহ কার্য্য হৈয়া সাবধান ॥
সুমন্ত বহি আর প্রধান নাহি মোর।
আমি জত কার্য্য বুলি সর্ব্বভার তোর (৭) ॥
বিনয় করিয়া তবে বোলে পাত্রবর।
যজ্ঞে জত বস্তু চাহ বোলহ সত্বর ॥
বসিষ্ঠে বোলেন শুন পাত্র মহামতি।
যজ্ঞ সজ্জ বুলি আমি আন শীঘ্রগতি ॥
জব ধান্য কুশ আন আতব তণ্ডুল।
দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু আনহ প্রচুর ॥

---

(১) দ্বিতীয় অক্ষরটি ঘ অথবা ষ বলিয়াও পড়া যায়, কিন্তু কোন রকমেই সঙ্গত অর্থ হয় না। 'পাবে'?

(২) এই ছত্র-ক-পুথির ৮।২ এর প্রথম ছত্রে আরব্ধ। ক-গ-চ-ছ-পুঁথিতে মোটামুটি পাঠের বেশ মিল আছে।

(৩) মূলে 'সোমপাল'।

(৪) 'দশরথ মহাশয়'-গ-পুথি। 'এই রাজা মহাশয়'—চ-পুথি 'শুন রাজা মহাশয়'—ছ-পুথি। ছ-পুথির পাঠ সঙ্গততম।

(৫) চারিপুত্র হৈব তোমার জানিলাম নিশ্চয়। গ-পুথি
পুত্র হইব রাজা না কর বিস্ময়। চ-পুথি
চারি পুত্র হবে তোমার জানিহ নিশ্চয়। ছ-পুথি

(৬) সরযুর কূলে স্থান করহ নির্ম্মাণ। ঋ-পুথি।

(৭) সুমন্ত পাত্র বিনে আমার কেহ নাহি আর।
আমার যতেক কার্য্য সুমন্তের ভার। চ-পুথি
প্রধান সুমন্ত বিনা কেহ নাহি আর।
সুমন্তেতে আমার সকল কার্য্য ভার ॥ ছ পুথি

মধুএ ভরিয়া দেয় রত্নের প্রখরি (১)।
আমি জত কহি তাহা আন জত্ন করি ॥
অসংখ্য (২) আনিবা আর তিল রাশি রাশি।
তিন বৃন্দ কোটী ঘৃত কলসী কলসী ॥
অখনে চাহিত্র অশ্ব (৩) তিন শত অযুত।
আড়াই লক্ষ কোটি কর (৪) অশ্বের মজুত ॥ ক-৮।২
তিন কোটী শ্রুব কর শ্রীফলের কাঠে।
এই সব দ্রব্য আন যজ্ঞের নিকটে ॥ গ ২১।১
দশ প্রহরের পথ মণ্ডপ নির্ম্মাণ।
অদ্ভুত কুণ্ড কর শাস্ত্রের বিধান ॥
দুই কোশ ব্যাপী কুণ্ড পার্শ্ব পরিসর।
তিন কোশ কৈল কুণ্ড উভেত দীঘল ॥
ছয় যোজন কৈল যজ্ঞের মেখলা।
ষোড়শ যোজন কৈল উপরে যজ্ঞশালা ॥
জেইরূপ মুনিবর আদেশ করিল।
সেই মত সজ্জ আনি সুমন্তে জোগাইল ॥
জত রাজা আসিবেন যজ্ঞ দেখিবার।
বিচিত্র মন্দির সব করিল তাহার ॥
হেন কালে বসিষ্ঠ কহিল রাজাস্থান।
যজ্ঞস্থল হই[ল] রাজা অদ্ভুত নির্ম্মাণ ॥
দেশে দেশে পাঠাও যজ্ঞের নিমন্ত্রণ।
সত্বরে আইসুক চলি জত রাজাগণ ॥

দেশে দেশে দূতে যদি কৈল আমন্ত্রণ।
সত্বরে চলিয়া আইল জত রাজাগণ ॥
মিথিলার রাজা আইলা জনক মহাঋষি।
শাল্ব আদি মহারাজা আসিলা নিজদেশী (৫) ॥
দেশপাল নৃপতি আইল দুই মহাবল (৬)।
সসৈন্যে সাজিয়া আইল অযোধ্যা নগর (৭) ॥
অঙ্গদেশের রাজা আইল সোমপাল (৮) নাম।
উৎপল নৃপতি আইল নীলগিরি শ্যাম (৯) ॥
বিজয়ীনগরী আর কাঞ্চী কর্ণাট (১০)।
চারিদিগের রাজা আইল লৈয়া বহু ঠাট ॥
রাত্রিদিনে নৃপতি থাকএ তার কাছে।
দিগদিগন্তরের রাজা আর জত আছে ॥
হেলঙ্গ তেলঙ্গ দেশ গান্ধার কলিঙ্গ।
আটাশী হাজার রাজা আইল অলঙ্গ (১১) ॥

---

(১) পুখরি, পুকুর।

(২) যজ্ঞের দ্রব্যের তালিকায় এক পুথির সহিত সর্ব্বত্র অপর পুথির পাঠের মিল নাই। ক-পুথির পাঠই অনুসৃত হইল।

(৩) 'একদিন অশ্ব চাহি'। চ-পুথি।

(৪) আটাইশ লক্ষ কোটী অশ্ব করহ মজুত। চ-পুথি

(৫) সল্ল মহারাজা আইল জাঁর রাজ্য কাশী। চ-পুথি। ছ-পুথিতেও অনুরূপ পাঠ আছে।

(৬) নেপালের রাজা আইল অর্জ্জুন মহাবল। ছ-পুথি। দুর্জ্জয় মহাবল—চ-পুথি।

(৭) রাজা গরি রাজা আইল কটক বিস্তর চ-পুথি
রামগিরি রাজা আইল সসন্তে সকল। ছ-পুথি।

(৮) লোমপাদ। চ এবং ছ পুথি।

(৯) 'বিহার দেশের রাজা আইল'—চ-পুথি
বেহারের রাজা আইল ধর্ম্মের বিশ্রাম। ছ-পুথি

(১০) বিজয়া দশবিদ্যা নগর কাঞ্চীর নাট। চ-পুথি
বিদ্যাপুর কাঞ্চীপুর বিজয় কর্ণাট। ছ-পুথি

(১১) সিংহল সিদ্ধান্ত দেশ দক্ষিণে জম্ভপুরী।
সাতাইশলক্ষ রাজা আইল অযোধ্যানগরী। চ-পুথি।
হেলঙ্গ তৈলঙ্গ আর গান্ধার কলিঙ্গ।
মহারাষ্ট্র রাজা আইল আর অঙ্গবঙ্গ ॥ ছ-পুথি।

দক্ষিণে সিন্ধুর দেশ মদ্রদেশ পুরী।
সাতাশী নৃপতি আইল অযোধ্যানগরী॥
তিরাশী হাজার রাজা উত্তরের বাস।
আশী লক্ষ রাজা আইল থাকি বঙ্গদেশ॥
জত জত রাজা আছে ভারত ভুবনে (১)।
রাজ চক্রবর্ত্তী রাজা সভার উপরে॥
দশরথ নাম শুনি সব নৃপ কাঁপে।
পৃথিবীর রাজা আইল বলের প্রতাপে॥
পৃথিবীর রাজা জত কোটীএ অযুত।
আড়াই কোটী লক্ষ রাজা হইলা মজুত॥
এই সব নৃপতি রাজার দ্বারে খাটে।
দশরথ আগে পিছে সব নৃপ হাটে॥
লক্ষ লক্ষ মুনি সব বসিষ্ঠ আদি করি।
যজ্ঞঘরে সকল বসিলা সারি সারি॥
ঋষ্যশৃঙ্গ মহামুনি শ্রুব লৈলা হাতে।
যজ্ঞে ঘৃত ঢালে মুনি শ্রীফলের পাতে॥
দশরথ কৌশল্যা আসিল যজ্ঞস্থানে।
জোড় হস্তে পুত্রবর মাগে দুইজনে॥
আচম্বিত তথাতে হইল মহাধ্বনি।
রাবণ সংহার হেতু হৈব চক্রপানি (২)॥
কৌশল্যার উদরে হইব উৎপন্ন।
হুঙ্কার করিয়া শব্দ উঠিল গগন॥
হেনকালে রাজাকে বোলএ সব মুনি।
পুত্র তোমার হৈব আকাশে হৈল বাণী (৩)॥
আকাশের বাণী শুনি সব চমৎকার।
রঘুবংশকুল রাজা হইল উদ্ধার (৪)॥
হেনকালে নৃপতি দেখিল সুলক্ষণ।
উস্পন্দে দক্ষিণ বাহু দক্ষিণ নয়ন॥
যজ্ঞশেষে চরু তানে দিলা মুনিবর।
এই চরু হতে পুত্র পাবে নরেশ্বর (৫)॥
হেনমতে যজ্ঞ করে রাজা দশরথ।
এথা দেবগণের জে হইল বিতত্ত্ব (৬)॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের প্রবন্ধ কাহিনী।
জেই মতে বিষ্ণু আসি জন্মিবে আপনি (৭)॥

---

(১) 'ভিতরে'। চ-ও ছ পুথি।

(২) হেনকালে আকাশে হইল দৈববাণী।
রাবণ মারিতে বিষ্ণু জন্মিব আপনি॥ গ-পুথি।
আচম্বিতে আকাশ হৈতে হৈল দৈববাণী।
রাবণ বধিতে বিষ্ণু জন্মিব আপনি॥ চ-পুথি।
অকস্মাৎ দেববাণী হইল গগনে।
রাবণ মারিতে বিষ্ণু জন্মিবে আপনে॥ ছ-পুথি।

আচম্বিতে দৈববাণী সুনিতে চমৎকার।
বিষ্ণু জন্মিবেন রাবণ করিতে সংহার॥ ঝ-পুথী।

(৩) হেনকালে রাজার তরে বোলে মুনিগণে।
তোমার পুত্র হব রাজা আপুনি নারায়ণে॥ চ-পুথি।

(৪) এই দুই ছত্র গ এবং ছ পুথির।

(৫) এই দুই ছত্র ক-পুথি ভিন্ন অন্য কোন পুথিতে নাই।

(৬) এই মতে যজ্ঞস্থানে আছে দশরথে।
বিধাতা নির্ব্বন্ধ পুত্র হইব জেমতে॥ গ-পুথি।
চ-ছ-পুথিতেও সামান্য পরিবর্ত্তন সহ এই দুই ছত্রই আছে।

(৭) ক-চ-পুথিতে এই স্থানে ভনিতা নাই। ভনিতাটি ছ-পুথির। গ-পুথিতেও ভনিতা আছে:—
আদ্যকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাস।
সভায় করি বোল হরি পাপ জাউক নাশ॥

২২। ক্ষীরোদ সাগরে অনন্তশায়ী বিষ্ণুর নিকট দেবগণের গমন এবং রাবণ বধার্থে বিষ্ণুর রামরূপে অবতীর্ণ হইবার অঙ্গীকার।

ত্রিভুবন জিনিয়া বেড়াএ দশানন।
স্বর্গপুরী ছাড়িয়া পলাএ দেবগণ ॥
ব্রহ্মার আগে গিয়া দেবগণ করে স্তুতি।
রাবণের হাতে দেব কর অব্যাহতি ॥
রাবণের যুদ্ধ মোরা না পারি সহিতে।
স্বর্গ ছাড়ি দেবগণ পলাই চারিভিতে (১) ॥
দেবগণ অপমান শুনি প্রজাপতি।
মন্ত্রণা করএ সব দেবের সংহতি ॥
হেন কালে দশানন হৈল উপস্থিত।
ইন্দ্র যম বান্ধিয়া নিল আপনা পুরিত (২) ॥
দেখিয়া ব্রহ্মার মনে হইল বিষাদ।
আমি বর দিল দেখি হইল প্রমাদ ॥
ব্রহ্মা বোলে ভয় নাহি শুন দেবগণ। ক-৯।২
রাবণের দেখ সবে নিকটে মরণ ॥
দশরথে যজ্ঞ করে চাহে পুত্রবর।
এইত সময় বিষ্ণু হবে তার ঘর (৩) ॥
ক্ষীরোদের তীরে (৪) প্রভু করিছে (৫) শয়ন।
সবে স্তুতি কর গিয়া গোবিন্দ চরণ ॥
অনন্তশয়ন যথা শুই আছেন জলে।
চলিলা দেবতা সব ক্ষীরোদের কুলে ॥
বাসুকী ধরিছে ফণা মস্তক উপর।
তাহাকে দেখিয়া সর্ব্ব দেবতার ডর ॥
লক্ষ্মী সরস্বতী দুই করে সম্ভাষণ (৬)।
অনন্তে ধরিছে ফণা গরুর আসন (৭) ॥
বরুণ আনল দেব মহেন্দ্র পবন।
চারিদিকে বেষ্টিত সকল দেবগণ ॥
অনন্ত ভূষিত দেখে দেব চক্রপানি।
করপুটে কহে দেবে দুঃখের কাহিনী (৮)

---

(১) এই দুই ছত্র গ-চ-ছ পুথির, ক-পুথিতে নাই।

(২) আচম্বিতে আসিয়া রাবণ স্বর্গপুরে লুড়ে।
ইন্দ্র যম বান্ধিয়া আনে লঙ্কার ভিতরে ॥ ঝ-পুথি।

(৩) সেই ছলে বিষ্ণু হবেন দশরথের ঘর। ঝ।

(৪) জলে। গ-ছ-পুথি

(৫) আছেন। গ-চ-ছ-পুথি

(৬) 'করে শ্রীপদ সেবন'। ছ-পুথি।

(৭) চারিভিতে স্তুতি করে সর্ব্ব দেবগণ।
গ-চ-ছ-পুথি।

(৮) ইহার পরে গ-চ-ছ পুথিতে বিষ্ণুর একটি স্তব আছে,—গ-পুথি মুখ্য করিয়া তাহার পাঠ উদ্ধৃত হইল। ঝ-পুথিতেও ভাষান্তর ও পাঠান্তরসহ ইহা আছে।

বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া প্রভু জলেত শয়ন।
তোমা মায়া বুঝিতে না পারে কোন জন ॥
তোমা মায়া বুঝিতে নারে বিরিঞ্চি শঙ্কর।
কাল রাত্রি দিবা তুমি মায়ার সাগর ॥
তুমি সে পরম যোগী তুমি ব্রহ্মকুলে।
তোমার চরণ বিনে গতি নাই মিলে ॥
সর্ব্বলোকের নাথ তুমি অগতির গতি।
তোমা গুণ বলিতে পারে কাহার শকতি ॥
আপনে জে বিষ্ণু তুমি নারায়ণ স্বরূপ।
ব্রহ্মা জে বলিতে নারে তোমা জত রূপ ॥
আগম পুরাণ বেদ ত্রৈলোক্য ভুবনে।
সেই তোমার চরণ জে ভাবে এক ধ্যানে ॥
তোমার চরণে প্রভু কেবল শরণ।
মুক্তি পদ পাএ সেই কৃপার কারণ ॥

পৌলস্ত্যের নাতি বিশ্বশ্রবার নন্দন।
নৈকষার গর্ব্ভে হৈল দুর্জ্জয় রাবণ ॥

নদ নদী পর্ব্বত তোমার সর্ব্ব গায়।
পৃথিবীর জল যেন সাগরে মিলায় ॥
তুমি সে সভাকে জান তোমা জানে কে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর না পাএ জাহাকে ॥
তোমার যে মায়া প্রভু কে বুঝিতে পারি।
দেবগণ রক্ষা কর দেব জে শ্রীহরি ॥
চারিভিতে দেবগণে করে নানা স্তুতি।
হাসিয়া উত্তর কহে দেবতা শ্রীপতি ॥
দেবতার স্তুতি দেখি বোলে নারায়ণ।
কোন ভয় পাইয়া আইলা দেবতার গণ ॥
অন্তর্য্যামী ভগবান জানিল সকল।
বিষ্ণু বোলে দেবগণ কে করিছে বল ॥
আমা ঠাই আসিলা জে দুঃখ নাই আর।
আমি সে করিব তবে দেব প্রতিকার ॥ গ-২২।১
বিষ্ণুর যে কথা শুনি বোলে দেবগণ।
বড় ভয় পাইয়া আইলাম তোমার চরণ ॥
তুমি যদি ভয় দূর কর নারায়ণ।
বড় সঙ্কটে ঠেকিয়াছি সব দেবগণ ॥
যমের ঘুচিল গোসাঁই লোকের অধিকার।
চন্দ্র সূর্য্য গতি নাই ঘোর অন্ধকার ॥
চন্দ্রের উদয় নাই সূর্য্যের নাই গতি।
দশ হাজার বৎসর গোসাঁই অন্ধকার রাতি ॥
বরুণের গেল গোসাই অধিকার জল।
অগ্নি নির্ব্বাণ হৈল ঘুচিল আনল ॥
কুবেরের ধন সম্বরিল পাইয়া তরাস।
নক্ষত্রগণ উদিত জে না হয় আকাশ ॥
পবনে বায়ু সম্বরিল পাইয়া বড় ভয়।
সাগরের ঢেউ তবে ধীরে ধীরে বয় ॥

ব্রহ্মার বর পাইয়া হইল দুর্জ্জয়।
আপনে বর দিয়া ব্রহ্মা আপনে পাএ ভয় ॥
ব্রহ্মাতে পাইয়া বর জিনে ত্রিভুবন।
ঝ। স্বর্গপুড়ি লুড়িয়া লয় পলায় দেবগণ ॥ ঝ
স্বর্গেত জতেক নারী কাড়িয়া লৈয়া জাএ।
স্বর্গ ছাড়ি দেবগণ সকল পলাএ ॥
যথা জাএ তথা গিয়া করে অপমান।
গোচরিলোঁ ভগবান তোমার চরণ ॥
কত অপমান সহিব দেবের পরাণে।
সব গোচরিলুঁ প্রভু তোমা বিগুমানে ॥
কুপিলেক চক্রধর দেব কথা শুনি।
অগ্নিত ঘৃত দিলে জেন জ্বলন্ত আগুনি ॥
আর ভয় না করিয় শুন দেবগণ।
দশমুণ্ড কাটি তার লইমু জীবন ॥
সূর্য্য বংশে দশরথ ত্রিভুবনে জানি।
তার পুত্র হৈয়া আমি জন্মিমু আপুনি ॥
তপস্বীর বেশে আমি জাব বনবাসে। ক-১০।১
বানর কটক লৈয়া মারিব সবংশে ॥
আপনা বিস্মৃতি হৈব আছে ব্রহ্ম সাঁপ।
নরসিংহ অবতারে পাইলু ব্রহ্মতাপ (১) ॥
নরসিংহ চিৎকারে ব্রাহ্মণীর গর্ব্ভপাত।
সদাচার বিপ্রে মোরে সাঁপে অকস্মাৎ ॥

নারদে বীণা এড়িলেক ডম্বরুর গীত।
অমঙ্গল স্বর্গ পুরী দেখি বিপরীত ॥
বসন্ত নিদাঘ বরিষা ষড় ঋতু।
এতেক প্রমাদ হৈল শুন তার হেতু ॥

(১) এই স্থানে গ-পুথিতে হিরণ্যকশিপু নিধনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে।

জাহার চিৎকারে গর্ভ হইল শিশু নাশ।
আর জন্মে স্ত্রী হারাই হউক হুতাশ ॥
ব্রহ্মসাঁপ খণ্ডাইব জন্মিয়া ভুবন।
আপনা জানিলে মারণ না জাএ রাবণ ॥
প্রজাপতি দিছেন বর রাবণের তরে।
সবংশে বধিব আমি তাকে নর বানরে ॥
ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য্য জত দেবতা সকল।
তা সবার বীর্য্যে হৈব বানর উদয় (১) ॥
সে বীর্য্যে জন্মিয়া বল বিশেষ হইব।
দেবের অসাধ্য কর্ম্ম বানরে করিব ॥
যথাতে বানরী পাও তথা কর কেলি।
তোমা সভার বীর্য্যে পুত্র হবে মহাবলী ॥
রাবণ মারিব তার বংশ সমুদিত।
চল ঘরে দেবগণ কহিল নিশ্চিত (২) ॥
এতেক শুনিয়া হরষিত দেবগণ।
হেনকালে লক্ষ্মী বলে বিনয় বচন ॥
তোমার অবতার হৈব পৃথিবী মণ্ডলে।
আমি তোমার দরশন পাব কতকালে ॥
লক্ষ্মীর বচন শুনি হাসে নারায়ণ।
তুমি আমি পৃথিবীতে করিব গমন (৩) ॥
মিথিলা নগর আছে উত্তর (৪) সমাজ।
সেই দেশে নরপতি জনক মহারাজ ॥
চন্দ্র বংশে জন্মিল জনক মহা ঋষি।
রাজা হৈয়া ধর্ম্মশীল পরম তপস্বী ॥
তান কন্যা হৈবা তুমি পৃথিবী উদরে।
অযোনিসম্ভবা হৈয়া রহিবা তার ঘরে ॥
তথা গিয়া তোমা আমি করিব গ্রহণ। গ-২৩।২
তোমা লাগি সবংশে মারিমু দশানন। ক-১০।২
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের সরস কাহিনী।
জাহার জিহ্বাতে বৈসে সদা দেবী বাণী (৫) ॥

২৩। যজ্ঞীয় চরু ভক্ষণে তিন রাণীর সন্তান সম্ভাবনা এবং রাম, ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের জন্ম।

শুনিয়া দেবতাগণ গেলা নিজস্থান।
অযোধ্যা দেশের রাজার সাফল্য জীবন (৬) ॥
অন্তর্দ্ধান হৈয়া কুণ্ডে (৭) করিল প্রবেশ।
আচম্বিতে জয় শব্দ অযোধ্যার দেশ ॥
কুণ্ডের উপরে হৈল পুষ্প বরিষণ।
আকাশেত জয় জয় করে দেবগণ ॥

---

(১) ইন্দ্র যম চন্দ্র সূর্য্য দেবতা আছে জত।
বানরী দেখিয়া সব হোক উপগত ॥ গ-ছ-পুথি।
(২) বানরীর গর্ভে জত হইব কুমার।
তাহা সভা লইয়া রাবণ করিব সংহার ॥
পবনের বীর্য্যে জেবা হইব কোঁয়র।
সেই সে প্রধান আমার হইব দোষর ॥ ক-পুথি।
(৩) জন্মিব দুইজন। গ-চ-পুথি।
যাব দুইজন। ছ-পুথি।
(৪) উত্তম। গ-পুথি। বিখ্যাত জগমাজ। ছ-পুথি।
(৫) ভনিতাটি ছ-পুথির। অন্য পুথিগুলিতে এখানে ভনিতা নাই।
(৬) এতেক শুনিয়া তবে হরিশ দেবগণ।
অযোধ্যাতে প্রবেশ করিল নারায়ণ ॥ গ-পুথি।
শুনি দেবগণ গেলা নিজ নিজ স্থান।
অযোধ্যায় আবির্ভাব কৈলা ভগবান ॥ ছ-পুথি।
(৭) 'অলখিতে যজ্ঞ মধ্যে'। ছ-পুথি।

অন্তরীক্ষে মহাশব্দ হৈল দেববাণী।
দশরথের ঘরে হৈল দেব চক্রপাণি॥
হেন কালে কুণ্ড হৈতে চরু জে মিলন্ত।
অমৃতের ফল জেন মুনি এ দেখন্ত॥
চরু হাতে লইল মুনি হৈয়া হরষিত।
রাজার হস্তেত চরু দিলেন তুরিত॥
মুনি সবের অনুমতি চরু লৈল হাতে।
হাসিতে পুরিতে গেল পূর্ন মনোরথে (১)॥
কৌশল্যা কেকই ডাকিলেন্ত দুই নারী।
দুই জন হস্তে চরু দিলা যত্ন করি॥
দুই ভাগে দিলা রাজা দুই নারীর করে।
চরু খাইলে পুত্র তোমার হইব উদরে॥
এতেক বলিয়া রাজা গেলা অন্তঃপুরী।
হেন কালে ধাইয়া আইল সুমিত্রাসুন্দরী॥
উভা লড়ে (২) আইল দেবীর বহে ঘন শ্বাস (৩)।
কিবা দ্রব্য খাইতে রাজা করেন আশ্বাস॥
স্বামীর অপ্রিয় নারীর জীবনে নাহিক কাজ।
সুমিত্রার বাক্যে দুই নারীএ পাইলা লাজ॥

সুমিত্রার তরে রাজা হৈল অবধান।
চরু ভাগ দিতে রাজা করেন সম্বিধান (৪)।
তুমি দুই জনে যদি কৃপা কর অতি।
চরু ভাগ দেও আমি দিল অনুমতি॥
রাজার বচন শুনি সেই দুই রমণী।
চরু ভাঙ্গি দুইজন কৈল চারিখানি॥
সুমিত্রাকে বোলএ কৌশল্যা গুণবতী।
আমার চরুএ তুমি হবে পুত্রবতী॥
তোমার উদরে জন্ম হইব তনয়।
আমার পুত্রের সেবা করিবে নিশ্চয়॥ ক-১১।১
কেকই বোলেন মোর চরুর কুমার।
মোর পুত্র সঙ্গে রভে তনয় তোমার॥
সুমিত্রাএ বোলে শুন বচন বিনয়।
চরু অংশে পুত্র সঙ্গে থাকিব নিশ্চয়॥
স্নান করি চরু খাইলা এ তিন সুন্দরী।
কৌতুকে চলিয়া গেল আপনার পুরী॥
দিন শেষে তিন জন করিলা শয়ন।
রাত্রি শেষে কৌশল্যাএ দেখিলা স্বপন॥

---

(১) মুনি সব বলে রাজা দৈবের কারণ।
পুত্র হইবেক রাজা তোমার অনেক সুলক্ষণ॥
যজ্ঞ করিয়া পূর্ন্না দিলেক আহুতি।
আচম্বিতে দুই চরু উড়ে শীঘ্রগতি॥
চরু দেখিয়া সকল মুনি হৈলা হরষিত।
খিরোদ মথনে জেন জন্মিল অমৃত॥
বিষ্ণুর তেজ দেখিয়া সকল নরপতি।
চরু লইয়া দশরথ আইলা শীঘ্রগতি॥ ঝ-পুথি।

(২) রড়ে — ঝ-পুথি।

(৩) মূলে, 'মনোখাষ'।

(৪) কৌশল্যা কেকৈ তানা দুই জে সতিনী।
দশরথ স্থানে গেল দুই মহারাণী॥
সুমিত্রার তরে তোমা নাই অবধান।
চরু ভাগ দেয় যদি কর সম্বিধান॥
রাজা বলে তোমা সবের যদি হয় প্রীতি।
চরু ভাগ দেয় গিয়া দিলাম অনুমতি॥ গ-পুথি।

ছ-পুথির পাঠও এইরূপই। চ-পুথির পাঠ বিকৃত। খ-পুথির রচনা ও চরিত্র চিত্রন, একেবারে নূতন, কোন পুথির সহিত মিল নাই। সেখানে কৌশল্যা কোলে করিয়া সুমিত্রাকে যজ্ঞস্থানে আনিয়াছেন, নিজের চরুর অংশতো সুমিত্রাকে দিয়াছেনই—কৈকেয়ী প্রথমে দিতে অনিচ্ছা

কোলেতে দেখিলা পুত্র দেব শ্রীহরিঃ।
চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারী (১)॥
দুর্ব্বাদল শ্যাম তনু শ্রীমধুসূদন।
এক বিষ্ণু তিন গর্ব্ভে হৈলা চারিজন॥

এই স্বপ্ন দেখিলেন এ তিন গেহিনী।
প্রভাতে রাজার ঠাই কহিলা কাহিনী॥
শুনিয়া পত্নীর কথা রাজা হরষিত।
রঘুবংশ কুলরক্ষা হইবে নিশ্চিত॥
তিন নারী লৈয়া রাজা ভুঞ্জিলা সুরতি।
এক দিনে তিনজন হৈলা গর্ব্ভবতী॥

[ইহার পর কেবলমাত্র গ-পুথিতে আছে :—
ঋষ্যশৃঙ্গ আদি করি জতেক মহাঋষি।
রাজার নিকটে গেল হইয়া হরষী॥
ব্রহ্মময় বেদধ্বনি করিল মুনিগণে।
মেলানি করিয়া চলে আপনার স্থানে॥
ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিরে রাজা করে পরিহার।
তোমা বরে পুত্র মুনি হইব আমার॥
ঋষ্যশৃঙ্গে বোলে রাজা তোমা আজ্ঞা পাই।
আজ্ঞা পাইলে সব মুনি দেশে তবে যাই॥
দশরথে বোলে আমি কি কহিব মুনি।
দেশেত চলহ মুনি দিলাম মেলানি॥ গ-২৪।২
নানা রত্ন দিয়া রাজা করে পরিহার।
মুনি সব দেশে চলে হরিশ অপার॥
মেলানি করিয়া মুনি সব গেলা দেশ।
আত্মকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কির্ত্তিবাস॥]

[গ-পুথিতে পূর্ব্ববর্ত্তী ছত্রের পরে, এবং চ-ছ পুথিতে "একদিনে তিনজন হৈলা গর্ব্ভবতী" এই ছত্রের পরে আছে :—
কথো দিনে জানাজানি হৈল বিদিত।
শুনি দশরথ রাজা হৈল হরষিত॥

প্রকাশ করাতে তাঁহার সহিত রীতিমত কোমর বাঁধিয়া কোঁদল করিয়াছেন।

(১) এই স্থানে গ-চ-ছ-পুথির পাঠের মিল আছে—কিন্তু তাহা ক-পুথির সহিত হুবহু মিলে না। গ-চ-ছ পুথির পাঠ উদ্ধৃত হইল :—

রাজার আশ্বাস পাইয়া দুই মহারাণী।
দুই চরু ভাঙ্গিয়া করিল চারিখানি॥
দুই জনে দিল ভাগ সুমিত্রার তরে।
চরু ভাগ পাইয়া রাণী হরিশ অন্তরে॥
কৌশল্যা বোলেন শুন সুমিত্রা সতিনী।
আমার চরুর ভাগে হইবা পুত্রিণী॥
আমার চরুতে জেই পুত্র ধরিবা উদরে।
আমার পুত্রের জেন হইব দোসরে।
কেকই বোলে চরু ভাগ দিলাম তোমারে।
তোমার পুত্র আমার জেন পুত্রের সেবা করে॥
সুমিত্রা বোলে তুমি সব কর অবধান।
তোমা সব বিনে মোর গতি নাহি আন॥
দুই পুত্র হএ জদি জমক সহোদর।
তোমা সব পুত্রের জে হইবে দোসর॥
একবারে চরু খাইল তিন জে সতিনী।
কৌতুকে রাজার পাশে গেলা তিন রাণী॥
পুষ্পের শয্যায় গিয়া করিল শয়ন।
কত রাত্রে তিন জন দেখিল স্বপন॥
স্বপ্নে তিনজন তারা দেখিল শ্রীহরি।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম বনমালা ধারী॥

এই পাঠ মুখ্যতঃ গ-পুথির। স্থানে স্থানে চ-ছ-পুথি হইতে সাহায্য লওয়া হইয়াছে। খ-পুথির পাঠও অনুরূপ।

সরা মুছি মৃত্তিকাদি খায় তিন জন।
সদাএ আলিস হয় ভূমিতে শয়ন (১) ॥
দিনে দিনে মুর্ত্তি হৈল পাণ্ডুর আকৃতি।
বিষ্ণুতেজে আন রূপ তিন জনার জ্যোতি ॥
কৃষ্ণবর্ণ স্তনেত হইল দুই বোটে।
গায়ের জে বস্ত্র না রএ নিত্য বল টুটে ॥
নিত্য আসি জিজ্ঞাসা করেন নরপতি।
কোন দ্রব্য খাইতে তোমা সবের লএ মতি ॥
লাজে হেট মাথা তারা কহে তিন জন।
কিছু জে খাইতে আর নাহি লএ মন (২) ॥
জবে সাধ খাইতে হয় আমরা চাহিব।
সাধের দ্রব্যের কথা তোমাতে কহিব ॥
শুনি দশরথ হইল হরিশ অন্তর।
নৃত্য গীত আনন্দিত অযোধ্যা নগর ॥
চন্দ্রের জে কলা জেন বাড়ে দিনে দিনে।
অষ্টমাস গর্ভ হইল সর্ব্বলোকে জানে ॥
দশমাস সম্পূর্ণ হইল তিন রাণী।
প্রসব ব্যথায় জে চক্ষুর পড়ে পানি ॥
লাজে রায় নাই কাড়ে(৩) কান্দে তিন জন।
অন্তঃপুরে গেল তবে যত নারীগণ ॥]
হেনকালে শুভক্ষণে কৌশল্যা সুন্দরী (৪)।
পুত্র প্রসবিল দেবী দেব শ্রীহরিঃ ॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম দেব নারায়ণ (৫)।
জয় জয় শব্দ হৈল ই তিন ভুবন (৬) ॥
দশদিক আলোক করএ নিরীক্ষণ (৭)।
পূর্ণিমার চন্দ্র জেন উদিত গগন (৮) ॥
শুক্লা নবমী তিথি পূন্ন চৈত্র মাসি।
সেই দিনে রঘুনাথ জন্ম হৈল আসি (৯) ॥
রাজার গোচরে দূত কহিল সত্বর।
কৌশল্যা দেবীর ঘরে হইল কোঁয়র ॥
শুনি হরষিত হৈলা দশরথ রাজ।
আনন্দিত হৈল তবে সকল সমাজ ॥

---

(১) এই চারিছত্র ছ-পুথিতে নাই। গৃহীত পাঠ গ-চ পুথির মিশ্রণ।

(২) পাতখলা বই আর নাহি রুচে মন। চ-পুথি।
পাতখোলা বিনা সাধ নাহি অন্য মন। ছ-পুথি।
ঝিকরি বই সাধ খাইতে নাহি লয় মন। ঝ-পুথি।

ঝিঁকর বা ঝিঁকুর কাঁকড় অর্থে ব্যবহার পাওয়া যায়। যোগেশবাবুর অভিধান দ্রষ্টব্য। ত্রিপুরা জেলায় পাতখোলার নাম ঝিকটি। পূর্ব্ববঙ্গে চুলার শিখরাকৃতি উচ্চ কোণগুলিকে ঝিকু বলে। পোড়ামাটির সহিত শব্দটির সম্বন্ধ সুস্পষ্ট।

(৩) তুং কৃষ্ণ-কীর্ত্তন পৃঃ-২—রাম কাঢ়ে যেন বোকা ছাগ।
লজ্জায় ডাকিয়া নাহি কান্দে তিনজন। চ-পুথি।
লজ্জা করি নাহি বোলে কান্দে তিন জন ॥ ছ-পুথি

(৪) এই ছত্র হইতে ক-গ-চ-ছ পুথির আবার পাঠের মিল আছে। তবে শব্দান্তর প্রচুর। এই বিস্ময়জনক শব্দান্তরপ্রাচুর্য্য হইতে বুঝা যায়, গায়েনগণ কৃত্তিবাসের রামায়ণে সর্ব্বত্র ইচ্ছামত শব্দ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। ইহা প্রতিলিপিকারগণের স্বাভাবিক কার্য্য নহে।

(৫) দেখে সর্ব্বজন। গ-ছ-পুথি।

(৬) জয় জয় হুলা হুলি দেয়ে নারীগণ। গ-চ-ছ-পুথি।

(৭) দশদিক আলো করি পড়ে ভূমিতলে। গ-চ-ছ-পুথি।

(৮) গগন মণ্ডলে। গ-চ-ছ-পুথি।

(৯) শুক্লা নবমী তিথি বসন্ত চৈত্র মাস। গ-চ-পুথি।
বসন্তের শুক্লা নবমী চৈত্র মাস। ছ-পুথি।

'ক' পুথির পাঠের 'পূন্ন' কি পুণ্য, অথবা পূর্ণ?

দূতেকে প্রসাদ তবে দিলেন রাজন।
ভাণ্ডার ভাঙ্গিয়া ধন ব্রাহ্মণে দিলেন ॥
সকল ভাণ্ডার দান করিলা রাজন। ক-১১।২
মনি মুক্তা বিলাইলা সুগন্ধি চন্দন (১) ॥
তার পাছে প্রসবিল কেকৈ রমণী।
বেদনা সহিতে ন [া] রে আখির পড়ে পানি ॥
পরম ধার্ম্মিক সুত প্রসবে সুন্দরী।
শুনি হরষিত হৈল নৃপ শিরোমনি (২) ॥
জয় জয় হুলাহুলি হইল অন্তঃপুরী।
দুই পুত্র প্রসবিল সুমিত্রা কামিনী (৩) ॥
জমক (৪) হইল পুত্র শুনি তত্ত্ব সার।
বিলাইল জতেক ধন আছিল ভাণ্ডার ॥
ধন রত্ন বিলাইলা অনেক বসন।
রথ অশ্ব দান কৈল বহু হস্তিগণ ॥
সেইক্ষণে রাবণের শরীর লড়িল।
মাথার কিরীটি খশি (৫) ভূমিত পড়িল ॥
হইল আকাশ বাণী শুনে দশানন।
তোমাকে মারিতে জন্ম হৈলা নারায়ণ (৬) ॥

---

(১) শুনি হরসিত হৈল দশরথ রাজা।
নানা রত্ন ধন দিয়া দুতে করে পুজা ॥
ধন বিলাইতে রাজা করে অঙ্গীকার।
রাজ আজ্ঞা পাইয়া লুটে জতেক ভাণ্ডার ॥
সকল ভাণ্ডার লুটে রাজার গোচর।
মনি মানিক্য লুটা যায় শ্বেত জে চামর ॥
গ-চ-ছ-পুথি।

চ-পুথিতে শেষ দুই ছত্র নাই। ঝ-পুথিতে 'লুটে' স্থানে, লুড়ে।

(২) জয় জয় হুলাহুলি দিল সব নারী। গ-চ-পুথি।

(৩) এই ছত্রের পূর্ব্বে গ-চ-পুথিতে দূতের রাজার নিকট কৈকেয়ীর পুত্রজন্ম সংবাদ বহন এবং দূতকে পুরস্কার সূচক ৮ ছত্র বেশী আছে। সুমিত্রার পুত্রজন্মের পরেও অমনি কয়েক ছত্র বেশী আছে। এইগুলি কৌশল্যা পুত্রজন্মের বর্ণনার প্রায় পুনরুক্তি মাত্র।

(৪) মূলে—জনক।

(৫) সং স্খল ধাতু হইতে বাঙ্গালা ধাতু খশ অথবা খস?

(৬) ছ-পুথিতে আছে, দুর্লক্ষণ দেখিয়া এবং দৈববাণী শুনিয়া রাবণ সমুদ্রপারে পাহারা বসাইলেন। রাজার সংস্করণে, অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণে এবং খ-পুথিতে আছে, কোথায় শত্রু জন্মিল, তাহার খোঁজ করিতে রাবণ শুক-সারণকে পাঠাইলেন। বিষ্ণুভক্ত শুকসারণ অযোধ্যায় আসিয়া রামকে দেখিয়া গেল কিন্তু রাবণকে মিথ্যা কথা বলিয়া ভুলাইল। এই ছত্রের পরে ঝ-পুথির পাঠ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

আজি হৈতে রাবন তোরে নাহি ডর।
তোরে মারিতে বিষ্ণু জন্মিলা অযোধ্যা নগর।
এতেক সুনিঞা রাবণ মনে মনে গুণে।
সর্ব্বাঙ্গ ব্রাহ্মণে রাবণ ডাক দিয়া আনে ॥
সর্ব্বাঙ্গ আনিঞা রাবণ কহিল তাহারে।
আচম্বিতে মাথার মুকুট খসিয়া কেন পড়ে ॥
এত জদি সর্ব্বাঙ্গেরে কহিল রাবণ।
শাস্ত্রমত খড়ি পাতিয়া চাহে ততক্ষণ ॥
সর্ব্বাঙ্গ বলে মহাশয় কহিতে ভয় করি।
দশরথের ঘরেতে জন্মিলা তোমার বৈরি ॥
তোমার বিক্রম সহিতে নারে কোন জন।
তোমার বধের তরে জন্মিলা নারায়ণ ॥
সর্ব্বাঙ্গের এত কথা রাবণ জদি শুনে।
খর দুসন দুই বীরে ডাক দিয়া আনে ॥
খর দুসন দুই বীর প্রধান সেনাপতি।
চৌদ্দ সহস্র রাক্ষস আছে তোমার-সংহতি ॥
কটক লইয়া তুমি চলহ সত্বর।
পঞ্চবটি রহ গিয়া সাগরের পার ॥

শুনিয়া আকাশ বাণী চিন্তে দশানন।
নিশ্চয় জানিল মোর হইবে মরণ॥
চারিপুত্র মুখ রাজা চাহে শুভক্ষণে।
জ্যেষ্ঠ পুত্র দেখি জেন দেব নারায়ণে॥
কৌশল্যা সঙ্গে রাজা করি অনুমান।
জানিল মনুষ্য নহে দেব ভগবান॥

[খ-পুথির এই অংশে কৌশল্যাচরিত্র এমন মনোহর ভাবে চিত্রিত যে কৃত্তিবাস ও অদ্ভুতাচার্য্যের রচনার তুলনার সুবিধার জন্য খ-পুথির এই প্রসঙ্গের পাঠ উদ্ধৃত করা আবশ্যক বিবেচনা করিলাম।]

২৩—ক। তিন রাণীর যজ্ঞীয় চরু ভোজন।

বিষ্ণু বোলে দেব সব চল নিজ স্থানে।
অবতার হৈতে আমি চলিল আপনে॥
সবে অনুমতি পাইয়া গেল নিজ পুরী।
সম্ভাক মেলানি দিয়া চলিল শ্রীহরি॥
যজ্ঞ স্থানে আইলা জদি দেব চক্রপানি।
বিষ্ণু জয় অকস্মাৎ উঠে জয়ধ্বনি॥
ব্রহ্মা ইন্দ্র আসিলেক দেব শূলপাণি।
কপিল দুর্ব্বাসা আদি জত সিদ্ধ মুনি॥
ঋষ্যশৃঙ্গ বোলে রাজা শুনহ বচন।
মুখ্য মহাদেবী আন যজ্ঞের সদন॥
রাজা বোলে সুমন্ত্র জে চলহ আপনে।
কৌশল্যা কেকৈ আন যজ্ঞ সন্নিধানে॥
আজ্ঞা পাইয়া সুমন্ত্র জে করিল গমন।
কৌশল্যার স্থানে গিয়া করে নিবেদন॥
সুমন্ত্রে বোলয়ে শুন বচন আমার।
যজ্ঞ স্থানে যাইতে আজ্ঞা হইল রাজার॥
আনন্দিত হৈল দেবী সুমন্ত্র বচনে।
সুমিত্রাকে বোলে চল যাই যজ্ঞস্থানে॥
হস্ত জোড়ে সুমিত্রাএ করে নিবেদন।
যজ্ঞ স্থানে নেও লজ্জা দিবার কারণ॥
কৌশল্যাএ বোলে আমা লজ্জা দিব জেই।
নিশ্চয়ে কহিল তোমা লজ্জা দিব সেই॥
সুমিত্রাকে কোলে করি কৌশল্যা চালল।
ইন্দ্রাণী ব্রহ্মাণী সনে যজ্ঞ স্থানে গেল॥
যজ্ঞপুরে ঘর আছে অতি মনোহর।
কৌশল্যা বসিলা করি নারীর চাতর॥
কেকইকে সুমন্ত্রে জে দিল নিমন্ত্রণ।
যাত্রা করিয়া দেবী চলে ততক্ষণ॥
কথ দূর অন্তরে বৈসে লৈয়া সখীগণ।
সুমিত্রাকে দেখি রাণী রিষ্ট হইল মন॥
কেকই বোলএ সখী শুন মোর বাণী।
লজ্জা দিতে আনিয়াছে সুমিত্রা কামিনী॥
ঠারাঠারি করি হাসে জত সখীগণ।
তা দেখিয়া সুমিত্রাএ করেন ক্রন্দন॥

নির্জ্জন স্থান সেই বড় তপোবন।
সেইখানে তপ করে জত মুনিগণ॥
লাগ পাইলে তা সবার বধিহ জীবন।
রাবণ আদেশে চলে খর দুসন॥
হরিশে চলিলা রাক্ষস রাবণ আদেশে।
সাগর তরিতে রথ উঠিল আকাশে॥
খর দুসন ত্রিশিরা তিন জন রথে।
আর জত রাক্ষস চলিল সেই পথে॥
খর ডাকিয়া বলে শুনহ দুসন।
মিথ্যা কার্য্যে আমা সভা পাঠায় রাবণ॥
সাগর পাথার দেখি বড় লাগে ভয়।
কোন জন লজ্জিবে সাগর দুর্জ্জয়॥
এতেক বলিয়া রথে যায় তিন জন।
পার হইয়া রাক্ষস কটক রহিল সেই বন॥
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতে গীত অমৃত জেন শুনি।
আরণ্যকাণ্ডে গাইল খর দুসনের পাচনি॥

সুমিত্রাকে শান্ত করি মধুর বচনে।
সক্রোধিত হৈয়া গেল কেকৈ বিদ্যমানে ॥
কৌশল্যা বোলএ শুন বচন আমার।
পরিহাস কর দেব সভার মাঝার ॥
রাজ্যের উপর রাজার নাহি অধিকার (১)।
ব্রহ্মা মহেশ্বর মোকে দিছে রাজ্য ভার ॥ খ-৩৪।১
স্বামী ভালবাসে মনে এই অহঙ্কার।
আমি শান্তি করি রাথে কি শক্তি রাজার ॥
দেবগণে দেখিবেক সতীত্ব আমার।
স্বামী সঙ্গে মিলন করিব সুমিত্রার ॥
কৌশল্যাএ ক্রোধে বোলে এতেক বচন।
হেট মাথে রৈল কেকৈ লজ্জার কারণ ॥
আসিয়া বসিলা দেবী রত্ন সিংহাসনে।
হরি কথা কহে রাণী নারীগণ সনে ॥
যজ্ঞকুণ্ডে যজ্ঞ করে নাহি সমাধান।
সুরভির দুগ্ধ আনি দিল দেবগণ ॥
ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি বোলে শুন রাজধানী।
অন্ধমুনির বিল্ব ফল শীঘ্র দেও আনি ॥
হেনকালে রাজা আইল কৌশল্যার স্থানে।
অন্ধমুনির বিল্ব ফল (২) দেও তুরমানে ॥
এতেক কহিল জদি রাজা দশরথে।
বিল্বফল আনি দিল রাজার সাক্ষাতে ॥
বিল্বফল আনি দিল মুনির গোচরে।
অন্ধ মুনির ফল দিয়া চরুহাণ্ডি লাড়ে ॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ কার্য্য কভো নাহি খণ্ড।
বিষ্ণু অবতার হৈল পরমান্ন হাণ্ডি ॥

ঋষ্যশৃঙ্গ বোলে শুন অজের নন্দন।
হস্ত পাতি লও তোমা সিদ্ধি প্রয়োজন ॥
সর্ব্ব সিদ্ধি বুলি রাজা দুই হস্ত পাতে।
ঋষ্যশৃঙ্গ অন্ন দিল রাজা বন্দে মাথে ॥
অন্ন লৈয়া আইল রাজা কৌশল্যার স্থানে।
সুবর্ণের দুই পাত্র আনে ততক্ষণে ॥
সভা আগে পরমান্ন দুই ভাগ করে।
আদ্য ভাগ দিল রাজা কৌশল্যার তরে ॥
শেষ ভাগ মহারাজা কেকৈ স্থানে দিয়া।
যজ্ঞ স্থানে গেল রাজা আনন্দিত হৈয়া ॥
দোহে অন্ন পাইয়া সুখী সুমিত্রা অসুখী।
কৌশল্যাএ মনে চিন্তে সুমিত্রাকে দেখি ॥
ধীরে ধীরে আইলা দেবী কেকৈ বিদ্যমানে।
কহিতে লাগিলা দেবী বিবিধ বিধানে ॥
কৌশল্যাএ বোলে শুন আমার বচন।
কার কর্ম্মে কিবা আছে জানেন নারায়ণ ॥
জীবন যৌবন সব নিশির স্বপন।
সকলের সত্য প্রভু দেব নারায়ণ ॥
সৌতিনীকে ভিন্ন ভাব করে জেই জনে।
বিষ্ণুতে বঞ্চিত সেই কহিছে পুরাণে ॥
সুমিত্রার তরে দেও চরু ভাগ করি।
ঘোষণা রহিব শুন রাজার কুমারী ॥
কেকৈ বোলে শুন রাণী আমার বচন।
স্বামী নাহি দিল অন্ন দিব কি কারণ ॥
কেকৈ বুলিল জদি এতেক বচন।
লজ্জা পাইয়া আসি বৈসে রত্ন সিংহাসন ॥
সুবর্ণের আর পাত্র আনিল সাদরে।
আপনার চরু অর্দ্ধা দিল সুমিত্রারে ॥ খ-৩৪।২
কৌশল্যা বুলিল জদি এতেক বচন।
জলধারা নয়ানে বহিছে অনুক্ষণ ॥
কেনে অন্ন দেও মাতা নারীর সমাজ।
প্রাণে নাহি সহে মাতা এত বড় লাজ ॥

---

(১) খ-পুথি অনুসারে রাজা দশরথ একবার দূরদেশে যাইবার সময় রীতিমত অভিষেক করিয়া কৌশল্যাকে রাজ্য ভার প্রদান করিয়াছিলেন।

(২) খ পুথি অনুসারে অন্ধমুনি রাজা দশরথকে পুত্রশোকে মৃত্যু শাপ দিয়া পুত্র হইবার জন্য একটি বিল্বফল দিয়াছিলেন।

সুমিত্রা বলিল জদি কাতর বচন।
কান্দিয়া কৌশল্যা রাণী হৈল অচেতন ॥
তিল কুশ জল রাণী লৈল ততক্ষণ।
অৰ্দ্ধেক সৌভাগ্য দিল করি উৎসর্গন ॥
কৌশল্যাএ বোলে শুন দেব নারীগণ।
তোমা সবের স্থানে কহি প্রতিজ্ঞা বচন ॥
জদি রাজা নিতে পারি সুমিত্রার স্থান।
তবে সে দেখিব আমি স্বামীর বদন ॥
জদি রাজা নাহি শুনে আমার বচন।
ইহ জন্মে স্বামী সঙ্গে নৈব দরশন ॥
তবে জদি দেখো মুই স্বামীর বদন।
বিষ্ণুতে বঞ্চিত হইব নরকে মরণ ॥
কৌশল্যা বুলিল জদি এতেক বচন।
জয় জয় ধ্বনি হৈল এতিন ভুবন ॥
কৌশল্যা সুমিত্রা স্থানে কহয়ে বচন।
তোমা স্থানে আছে মোর এক নিবেদন ॥
মোর ভাগ হতে জেবা হয়ে উৎপন্ন।
মোর পুত্র সনে হবে অভিন্ন মিলন ॥
সুমিত্রায়ে প্রণমিয়া করে জোড় কর।
জদি হয়ে হৈব তোমার পুত্রের নফর ॥
এতেক বুলিয়া দেবী স্মরে নারায়ণ।
ভোজনে বসিলা দোহে করি আচমন ॥
কৌশল্যা সুমিত্রা জদি করিল ভোজন।
মন্থরা কেকৈর সখী দেখিলী সদন ॥
কেকৈর স্থানেত গিয়া মন্থরা কহিল।
কৌশল্যার অৰ্দ্ধ চরু সুমিত্রাকে দিল ॥
কৌশল্যাকে ধন্য ধন্য বোলে দেবগণে।
সুবোধিতা (১) ধন্য হৈল কৌশল্যার গুণে ॥
তুমি যদি সুমিত্রাকে নাহি দেও অন্ন।
আজি হতে না থাকিব তোমার সদন ॥
লজ্জা পাইয়া কেকই সুবর্ণ পাত্র আনে।
অৰ্দ্ধ অৰ্দ্ধি ভাগ অন্ন করিল আপনে ॥
সুমিত্রা সুমিত্রা করি ডাকে ধীরে ধীরে।
হের আইস (২) অন্ন আমি দিব তোমা তরে ॥
সুমিত্রায়ে বোলে অন্নে নাহি প্রয়োজন।
কৌশল্যাএ জেই দিল করিল ভোজন ॥
হেন কালে সুমিত্রাকে কৌশল্যায়ে বোলে।
ক্রোধের সময় নহে চলহ সকালে ॥
জেন আমি তেন কেকৈ প্রধান সৌতিনী।
প্রণাম করিয়া অন্ন লৈয়া আইস তুমি ॥
কৌশল্যার আজ্ঞা লঙ্ঘ করিতে না পারে।
কেকৈ স্থানে সুমিত্রাএ গেল ধীরে ধীরে ॥
হস্ত জোড় কৈলা দেবী কেকৈর সাক্ষাতে।
অন্ন ভাগ করি দিল সুমিত্রার হাতে ॥
কেকৈ বোলে ভাগ হতে যে হয়ে নন্দন।
মোর পুত্র সঙ্গে হৈল অভিন্ন মিলন ॥ খ-৩৫।১
সুমিত্রা করিল কেকৈর চরণ বন্দন।
অন্ন লৈয়া আইল দেবী সুমিত্রা তখন ॥
কৌশল্যার স্থানে আসি কহিল সকল।
তিন রাণী ভুঞ্জিলেক চরু বিল্ব ফল ॥
আনন্দিত হৈল সব দেব মুনিগণ।
এক অংশ চারি অংশে তিনের ভোজন ॥
যজ্ঞস্থান প্রণমিয়া বন্দে মনিগণ।
নিজ পুরে গেল তারা স্মরি নারায়ণ ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের সরস রচন।
আদি কাণ্ডে গাহিলেক চরু জে ভোজন ॥

---

(১) খ-পুথির অনুসারে কৌশল্যার সখীর নাম।

(২) আহ্বানে 'হের আইস' প্রয়োগ ত্রিপুরা অঞ্চলের পুথির বিশেষত্ব বলিয়া বোধ হয়। মৎসম্পাদিত ভবানী দাসের ময়নামতীর গান তুলনীয়—(১৪।১ পৃষ্ঠা)

হের আইস মানিকচাঁদ প্রভু গদাধর।
আড়াই অক্ষর জ্ঞান রাখ ধড়ের ভিতর ॥

২৩-খ। যজ্ঞসমাপ্তি ও মুনিগণের নিজ নিজ দেশে গমন। বর্জ্জিতা সুমিত্রাকেকৌশল্যার অনুরোধে দশরথের পুনর্গ্রহণের অঙ্গীকার। কৌশল্যার গর্ব্ভে নারায়ণের অবতরণ।

এথা যজ্ঞ করে রাজা বেষ্টিত ব্রাহ্মণে।
বেদ ধ্বনি করে সবে আনন্দিত মনে॥
প্রজ্বলিত হৈল তবে যজ্ঞ অগ্নি শিখা।
মুর্ত্তিবন্ত হৈয়া অগ্নি যজ্ঞে দিল দেখা॥
অগ্নির চরণে রাজা কৈল নমস্কার।
যজ্ঞপূর্ণ দিল রাজা কৌতুক অপার॥
জয় জয় ধ্বনি কৈল ব্রহ্মা পশুপতি।
বিষ্ণুযজ্ঞ মহারাজ দিলা পুর্ণাহুতি॥
বসুধে শীতলা ভব বলে মুনিগণ।
কাচা দুগ্ধে দিয়া কৈল অগ্নিতে হরণ॥
জয় জয় ধ্বনি হৈল ইতিন ভুবন।
ভাণ্ডার ভাঙ্গিয়া রাজা দেএ নানা ধন॥
রাজদানে তুষ্ট হৈল জত মুনিগণ।
আনন্দিত চলে সবে আপনা ভুবন॥
ঋষ্যশৃঙ্গ তরে দিল নানাবিধি দান।
লোমপাদ সহিতে রাজা করিলা সম্মান॥
দেব মুনি রাজা সবে গেল নিজ দেশে।
দশরথ রাজা রৈল মনের হরিশে॥
সন্ধ্যাকাল হৈল অস্তগত দিবাকর।
পুরে প্রবেশিলা রাজা অন্তের কোয়র॥
কৌশল্যাএ বোলে সখী শুনহ বচন।
বিনোদ মন্দিরে শয্যা করহ রচম॥
আজ্ঞা পাইয়া সুবোধিতা চলিল তখনে।
বিবিধ প্রকারে শয্যা রচিল আপনে॥
সব ঘরে ছিটাইল কস্তুরি চন্দন।
ঘর মধ্যে প্রবেশ করিলা নারায়ণ॥
যাত্রা করি মহারাজ চলে শুভক্ষণে।
ধীরে ধীরে আইল রাজা কৌশল্যা ভুবনে॥
স্বামী দেখি কৌশল্যাএ উঠিল সাদরে।
প্রণমিয়া সিংহাসনে বসায় রাজারে॥
গলবস্ত্র হৈয়া রাণী করে জোড়হাত।
এক নিবেদন করি শুন প্রাণনাথ॥
বিবাহ অবধি মোথে বড় দয়া কর।
রাজ্য সিংহাসন দিলা অযোধ্যানগর॥
কোন দিন তোমা স্থানে ভিক্ষা নাহি করি।
এক ভিক্ষা চাহি আজি শুন অধিকারী॥
রাজা বোলে তুমি জদি চাহ প্রাণদান।
তাহা দিতে পারি তোমা নাহি বস্তু জ্ঞান॥
কৌশল্যাএ বোলে প্রাণ রাখুক ঠাকুর।
সুমিত্রাকে ভিক্ষা দেও ক্রোধ কর দূর (১)॥ খ-৩৫।২
দেবপত্নী স্থানে কৈল প্রতিজ্ঞা বচন (২)।
আজি সুমিত্রার সঙ্গে করাইব মিলন॥
মিলন করিতে যদি আজি নাহি পারি।
বিষ্ণুতে বঞ্চিত হৈব নরকেত মরি॥
প্রতিজ্ঞা সাফল কর জীবন যৌবন।
সুমিত্রার সঙ্গে আজি করহ মিলন॥
বিষ্ণু বিষ্ণু বলি রাজা হস্ত দিল কানে।
বর্জ্জিয়া গ্রহণ আমি করিব কেমনে॥

---

(১) এই ছত্রের পরে লেখা আছে শ্রীকালীশঙ্কর সেনকঃ। কাজেই এই পর্য্যন্ত মুন্সেফবাবুর নিজের হস্তাক্ষর। চমৎকার সবল সুস্পষ্ট গোট গোট লেখা।

(২) এই ছত্রে ৩৬ পাতা আরম্ভ। প্রথমে আছে। অক্ষরও কিঞ্চিৎ ভিন্ন বলিয়া মনে হয় সম্ভবতঃ এই স্থান হইতে রাধাকৃষ্ণ দাসের হস্তাক্ষর আরম্ভ।

অনেক কঠোর দিব্য করিছি বর্জ্জিতে।
সুমিত্রার স্থানে আমি জাইব কেমতে॥
কৌশল্যাএ বোলে ক্রোধে জত দিব্য করে।
সে সকল পাপ তার না লাগে শরীরে॥
নারীকে বর্জ্জিলে প্রভু জত পাপ হয়।
তার সম পাপী নাহি পুরাণেত কয়॥
জত ঋতু পাত তার হয়ে দিনে দিনে।
তত গোটা কুণ্ড হয় রোধির পুরণে॥
ইহলোকে অপযশ শাস্ত্রের বিধান।
সেইত রোধির তার অন্তে হয় পান॥
কৌশল্যায় বোলে প্রভু পড়িল চরণে।
বর্জ্জনের কথা প্রভু না করিয় মনে॥
কৌশল্যা বলিল যদি এতেক বচন।
হেট মাথা রৈল রাজা না তোলে বদন॥
রাজা বোলে শোন রাণী বচন আমার।
অলঙ্ঘ্য প্রতিজ্ঞা তোমার নারি লঙ্ঘিবার॥
শেষ রাত্রি জাব আমি সুমিত্রার স্থানে।
রাণী বোলে প্রিতিত নাহিক মোর মনে॥
প্রতিজ্ঞা করিতে রাজা মেলিল বদন।
স্বামী মুখে হস্ত দিয়া ধরিল তখন॥
সত্য না করিয় প্রভু শোন রাজধানী।
স্বামীকে প্রতিজ্ঞা করায়ে সেইত পাপিনী॥
মোর মাথে হাত দিয়া কহত বচন।
রাজা বোলে জাব আমি সুমিত্রা সদন॥
এক শুনি কৌশল্যায় করিল বন্দন।
স্বর্গেত ধুম্‌ধুমি বাজে পুষ্প বরিষণ॥
হাতে ধরি কৌশল্যাকে বসাইল উরে।
নানাবিধি রস ক্রীড়া করে নৃপবরে॥
ক্রীড়ারসে পরিশ্রমে করিলা শয়ন।
সেইকালে গর্ভেত প্রবেশে নারায়ণ॥
দুইজন নিদ্রা জায় পালঙ্ক উপরে।
হেনকালে তথা আইল দেব গদাধরে॥
শঙ্খচক্র গদাপদ্ম শ্রীবৎস লাঞ্ছন।
গলে বনমালা শোভে কৌস্তুভ ভূষণ॥
দুর্ব্বাদল শ্যাম তনু পদ্ম জে লোচন।
বাপ মাও বলি হরি দিলা আলিঙ্গন॥
আমাকে না চিন তুমি দেব নারায়ণ।
গর্ভবাস লৈতে আইলাম তোমার ভুবন॥
স্বপ্ন দেখি দুইজন উঠিল তখন।
অন্যে অন্যে (১) স্বপ্ন কহি করয়ে রোদন॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের সরস রচন।
আদিকাণ্ডে অবতীর্ণ হৈল নারায়ণ॥

২৩-গ। কৈকেয়ীর গর্ভাধান এবং সুমিত্রার সহিত দশরথের পুনর্ম্মিলন।

হেনকালে কেকৈ বলে মন্থরার তরে।
শয্যার রচনা কর বিনোদ মন্দিরে॥
আজ্ঞা পাইয়া মন্থরা যে চলিল তখন। খ-৩৬।১
নানাবিধি মতে শয্যা করিলা রচন॥
রাজার বিলম্ব দেখি কেকৈ দুঃখিত।
রাজাকে রাখিল বুঝি কৌশল্যা পুণীত॥
এত শুনি মন্থরায় বোলে কোপ মনে।
পুনরপি না কহিয় রাণী পাছে শুনে॥
তোমা সম কুটিল না হয়ে বড় রাণী।
ধর্ম্মশীল পতিব্রতা কৌশল্যা কামিনী (২)॥
দ্বিতীয় প্রহর আছে কৌশল্যার ঘরে।
দুঃখিত না হৈয় রাজা আসিব তৎপরে॥
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি কৌশল্যা জাগিল।
কেকৈর ঘরে জাইতে রাজাকে বলিল॥

---

(১) অর্থাৎ একে অন্যে

(২) খ-পুঁথির কবির হাতে মন্থরা কৈকেয়ী অপেক্ষা ধার্ম্মিক বনিয়া গিয়াছে।

এত শুনি মহারাজা করিলা গমন।
আনন্দে আসিলা রাজা কেকৈর ভুবন॥
রাজাকে দেখিয়া রাণী আনন্দ হইল।
আলিঙ্গন দিয়া রাজা পালঙ্কে বসিল॥
রসক্রীড়া কৈল রাজা কেকইর সনে।
দুই অংশে (১) গর্ভে প্রবেশিলা নারায়ণে॥
রাজা বোলে শুন দেবী আমার বচন।
কৌশল্যায়ে বোলে জাইতে সুমিত্রা ভুবন॥
জাব কিনা জাব কহ স্বরূপ বচন।
এত শুনি মাথে বজ্র পড়িল তখন॥
জেই দিব্য (২) পুরুষের ইচ্ছা নাহি মনে।
তথা জাইতে তোমাকে বলিব কোন জনে॥
রাজা বোলে জাইতে আজ্ঞা নহিল তোমার।
না জাইব বলিয়া শুইল পালঙ্ক মাঝার॥
কৌশল্যার কথা রাজা ত্রাস আছে মন।
না গেলে কৌশল্যা রাণী ছাড়িব জীবন॥
কৌশল্যায় নিদ্রা নাহি জায় সব রাত্রি।
সখীগণ সঙ্গে লৈয়া চলিল যুবতী॥
কৌশল্যা আসিব করি ডর আছে মনে।
মহারাজা বাহির হইল ঘরে হনে॥
কৌশল্যাকে মহারাজা দেখিল সাক্ষাতে।
হাতে ধরি রাজাকে জে আনিল পুরীতে॥
হেনকালে গেল রাণী সুমিত্রার পাশে।
মনোহর বেশ করায়ে মনের হরিশে॥
কৌশল্যায়ে সুমিত্রাকে বলিল বচন।
পূর্ব্বকার কথা কিছু না করিয় মন॥
স্বামী বশ কর তুমি আপোনার গুণে।
পদ পাখালিয়া কেশে করিয় মার্জ্জনে॥
বস্ত্রে আচ্ছাদিয়া বামে বসিবা রাজার।
অচৈতন্য হবে রূপ দেখিয়া তোমার॥

(১) 'দুই' মানে 'দ্বিতীয়' ধরিতে হইবে।
(২) অন্য

প্রভু বলি তুলিবেক দিয়া আলিঙ্গন।
হস্তে জল লৈয়া দিবে স্বামীর বদন॥
তিন বার পুছিলে জে দিবেক উত্তর।
স্বামী স্থানে কবে কথা হইয়া কাতর॥
এত কহি কৌশল্যা গেল রাজা স্থানে।
হাতে ধরি নিল রাজা সুমিত্রা ভুবনে॥
হাতে ধরি সুমিত্রাকে আনিয়া তখনে।
রাজা হাতে সুমিত্রাকে কৈল সমর্পণে॥
এতেক বলিয়া দেবী রাজার গোচরে।
সখী সব লৈয়া আইল পুরীর বাহিরে॥
গবাক্ষের পথ দিয়া করে নিরীক্ষণ। থ-৩৬।২
চতুর্দ্দিগে জয় জয় বোলে দেবগণ॥
উদ্দেশে কৌশল্যা পায়ে করিয়া বন্দন।
স্বামী পদ পাখালিয়া করিল মার্জ্জন॥
খাট প্রদক্ষিণ করি কৈল নমস্কার।
মাথে বস্ত্র দিয়া বামে বসিল রাজার॥
বাম হস্তে মহারাজা ঘুচাইল বসন।
রূপ দেখি হইল রাজা কামে অচেতন॥
প্রভু বলি দিয়া তোলে দৃঢ় আলিঙ্গন।
হস্তে জল লৈয়া দিল স্বামীর বদন॥
রাজা বোলে কেবা তুমি কাহার নন্দিনী।
কি কারণে এথা আইলা কহত কামিনী॥
তিন বার এই কথা কহে রাজধানী।
ধীরে ধীরে বোলয়ে চক্ষুর পড়ে পানি॥
সুমিত্রায়ে বোলে নাহি চিন রাজধানী।
জানিয়া জে শুদ্ধি কর (১) আমি অভাগিনী॥
তুমি হেন স্বামী পাইয়া আমি সে বঞ্চিত।
এতেক বলিয়া দেবী পড়িল ভূমিত॥
মনে ভাবে মহারাজা অজের কুমার।
হেন স্ত্রী ছাড়িয়া ছিল আমি দুরাচার॥

(১) সুধাও,—জিজ্ঞাসা কর।

রাজা বোলে শুন দেবী আমার বচন।
পূর্ব্বকার কার্য্য কিছু না করিয় মন॥
মোর দিব্য লাগে জদি শোক কর মনে।
অনুক্ষণ থাকিব তোমার বিদ্যমানে॥
হাঁতে ধরি বসাইল পালঙ্ক উপরে।
নানান প্রকারে রাজা রস ক্রীড়া করে॥
ক্রীড়া পরিশ্রমে নিদ্রা জাএ দুইজনে।
চতুরংশে গর্ভে প্রবেশিল নারায়নে॥
প্রভাত হইল রাজা আসিল বাহিরে।
আনন্দিত কৌশল্যাএ লাগে নাচিবারে॥
জল ফেলা ফেলি হৈল সুমিত্রা ভুবনে।
যজ্ঞ হোম করিল বসিষ্ঠ তপোধনে॥
কৌশল্যা সুমিত্রা কেকৈ করিল বন্দন।
দেব মুনি রাজা মিলি করিল ভোজন॥
নানাবিধি দান কৈল অজের নন্দন।
রাজ দানে তুষ্ট হৈল জতেক ব্রাহ্মণ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের সরস রচন।
আদি কাণ্ডে রাজা সঙ্গে সুমিত্রা মিলন॥

২৩-ঘ। নারায়ণের জন্ম।

এক অংশে নারায়ণ চারি অংশ হৈয়া।
তিন রাণীর গর্ভে জন্ম হইল আসিয়া॥
দিনে দিনে বাড়ে গর্ভ সব লোকে দেখি।
কার্য্যফল দেখি রাজা বড় হৈল সুখী॥
রাজা বোলে কৌশল্যাকে মধুর বচন।
সুমিত্রা সমান সখী নাহি ত্রিভুবন।
জদি তুমি আজ্ঞা প্রিয়ে করহ আপনে।
কথ কাল থাকি আমি সুমিত্রার স্থানে॥
এতেক কহিয়া গেল সুমিত্রার স্থানে।
স্বামী দেখি আনন্দিত হইলেক মনে॥ খ-৩৭।১
এহি মতে আছয়ে রাজার পুর নারী।
আনন্দে আছয়ে রাজা অযোধ্যা নগরী॥

ব্রহ্মা আদি দেব আসি অযোধ্যা ভুবন।
পুষ্প দিয়া গর্ভ পূজে হরষিত মন॥
কৌশল্যা সুমিত্রা দুই রাজার নন্দিনী।
দ্বাপরে হইবে তোমরা দৈবকী রোহিণী॥
নব মাস তিন রাণী হৈল গর্ভবতী।
কাল পাইয়া রাজমাতা মৈল ইন্দুমতী॥
ইন্দুমতী আছিলেক ইন্দ্রের অপ্সরী।
তাল ভঙ্গে সাঁপে ইন্দ্র মনে ক্রোধ করি॥
সেই সাঁপ মুক্ত হৈয়া গেল স্বর্গ পুরী।
মাতৃকৃত্য নির্ব্বহিল নৃপতি কেশরী॥
জত দান কৈল রাজা কি কহিব কথা।
সবে মাত্র রহিলেক নবদণ্ড ছাতা॥
অথা দশ মাস পূর্ণ হৈল তিন রাণী।
আনন্দে পূর্ণিত দশরথ রাজধানী॥
চৈত্র শুক্লা নবমী জে পুষ্যাযুক্ত দিনে।
সর্ব্ব গ্রহ শুভ দৃষ্টে জন্মে নারায়ণে॥
দুর্ব্বাদল শ্যাম তনু চন্দ্রের বদন।
আজানু লম্বিত বাহু পদ্ম জে লোচন (১)॥]

২৪। পুত্র জন্মে দশরথের আনন্দ।

কুমারগণের বাল্যকাল ও বিদ্যা শিক্ষা।

দীর্ঘ ছন্দ। (২)

শুন শুন অএ রাণী স্বপনে দেখিল পুনি
সেই সত্য হইল মোর মন।
আপনে জন্মিলা হরি বৈকুণ্ঠের অধিকারী
দুষ্টবন্ত দেব সনাতন॥

---

(১) অতঃপর একটি ত্রিপদীতে নারায়ণের জন্মে জগজনের ও কৌশল্যার আনন্দ বর্ণিত হইয়াছে।

(২) এই লাচারী 'ক' পুথি ভিন্ন অন্য কোন পুথিতে নাই।

সর্ব্ব অঙ্গ শ্যাম তনু কমল কুসুম জনু
ভুরু যুগ অতি সুললিত।
আজানুলম্বিত বাহু হৃদয় বিস্তার বহু
দেবগণে দেখিয়া মোহিত॥
পদ্ম যুগ্ম চারিতল জেন ফুল কমল
সর্ব্ব অঙ্গ সুলক্ষণ তার।
ধন্য বিম্বাধর তার উদরে ধরিল তোর
নাম যশ হইব আমার॥
তোমার জন্মের ধন্যা হইলে রাজার কন্যা
আপনে জন্মিলা নারায়ণে।
ত্রিদশের পতি আসি তোমার গর্ভেত পশি
কীর্ত্তি হইল ইতিন ভুবনে॥
যজ্ঞ মণ্ডপেত জানি শুনিয়া দেবতা বাণী
চারি পুত্র হইব তোমার।
রাবণ সংহার করি মারিব রাক্ষস বৈরি
নিজ বংশ হইবে উদ্ধার॥
ভরত আনিয়া কোলে হাসিয়া রাজাএ বোলে
এই হবে ধর্ম্ম অবতার।
মহাবল পরাক্রম ত্রিভুবনে নাহি সম
ভরত করিলা পুরস্কার॥
তাহাকে বিদায় দিয়া লক্ষ্মণেরে কোলে লৈয়া
শত্রুঘ্ন আনি নিজ উরে।
একই জে কলেবর দেখি দুই সহোদর
প্রিয়া সম্বোধিয়া রাজা বোলে॥
তোমার উদরে হৈল দেবের প্রসাদ পাইল
তোমার ঘরে ই দুই কুমার।
যত্ন করি অতিশএ পাল্য কর ফণীশয়
শুন দেবী বচন আমার॥
দেখি চারি কুমার হরষিত অনিবার
আদেশ করিলা মহারাজ।
দুগ্ধবতী দশ নারী একের নিবন্ধ করি
হেন মতে নিজোজিলা কাজ॥
হেন মতে দশরথ ধেনু দিলা তিন শত
নানা রত্ন অলঙ্কারে পুরি।
অনেক বসন দিয়া কুমারকে সম্ভাষিয়া
সম্ভাষা করিলা তিন নারী (১)॥

পয়ার।

অনেক দিবসে রাজার হৈল মনস্কাম।
কৌশল্যা তনয় নাম থুইলা শ্রীরাম (২)॥
কেকইর পুত্র দেখি হরিশ অন্তর।
ভরত থুইল নাম সে বা জে কোঁয়র॥
নামকরণ কৈল একাদশ দিনে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্নে॥

---

(১) আদি কাণ্ডে এই প্রথম ত্রিপদী। রচনা কেমন যেন টানা-বোনা। কৃত্তিবাসের ত্রিপদীর দুর্ব্বলতা অন্যান্য স্থানেও লক্ষ্য করা যাইবে। এই স্থানে এবং ইহার পরেও পুথিগুলির মধ্যে গরমিল বড় বেশী।

(২) এই নামকরণ লইয়া খ-পুথিতে এক উপাখ্যান আছে। কুমারগণের অন্নপ্রাশন ও নামকরণের দিনে ব্রহ্মাদি সব দেবগণ উপস্থিত। কুলপুরোহিত বসিষ্ঠ দেবগণের অনুমতি লইয়া কৌশল্যার পুত্রের নাম শ্রীরাম রাখিলেন। শুনিয়া শূলহস্তে শিব তাঁহাকে মারিতে ধাইলেন। বলিলেন, যে নাম জপিয়া তিনি যোগেশ্বর হইয়াছেন, সেই গুহ্য নাম কেন রাখা হইল? বসিষ্ঠ নানা প্রকারে শিবকে প্রবোধ দিলেন। বলিলেন, এই নাম ভিন্ন কলিযুগপাবন অন্য আর কোন নাম নাই।

দি ... ত্রি নৃপতি দেখএ পুত্র মুখ।
দেখিয়া পুত্রের মুখ রাজার কৌতুক (১)॥ ক-১২।২

দিনে দিনে বাড়িলেক সে চারি কুমার।
ব্রাহ্মণ আনিয়া দিল শাস্ত্র পঠাইবার॥

চুল ঘুচাইয়া রাম রাখে পঞ্চ ঝুটি।
মনি মুকুতার হার গলে সোণার কাটি॥
মাথে পঞ্চ ঝুটি রামের ঘন বাথে উড়ে।
দেখিয়া রামের রূপ সভার মন হরে॥
রামরূপ দেখি রাজার হরিস অন্তর।
বৈকুণ্ঠের নাথ দেখে অযোধ্যা নগর॥
চন্দ্রের কলা যেন বাড়ে দিনে দিনে।
ত্রিভুবন জিনিবারে পারে এক দিনে॥
ধনুক লইয়া রাম জদি দিব গুণ।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল কাঁপিবে ত্রিভুবন॥
রাজকুমারী জত রামের গুণ শুণে।
তুশলি ব্রত করে তারা রাম আরাধনে॥
মাথে পঞ্চ ঝুটি রাম নারায়ণ স্বরূপ।
দেখিয়া রামের রূপ রাজার কৌতুক॥
সর্ব্বক্ষণ দশরথ নেহালে রামেরে।
অন্ধ মুনির সাপ রাজার মনে পড়ে॥
মুনি সাপ দিল মোর দৈবের কারণ।
এই পুত্র না দেখিলে আমার মরণ॥
অন্ধ মুনির সাপ না জাএ খণ্ডন।
না জানি বিধাতা মোরে কি করে কখন॥
দশ হাজার বৎসর করিলাম কুতুহলে।
রাম হেন পুত্র পাইলাম বড় পুণ্য ফলে॥
পুত্র মুখ দেখিলাম জীবন সাফল।
অপুত্রা কেমতে জিএ সকল বিফল॥
অনেক তপ করিলাম দেখিতে পুত্র মুখ।
পুত্র মুখ দেখিয়া পাইলাম বড় সুখ॥
পুত্র মুখ দেখি রাজা হরিস বিসেস।
চারি পুত্র লৈয়া পালে অযোধ্যার দেশ॥

...ইহা শুনিয়া গুরু গুরু বলিয়া রামকে শিব কোলে লইলেন। ...দ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণেই মাত্র অনুরূপ উপাখ্যান আছে। ...থায় নামকরণের জন্য দশরথকে লইয়া বশিষ্ঠ ব্রহ্মলোকে ...লিয়া গিয়াছেন এবং ব্রহ্মা স্বয়ং রাম নাম রাখিয়াছেন ...বং শিব তাহা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইলে তাঁহার ক্রোধ শান্ত ...রিয়াছেন। রঙ্গপুর পরিষৎ সংস্করণ,—১৪২ পৃষ্ঠা।

(১) চারি পুত্র মুখ রাজা দেখে সর্ব্বক্ষণ।
পুত্র মুখ দেখি রাজা হরসিত মন॥
পূর্ণিমার চন্দ্র জেন সংসার আল করে
জ্যেষ্ঠ পুত্র মুখ দেখি হরিস অন্তরে॥
আপনি পণ্ডিত রাজা করে অনুমান।
জ্যেষ্ঠ পুত্রের আমি রাখিব কি নাম॥
বসিষ্টের সনে রাজা করে অনুমান।
জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম রাখিলেক রাম॥
কেকৈর পুত্র দেখি হরিস অন্তর।
ভারত ভূমিতে নাই এমত সুন্দর॥
অনুমান করি নাম থুইল ভরত।
কেকৈরে বিস্তর ধন দিল দশরথ॥
সুমিত্রার দুই পুত্র জমক দুইজন।
দুই নাম রাখিল লক্ষ্মণ শত্রুঘন॥
তের দিবসের মধ্যে কৈল অশৌচান্ত।
জত দান কৈল রাজা তার নাই অন্ত॥
কৌশল্যার চরু ভাগে জন্মিল লক্ষ্মণ।
রাম লক্ষ্মণ বাণী ঘোসে সর্ব্বজন॥
ভরত শত্রুঘ্ন দুই জনের মিলন।
এক বিষ্ণু চারিজন মায়ার কারণ॥
চারিবেদে যুক্ত হৈল রামের শরীর।
চৌসট্টি বিদ্যা যে শিখিল রঘুবীর॥

চারি বেদ পঠিলেক রাম সুকুমার।
চোষট্টি পঠিলা বিদ্যা জত তত্ত্ব সার॥
কামদেব জিনি রূপ মদন মুরারী।
রামরূপে বিষ্ণু হইলা প্রীতি অবতরি॥
পাত্র মিত্র সঙ্গে রাজা বড় আনন্দিত।
পূর্ণচন্দ্র কলা জেন গগনে উদিত॥
ধনুর্বিদ্যা শিখিলেক রাম সুকুমারে।
ত্রিভুবন জিনিতে পারে একদিন রণে॥
ধনুর্গুণ করে লৈয়া টানে জেই ক্ষণে।
শুনিয়া টঙ্কার শব্দ কাঁপে ত্রিভুবনে॥
পিতাভক্ত রামে সেবা করে নিরন্তর।
বৈকুণ্ঠের নাথ হরি অযোধ্যা নগর॥
অন্ধক মুনির সাপ স্মরিলেক মনে।
এই পুত্র না দেখিলে মরিব পরাণে॥
যথাত শ্রীরাম জাএ তথাত লক্ষ্মণ।
ভরত শত্রুঘ্নের জে বড়হি মিলন॥
এই মতে অযোধ্যাত আছেন শ্রীহরি।
সীতার জন্মের কথা শুন মন করি॥

হরসিত দসরথ মনেত উল্লাস।
আদ্যকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস॥
হরসিতে অযোধ্যাতে আছেন শ্রীহরি।
লক্ষ্মীর জন্ম শুন তবে অবধান করি॥   গ-পুথি

এই পাঠ বেশ বিস্তৃত। চ-ছ পুথির পাঠ এত বিস্তৃত নহে—তবে গ-পুথির সহিত স্থানে স্থানে মিল আছে। ক ও গ পুথির পাঠ মিলাইলে বুঝা যাইবে, উভয় পুথিতেই কিছু কিছু রচনা পড়িয়া গিয়াছে। ঝ-পুথির সহিতও গ-পুথির পাঠের মধ্যে মধ্যে মিল আছে।

২৫। মিথিলায় সীতারূপে লক্ষ্মীর অবতার। (১)
হরধনুভঙ্গ পণে সীতার স্বয়ংবর ঘোষণা।
রাজগণের বিফল চেষ্টা।

[এই মতে অযোধ্যাত আছেন শ্রীহরি।
সীতার জন্মের কথা শুন মন করি॥]
ভুবন মোহন লক্ষ্মী ধরে নানা বেশে।
হিমালয়ে তপ করে বিষ্ণুর উদ্দেশে (২)॥

---

(১) বাজার সংস্করণে রামের জন্মের পূর্ব্বে সীতার জন্ম বর্ণিত এবং একই বৎসরে উভয়ের জন্ম হইয়াছিল, এইরূপ উক্ত হইয়াছে।

বাল্মীকি রামায়ণে সীতার জন্ম অতি সংক্ষেপে বর্ণিত—পাশ্চাত্য সংস্করণে ৬৬ অধ্যায়ে গুটি দুই শ্লোকে এবং গৌড়ীয় সংস্করণে ৬৮ অধ্যায়ে মাত্র একটি শ্লোকে। বেদবতীর উল্লেখ এইখানে নাই, আছে উত্তর কাণ্ডের সপ্তদশ (গৌড়ীয় পুথির ১৮শ) অধ্যায়ে। সেখানে বেদবতীর পাতাল প্রবেশের কোন কথা নাই,—আছে স্বেচ্ছায় চিতারোহণে মৃত্যু এবং পরজন্মে জনকের হলমুখোৎপন্না অযোনিজা কন্যা হইবার কথা।

(২) এই ছত্র পর্য্যন্ত ক-চ-ছ পুথির মিল আছে—তাহার পরেই নানারূপ গরমিল দেখা দিয়াছে। ধর্ষিতা বেদবতীর অগ্নিময় পুতুলরূপ ধারণ এবং সিন্দুকে পুরিয়া রাবণের তাহাকে সমুদ্রে নিক্ষেপের গল্প ক-পুথির নিজস্ব। চ-ছ পুথিতে এই স্থান সংক্ষিপ্ত। গ-পুথির পাঠ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

হরষিতে অযোধ্যাতে আছেন শ্রীহরি।
লক্ষ্মীর জন্ম শুন তবে অবধান করি॥
লক্ষ্মীর জে জন্ম শুন মিথিলা নগর।
জেমতে জন্মিল লক্ষ্মী পৃথিবী ভিতর॥
অজোনিসম্ভবা আগে ছিল বেদবতী।
হিমালয়ে তপ করে বিষ্ণু হৈতে পতি॥
ত্রিভুবন জিনি বেড়ায় লঙ্কার রাবণ।
হিমালয় পর্ব্বতে রাবণ করিল গমন॥

কঠোর তপস্যা করে বিষ্ণুর উদ্দেশে।
হেনকালে রাবণ গেলেন তান কাছে ॥
জেন মতে রাবণের সবংশে মরণ।
কামে আকুলিত হৈয়া ধরে ততক্ষণ ॥
বেদবতী নাম তান লক্ষ্মী অবতার্ম।
বলে ধরি দশাননে করিল শৃঙ্গার ॥
ক্রোধ করি সাপ তারে দিলা বেদবতী।
আমার স্বামীর হাতে মরিবে দুর্ম্মতি ॥
জন্মান্তরে আমি হব বিষ্ণুর রমণী।
সবংশে মারিয়া তোকে লইব পরাণী ॥
সাপ দিয়া পুনি দেবী বুলিলা বচন।
অগ্নি কুণ্ড করি দেও তেজিব জীবন ॥ ক-১৩।১
এতেক শুনিয়া রাজা অগ্নিকুণ্ড করি।
চিতাএ দহিলে তার (১) ব্রাহ্মণ কুমারী ॥

লক্ষ্মীর জে রূপ দেখি রাবণ মূৰ্চ্ছিত।
দেখিয়া রাবণ রাজা ধরিতে নারে চিত ॥
কামে অচেতন রাবণ ধরিতে জাএ বলে।
রাবণেক সাঁপ দিয়া সামাইল পাতালে ॥
তপভঙ্গ আমার জে করিলি রাবণ।
আমার লাগিয়া তোমার সবংশে মরণ ॥
মিথিলা নামে এক দেশ উত্তর সমাজ।
(সমাজ উত্তম-চ—পুথি। সবার উত্তম—ছ-পুথি)
সেই দেশে রাজা আছে জনক মহারাজ ॥
বারে বারে চসে ভূমি আছে পরিমিত।
তবে যজ্ঞ করে রাজা শাস্ত্রের বিহিত।
যজ্ঞ করিতে রাজা যজ্ঞ ভূমি চসে।
মেনকা নামে অপ্সরা জাএন আকাশে ॥
অন্তরীক্ষে জাএ কন্যা বাএ কাপড় উড়ে।
দেখিয়া জনক রাজা বির্জ্জ টলি পড়ে ॥
সেই বির্জ্জে পৃথিবী হইল গর্ভবতী।
অজোনিসম্ভবা লক্ষ্মী জন্মিলেক ক্ষিতি ॥
চাস ভূমে কন্যা পাইল জনক মহারিসি।
পৃথিবীতে আলো করে কন্যা যে মানুসি ॥
কন্যারূপে আলো করে মিথিলা নগরী।
আচম্বিতে পুষ্পবৃষ্টি হৈল স্বর্গপুরী ॥
সকল দেবতা করে পুষ্প বরিসন।
জনকেরে ডাক দিয়া বোলে দেবগণ ॥
চাস ভূমে কন্যা তোমা মিলাইল বিধাতা।
লাঙ্গলের মুখে জন্ম, নাম থুইল সীতা ॥ গ-পুথি।
এই মতে অযোধ্যায় আপুনি শ্রীহরি।
সীতাজন্ম কথা শুন এক মন করি ॥

ত্রিভুবন জিনিঞা লক্ষ্মী ধরে নানা বেশ।
হিমালয় তপ করেন বিষ্ণুর উদ্দেশ ॥
কঠোর তপ করেন লক্ষ্মী বিষ্ণু আরাধনে।
হেনকালে রথে চড়ি বেড়ায় রাবণে ॥
কামেতে পীড়িত হৈঞা ধরিতে চাহে বলে।
সাঁপ দিয়া লক্ষ্মী দেবী সান্ধায় পাতালে ॥
মিথিলা নামে দেশ আছে সমাজ উত্তম।
বার বছর যজ্ঞ ভূমি চসেন নিয়ম ॥
হেন কালে জনক রাজা যজ্ঞ করিবার আসে।
মেনকা নামে অপ্ছরা জায়েত আকাশে ॥
অন্তরীক্ষে জাইতে তার বায়ে বস্ত্র উড়ে।
মোহ গেল জনকঋষি বীর্য্য টলি পড়ে ॥
সেই বীর্য্যে পৃথিবী হইল গর্ভবতী।
অজোনিসম্ভবা কন্যা জন্মিলেন ক্ষিতি ॥
অদ্ভুত দেখিয়ে বড় শুনিতে চমৎকার।
সেই চাস ভূমি জনক চসে আরবার ॥
চসিতে লাঙ্গল মুখে উঠে বিদ্যুত্‌ আকৃতি।
(ডিম্বের আকৃতি—ছ-পুথি।
ভাঙ্গিয়া দেখেন রাজা লক্ষ্মী মূর্ত্তিবতী ॥
চ-পুথি। ছ-পুথির সহিত বেশ মিল আছে।

(১) 'দহিল তবে' হইলে সঙ্গত হয়।

চিতাএ দহিয়া জঁদি হৈল ভস্মময়।
অগ্নির পুতুলা এক তথাতে দেখয় ॥
দেখিয়া বালক কন্যা রাবণ চিন্তিত।
দেখিয়া কন্যার রূপ মনে হৈল ভীত ॥
পাত্র সবে বোলে রাজা চিন্তা পরিহরি।
সমুদ্রেত ফেল নিয়া সিন্ধুকেত ভরি ॥
লোহার সিন্ধুক করি কন্যাকে রাখিয়া।
সম্মোহ করিয়া জলে বিসর্জ্জিল নিয়া ॥
গভীর সমুদ্র যথা নাহিক আলয়।
তথায় ক্ষেপিয়া গেল রাবণ দুর্জ্জয় ॥
বিধির নিবন্ধ হেন কি বলিব আমি।
কতদিনে সিন্ধু চর হৈয়া গেল ভূমি ॥
মিথিলা নগর তার নিকটে উত্তম।
দ্বাদশ বৎসর চষে যজ্ঞের নিয়ম ॥
জনক অপুত্রা হএ নাহিক তনয়।
নানা যজ্ঞ করে সেই সন্ততি না হএ ॥
হেন কালে গগনেত হইলেক ধ্বনি।
যজ্ঞ ভূমি চষ তুমি শুনি দেববাণী ॥
হইব তোমার বংশ শুন নৃপবর।
দৈব বাণী শুনি রাজা হরিশ অন্তর ॥
বংশ হেতু নৃপতিএ যজ্ঞ ভূমি চষে।
দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ হৈল অবশেষে ॥
আর দিন চষিবার রাজাএ লাগিল।
লাঙ্গলে বাঝিয়া এক সিন্ধুক উঠিল।
সিন্ধুক খুলিয়া তবে চাহিল নৃপতি।
পরম সুন্দরী কন্যা দেখিল যুবতী ॥
দেখিয়া কন্যার রূপ জনক মোহিত।
হেনকালে দৈব বাণী হৈল আচম্বিত ॥

অযোনিসম্ভবা কন্যা পাইলে রাজন।
তান স্বামী হৈতে হৈব রাবণ নিধন ॥
লাঙ্গলের আগে জন্ম নাম তার সীতা। ক-১৩১২
প্রধান দেবীর স্থানে দিলেন দুহিতা ॥
কন্যাকে লইয়া রাজা গেলা অন্তঃপুরে।
মহাদেবীগণ আইল কন্যা দেখিবারে।
কন্যার জে রূপ দেখি মহাদেবীর হাসি।
কার কন্যা আনিলা জনক মহাঋষি ॥
চন্দ্রবংশে জন্ম তোমা জনক মহারাজ।
পরকন্যা বলে আন তোমা নাই লাজ ॥
মহাদেবী ঢোল (১) করে জনক রাজা হাসে।
অযোনিসম্ভবা কন্যা পাইলাম চাষে ॥

---

(১) পরিহাস, রঙ্গ। বিক্রমপুরের উচ্চারণ ঢঙ, অথবা ঢং। গ-পুথি কোথায় পাওয়া যায়, কে উপহার দেয়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে তাহার কোন বিবরণ লিপিবদ্ধ নাই। এই শব্দটির প্রয়োগ হইতে বুঝা যায়, পুথিখানি সম্ভবতঃ পশ্চিম বঙ্গের। শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় পুথির মুদ্রিত বিবরণে হরফের ছাঁদ পূর্ব্বদেশীয় বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। গ-পুথির লেখার ছাঁদ অত্যন্ত জড়ান,—কিন্তু পূর্ব্বদেশীয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিবার কি তাহাতে আছে, বুঝিতে পারিলাম না। 'ঢোল' শব্দের প্রয়োগে বোধ হয়, পুথি ভাগীরথীর পশ্চিমের। এই শব্দটি কবিকঙ্কণে আছে, চারু বাবুর সংস্করণ,—(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) ৮৩৮ পৃষ্ঠা :—"ঢোল নাহি করি কভু পরের যুবতী" অর্থ, পরের যুবতী রসহিত পরিহাস বা রঙ্গরস করি না।

শব্দটি চৈতন্য-ভাগবতেও আছে, চারু বাবু চণ্ডীমঙ্গল বোধিনীর ৮৪২ পৃষ্ঠায় তাহা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

আপনে হইয়া শ্রীহট্টিয়ার তনয়।
তবে ঢোল কর কোন যুক্তি ইথে হয় ॥

প্রধান মহাদেবী ঠাই দিলেন দুহিতা।
বড় যত্নে পালিয় আমার কন্যা সীতা॥
সীতার রূপের কথা বড় চমৎকার।
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া লক্ষ্মী করিলা অবতার॥
গ-পুথি। চ-ছ পুথির সহিতও মোটামোটি মিল আছে]
পরমসুন্দরী কন্যা ত্রৈলোক্য মোহিনী।
দেখি হরষিত হৈলা সকল রমণী॥
রাজাএ বোলেন দেবী শুনহ বচন।
এই কন্যা পাল নিয়া করহ জতন॥
আমার বীর্য্যেত আর পুত্র না জন্মিল।
বিধির নিবন্ধে এই কন্যারত্না পাইল॥
এ বুলিয়া দেবীর স্থানেত কন্যারত্না দিলা।
দিনে দিনে বাড়ে কন্যা যেন চন্দ্রকলা॥
ইষ্টদেব আছে মোর দেব মহেশ্বর।
সেবিয়া লইব বর তাহান অন্তর॥
এত শুনি নরপতি তপস্যা করিল।
মহাদেব আসি তবে সাক্ষাতে মিলিল॥
বর মাগ মহারাজা হইনু সদয়।
মনের বাঞ্ছিত বর মাগহ নিশ্চয়॥
শুনিয়া তাহান বাক্য জনক নৃপতি।
মাগিল সীতার বর ত্রিভুবনে খ্যাতি॥
এই বর তোর কন্যা পাইব নিশ্চিত।
চল রাজা এবে জাও আপনা পুরিত॥

[মহাদেবের ধনু বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ।
সত্তরি যোজন ধনু পর্ব্বত প্রমাণ॥
হরের ধনুক সে জে অদ্ভুত গঠন।
জনকের ঘরে ধনু রাখে ততক্ষণ॥
ধনুক থুইয়া গেল দেব মহেশ্বর॥
নিজস্থানে গেল প্রভু ভোলা মহেশ্বর॥
গ-পুথি। ক-পুথিতে এই প্রয়োজনীয় কয় ছত্র নাই]
ঋ-পুথির পাঠও নিম্নে উদ্ধৃত হইল।
[হেনকালে মহাদেব মৃগয়া করিয়া।
জনকের দুয়ারে ধনু গেলাত পেলিয়া॥
শিবের হাতের ধনুক বিচিত্র লিখন।
উভেত দীঘল ধনুক ত্রিশ যোজন॥
সাত যোজন ধনুক আড়ে পরিসর।
প্রতিজ্ঞা করিল জনক সভার ভিতর॥]
প্রতিজ্ঞা করিল রাজা সভার ভিতরে।
এই ধনুকেত যেই গুণ দিতে পারে॥
সীতা নাম কন্যা মোর পরম সুন্দরী।
কন্যা দান দিব তাকে বোলে সত্য করি॥
কুরঙ্গ (১) নয়না সীতা চরণ কোমল (২)।
তিল ফুল জিনিয়া জে নাসিকা উজ্জ্বল॥

চৈতন্য-ভাগবত-সম্পাদক সম্ভবতঃ মূল পুথির ঢোল কে ঢোল রূপে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন। অর্থ সর্ব্বত্রই পরিহাস, রঙ্গ। চারুবাবু অর্থ ধরিতে পারেন নাই—'ছলনা?' এইরূপে অর্থবোধের চেষ্টা করিয়াছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিরক্ষক শ্রীমান সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দেখাইয়া দিল, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাসের অভিধানেও চৌল শব্দটির 'ছলনা' অর্থই গৃহীত হইয়াছে।

(১) মূলে শব্দটি কলমজাদা অর্থাৎ অন্য শব্দের উপর মোটা কলমে লিখিত এবং 'অনঙ্গ' বলিয়া পাড়তে হয়। মূলে শব্দটি নিশ্চয়ই কুরঙ্গ ছিল।

(২) সীতার এই রূপবর্ণনা গ-পুথিতে স্বাভাবিক ভাবে পূর্ব্বোদ্ধৃত—'বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া লক্ষ্মী করিলা অবতার।' এই ছত্রের পরে আছে। কিন্তু ক পুথিতে এই বর্ণনা স্থানচ্যুত বলিয়া মনে হয়। বর্ত্তমান ছত্রের পরিবর্ত্তে গ-পুথিতে আছে—:

মৃগ দুই আখি সীতা বদন কমল।
শব্দান্তরের চমৎকার দৃষ্টান্ত।

সুললিত অঙ্গ সীতার দেখিএ সুঠাম (১)।
চন্দ্র বিম্ব জিনি মুখ অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ ॥
মৃগেন্দ্র জিনিয়া জে সীতার মধ্যদেশ।
হিঙ্গুল মণ্ডিত তান অঙ্গুলি বিশেষ ॥
অরুণ জিনিয়া সীতার চরণ যুগল।
চরণে নূপুর বাজে অতি মনোহর ॥
মত্তরাজ করি জিনি গমন মন্থর।
মধুর জিনিয়া সীতার বচন সুস্বর (২) ॥
দেখিয়া জতেক লোক হএত মূর্চ্ছিত।
কন্যাকে দেখিয়া রাজা আনন্দিত চিত্ত ॥
দূতগণ আনাইয়া বুলিলা নৃপতি।
স্বয়ম্বর হেতু রাজা আন শীঘ্রগতি ॥

(১) সুবলিত দুই স্তন দেখিতে সুঠাম-ঝ।

(২) গ-পুথি হইতে সীতার রূপবর্ণনা উদ্ধৃত করিলাম :—

মৃগ দুই আখি সীতা বদন কমল।
ত্রিভুবন জিনি সীতা মুখ জে মণ্ডল ॥
মুঠে জে ধরিতে পারি সীতার কাকালি।
হিঙ্গুলে মণ্ডিত সীতা পাএর অঙ্গুলি ॥
(মুঠেতে ধরিতে পারি সীতার কাকালি।
হিঙ্গুলে মণ্ডিত যেন পায়ের অঙ্গুলি চ-পুথি।
মুষ্টিতে ধরিতে পারে ক্ষীণ মাঝাখানি।
হিঙ্গুলে মণ্ডিত তাহে পায়ের অঙ্গুলি ॥ ছ-পুথি)
অরুণ জিনিয়া সীতা উরু জে যুগল।
তাহাতে নূপুর বাজে অতি মনোহর ॥
রাজহংস জিনিয়া জে সীতার চলন।
অমৃত জিনিয়া তাহার মধুর [বচন] ॥
জেই কন্যা দেখে সেই হএ মূর্চ্ছিত।
দেখিয়া জনক রাজা হইল চিন্তিত।

ক এবং গ-পুথির পাঠের সহিত বাজার-সংস্করণের পাঠ তুলনা করিলে পরিবর্ত্তন বুঝা যাইবে।

রাজার আদেশে চলি গেল দূতবর।
পৃথিবীর রাজা আইলা জনকের ঘর ॥
আমন্ত্রিয়া আনিল জত রাজার কুমার।
উপস্থিত হৈল আসি জনকের দ্বার ॥
রাজা সব রাখিলেন্ত দিয়া দিব্যস্থান।
নানাবিধি দিলেন্ত জে ভক্ষ্য ভোজ্য দান ॥
[হেনকালে জনক বোলে সভার ভিতর।
মোর ঘরে ধনু রাখি গেল মহেশ্বর ॥
প্রতিজ্ঞা করিল আমি সভার ভিতর।
জে ধনুকে গুণ দিব সেই সীতার বর ॥
বর সবে বোলে জনক কর সন্বিধান।
ধনু আন গুণ দিব তোমা বিদ্যমান ॥
লক্ষ লক্ষ বর আসি হইছে এক ঠাই।
ঝাটে ধনুক রাজা আন এই চাই ॥
ত্রিশ সহস্র জন দিল জে পাঠাইয়া।
আনিল ধনুক খান কান্দেত করিয়া ॥
সত্তরি জোজন পথ ধনুখানে জোড়ে।
ধনুক দেখিয়া রাজাসভার প্রাণ উড়ে ॥
অপমান বুজি সব পলাইল দেশ।
নানাপথে পলাইয়া গেল আপন দেশ (৩) ॥
কোন রাজা জাএ তবে উদ্ধত হইয়া।
ধনুকে গুণ দিতে জাএ কাপড় সারিয়া (৪)
সুমেরু পর্ব্বত জেন ধনুকখান ভারী।
গুণ দিতে কাজ নাই লাড়িতে না পারি ॥

(৩) যেই যেই রাজার কুমার বিক্রমে বিশেষ।
অগোচরে পলাইয়া গেল নিজ দেশ ॥ চ-পুথি।
যেই যেই রাজার কুমার বুদ্ধি বিশেষ।
ঐ মতে পলাইয়া গেল নিজ দেশ ॥ ঝ পুথি।

(৪) কাছিয়া—ঝ-পুথি।

জে জন পলাইয়া গেল বুজি আপন কাজ।
জে লাড়িতে না পারিল বড় পাইল লাজ॥
আপনার পরাজয় পাইল আপনি।
জনকের স্থানে গিয়া মাগিল মেলানি॥
সীতা লক্ষ্মী রাম জে আপনে নারায়ণ।
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া আসিয়াছে দুই জন॥
সীতা সাত বৎসর জে রাম দশ বৎসর।
রাম বিনে সীতার আর নাই কোন বর॥
লজ্জা পাইয়া রাজা সব গেল আপন দেশে।
আদ্য কাণ্ডে রচিলা পণ্ডিত কৃত্তিবাসে॥]

মন্তব্য। বন্ধনীর মধ্যস্থ ছত্রগুলি ক-পুথিতে নাই। বস্তুতঃ ক-পুথির সীতাজন্মপ্রসঙ্গ স্থানে স্থানে বড়ই অঙ্গহীন। বন্ধনীমধ্যস্থ গৃহীত পাঠ গ ও চ-পুথি অবলম্বনে গঠিত। দুই পুথিতে বেশ মিল আছে, তবে গ-পুথিতে চ-পুথি অপেক্ষা কয়েক ছত্র বেশী আছে। বাজার-সংস্করণ তুলনীয়। মধ্যে মধ্যে ছত্রের মিল আছে। রাবণের হরধনু উত্তোলনের চেষ্টা বাজার সংস্করণে আছে এবং আমাদের ক-পুথিতেও অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে আছে—কিন্তু অনেক পরে। রাম রাক্ষস মারিয়া বিশ্বামিত্রের সহিত জানকীর বিবাহসভায় উপস্থিত হইলেন, সেই সভায়ই রাবণও উপস্থিত ছিল বলিয়া ক-পুথিতে বর্ণিত হইয়াছে। যথাস্থান দ্রষ্টব্য।

২৬। দশরথের সপুত্র গঙ্গাস্নান যাত্রা ও গুহক চণ্ডালের সহিত যুদ্ধ। রামচন্দ্রের সহিত গুহকের মিতালি। (১)

হেন মতে স্বয়ম্বর করে নৃপবর।
এথা দশরথ আছেন আপনার ঘর॥
মনেত ভাবিয়া (২) দশরথ নরপতি।
চারি পুত্র লৈয়া রাজা চলে ভাগীরথী॥
সৈন্য সঙ্গে নৃপতি জাএন কুতূহলে।
উপস্থিত হৈল রাজা ভাগীরথী তীরে (৩)॥
হেন কালে গুহা চণ্ডাল কত সৈন্য লৈয়া।
ভাগীরথীর কুলে তবে মিলিল আসিয়া॥
গঙ্গা জলে করে রাজা স্নান তর্পণ।
হেন কালে চণ্ডালের সনে দরশন॥
তর্পণ এড়িল রাজা চণ্ডাল দরশনে।
কুপিল চণ্ডাল সব জুঝিবার মনে॥
স্বভাবে চণ্ডাল জাতি বিকৃতি আকার।
দশরথ সনে যুদ্ধ করেন অপার॥
দাম-গুড়-গুড় বাদ্য বাজে জুঝিবার আইসে।
চণ্ডালের সাজ দেখি দশরথ হাসে॥
দশরথ সনে যুদ্ধ হইল বিস্তর।
দশরথ যুদ্ধে চণ্ডাল হইল ফাফর।
দশরথ যুদ্ধে দেবতা না সহে টান।
পলায় চণ্ডাল সৈন্য (৪) লইয়া পরাণ॥
দশরথ মহারাজা জানে বড় সন্ধি।
নাগপাশে সকল চণ্ডাল কৈলা বন্দী॥
হেন কালে গুহার রামের দরশন।
পূর্ব্ব কথা গুহারাজ পড়িল স্মরণ॥
জাতি স্মরে গুহা জেন রাম দরশনে।
পূর্ব্ব জন্মের কথা কহে রাম স্থানে॥

(১) এই প্রসঙ্গটি মূল রামায়ণে নাই। কৃত্তিবাস কোথা হইতে আহরণ করিয়াছেন, খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলাম না।

(২) পুণ্য যোগ পাইয়া। গ-চ-ছ-পুথি। শুভযোগ—ঝ-পুথি।

(৩) 'কুলে'—গ-পুথি। চ-ছ পুথিতে এই দুই ছত্র নাই।

(৪) ঠাট—ঝ।

গুহা বোলে পূর্ব্ব জন্মে ছিলাম ব্রাহ্মণ।
অনেক পাপে হইয়াছি চণ্ডাল জনম॥
ভার্গব মুনি কহিলেন মোর প্রতিকার।
রামরূপে নারায়ণ করিব অবতার॥
তার সনে তোমার হইব দরশন।
সেই দিনে তোমা দুঃখ হৈব বিমোচন॥
এতেক জদি রঘুনাথে চণ্ডাল কথা শুনে।
চণ্ডাল মাগিয়া রাম লৈল বাপ স্থানে॥
রামের বচন রাজা না করিল আন।
প্রসাদ দিয়া গুহার তরে করিলা ছাড়ান (১)॥
অগ্নি জে জ্বালিল গুহা ভাগীরথীর তীরে।
রাম সনে মিতালি জে অগ্নিসাক্ষী করে॥
হরিশ হইল রাম কমললোচন।
গুহার সঙ্গেত রাম দিল আলিঙ্গন॥
মিত্র মিত্র বলি রাম করে কোলাকুলি।
গুহা লইলেক তবে রাম পদধূলি॥
কৃত্তিবাস পাণ্ডতের মধুর পাঁচালি।
আদ্যকাণ্ড গাইল রাম গুহার মিতালি॥

[মন্তব্য। প্রথম ছয় ছত্র বাদ দিয়া এই প্রসঙ্গের পাঠ গ-পুথির। চ-ছ পুথির সহিতও বেশ মিল আছে—, তবে উহাদের পাঠ সংক্ষিপ্ততর। ক-পুথির পাঠের ভাষা ভিন্ন—গ-চ-ছ-ঝ-পুথির সহিত মিল নাই। উহা সংক্ষিপ্ততর এবং উহাতে গুহকের সহিত মিতালির কথা নাই। বাজার-সংস্করণে অনেক আজগুবী কথা এবং উৎকট রামভক্তির ছড়াছড়ি দেখা যায়; উহার মূল কোন পুথিতে পাইলাম না। নিম্নে ক-পুথির পাঠ উদ্ধৃত হইল।]

সৈন্য সঙ্গে নৃপতি জাএন কুতুহলে।
উপস্থিত হইল রাজা ভাগীরথী তীরে॥
হেনকালে চণ্ডালের সঙ্গে দরশন।
তর্পণ এড়িল রাজা ক্রোধ হৈয়া মন॥
কুপিয়া নৃপতি যুদ্ধ করে তার সনে।
মার মার করি রাজা বোলে ক্রোধ মনে॥
রুষিল চণ্ডাল সৈন্য রাজার বচনে।
সাজিল চণ্ডাল সৈন্য হাতে ধনুবাণে॥
মহা যুদ্ধ করি রাজা কৈল পরাজয়।
ভাঙ্গিল চণ্ডাল সৈন্য বড় পাইয়া ভয়॥
দশরথ মহারাজা জানে বড় সন্ধি।
নাগপাশে সকল চণ্ডাল কৈল বন্দী॥
কর জোড় করিয়া চণ্ডাল বোলে রাজ।
মহাপাপে চণ্ডাল হইলোঁ পৃথ্বী মাঝ॥
পূর্ব্ব জন্মে আছিলাম ব্রাহ্মণের কুমার।
ভার্গব মুনির সাঁপে হইলোঁ চণ্ডাল॥
পাছে বর দিলা মোরে রাম দরশনে।
পাপমুক্ত হৈয়া জাবে বৈকুণ্ঠ ভুবনে॥
তোমার চরণ বিনে গতি নাহি আর।
রাজাতে মাগিয়া লও কর প্রতিকার॥
চণ্ডালের বচন শুনিয়া রঘুনাথ।
বাপেতে খুজিল রাম জোড় করি হাত॥
রামের বচনে রাজা ছাড়ে চণ্ডালগণ।
অনেক প্রসাদ রাজা দিলে ততক্ষণ॥
চণ্ডাল বিদাএ কর সেইত রাজন।
গঙ্গাজলে নামি স্নান করিলা তর্পণ॥

২৭। দশরথের সপুত্র ভরদ্বাজ-আশ্রমে রাত্রি যাপন। ইন্দ্রকর্ত্তৃক রামকে অক্ষয় তূণ প্রদান।

স্নান কর্ম্ম অবসরে রথ আরোহিলা।
চারি পুত্র লৈয়া রাজা তখনে চলিলা॥

(১) সম্মান—ঝ।

পবন গমনে রথ চলিল সত্বর।
দিন অবসানে পাইল ভরদ্বাজ ঘর (১) ॥
চারিপুত্র লৈয়া বন্দে মুনির চরণ।
আশীর্ব্বাদ করিলেন্ত মহা তপোধন (২) ॥
দেখিয়া রামের রূপ ভরদ্বাজ মুনি।
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া আইল এই চক্রপাণি ॥
মুনি বোলে দশরথ সাফল্য জীবন।
সাক্ষাতে তোমার পুত্র দেখ নারায়ণ ॥
আজি রাজা রহ তুমি আমার ভুবন।
প্রভাতে জাইয় রাজা যথা লএ মন ॥
হেনকালে ভরদ্বাজ দেখে চমৎকার।
চন্দ্র সূর্য্য সমে ইন্দ্র দশদিক পাল ॥
নিদ্রা জাএ রঘুনাথ ভরদ্বাজ কোলে। ক—১৫।১
ধনু বাণ থুইল ইন্দ্র রামের শিয়রে ॥
অক্ষয় ধনুক টোন (৩) দিয় মুনিবর।
আশীর্ব্বাদ কৈয় মোর রামের গোচর ॥

---

(১) পবন বেগেতে রাজা (র) রথখান চলে।
ভরদ্বাজের আশ্রমেতে গেল সন্ধ্যাকালে ॥ ছ-পুথি

ভরদ্বাজের আশ্রম গঙ্গার দক্ষিণ পারে প্রয়াগে অবস্থিত। গঙ্গা পার না হইয়া শুধু রথে চড়িয়া, দশরথ, কি প্রকারে ভরদ্বাজাশ্রমে উপনীত হইলেন, বুঝা গেল না।

(২) চারিপুত্র লৈয়া রাজা গেল মুনি স্থানে।
গ-চ-ছ-পুথি।
পরিহার মাগে রাজা মুনির চরণে ॥ গ-পুথি।
নমস্কার কৈল সভে মুনির চরণে। চ-পুথি।
প্রণাম করিল যাঞা মুনির চরণে ॥ ছ-পুথি।

এই তিন ছত্র হইতে পুথিগুলিতে ক্রমশঃ পরিবর্ত্তনের প্রকৃতি বুঝা যাইবে।

(৩) তূণ।

বিচিত্র ধনুক বাণ রত্নে বিভূষিত।
ই বুলিয়া দেবগণ চলিলা ত্বরিত ॥
নিশি অবসান হৈল প্রভাত সময়।
কর জোড়ে বোলে মুনি করিয়া বিনয় ॥
শুন প্রভু চক্রধর দেব ভগবান।
এই ধনু শর ইন্দ্রে তোমা দিছে দান ॥
দেখি দশরথ রাজা হরষিত মন।
আপনাকে মানিলেন সাফল্য জীবন ॥
চারিপুত্র সঙ্গে রাজা বন্দিয়া চরণ।
মুনি সম্ভাষিয়া চলে আপনা ভুবন ॥

[মন্তব্য। ক-গ-চ-ছ পুথিতে মোটামোটি পাঠের মিল আছে। ক-পুথির পাঠ অনুসৃত হইল।]

২৮। বিশ্বামিত্রের অযোধ্যায় আগমন এবং যজ্ঞ রক্ষার্থ রামলক্ষ্মণকে লইয়া প্রস্থান।

হেনকালে বিশ্বামিত্র মুনি তপোধন।
যজ্ঞ করিবারে না দেয় অসুর দুর্জ্জন ॥
মনেতে ভাবিয়া মুনি করিল নিশ্চিত।
অযোধ্যা নগর বোলি চলিলা ত্বরিত ॥
রাজ কার্য্য করেন দশরথ নরেশ্বর।
হেনকালে বিশ্বামিত্র গেলেন গোচর (১) ॥

---

(১) বিশ্বামিত্র নামে মুনি মহা তপোধন।
যজ্ঞ অনুবন্ধ করে সব মুনিগণ ॥
যজ্ঞ পূর্ণ দিতে জে না পারে মুনিগণে।
যজ্ঞ নষ্ট করে রাক্ষস রক্ত বরিষণে ॥
সুবাহু নামে রাক্ষস রাক্ষসের কর্ত্তা।
যজ্ঞ নষ্ট করিতে জে সৃজিল বিধাতা ॥
রাক্ষসের উপদ্রব দেখি [মুনি] গণ।
অযোধ্যাতে বিশ্বামিত্র করিল গমন ॥

পাদ্য অর্ঘ্য দিলা রাজা বসিতে আসন।
জোড় হস্তে নৃপতিএ করিলা স্তবন॥
কি কারণে মুনিবর আসিলা এই স্থানে।
কোন কর্ম্ম করি দিব বোল বিদ্যমানে॥
এতেক শুনিয়া মুনি রাজার বচন।
কহিতে লাগিলা তবে মুনি তপোধন॥
যজ্ঞ করিবারে পুনি বিপ্র অভিলাষ।
রাক্ষসে আসিয়া যজ্ঞ করএ বিনাশ॥
ব্রাহ্মণের পরিত্রাণ যজ্ঞের রক্ষণ।
এক পুত্র দেও তোমার শুনহ বচন॥
শুনিয়া মুনির বাক্য চিন্তিলেক মনে।
না দিলে তনয় সাঁপ দিব এইক্ষণে॥
সাঁপে ভস্ম করিবেক জতেক সম্পদ।
ক্রোধ হৈলে মহামুনি পড়িবে আপদ॥
এতেক চিন্তিয়া রাজা ভাবি মনে মন। ক-১৫।২
ভরত শত্রুঘ্ন ডাকি আনে দুইজন॥
দুই পুত্র আনিয়া দিলেক মুনির ঠাই।
মুনি বোলে আর পুত্র আন দেখি চাই॥
মুনিকে ভাড়িতে নারে মুনি সর্ব্ব জানে।
মাথে পঞ্চ ঝুঠি রাম আনে বিদ্যমানে॥
রাম লক্ষ্মণ দেখিলেন হয় বিষ্ণুরূপ।
বিশ্বামিত্রে বোলে রাজা এইত স্বরূপ॥

দশরথ পুত্র জন্মিয়াছে নারায়ণ।
যজ্ঞ রক্ষা পাইবেক তাহার কারণ॥
রাক্ষস মারিয়া মুনি করিব উদ্ধারণ।
এতেক ভাবিয়া মুনি করিল গমন॥
চারি পুত্র লৈয়া রাজা আছে কুতুহলে।
হেনকালে বিশ্বামিত্র গেলেন দুয়ারে॥
গ-পুথি। চ ছ পুথির সহিত ও কিছু মিল আছে।

পূর্ণমাসির চন্দ্র জেন উদিত আকাশ।
মুনি বলে রাম দিলে জাই নিজ দেশ॥
লঙ্ঘিতে না পারে রাজা মুনির বচন।
মুনির হস্তেত রাম কৈল সমর্পণ (১)॥
রাজার বিমন দেখি বোলে মুনিবর।
বিস্ময় না ভাব রাজা শুন নরেশ্বর॥
তুমি ত না জান রাম হএ কোন জন।
বৈকুণ্ঠের নাথ এই কমললোচন॥
ইতিন ভুবন জদি হএ আগুআন।
ভস্ম করিবারে পারে হাতে লৈলে বাণ॥
রামেকে চিনিয়া আমি সঙ্গে লইয়া জাই।
পুনরপি শ্রীরাম কহিব (২) তোমার ঠাই॥
ই বুলিয়া লৈয়া জাএ বিশ্বামিত্র মুনি।
ঘন ঘন চাহে রাজা চক্ষুর পড়ে পানি॥
বহু দূর হৈল জদি রাম নারায়ণ।
ভূমিতে পড়িয়া রাজা করএ ক্রন্দন॥
রাজাকে প্রবোধ দিলা জত পাত্রগণ।
বৈরিকে মারিয়া রাম আসিব এখন॥
সৈন্য সেনাপতি গেল বহুল পরিবার।
দ্বিতীয় অম্বুজ গেল লক্ষ্মণ কুমার॥

(১) মুনিকে ভাড়াইতে নারে মুনি সব জানে।
রাম লক্ষ্মণ দুই পুত্র মুনির কাছে আনে॥
মাথে পঞ্চ ঝুটি রাম নারায়ণ স্বরূপ।
মোহ গেল বিশ্বামিত্র দেখি রাম রূপ॥
রামের জে রূপ দেখি বিশ্বামিত্র হাসে।
রাম লক্ষ্মণ পাইলে লইয়া জাই দেশে॥ গ-পুথি
লংঘিতে না পারে রাজা মুনির বচন।
রাম লক্ষ্মণ মুনির ঠাই কৈল সমর্পণ॥ চ পুথি।

(২) রহিব? পুনর্ব্বার এথা আনিঞা দিব তোমার ঠাই। ঝ-পুথি॥

সৈন্য সমে জাএ রাম আনন্দিত মনে।
এইরূপে জাএ রাম গহন কাননে (১)॥

[মন্তব্য। ক-পুথির পাঠের সহিত গ-চ পুথির পাঠের সাধারণ ভাবে মিল আছে, কিন্তু ভাষান্তর প্রচুর। বাজার সংস্করণে, খ-পুথিতে এবং ছ-পুথিতে দেখা যায়, দশরথ বিশ্বামিত্রকে প্রথমে ভরত-শত্রুঘ্ন দিয়া প্রতারণা করিয়া ছিলেন এবং এই কুমারদ্বয় তাড়কা রাক্ষসীর ভয়ে সংক্ষিপ্ত পথে না যাইয়া ঘুর্ণা পথে যাইতে চাহিয়াছিল। তাহা দেখিয়া বিশ্বামিত্র বুঝিতে পারেন যে কুমারদ্বয় রামলক্ষ্মণ নহে, এবং উহাদিগকে লইয়া অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পরে, বিশ্বামিত্রের ক্রোধাগ্নিতে অযোধ্যা দগ্ধ হয় দেখিয়া দশরথ রামলক্ষ্মণকে আনিয়া বিশ্বামিত্রের হস্তে সমর্পণ করেন। এই উপাখ্যানের এই রূপে দশরথের ও ভরত-শত্রুঘ্নের চরিত্র নিতান্ত অনাবশ্যক ও অন্যায়রূপে হীন করা হইয়াছে। মূল রামায়ণে রামলক্ষ্মণ প্রদানে দথরথের প্রথমে অসম্মতি এবং পরে বশিষ্টের উপদেশে সম্মতি প্রদানের কথা আছে। ক-গ-চ পুথি অবলম্বনে উপরে আমরা যে পাঠ উদ্ধৃত করিলাম, তাহাই এই উপাখ্যানের প্রকৃত কৃত্তিবাসসম্মত পাঠ বলিয়া মনে হয়।]

২৯। তাড়কা রাক্ষসী বধ ও বিশ্বামিত্রের নিকট রামের বিবিধ অস্ত্র শিক্ষা।

বালক শরীর রাম ক্ষুধায় পীড়িত।
তাহা দেখি মুনিবর হইল চিন্তিত (২)॥
মুনি বোলেন মন্ত্র কহি শুন রঘুমণি।
ই মন্ত্র প্রভাবে ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি জানি॥
এই মন্ত্র মুনির ঠাই পাইলা দুই জন।
ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি জানে মন্ত্রের কারণ॥ ক—১৬৷১
এইরূপে বনমধ্যে গেল দুই ভাই।
আচম্বিতে দুই পন্থ দেখিল তথাই॥

---

(১) বিধাতাএ জানে জে সকল অনুবন্ধ।
বিভা করিতে জাএ রাম দৈবের নির্বন্ধ।

এই দুই ছত্রে গ-চ-পুথিতে এই প্রসঙ্গ শেষ হইয়াছে।

(২) কমল শরীর রাম মুনির লাগে ভয়।
ভোক তিষ্ণাএ রাম কিবা পাছে দুঃখ পায়।
গ-পুথি।

রামের মল্ল শরীর দেখি মুনি পাইলা ভয়।
ভোক শোষে রাম পাছে ক্ষুধায় দুঃখ পায়॥
চ-পুথি।

রামের কোমল অঙ্গ দেখি মুনি ভয়।
পাছে রাম কোন মতে ক্ষুধা দুঃখ পায়॥ ছ-পুথি।

'মল্লই' কোমলে পরিণত হইয়াছে অথবা 'কোমল'ই মল্লে দাঁড়াইয়াছে স্থির করা কড় কঠিন। অন্যত্রও যেমন, এখানেও তেমনি,—গ-চ-ছ পুথির পাঠের বেশ মিল আছে কিন্তু ক-পুথির পাঠের ভাষা ভিন্ন। নিম্নে ঝ-পুথি হইতে আরম্ভের কতক উদ্ধৃত হইল :—

রামের শরীর দেখিয়া মুনি পাইল ভয়।
ভোক শোষে রঘুনাথ ক্ষুধায় মিলায়॥
দুই মন্ত্র দুই ভাইরে তখন দিলা মুনি।
সেই মন্ত্র জপিয়া ভোক শোষ নাহি জানি॥
দুই মন্ত্র মুনির ঠাই পাইয়া দুই জন।
ভোক শোষ তেজিয়া জান শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
মহা অরণ্য ভিতরে করিলা প্রবেশ।
ব্রহ্ম মন্ত্র মুনির ঠাই পাইয়া উপদেশ॥
মুনি বলেন সুন বলি শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
এই বনের কথা রাম বড়ই বিষম॥
তাড়কা নামে রাক্ষসী নিত্য আইসে এথা।
জত খাইয়াছে দেখ এই মনুষ্যের মাথা॥
মনুষ্যের চর্ম্ম তার গাএর কাপড়।
কর্ণে মনুষ্যের মাথা করে লড় বড়॥

রামে বোলে মহামুনি কহ দেখি সার।
তুই পথ কেন দেখি বনের মাঝার ॥
মুনি বোলে রঘুনাথ শুন ইকারণ।
তাড়কা রাক্ষসী আছে (১) বড়হি দুর্জ্জন ॥
তিন দিনের পথ এড়াই জাই একমাসে।
নিকটে না চলি এই রাক্ষসীর ত্রাসে ॥
এতেক শুনিয়া তবে রামচন্দ্র হাসে।
আমিহ পলাইয়া যাব রাক্ষসীর ত্রাসে ॥
চল মুনি এই পথে করহ গমন।
দেখা পাইলে রাক্ষসীর লইব জীবন ॥
মুনি বোলে রামচন্দ্র তুমি শিশুমতি।
মহাবলবীর্য্য হএ রাক্ষসী দুর্ম্মতি ॥
মনুষ্যের চর্ম্মে করে গাএর ভূষণ।
মনুষ্যের মুণ্ডে তার কর্ণে আভরণ ॥
ত্রিশ প্রহরের পথ রাক্ষসীএ জোড়ে।
রাক্ষসীর গাএ ঠেকি বৃক্ষ সব পড়ে ॥
এই দেশে নাহি দেখি জীবের সঞ্চার।
তার হাতে পড়ি কার নাহিক নিস্তার ॥
দুর্জ্জয় শরীর তার পর্ব্বত প্রমাণ।
ধাইয়া আসিব এথা হৈয় সাবধান ॥
এত জদি কহিলেন রাক্ষসী কথন।
ধনুকেত গুণ দিলা রঘুর নন্দন ॥
ধনুক টঙ্কার শব্দ ত্রিভুবনে শুনে।
সিংহ ব্যাঘ্র বনজন্তু পলাইল বনে ॥
ধনুর টঙ্কার শুনি মহামুনিবর।
জানিল প্রমাদ নাহি চলিলা সত্বর (২) ॥

(১) মূলে—'এড়কা রাক্ষস'।
(২) টঙ্কারের শব্দ সুনি বিশ্বামিত্র মুনি।
প্রমাদ এড়াইলাম হেন মনে গুণি ॥ খ-পুথি

মুনি বোলেন রামচন্দ্র বলিএ তোমারে।
দেবতা পলাএ এই রাক্ষসের ডরে ॥
মুনির বচন শুনি রঘুনাথ হাসি।
হেনকালে ধাইয়া আইল তাড়কা রাক্ষসী ॥
দুর্জ্জয় শরীর তার দেখি ভয়ঙ্কর।
গর্জ্জন শুনিয়া তার কাঁপে থর থর ॥
মস্তক লাগিয়া আইসে আকাশ উপর।
অন্তর কম্পিত হৈল মহামুনিবর ॥ ক—১৬।২
ধাইয়া রাক্ষসী আইল রাম বিদ্যমান।
ডাক দিয়া বোলে রাম লইব পরাণ ॥
রাক্ষসী বোলএ মোর নাহিক আসন।
তোর চর্ম্ম লইব আজি করিতে শয়ন ॥
তাড়কার কথা শুনি রঘুনাথ হাসে।
ঐষিক জুড়িল বাণ অতি বড় রোষে ॥
সন্ধান পূরিয়া বাণ এড়ে রঘুবীর।
কাটিয়া পাড়িল বাণে রাক্ষসীর শির ॥
বাণ খাইয়া রাক্ষসী যে ভূমিতলে পড়ে।
ত্রিশ প্রহরের পথ রাক্ষসীএ জোড়ে ॥
হরষিতে শ্রীরাম করএ সিংহনাদ।
বিশ্বামিত্রে আজি হতে এড়াইলা প্রমাদ ॥
শ্রীরাম বিক্রম দেখি মুনি হরষিত।
মহা অস্ত্র দিলা মুনি মন্ত্রের সহিত ॥
জেই অস্ত্র বিশ্বামিত্র নিজ করে ধরে।
মন্ত্র সমে অস্ত্র দিলা রাম লক্ষ্মণেরে ॥
বিশ্বামিত্রে পাইয়া উপায় উপদেশ।
বামনের পুরে মুনি করিলা প্রবেশ ॥

[মন্তব্য। গ-চ-ছ পুথি অবলম্বনে এই প্রসঙ্গের পাঠ নিয়ে উদ্ধৃত হইল। এই তিন পুথির পাঠে যথেষ্ট ঐক্য আছে।]

কোমল শরীর রাম মুনির লাগে ভয়।
ভোকে শোষে রাম কিবা পাছে দুঃখ পায়॥
দুই মন্ত্র দুই ভাইরে দিলা মহামুনি।
যে মন্ত্র প্রসাদে ভোক শোষ নাহি জানি॥
ব্রহ্ম মন্ত্রি মুনি ঠাই পাঞা উপদেশ।
গহন কাননে যাঞা করিল প্রবেশ॥
মুনি বোলেন শুন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
এই বনের কথা শুন অপূর্ব্ব কথন (১)॥
তাড়কা নামে রাক্ষসী নিত্য আইসে এথা।
কত খাইঞাছে দেখ মানুষের মাথা॥
মানুষের চর্ম্ম তার গাএর কাপড়।
কর্ণে মানুষের মাথা করে লড় বড়॥
সত্তরি যোজন পথ শরীরে তার জোড়ে।
পৃথিবী টলমল করে রাক্ষসীর ভরে (২)॥
দুর্জ্জয় রাক্ষসী সেই পর্ব্বতপ্রমাণ।
তাহা ভাঁড়াইয়া জাই কর অবধান॥

তাহা ভাঁড়াইয়া রাম চলহ সত্বর।
অন্য পথ দিয়া জাইতে বার জে বৎসর॥
বার বৎসর হইলে বিলম্ব বড় দেখি।
রাক্ষসী মার রঘুনাথ মুনি হোক সুখী॥
শুনিয়া দিলেক রাম ধনুকটঙ্কার।
টঙ্কার শুনিয়া কাঁপে সকল সংসার॥
ধনুক টঙ্কার শব্দ উঠিল গগনে।
পাতালে বাসুকী কাঁপে স্বর্গে দেবগণে॥
ধনুক টঙ্কার শুনি বিশ্বামিত্র হাসি (৩)।
হেন কালে ধাইয়া আইল তাড়কা রাক্ষসী॥
মনুষ্যের মুণ্ডমালা গলে তার শোভে।
মনুষ্যের গন্ধ পাইয়া ধাইয়া আইল লোভে॥
মেঘবর্ণ, গর্জ্জনেতে কম্পিত সংসার।
চৌদিক জুড়িয়া যেন আইসে অন্ধকার॥
দুই গুণ শরীর তার জুড়িল আকাশ।
দেখি বিশ্বামিত্র মুনির লাগিল তরাস॥
রামের কাছে আইল যেন পর্ব্বত প্রমাণ।
ডাক দিয়া রামেরে বোলে লইব পরাণ॥

---

(১) মুনি বলে শুন শুন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
দুই পন্থ আছে প্রবেশিতে এ কানন॥
দক্ষিণের পথে যাইতে তিন দিন হবে।
বাম পথে গেলে তিন প্রহর লাগিবে॥
বাম পথে শঙ্কা হে করি নিবেদন।
তাড়কা রাক্ষসী আছে বড়ই দুর্জ্জন॥
রাক্ষসী আসিয়া নিত্য থাকএ সর্ব্বথা।
খাঞাছে মনুষ্য যত পড়িয়াছে মাথা॥
মনুষ্যের চর্ম্ম তার গাএর বসন।
মনুষ্যের চর্ম্ম তার বসিতে আসন॥
দুর্জ্জয় শরীর তার পর্ব্বত প্রমাণ।
এই দুই পথের কথা কৈল বিদ্যমান॥
ছ-পুথি।

(২) মূলে 'ডরে'। এই দুই ছত্র শুধু গ-পুথিতে আছে।

(৩) বাজার-সংস্করণে দেখা যায়, বিশ্বামিত্র তাড়কার ভয়ে কম্পমান। খ-পুথিতে আছে, তিনি গর্ত্তে ঢুকিয়া লুকাইয়া রহিয়াছিলেন। ছ-পুথিতে আরও রং চড়াইয়া লিখিত হইয়াছে যে তিনি ভয়ে কুম্ভকার গর্ত্তে লুকাইয়াছিলেন—এবং লতাপাতা দিয়া নিজেকে ঢাকিয়া রাখিয়াছিলেন। অথচ মূলে আছে, বিশ্বামিত্রের উৎসাহেই রাম তাড়কা বধ করিয়াছিলেন এবং তাড়কা বধের পর বিশ্বামিত্র রামকে নানাবিধ অস্ত্র শিক্ষাপ্রদান করিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্রের ভয়ার্ত্ত চিত্র গায়েনগণের গ্রাম্য হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়াস বলিয়াই প্রতিভাত হয়।

মনুষ্যের চর্ম্ম মোর গাঁয়ে বসন পরি।
মানুষের নাড়ী মোর গলার উত্তরি॥
বসিতে আসন নাই চিন্তি সর্ব্বক্ষণ।
তোরে মারি তোর চর্ম্ম করিব আসন॥
রাক্ষসীর কথা শুনি রঘুনাথ হাসে।
ঐষিক জে বাণ রাম জুড়িলেক রোষে॥
সন্ধান পূরিয়া বাণ এড়িল রঘুবীর।
বাণ ফুটি তাড়কা হইল দুই চির॥
বুকে বাণ খাইয়া আছাড় খাইয়া পড়ে।
সত্তরি যোজন পথ রাক্ষসীএ জোড়ে॥
দেখিয়া দেবতা সব ছাড়ে সিংহনাদ।
বিশ্বামিত্র বোলে রাম এড়াইলা প্রমাদ॥
দেখিয়া কৌতুক হৈল বিশ্বামিত্র মুনি।
বৈকুণ্ঠের নাথ রাম আমি সবে জানি॥
দেবগণে বোলে রাম কৈলা পরিত্রাণ।
নির্ভয় করিয়া পথ দিলেন শ্রীরাম॥
দেখিয়া জে বিশ্বামিত্র হৈল হরষিত।
অস্ত্রবিদ্যা দিল রামেরে শাস্ত্রের বিহিত (১)।
আবর্ত্ত সামর্ত্ত বাণ বলে মহাবল (২)।
ইন্দ্রজাল ব্রহ্মজাল (৩) কাল জে অনল॥
বরুণবাণ উল্কামুখ বিদ্যুত খরসান।
গ্রহনক্ষত্র জ্যোতি রৌদ্রজ্যোতি বাণ॥
সূচীমুখ সিলিমুখ ঘোর দরশন
সিংহমুখ বজ্রমুখ (৪) বাণ বিরোচন॥

কালদণ্ড ঐশিক বাণ, বাণ কর্ম্মিকার।
চন্দ্রমুখ অশ্বমুখ বাণ সপ্তসার (৫)॥
পাশুপত অগ্নিঅস্থির (৬) অগ্নিমুখ বাণ।
কুবের রাজহংস বাণ বিমর্দ্দ সুঠাম॥
নীল হরিতাল বাণ বিকট শঙ্কর।
অর্দ্ধচন্দ্র খুরূপা যামিনী মনোহর॥
সূর্য্যবীর্য্য কালনেমি বাণ চন্দ্রজাল (৭)।
সট নিসট বাণ (৮) সহস্রেক ধার॥
জমক দুর্জ্জয় বাণ ভঙ্গ বিভঙ্গ।
ত্রিশূল অঙ্কুশ বাণ বায়ু জে মাতঙ্গ॥
বজ্র গরুড় বাণ রণে মহাস্থির।
ঐশিক বাণ শিক কপালী কৌশিক॥
বেড়াপাক রামের (৯) চারিভিতে কাঁটা।
সিংহ শার্দ্দূল বাণ যাইতে বাজে ঘণ্টা॥
বিষ্ণুচক্র ধর্ম্মচক্র ষট্‌চক্র বাণ।
সন্তাপন বিলাপন সংগ্রামে প্রধান॥
জত অস্ত্রশিক্ষা বিশ্বামিত্র মুনি ধরে।
সকল জে দিল আনি শ্রীরামের তরে (১০)।
একে রাম রঘুনাথ বিষ্ণু অবতার।
তন্ত্রে মন্ত্রে মুনি ঠাই অস্ত্রে হৈল পার॥
মুনি ঠাই অস্ত্রশিক্ষা পাইল উপদেশ।
বামনের পুরী গিয়া করিল প্রবেশ॥

(১) মন্ত্রের সহিত। চ-ছ পুথি।

(২) এই অস্ত্রের তালিকা গ ও চ পুথির, ছ পুথিতে নাই।

(৩) 'বিষ্ণুজাল'—চ-পুথি।

(৪) 'সিংহদন্ত বজ্রদন্ত'—চ-পুথি।

(৫) চন্দ্রমুখ সূর্য্যমুখ বাণ সপ্তধার। চ-পুথি।

(৬) হয়গ্রীব। চ

(৭) 'কালবীর্য্য বাণ ব্রহ্মজাল'। চ

(৮) 'অষ্টাবক্র বাণ ধার'। চ

(৯) 'গজাঙ্কুশ বাণ দিলেন'। চ

(১০) যত অস্ত্রবিদ্যা মুনি বিশ্বামিত্র জানে। মন্ত্রের সহিত দিল শ্রীরাম লক্ষ্মণে॥ চ-পুথি

৩০। রাম লক্ষ্মণের বামনের পুরী দর্শন।

মুনি বোলে রামচন্দ্র কর অবধান।
এই পুরী স্বজিলেন বামন মহাজন॥
জে কালে বামন ছিল বিষ্ণুরূপ ধরি।
ছলিয়া পাঁতালে নিলা রাজা মহা বলি॥
পুরীর ভিতরে আছে দিব্য সরোবর।
তাতে স্নান কৈলে হয় শরীর নির্ম্মল॥
একদিন করে জদি স্নান জে তর্পণ।
কোটি জনমের পাপ হএত মোচন॥
শুনিয়া শ্রীরাম কৈলা স্নান মার্জ্জন।
প্রদক্ষিণ করিয়া চলিলা মহাজন॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণকে মুনি দেখায় নানা দেশ।
মদনের পুরী মধ্যে করিলা প্রবেশ॥

[মন্তব্য। ক-চ-ছ পুথির বেশ মিল আছে—গ-পুথির ভাষান্তর কিছু বেশী। খ-পুথিতে এই স্থানে বামন-ভিক্ষা ও বলির পাতালে প্রবেশের উপাখ্যান বর্ণিত আছে। এই উপাখ্যান এই স্থানে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক তাই অন্য কোন পুথিতে না থাকিলেও খ-পুথি হইতে ইহা উদ্ধৃত হইল। মূল রামায়ণে এই স্থানে বামনাবতারের নাতিবিস্তৃত বিবরণ আছে। কৃত্তিবাস অপেক্ষা অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ এই স্থানে অধিকতর মূলানুগত।]

৩০-ক। বামন-ভিক্ষা ও বলির পাতালে প্রবেশ।

তথা হতে বন পথে চলে তিন জন।
কতক্ষণে পাইল গিয়া বামন আশ্রম॥
শ্রীরাম বোলে শুন গুরু মুনি তপোধন।
কাহার আশ্রম এই ছিল কোন জন॥

মুনি বোলে শুন প্রভু শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
সুতল নাম পুরীখান স্বজিল বামন॥
তোমার চরিত্র প্রভু তোমা অবতার।
ছলিয়া পাঠাইলে বলি পাতাল মাঝার॥
পৃথিবী ভ্রমণ করে জত পরিশ্রমে।
ততোধিক পুণ্য হয় বামন উপাখ্যানে॥
মুনি বোলে হিরণ্যকশিপু চারি পুত্র।
মন দিয়া শুন প্রভু তাহার চরিত্র॥
প্রথমে প্রহ্লাদ পুত্র বিষ্ণুপরায়ণ।
সংহ্লাদ হইল আর পুত্র উপজন॥
তবে আর পুত্র হইল নাম অনুহ্লাদ।
শেষ (পুত্র) হৈল তার নাম থুইল হ্লাদ॥
প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন নাম ধরে।
বলি নামে মহারাজ তাহার কুমারে॥
তার তুল্য রাজা নাহি ইতিন ভুবনে।
দান লইতে তার স্থানে না জায়ে ব্রাহ্মণে॥
শুক্র নামে মুনি তার কুলপুরোহিত।
তার সঙ্গে যুক্তি রাজা করেন বিহিত॥
মুনি বোলে শুন রাজা আমার বচন।
এই মতে দান তোমা না লৈব ব্রাহ্মণ॥
কুশা বিনে ব্রাহ্মণের নহে দেব পূজা।
সোনার শলাকা কুশা মধ্যে রাখ রাজা॥
মুনি কথা শুনি রাজা করিল তেমন।
মুনি সবে কুশাগর্ভ করিল বর্জ্জন॥
কুশাগর্ভ অপবিত্র হৈল সেই হনে।
কান্দিতে লাগিল রাজা হৈয়া অচেতনে॥
তবে যজ্ঞ আরম্ভিল বলি দৈত্যেশ্বর।
ইন্দ্র হৈতে লৈতে চাহে অমরা নগর॥
দূত পাঠাইয়া দিল ইন্দ্র বিদ্যমান।
কহিতে লাগিল দূত বিবিধ বিধান॥

জে কাশ্যপ বংশে রাজা তোমা উপাদান।
তাথে হৈতে দৈত্য হৈল কর অবধান॥
পিতামহের রাজ্যে আছে সবার অধিকার।
অমরা ছাড়িয়া চল পাতাল মাঝার॥
প্রীতে জদি রাজ্য ছাড়ি না দেও আপনে।
সংগ্রামে আসিব বলি থাক সাবধানে॥
দূত কথা শুনি ইন্দ্র মনে পাইল ডর।
সব দেব লৈয়া গেল ক্ষীরোদ সাগর।
যোগনিদ্রায় ছিলা বিষ্ণু ক্ষীরোদ সাগরে।
স্তুতি করি সচেতন করিল তোমারে॥
প্রণাম করিয়া দেবে বোলে তোমা স্থান।
বলিরাজা ভয়ে আইল কর পরিত্রাণ॥
অদিতি তপস্যা করে অনেক কঠোর। খ—৪৮।১
কৃপা করি নারায়ণ তাথে দেও বর॥
বিষ্ণু বোলে অদিতি জে কিবা চাহে বর।
অদিতি বোলয়ে তোমা ধরিব উদর॥
দেবগণে বোলে শুন প্রভু গদাধর।
আমা সভার হও তুমি ভাই সহোদর॥
বিষ্ণু বোলে যাও সব আপনা ভুবন।
অদিতির গর্ভে আমি হৈব উপাদান॥
বর পাইয়া গেল দেব অমরা নগরে।
সেহি ঋতু বিষ্ণু গর্ভ অদিতিএ ধরে॥
বুঝিতে না পারি প্রভু চরিত্র তোমার।
সহস্র বৎসর ছিলা উদর মাঝার॥
শুভ তিথি নক্ষত্র হইল উপাদান।
গর্ভ হৈতে পৈলা তুমি হইয়া বামন॥
কথ দিন পরে হৈল যজ্ঞসূত গলে।
দণ্ড কমণ্ডলু লৈয়া বলি স্থানে চলে॥
বলি দ্বারে গিয়া বিষ্ণু দিলা বেদধ্বনি।
চক্ষু হতে উঠে জেন জলন্ত আগুনি॥
দ্বারী আসি বার্ত্তা দিল রাজা বিদ্যমান।
বামন মূর্ত্তিএ এক আসিল ব্রাহ্মণ॥

এত শুনি পাদ্য অর্ঘ্য লৈল সিংহাসন।
বামন নিকটে গিয়া করিল বন্দন॥
শশীমুখী নাম ধরে বলির বনিতা।
স্বামী দেখি প্রণমিল নামাইয়া মাথা॥
বলি বোলে শুন প্রিয়া আমার বচন।
মোর ঘরে দান লৈতে আসিল ব্রাহ্মণ॥
রাজ্য চাহে ধন চাহে জদি চাহে প্রাণ।
তাহা দিয়া তুষ্ট কর ঠাকুর ব্রাহ্মণ॥
মহা দেবী কৈল জদি এতেক বচন।
ধন্য ধন্য বুলি রাজা দিলা আলিঙ্গন॥
তথা হনে বলি রাজা আইল যজ্ঞ স্থানে।
হেনকালে দেখা হৈল শুক্র মুনি সনে।
মুনি বোলে শুন রাজা আমার বচন।
তোমাকে ছলিতে আসিলেক নারায়ণ॥
দান করি রাজা তোমার নাহি প্রয়োজন।
ছলিয়া পাঠাইব তোমা পাতাল ভুবন॥
রাজা বোলে মুনি তুমি বড় দুরাচার।
ইহা হতে বড় ভাগ্য কোথা পাব আর॥
যজ্ঞ দান করে লোকে জেই বিষ্ণু তরে।
সেই বিষ্ণু আইল জদি আমা ছলিবারে॥
পাতালে ভজাই জদি সফল জীবন।
জেই চাহে সেই দিব করি উৎসর্গন॥
এত কহি বলি রাজা গেল যজ্ঞ স্থানে।
জোড় হাতে দাঁড়াইল বামন বিদ্যমানে॥
বলি বোলে শুন তুমি ঠাকুর ব্রাহ্মণ।
কহ মুনি মোর ঘরে কেনে আগমন॥
বিষ্ণু বোলে শুন রাজা বিরোচ নন্দন।
ভিক্ষা হেতু আসিলাম তোমার সদন॥
বলি বোলে জেই আজ্ঞা কর দ্বিজমণি।
সেই দ্রব্য দিব আমি শুন মোর বাণী॥
বিষ্ণু বোলে সত্য আগে কর তিন বার।
তবে সে চাহিব দান সাক্ষাতে তোমার॥ খ-৪৮।২

ব্রহ্ম সত্য শিব সত্য বিষ্ণু সত্য করি।
বাক্য মিথ্যা হৈলে হৈব বঞ্চিত শ্রীহরি॥
বলি রাজা কৈল জদি ই সত্য বচন।
ঈষত হাসিয়া বোলে প্রভু নারায়ণ॥
পিতা মাতার উপরোধে আইল তোমা তরে।
থাকিবার স্থান নাহি আছি পর ঘরে॥
রহিবারে স্থান নাহি তেহো আইল আমি।
মোর পদে দেও তুমি তিন পদ ভূমি॥
এতেক শুনিয়া বলি করে নিবেদন।
আজ্ঞা কর রাজ্য দেই করি উৎসর্গন॥
এতেক কহিল জদি দৈত্য অধিকারী।
হাসিতে হাসিতে কহে দেব জে শ্রীহরি॥
অসন্তুষ্টা দ্বিজা নষ্টা সর্ব্ব লোকে জানি।
অল্পে তুষ্ট হৈলে লোক সর্ব্বত্রে বাখানি॥
এতেক কহিল জদি প্রভু নারায়ণ।
আনন্দিত হৈল রাজা বিরোচ নন্দন॥
অখণ্ড পৃথিবী দিব জল আর কুশে।
শরীর লোমাঞ্চ রাজা দানের হরিষে॥
তিল জল কুশ হাতে লইল রাজনে।
উৎসর্গ করাইতে বসিলা নারায়ণে॥
যজমানের শোকে শুক্রমুনি জে আসিলা।
মাছিরূপ হৈয়া ঝারি নালেতে রহিলা॥
ঝারি আনি জল ঢালে ছিপের নিয়ড়ে।
অনেক প্রকারে চাহে জল নাহি পড়ে॥
মাথে হাত দিয়া বলি করিছে ক্রন্দন।
মোর সম পাপী নাহি ই তিন ভুবন॥
বড় ভাগ্য দান লৈতে আসিল ব্রাহ্মণ।
ঝারি হতে জল নাহি পড়ে কি কারণ॥
হাসিতে হাসিতে কহে দেব নারায়ণ।
ঝারি আন জল আমি দিবত এখন॥
বাম হাতে ঝারি প্রভু আনিলা তখন।
কুশ গোড়া দিয়া ঠেলা দিলা ততক্ষণ॥
দক্ষিণ জে চোখ অন্ধ হৈল শুক্রমুনি।
চীৎকার করিয়া মুনি পলাএ তখনি॥
ছিপ মধ্যে জল তবে পড়য়ে তখন।
সঙ্কল্প করাইয়া মুনি করাএ উৎসর্গন॥
রাজ্য উৎসর্গিয়া দিল নারায়ণ হাতে।
স্বস্তি বুলি দান নিলা প্রভু জগন্নাথে॥
বিশ্বম্ভর মূর্ত্তি হৈলা কমল লোচন।
শরীরে জুড়িলা প্রভু এ তিন ভুবন॥
বৈকুণ্ঠে ঠেকিল গিয়া মস্তক সুন্দর।
সকল সংসার হৈল উদর ভিতর॥
হৃদএ জুড়িয়া তার বসিলা পার্ব্বতী।
জিহ্বাতে বসিলা তার মাতা সরস্বতী॥
সপ্তদ্বীপ একপদে কৈল আচ্ছাদন।
আর পদে স্বর্গভূমি আচ্ছাদে তখন॥
সেই পদে ব্রহ্মাণ্ডের কটাতে (১) ভেদিল।
পদে লাগি কমণ্ডলু কাইত হৈয়া পৈল॥
নাভি হতে নিকলিল আর পদখান।
ই পদ কথাতে থুইব কহ বিদ্যমান॥
আনন্দে জে বলি রাজা লাগে নাচিবার। থ— ৪৯-১
আর পদ দেও তুমি মাথাতে আমার॥
বলির মাথাতে পদ থুইলা নারায়ণ।
জয় জয় ধ্বনি হৈল অমরা ভুবন॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর রচন।
আদিকাণ্ডে কহিলেক বলির স্তবন॥

লাচাড়ি। পঠমঞ্জরী রাগ

তুমি ব্রহ্মা মহেশ্বর তুমি প্রভু গঙ্গাধর
তুমি প্রভু সংসারে সার।
মোখে আইলে ছলিবার আজি মোর স্বর্গদ্বার
মোর ভাগ্যের সীমা নাহি আর॥

(১) কটাহ ?

ত্রিপাদ জে ভূমিদান মুঞি বড় ভাগ্যবান
এক পদে যুড়িলা সংসার।
আর পদে নাহি স্থল ভেদে স্বর্গ মণ্ডল
তেঁহো পাইল মন্দাকিনী ধার॥
দেখিয়া সম্র(ম) কৈল হরষিত মন হৈল
চরণে কারণ জল পাইল।
সেই পদ অনুসারে আইলে গঙ্গা সুরপুরে
মন্দাকিনী নাম তান হৈল॥
নাভি হতে আর পদ কথা কহে গদ গদ
ই পদ থুইবা কোন স্থানে।
সম্রমে জে বলিরাজ চাহে ধরণীর মাঝ
মাথা পাতি লইলা আপনে॥
পাও দিলা বলি মাথে জয় জয় ত্রিজগতে
সফল জে বলির জীবন।
ত্রিভুবনে বোলে জএ ধন্য বলি মহাশয়
তুমি সে পাইলা নারায়ণ॥
জে পদ লাগিয়া হর হইলেক দিগম্বর
জে পদ না পাএ প্রজাপতি।
হেন পদ লৈল মাথে স্বর্গ পাইল হাতে হাতে
কিবা কাজ অমরা বসতি॥
বিষ্ণু পদ মাথে দিয়া ভর দিলা তুষ্ট হৈয়া
বলি গেলা পাতাল ভিতর।
বিষ্ণু বোলে দৈত্যেশ্বরে সাবর্ণিক মন্বন্তরে
স্বর্গপুরে হৈবে পুরন্দর॥
বিশ্বকর্ম্মা আনি হরি আজ্ঞা দিল কর পুরী
বলি রাজা থাকিতে পাতালে।
বিষ্ণু আজ্ঞা হৈল জবে দিব্য পুরী রচে তবে
পুরী দেখি বাখানে সকলে॥
বিষ্ণু বোলে বলিরাজ জাও এই পুরী মাঝ
মনে কিছু না ভাবিয় তুমি।
তোমা পুরী রক্ষণ দিল চক্র সুদর্শন
দ্বারী হৈয়া রহিলাম আমি
বিষ্ণুপদ ভরে বলি পাতালেত গেল চলি
শুন প্রভু রাম দয়াময়।
বামনের কীর্ত্তি এই সরোবর দিল সেই
স্নান কৈলে পাপ দূরে জাএ॥
মুনি বাক্য অনুসরি দুই ভাই স্নান করি
ফল মূল করিলা ভোজন।
কৃত্তিবাস গুণী কএ আদিকাণ্ড সুধামএ
গাহিলেন বামন উপাখ্যান॥ খ—৪৯।২০

৩১। রাম লক্ষ্মণের মদনের পুরী দর্শন। মদন ভস্মের কাহিনী।

মুনি বোলে শুন কহি শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
এই পুরী নির্ম্মিয়াছে সে দেব (১) মদন॥ ক-১৭।১
বিষ্ণুর তনয় সেই বহু মায়াধর।
এথা থাকি ছলিলেক দেব শঙ্কর॥
[গ। পুরী জে দেখিতে আইলা দেব মহেশ্বর।
মদনের কাম বানে হইল কাতর॥
পরম যোগী মহাদেব দশদ্বার চাপে।
মদনের পুরী ভস্ম হৈল মহাদেব সাঁপে (২)॥
মহাদেব সাঁপে তার নাহিক শরীর।
তবে ত মদন বাণে কেহো নহে স্থির॥
দেখিয়া মদন পুরী গেল শীঘ্রগতি।
দুই ক্রোশ এড়ি যায় গঙ্গা ভাগীরথী॥

---

(১) দেবতা। চ-ছ।
(২) পুরী দেখিতে আইলা দেব মহেশ্বর।
মদন দরশনে তিহোঁ পাইলা বিকল॥
কুপিলা যে মহাদেব অগ্নি হেন জলে।
মদনে করিল ভস্ম চক্ষুর অনলে॥ চ-ছ-পুথি।

কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর পাঁচালী।
আদ্যকাণ্ডে গাইলেক এ সব শিকলী ॥ গ ।]

সেই পুরী ছাড়িয়া চলিলা শীঘ্রগতি।
কথদূর হাটিয়া পাইলা ভাগীরথী।

[মন্তব্য। এই প্রসঙ্গ মূল রামায়ণে তাড়কা বধের পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। ক-পুথি ৬ ছত্রে এই প্রসঙ্গ শেষ করিয়াছে। কিঞ্চিৎ বিস্তৃততর পাঠ গ-পুথি হইতে উদ্ধৃত হইল,—চ-ছ পুথি হইতে পাঠান্তর প্রদত্ত হইল। খ-পুথিতে এই প্রসঙ্গ নাই।

ক-গ-চ-ছ- পুথিতে এই প্রসঙ্গের পরেই ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন বর্ণিত হইয়াছে। মূল রামায়ণে, রাক্ষস বধ ও যজ্ঞরক্ষার পরে রাম লক্ষ্মণ যখন মিথিলায় চলিয়াছেন, তখন গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া বিশ্বামিত্র দুই ভাইকে এই কাহিনী শুনাইয়াছেন। বাজার-সংস্করণে এই উপাখ্যান স্থানচ্যুত হইয়া আদিকাণ্ডের প্রথমাংশে চলিয়া গিয়াছে। মূল রামায়ণের সহিত তুলনায় ক-গ-চ-ছ পুথিসম্মত উপাখ্যানও কথঞ্চিৎ স্থানচ্যুত। খ-পুথিতে কিন্তু এই উপাখ্যান মূল রামায়ণানুযায়ী স্বস্থানে আছে—মিথিলার পথেই বর্ণিত হইয়াছে। অধিকন্তু খ-পুথিতে গঙ্গার উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। বাজার সংস্করণেও ঐ বর্ণনা আছে, কিন্তু ভাষা ভিন্ন, আকারও সংক্ষিপ্ত। আবার, ভগীরথের অদ্ভুত জন্মকাহিনী (দুই মাতার, সঙ্গমে অস্থিহীন মাংসপিণ্ডের উৎপত্তি,—অষ্টাবক্র শাপে তাহার মনুষ্য-আকার প্রাপ্তি) মূল রামায়ণেও নাই, ক-গ-চ-ছ পুথিতেও নাই, কিন্তু বাজার-সংস্করণে আছে, খ-পুথিতেও আছে।

গঙ্গার উৎপত্তিকাহিনী মূল রামায়ণে আছে। আদিকাণ্ড, ৩৭শ সর্গ। তিনি হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা। দেবগণ প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে স্বর্গে লইয়া যান। ভগীরথের তপস্যায় তিনি স্বর্গ হইতে শিবজটায় পতিত হ'ন। রামায়ণে গঙ্গার বিষ্ণুপদ হইতে উদ্ভবের কোন কথা নাই।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে গঙ্গার এই বিষ্ণুপদ হইতে উদ্ভবের কাহিনী বিস্তৃতরূপে পাওয়া যায়। প্রকৃতি খণ্ডের দশম অধ্যায়ে আছে,—কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় রাধার রাসমহোৎসবে ব্রহ্মাকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া শম্ভু রাসমণ্ডলে উপস্থিত হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। ইহাতে রাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণ গলিয়া জল হইয়া গেলেন। এইরূপে গঙ্গার উৎপত্তি হইল। পরে কৃষ্ণ তাঁহাকে স্থানে স্থানে স্থাপিত করিলেন। ইহার পরে আবার আর এক কাহিনী আছে। তাহাতে দেখা যায় মূর্ত্তিমতী গঙ্গাকে কৃষ্ণপার্শ্ববর্ত্তিনী ও কৃষ্ণানুরাগিনী দেখিয়া রাধা তাঁহাকে গণ্ডূষে পান করিয়া ফেলিবার ভয় দেখাইলেন। গঙ্গা কৃষ্ণের পদে বিলীন হইয়া গেলেন। সমস্ত গোলোক শুষ্ক হইয়া গেল। পরে ব্রহ্মা ও শিবের অনুরোধে কৃষ্ণ তাঁহাকে পাদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা বাহির করিয়া দিলেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে নিয়া নিজ কমণ্ডলুতে স্থাপন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে ৩৪ অধ্যায়ে আবার এই কাহিনী পুনরুক্ত হইয়াছে।

বামন পুরাণে, ৯২ অধ্যায়ে আছে, বামনের ঊর্দ্ধগামী পদ যখন ব্রহ্মাণ্ডের কটাহ ভেদ করিল, তখন তদবলম্বনে গঙ্গা নামিয়া আসিলেন। অনুরূপ কাহিনী বৃহন্নারদীয় পুরাণেও আছে,-বঙ্গবাসী সংস্করণ, ১১শ অধ্যায়,—১৭৮-১৮১ শ্লোক।

কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে আছে, বামনের পদ ব্রহ্মলোকে যাইয়া উপনীত হইলে ব্রহ্মা কমণ্ডলুস্থিত গঙ্গাজল দ্বারা সেই পদ ধৌত করিয়াছিলেন, উহা অবলম্বনে গঙ্গাস্রোত নিম্নগামী হয়। (চারু বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, চণ্ডীকাব্য—৬৪৪ পৃষ্ঠা)। এই কাহিনী ব্রহ্মপুরাণের ৭৩ম অধ্যায়ে আছে। বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণের ১২শ অধ্যায়েও এই কাহিনী আছে।

শ্রীযুক্ত সুবলচন্দ্র মিত্র মহাশয় তাঁহার অভিধানে গঙ্গার উৎপত্তি সম্বন্ধে এক "পৌরাণিক কাহিনী" দিয়াছেন, কিন্তু কোন্ পুরাণের এই কাহিনী, তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই। এই প্রকার দায়িত্বজ্ঞানশূন্য নিদর্শনীবিহীন অভিধান প্রণয়ন আমাদের দেশেই সম্ভবপর। এই কাহিনীমতে, নারদের অশুদ্ধ গানে রাগ রাগিণী বিকলাঙ্গরূপে পথে পড়িয়াছিল। নারদের জিজ্ঞাসায় তাহারা বলিল, মহাদেবের তানলয়বিশুদ্ধ সঙ্গীতে তাহাদের অঙ্গবৈকল্য দূর হইতে পারে। ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে শ্রোতারূপে পাইলে মহাদেব গাহিতে স্বীকার করিলেন। মহাদেবের গানে রাগ রাগিণী ফিরিয়া স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল। ব্রহ্মা সেই গান কিছুই বুঝিলেন না, বিষ্ণু কিছু বুঝিয়াই দ্রব হইয়া গেলেন—ব্রহ্মা সেই দ্রব বিষ্ণুকে কমণ্ডলুতে ভরিলেন। উহাই গঙ্গা। খুঁজিতে খুঁজিতে পাইলাম, এই কাহিনী বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণের মধ্য খণ্ডের ১৪শ অধ্যায়ে আছে। পাঠ করিয়া বুঝিলাম, গঙ্গাবতরণ কাহিনী কৃত্তিবাস সমস্তটাই বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ হইতে নিয়াছেন।

খ-পুথিতে, অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণে এবং বাজার-সংস্করণে ভগীরথের যে অদ্ভুত জন্ম-কাহিনী আছে, তাহারও মূল খুঁজিয়া পাইয়াছি। মুদ্রিত কোন পুরাণে অথবা রামায়ণে-মহাভারতে এই কাহিনী পাইলাম না। এই কাহিনী কবিকঙ্কণ চণ্ডীতেও প্রদত্ত হইয়াছে। চারু বাবুর সংস্করণ, ১৬৯ পৃষ্ঠা। ৺ সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের সম্পাদনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত কবি ভবানন্দের হরিবংশ নামক প্রাচীন কাব্যেও এই কাহিনীটি প্রদত্ত হইয়াছে। ৫৯ পৃষ্ঠা, ২৪৩৭-২৪৩৮ পংক্তি ও পাদটীকা। কাজেই দেখা যাইতেছে, কাহিনীটি আমাদের দেশে বেশ প্রচলিত ছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালার অধ্যক্ষ শ্রীমান সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এই কাহিনীটির মূল খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহে বাশিষ্ট রামায়ণ নামে একখানি সংস্কৃত রামায়ণের পুথি আছে। নং ২৫৯। যতদূর খোঁজ করিতে পারিলাম, তাহাতে অনুরূপ পুথি অন্য কোন সংগ্রহে আছে বলিয়া জানিতে পারিলাম না। এই পুথিখানি বীরভূম জেলা হইতে প্রাপ্ত। ইহাতে রামায়ণের আদি হইতে উত্তর পর্য্যন্ত সমস্ত কাণ্ডের বহুবিধ কাহিনী আছে। লবকুশের যুদ্ধের কাহিনী ইহাতে বিস্তৃত ভাবে আছে। ইহাতে দুই রাণীর ভগে ভগে সংযোগে ভগীরথের জন্মকাহিনী বিবৃত হইয়াছে। অনুরূপ মূল হইতেই যে বঙ্গদেশীয় কাব্যগুলিতে এই কাহিনী প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বিরলপ্রচার বাশিষ্ট রামায়ণ সেই মূল নহে বলিয়া স্বভাবতঃই সন্দেহ হয়। সৌভাগ্যক্রমে সুবোধচন্দ্র পদ্মপুরাণের মত জনপ্রিয় এবং সুপ্রচারিত পুরাণের স্বর্গখণ্ড হইতেও এই কাহিনীটি খুঁজিয়া বাহির করিতে সমর্থ হইয়াছে। বঙ্গবাসী সংস্করণের মুদ্রিত স্বর্গখণ্ডে এই অধ্যায়ই নাই। এই স্বর্গখণ্ডের পুথিটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালার ১৬২৫নং পুথি—বীরভূমের শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয়ের নিকট হইতে ক্রীত। ইহার ৪১ পাতায় সূর্য্যবংশের রাজাদের তালিকা আছে,—তাহাতেই ভগীরথের কাহিনীটি আছে। ইহাতে দেখা যায়, দিলীপ পুত্রহীন অবস্থায় মারা গেলে তাঁহার দুই পত্নী বশিষ্টাশ্রমে গমন করিলেন এবং সূর্য্যবংশের ধ্বংসের কথা বশিষ্ট মুনিকে নিবেদন করিলেন। বশিষ্ট মুনি ধ্যানে অবগত হইয়া বলিলেন—সূর্য্যবংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে না। তিনি সূর্য্যবংশে বংশধর উৎপাদনের জন্য পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করিলেন এবং যজ্ঞের চরু এক রাণীকে ভোজন করাইলেন। অন্য রাণী তাহাতে পুরুষবৎ আচরণ করিলে প্রথম রাণীর গর্ভে পুত্র হইল। ভগের সহিত ভগের সংযোগে জন্ম বলিয়া এই অস্থিহীন পুত্রের নাম ভগীরথ হইল। অষ্টাবক্রচেষ্টায় সে স্বাভাবিক আকৃতি প্রাপ্ত হইল।

নিম্নে খ-পুথি হইতে গঙ্গার উৎপত্তি কাহিনীটি প্রদত্ত হইল।

৩১-ক। গঙ্গার উৎপত্তি

দশ দণ্ড গঙ্গাদেবী আড়ে পরিসর।
মহা বেগবতী অতি স্রোত খরতর॥
বিশ্বামিত্র প্রণমিল গঙ্গা দরশনে।
গঙ্গস্নান করিলেক সঙ্কল্প বিধানে॥
গঙ্গাকে দেখিয়া রাম পোছে মুনি স্থানে।
কেমতে জন্মিল গঙ্গা আনে কোন জনে॥
তিন জনে বসিলেক গঙ্গাদেবীর তীরে।
হস্ত জোড়ে মুনিবর লাগে বলিবারে॥

[ইহার পরে তুম্বুরু ও নারদের সঙ্গীত প্রতিযোগিতা সম্বন্ধে এক অর্থশূন্য কাহিনী আছে। উহা বাদ দিলাম। তুম্বুরু ও নারদের সঙ্গীত প্রতিযোগিতার বিবরণ লিঙ্গ পুরাণের উত্তর ভাগের ১-৩ অধ্যায়ে আছে।]

ব্রহ্মাণ্ড কটাহ দশ যোজন বিস্তার (১)।
তাথে সভা করি বৈসে দেব গদাধর॥
ব্রহ্মা আদি দেব আইল আর গ্রহ তিথি।
কলা কাষ্ঠা (২) দণ্ড পল আর দিবা রাত্রি॥
অশ্বিন্যাদি আসিলেক ববাদি করণ (৩)।
বিষ্কুম্ভাদি যোগ আইল উনপঞ্চাশ পবন॥
মাস অব্দ আসিলেক আর ষড়্ঋতু।
শক্তি সঙ্গে সব গেলা বিষ্ণু আজ্ঞা হেতু॥
চতুর্দ্দিকে রহিলেক করি জোড় হাত।
সভাকে বসিতে আজ্ঞা কৈলা জগন্নাথ॥
বিষ্ণু বোলে শুন সবে আমার বচন।
তুমি সবে কর গাএন করিব শ্রবণ॥
এতেক কহিলা জদি দেব গদাধর।
নাচিতে লাগিলা প্রভু দেব মহেশ্বর॥
দুই মুখে গাএন শিবে লাগে করিবারে।
তিন মুখে থই থই তাল জে ফুকারে॥
দুই মুখে শ্রুতি (১) মাত্রা পূরেন পার্ব্বতী।
আপনি মৃদঙ্গ লৈলা দেব গণপতি॥
ভৈরবা ভৈরবী তথা হৈ হৈ করে।
নন্দী মহাকাল লাগে ঝাঁজ (২) বাজাবারে॥
মধুর বীণা (৩) বাজাএ নারদ তপোধন।
আনন্দিতে তাল ধরে দেব মুনিগণ॥
ধীরে ধীরে ব্রহ্মাদেব দেয় করতালি।
সিংহাসনে উঠি নৃত্য করে বনমালী॥
বিষ্ণু পদাঘাতে কাঁপে ইতিন ভুবন।
দেখিয়া বিস্মিত হইল যত দেবগণ (৪)॥

---

(১) মূলে আছে :—
ব্রহ্মাণ্ডের কটা দষ জোজন প্রস্তর।

(২) অষ্টাদশ নিমেষাত্মক কাল।

(৩) করণ অর্থে অর্দ্ধতিথিপরিমিত কাল বুঝায়। বব ইত্যাদি এগারটি করণ। শুক্ল প্রতিপদের শেষ অর্দ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া কৃষ্ণ-চতুর্দ্দশীর প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত ববাদি সাতটি করণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসে। কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীর শেষার্দ্ধ হইতে শুক্ল প্রতিপদের প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত পরবর্ত্তী চারিটি করণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসে।

---

(১) সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নির মাত্রা। শ্রুতি ২২টি। সা, ধা এবং রি তে ৪+৪+৪=১২। গা এবং নি তে ৩+৩=৬। মা এবং পা তে ২+২=৪, মোট ২২টি।

(২) "দেবালয়ে বাজাইবার কাঁসার বাদ্য বিশেষ। বাজাইলে ঝাঁ ঝাঁ শব্দ হয়।" শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের শব্দকোষ, ৩৫৪ পৃষ্ঠা। প্রকাণ্ড করতাল (Large Cymbals. Hindu Music. Compiled by S. M. Tagore, Glossary-P. iii.)

(৩) মূলে 'বেনি'।

(৪) মূলে আছে 'ই তিন ভুবন'। অনাবশ্যক পুনরুক্তি।

নৃত্য দেখি দেব সব হইল ফাফর।
ইন্দ্র আদি দেব আইল পলাইল সত্বর ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু রহিলেক দেব ত্রিলোচন।
আর মাত্র রহিল নারদ তপোধন ॥
মহাদেবের গাএনে বিষ্ণু হইলা বিভোর।
দ্রবময় হৈলা প্রভু দেব গদাধর ॥
গঙ্গাদেবী জন্ম হৈল ব্রহ্মাএ জানিল।
থাবা দিয়া মহাদেবে চেতন করাইল ॥
গাএন সম্বরিল হর ব্রহ্মা করতালি।
উঠিয়া বসিলা প্রভু দেব বনমালী ॥
ব্রহ্মাদেব জানিল গঙ্গার উপাদান।
সেই জলে অর্ঘ্য দিয়া করে গঙ্গা স্নান ॥
গঙ্গাকে রাখিল কমণ্ডলুর ভিতর।
কমণ্ডলু রাখে ব্রহ্ম কটার ভিতর ॥
সভা ভঙ্গ হৈল সবে গেল নিজ স্থানে।
ব্রহ্মাণ্ড কটাতে গঙ্গা রৈল সেই হনে ॥
যেকালে হইলা তুমি বামন মূরতি।
ছলিয়া পাঠাইলা বলি পাতাল বসতি ॥
এক পদে আচ্ছাদিলা সপ্ত বসুমতী।
আর পদে সপ্ত সর্গ আশ্রিলা শ্রীপতি ॥
সেই পদে ব্রহ্মাণ্ডের কটাহ (১) ভেদিল।
পায়ে ঠেকি কমণ্ডলু কাইত হইয়া পৈল ॥ খ-৫৪।২
প্রভুপদ বাইয়া গঙ্গা বৈকুণ্ঠে আসিলা।
বিষ্ণুপদোদ্ভবা গঙ্গা সেই হতে হৈলা ॥
কুণ্ড হৈয়া রৈলা গঙ্গা বৈকুণ্ঠ ভুবন।
এই মতে গঙ্গা হৈল শোন নারায়ণ ॥

(১) মূলে 'কটাতে'।

রামে বোলে গঙ্গা জন্ম হৈল এই.মতে।
কোন জনে আনে গঙ্গা আইল কোন মতে ॥

[মন্তব্য। ইহার পরে আবার ক-পুঁথি আরব্ধ।].

৩২। সগর রাজার অশ্বমেধ যজ্ঞ। কপিল-কোপে সগরসন্তানগণের ভস্মীভূত হওয়া। গঙ্গাজলস্পর্শে তাহাদের মুক্তি হইবে জানিয়া সগরাদি রাজগণের গঙ্গা-আনয়নের বিফল চেষ্টা।

মুনি বোলেন শুন রাম এক মন চিত্তে (১)।
জেমতে আনিল গঙ্গা রাজা ভগীরথে ॥
সূর্য্যবংশে নৃপতি সগর মহারাজা।
কেশিনী সুমতি (২) নাম তাঁর দুই ভার্য্যা ॥
পুত্র নাহি সগরে চিন্তএ মনে মন।
ভৃগু মুনির সেবা করে রাজা অনুক্ষণ ॥

(১) চারি পুথির পাঠ ক্বচিৎ অবিকল এক প্রকার। ব্যতিক্রমগুলি ক-পুথির পাঠের ভাষান্তর। আবশ্যক স্থলে শুধু পাঠান্তর প্রদর্শিত হইল।

(২) এই নাম দুইটির বহু পাঠান্তর আছে। কুলসি-সুমতি- ক-পুথি। কোসলি সুমতি, গ-পুথি। কুলনি শুদ্ধনা, চ-পুথি। কেশরী সুতিনি, ছ-পুথি। মূল রামায়ণে বিদর্ভরাজ দুহিতা কেশিনী এবং অজ্ঞবংশজা সুমতি। ব্রহ্মপুরাণ, ৮ম অধ্যায়, কেশিনী-মহতী। মহাভারত, বন, ১০৬-বৈদর্ভী ও শৈব্যা। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত—প্রকৃতি—১০, " "। ভাগবত—৯।৮, কেশিনী সুমতি। বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ—১৮শ অধ্যায় " "। কেশিনী সুমতিই গ্রহণ করা গেল।

এই মতে সেবা তান করিলা বিস্তর (১)।
তুষ্ট হৈয়া পুত্রবর দিলা মুনিবর (২)॥
পুত্রবর পাইয়া রাজা কুতুহলে চলে (৩)।
অসমঞ্জ পুত্র হৈল কেশিনী উদরে॥
সুমতি প্রসবে পুত্র বড় চমৎকার।
তার ঘরে হৈল পুত্র ষষ্ঠী ষাইট হাজার (৪)॥
ষাইট সহস্র পুত্র তার অতি বলবান।
কেহো বলে টুটা নহে এক সমোসর (৫)॥
অসমঞ্জ পাপ কর্ম্ম করে দুরাচার।
বর্জ্জিয়া তাহারে কৈল রাজ্যের বাহির॥
অসমঞ্জের পুত্র হৈল রাজা অংশুমান।
পৌত্রকে রাজাএ তবে রাজ্য দিল দান॥
তুষ্ট দেখি উহানে (৬) না দিল রাজধানী (৭)।
তে কারণে পৌত্রকে দিলেন নৃপমণি (৮)॥

অংশুমানের পিতামহ সগর নৃপতি।
অশ্বমেধ করিবারে হৈল তান মতি॥
যজ্ঞ অশ্ব রাখে ষাইট সহস্র কুমারে।
ইন্দ্রে ঘোড়া হরি নিয়া রাখিল পাতালে॥
গ। কপিলের পাছে ঘোড়া করিয়া বন্ধন।
স্বর্গবাসে গেল ইন্দ্র লৈয়া দেবগণ॥ গ।
অশ্ব হারাইল রাজা যজ্ঞ হবে কিসে।
ষাটী সহস্র ভাই গেলা ঘোড়া অন্বেষিতে (৯)॥
পৃথিবী আকাশ চাহিলেন্ত মহাবল।
অবশেষে চলিয়া গেলেন রসাতল (১০)॥

[মন্তব্য। দিক্‌হস্তিগণের সহিত সগরসন্তানগণের সাক্ষাৎ হইবার কাহিনী এই স্থানে মূল রামায়ণে আছে। ক-গ-চ পুথিতে এই গল্প নাই। বাজার-সংস্করণের পুস্তকে এই গল্প আছে কিন্তু উহাতে বর্ণনায় দেখা যায় যে সগর সন্তানেরা ভস্ম হইবার পরে অসমঞ্জপুত্র অংশুমান্ যখন যজ্ঞীয় অশ্ব খুঁজিতে বাহির হয়, তখন তাহার দিক্‌হস্তিগণের সহিত সাক্ষাৎ হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, ১২৫৬ সনের নকল ছ-পুথিতে এই গল্পটি যথাস্থানে আছে। মূল রামায়ণ পড়িয়া কেহ ছ-পুথিতে এই কাহিনী ঢুকাইয়া দিয়াছে, এমন সম্ভবপর মনে হয় না। কৃত্তিবাসের রামায়ণে আদৌ ইহা ছিল,—অধিকাংশ গায়েন এবং লিপিকার ইহা বাদ দিয়া গিয়াছে, ইহাই বোধ হয় সমীচিন সিদ্ধান্ত। ছ-পুথি এমন একটি প্রতিলিপিধারার প্রতিলিপি, যে ধারায় এ গল্পটি রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। ছ-পুথি হইতে এই কাহিনীটি প্রদত্ত হইল।]

---

(১) মুনির জে সেবা করে অনেক বৎসর। গ-পুথি।
মুনির সেবা সগর রাজা করে নিরন্তর।
চ-ছ-পুথি।

(২) তুষ্ট হৈয়া ভৃগুমুনি দিল পুত্রবর।
গ-পুথি। 'মুনি তারে'-চ-ছ।

(৩) হরিস অন্তরে, গ। রাজ্য করে কুতুহলে, চ। কুতুহল করে, ছ।

(৪) একত্রে প্রসবে ষষ্ঠী সহস্র কুমার। ছ-পুথি।

(৫) সাটি সহস্র ভাই তারা হইল প্রবল।
কেহো কাহো টুটা নহে সমান সকল। চ-পুথি।

(৬) প্রয়োগটি লক্ষের যোগ্য।

(৭) রাজা অর্থে এই শব্দের প্রয়োগ খ-পুথিতে বিস্তর আছে, কিন্তু ক-পুথিতে ক্বচিৎ।

(৮) এই নিরর্থক ছত্র দুইটি ক-পুথির,—গ-চ-ছ বাদ দিয়া গিয়াছে।

(৯) ঘোড়ার উদ্দেশে। গ-চ-ছ-ঋ।
ঋ-পুথির পাঠ :—

(১০) প্রথিবি খুলিয়া তারা করিল সাগর।
প্রথিবি খুলিয়া সাঁভায় পাতাল ভিতর॥
একেক ভাই খুলিলেক একেক জোজন।
সাটীহাজার জোজন সাগর হইল ততক্ষণ॥

[কাহয় খন্তি কেহ টাঙ্গী কেহত কুদাল।
পূর্ব্ব দিক খোনে কম্বি বিক্রম বিশাল ॥
ক্রোশেকের পথ এক কোদাল খন্তি দেখি।
পূর্ব্ব দিক খোনি যায় পরম কৌতুকী ॥
পৃথিবীতে যত জীব কি কহিব কথা।
কারো কাটে হাত পায় কারো কাটে মাথা ॥
মৃত্তিকা কাটিতে জীব কাটে কোটী কোটী।
পাতালে প্রবেশ কৈল পূর্ব্ব দিক কাটি ॥
পূর্ব্ব দিকে দেখে হস্তী (১) পর্ব্বত আকার।
দেখিয়া সকলে ভয় লাগে চমৎকার ॥
যোড় হস্তে হস্তী তারা করয়ে স্তবন।
সেই হস্তী প্রদক্ষিণ করে সর্ব্বজন ॥
তথাতে উদ্দেশ না পাইয়া অশ্ববর।
চিন্তিত হইলা তারা কাতর অন্তর ॥
হস্তী প্রদক্ষিণ করি চলিলা সকল।
পশ্চিম (২) দিক খোনে যাঞা সব মহাবল।
খোনিয়া পশ্চিম (২) দিক অতি বেগে যায়।
সে দিকে দেখয়ে হস্তী শ্বেত বর্ণ কায় ॥
বিক্রমে দুর্জ্জয় হস্তী মহা ভয়ঙ্কর।
সেই হস্তী দেখি সবার ত্রাসিত অন্তর ॥
সে হস্তী বলের আমি কি কহিব কথা।
পৃথ্বী টলমল করে যবে নাড়ে মাথা ॥
সে হস্তীর পদে সবে করিয়া প্রণতি।
পশ্চিম দিক চাহে ঘোড়া করি পাতি পাতি ॥
পশ্চিম দিকেতে ঘোড়ার না পাঞা উদ্দেশ।
উত্তর খুনিতে সবে করিল প্রবেশ ॥
সেই দিকে দেখে হস্তী দুর্ব্বার শরীর।
উত্তর দিকে মাথা করি রহিছে মহাবীর ॥
যাটী সহস্র ভাই দেখি নাড়িলেক মাথা।
পৃথ্বী টলমল করে লোকে পাইল চিন্তা ॥
ক্ষণেক অবসানে মহী হইল সুস্থির। ছ-২২।১
হস্তী দেখি ত্রাস পাইল সেই সব বীর ॥
অনেক প্রকারে স্তুতি করিয়া তাহারে।
উদ্দেশ না পায় তারা ঘোড়া সুবিচারে ॥
উত্তর দিকেতে ঘোড়ার না পাঞা উদ্দেশ।
দক্ষিণ দিকেতে সবে করিল প্রবেশ ॥
একাকার করি খোদে সকল পৃথিবী।
দেখিঞা বিস্মিত পায় যত দেব দেবী ॥
যজ্ঞ ঘোড়া বান্ধি ইন্দ্র রাখিয়াছে যথা।
একে একে সগর বংশ উত্তরিল তথা ॥] ছ-পুথি
ঋ। পাতাল ভিতরে গিয়া চারিদিকে চাই।
কোন দিকে আছে ঘোড়া দেখিতে না পাই ॥
পূর্ব্ব দিক পশ্চিম দিক দিক উত্তর।
তিন দিক পাতাল পুরি চাহিল সকল ॥—ঋ
কপিল মুনি বসি আছে ধ্যান আলোকিয়া।
তাহান নিকটে অশ্ব দেখিলেন গিয়া ॥
দেখিয়া সকল ভাই হরিষ অন্তরে।
রুষিয়া চলিল সব মুনি মারিবারে ॥
ধ্যানভঙ্গ হৈয়া মুনি কোপানলে চাই (১)।
ভস্ম হৈয়া পড়ে যাইট সহস্রেক ভাই ॥

---

(১) মূলে সর্ব্বত্রই 'হস্থি'।
(২) দক্ষিণ ?

(১) ইহার পূর্ব্বে গ-পুথিতে নিম্নের দুই ছত্র অতিরিক্ত :—
যাটি হাজার ভাই গেল মুনির সম্মুখে।
বজ্র জাঠি মারিলেক কপিলের বুকে ॥

ভস্ম হৈয়া রহিল যদি (১) পাতাল ভিতর
উদ্দেশ না পাইয়া পুত্র চিন্তে নৃপবর ॥
বৎসরেক হৈল পুত্র না আসিল দেশে।
অংশুমান পাঠাইলা পুত্রের উদ্দেশে ॥
সাগর খনিছে (২) ষাটী সহস্র যোজন।
সেই পথে অংশুমানে করিলা গমন ॥
ঘোটক দেখিল গিয়া কপিলের পাশ।
খুড়া সব ভস্ম দেখি লাগিল তরাস ॥
শোকাকুল অংশুমান হইল বিকল।
তর্পণ করিতে চাহে নাহি পাএ জল ॥
মুনির চরণে পড়ি করিল বন্দন।
বিনয় করিয়া বহু করিলা স্তবন ॥
কপিলে বোলএ কিবা চাহ অংশুমান।
বিনে গঙ্গাজলে পুনি নাহি পরিত্রাণ ॥
তোমার খুল্লতাএ মোরে করিল প্রহার।
সহিতে না পারি ক্রোধে কৈল ভস্মাকার ॥
ঘোটক আনিয়া এথা রাখে দেবগণ।
বিনে অপরাধে মোরে করিল তর্জ্জন ॥
সাঁপে ভস্ম হৈয়া সব গেলেক নরকে।
গঙ্গা আইলে উদ্ধার পাইব পিতৃলোকে ॥
অশ্ব লৈয়া যাও তুমি আপনার স্থানে।
যজ্ঞ পূর্ণ্না দিয়া তুমি কর অবসানে ॥
ঘোড়া লৈয়া গেল তবে অযোধ্যা নগর।
পুত্রের নিপাত শুনি কান্দিলা বিস্তর (৩) ॥

যজ্ঞ পূর্ণ্না দিতে আইল জত দেবগণ।
কুবের বরুণ যম আইলা পবন ॥
যমে বোলে যজ্ঞ রাজা কর কোন সুখে
ষাইট সহস্র পুত্র তোর পড়িছে নরকে ॥
যদি গঙ্গা আনিবারে পার নরপতি।
তবে সে পুত্রের তোর হৈব অব্যাহতি ॥
দেবগণে বোলএ শুনহ নৃপবর।
ইন্দ্র হৈতে না পারে তুমি যজ্ঞ পাইলা ফল (১) ॥
যজ্ঞ পূর্ণ্না দিয়া সব গেল নিজ দেশ।
গঙ্গা আনিবারে রাজা চিন্তিলা বিশেষ ॥
দশ সহস্র অব্দ ব্যাপী তপ কৈলা নরপতি।
গঙ্গা আনিবারে তান না হৈল শকতি ॥
গ। অংশুমান নাতিরে রাজ্য করি সমর্পন।
অভিমানে রাজা তবে ত্যজিলা জীবন ॥
মহারাজা সগর গেলেন স্বর্গবাসে।
অংশুমানে তপ করে গঙ্গার উদ্দেশে ॥ গ।
তবে অংশুমানে তপ করিলা বিস্তর।
বিংশতি সহস্র অব্দ গঙ্গার অন্তর (২) ॥
না পারিলা আনিতে পাইলা বড় লাজ।
তার পুত্র জন্মিল দিলীপ মহারাজ ॥
দিলীপেরে রাজ্য দিয়া রাজা অংশুমান।
স্বর্গ পুরে গেলা রাজা ত্যজিয়া পরাণ ॥
দিলীপে তপস্যা করে গঙ্গার উদ্দেশে।
চৌদ্দ সহস্র অব্দ তপ করিল বিশেষে ॥

(১) এই শব্দের বানান পুঁথির আগাগোড়াই 'জদি'; কিন্তু এই স্থানে সহসা 'যদি' দেখা দিয়াছে।

(২) ঝ-পুঁথি:— 'সাগর খুলিআছে'।

(৩) খুড়া সকলের বার্ত্তা দিতে অংশুমান চলে।
ঘোড়া লএঞা উত্তরিল অজোধ্যা নগরে ॥

কহিল সকল কথা সগর গোচর।
পুত্র সভের তরে রাজা কান্দিল বিস্তর।
চ-পুঁথি। 'কান্দিল সগর'—ঝ।

(১) এই দুইটি ছত্র গ চ-ছ-ঝ পুঁথি ছাড়িয়া গিয়াছে। শেষ ছত্রটি দুর্ব্বোধ্য।

(২) জন্য, কারণ, অর্থে অন্তর শব্দের ব্যবহার।

রক্ত মাংস শুখাইল অস্থিচর্ম্মসার।
এই মতে ত্তপলোক হইল তাহার ॥
তার পুত্র ভগীরথ জন্মিল ভুবন।
সর্ব্বক্ষণ গঙ্গা বহি আর নাহি মন ॥

[মন্তব্য। এই প্রসঙ্গের পাঠে চারি পুথিতে মোটামোটি বেশ মিল আছে। ইহার পরে খ-পুথিতে ভগীরথের অদ্ভুত জন্মকাহিনী দেওয়া আছে। এই সম্পর্কে ৩১-ক প্রসঙ্গের পূর্ব্ববর্ত্তী মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

কাহিনীটির তুলনামূলক বিশ্লেষণ এই :—

অদ্ভুতাচার্য্য। দিলীপ গঙ্গার জন্য আরাধনা করিয়া বিফলমনোরথ হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

কবিকঙ্কণ চণ্ডী। ঐ, ঐ।

বাজার-সংস্করণ। ঐ, ঐ।

খ-পুথি। সঙ্গমরত কুরঙ্গকুরঙ্গিনীর মধ্যে কুরঙ্গকে বধ করায় দিলীপ "সঙ্গম কালে মৃত্যু হইবে," কুরঙ্গিনী কর্তৃক এইরূপ শাপগ্রস্ত হইয়া স্ত্রীসঙ্গমের উদ্যমে মারা গেলেন।

অদ্ভুতাচার্য্য। সূর্য্যবংশ ধ্বংস হয় দেখিয়া **ব্রহ্মা** আসিয়া দুই রাণীকে ভগে ভগে সঙ্গমে পুত্র উৎপাদনের উপদেশ দিলেন।

কবিকঙ্কণ চণ্ডী। **দুর্ব্বাসা** রাণীদ্বয়কে বর দিলেন এবং পুত্র উৎপাদনের উপায় বলিয়া দিলেন।

বাজার-সংস্করণ। ব্রহ্মা **শিবকে** অযোধ্যায় পাঠাইলেন,—শিব 'পুত্রবতী হও' বর দিলেন এবং পুত্র জন্মের উপায় উপদেশ করিলেন।

খ-পুথি। দেবগণ মন্ত্রণা করিয়া **মদনকে** পাঠাইয়া দিলেন। ঋতুমতী রাণীদ্বয় মদনের উত্তেজনায় সঙ্গম করিলেন এবং একজন গর্ভবতী হইলেন। গর্ভবতী রাণী কলঙ্কের ভয়ে ডুবিয়া মরিতে গেলে ব্রহ্মা আসিয়া নিবারণ করিলেন এবং স্বয়ং সমস্ত পাপভার গ্রহণ করিলেন।

অদ্ভুতাচার্য্য। বশিষ্ঠের উপদেশে অস্থিবিহীন ভগীরথকে অষ্টাবক্র মুনির পথে শোয়াইয়া দেওয়া হইল। কিম্ভূতকিমাকার অস্থিবিহীন শিশু তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতেছে মনে করিয়া অষ্টাবক্র শাপ দিলেন—"এই অবস্থা তোমার স্বাভাবিক হইলে মানুষের স্বাভাবিক আকার প্রাপ্ত হও। নচেৎ এইরূপই হইয়া রহ।" এই শাপের ফলে ভগীরথ মানুষের আকৃতি প্রাপ্ত হইল।

কবিকঙ্কণ চণ্ডী। ঐ, ঐ, অতি সংক্ষেপে বিবৃত।

বাজার সংস্করণ। ঐ, ঐ।

খ-পুথি। অঙ্গবৈকল্য এবং অষ্টাবক্রশাপের উল্লেখ নাই।

এই বিশ্লেষণ হইতে বুঝা যাইবে, অদ্ভুতাচার্য্য, কবিকঙ্কণ এবং বাজার-সংস্করণে মোটামোটি মিল আছে। খ-পুথির আখ্যানে নানারূপ নূতনত্ব আছে। খ-পুথি হইতে আখ্যানটি উদ্ধৃত হইল।

৩২-ক। ভগীরথের জন্ম-কাহিনী।

অসমঞ্জের পুত্র হৈল অংশুমান নাম।
দিলীপ তাহার পুত্র শুনহে শ্রীরাম ॥
তার তুল্য মহারাজা নাহি বসুমতী।
চন্দ্রা মালা নামে তার দুইটি যুবতী ॥
একদিন গেল রাজা মৃগয়া কারণ।
একটী মৃগের সঙ্গে নহিল দর্শন ॥

কাতর হইয়া রাজা চলে নিজপুরে।
দেখে এক কুরঙ্গিনী রঙ্গ ক্রীড়া করে॥
হিতাহিত না বুঝিয়া এড়িলেক বাণ।
সম্ভোগ সময়ে কুরঙ্গের নৈল প্রাণ॥
স্বামী মৈল কুরঙ্গিনী রাজারে সাঁপিছে।
তোর প্রাণ যায় জেন গেলে স্ত্রীর কাছে॥
সাঁপগ্রস্ত হইয়া আইল আপনা ভুবনে।
পুরীতে না জাএ রাজা সাঁপের কারণে॥
সেই মতে রৈল রাজা পুরীর বাহিরে।
বাহিরে থাকিয়া রাজা রাজকার্য্য করে॥
এই মতে কথোকাল ছিল নৃপবর।
কামাতুর হৈয়া গেল পুরীর ভিতর॥
মালাবতী তরে রাজা দিল আলিঙ্গন।
কুরঙ্গিনী সাঁপে রাজা তেজিল জীবন॥
এইমতে মহারাজা ছাড়িল শরীর।
দুখে নারীগণ রৈল পুরীর ভিতর॥
অরাজক হৈল রাজ্য কোলাঞ্চ নগর (১)।
দুর্ভিক্ষ মরক হৈল প্রজাভয়ঙ্কর॥
হেনকালে দেবচক্র কৈলা দেবগণ।
বিনে সূর্য্যবংশে নহে পৃথিবী পালন॥
ব্রহ্মা পুরন্দর আর দেব মহেশ্বর।
একত্র হইলা দেব কৈলাস শিখর॥
মন্ত্রণা করিলা ব্রহ্মা নৈয়া দেবগণ।
ডাক দিয়া আনিল বশিষ্ট তপোধন॥
ব্রহ্মা বলে জাও পুত্র কোলাঞ্চভুবনে।
চন্দ্রা মালা তরে মুনি দেও পুত্র দানে॥
বিষ্ণু বিষ্ণু বুলি মুনি হস্ত দিলা কানে।
আমা হতে না হইব পাঠাও অন্যজনে॥
বশিষ্ঠে কহিল জদি এতেক বচন।
মদনের তরে ব্রহ্মা ডাকে ততক্ষণ॥

ব্রহ্মা বলে মদন জে চলহ সত্বরে।
সুপুত্র জন্মাও চন্দ্রা মালার উদরে॥
ব্রহ্মার আজ্ঞায় তবে চলিলা সত্বর।
ত্বরিতে চলিল রাজ পুরীর ভিতর॥
মদন আসিল জদি রাজার বসতি।
চন্দ্রা মালা দুই নারী হইল ঋতুমতী॥
তিন দিন হইল তারা কৈল ঋতুস্নান।
স্বামীর মন্দিরে তারা করিল শয়ন॥
হেন কালে মেঘে আচ্ছাদিলেক গগন।
রাজহংস কলরব ময়ুর নাচন॥
মহাঘোর অন্ধকার ঝড় বরিষণ।
চন্দ্রা মালা দুই রাণী দহিল মদন॥ খ-৫৬।২
গলাগলি ধরি তারা দিয়া আলিঙ্গন।
দোহার মুখেতে দোহে করিল চুম্বন॥
চন্দ্রাবতী পুরুষ হইল মালা হৈল নারী।
দুই রাণী মন রঙ্গে রঙ্গ ক্রীড়া করি॥
দুইজনে ক্রীড়া করে দেবতার বরে।
মদনের তেজ রৈল মালার উদরে॥
সেই রিতে (২) গর্ভ ধরে মালা রূপবতী।
আনন্দিতে জয় ধ্বনি করে প্রজাপতি॥
এক দুই তিন চাইর পাঁচ সাত সখী।
ঠারাঠারি করে সবে গর্ভরূপ দেখি॥
মালাবতী জানিলেক গর্ভের ধারণ।
কহিতে লাগিলা দেবী করিয়া রোদন॥
পুরুষের সঙ্গে কভো নাহি দরশন।
স্বামী নাহি গর্ভ মোর হইল কেমন॥
দুচারিণী বলিয়া কহিব সর্ব্বজন।
সরযুতে প্রবেশিয়া তেজিব জীবন॥
সরযুর জলে জায় প্রাণ ছাড়িবারে।
ব্রহ্মা হর আসি তার হস্ত চাপি ধরে॥

(১) অযোধ্যার পরিবর্ত্তে খ-পুথিতে এই স্থানে কোলাঞ্চ নগরে সূর্য্যবংশীয় রাজাদের রাজধানী দেখা যায়।

(২) ঋতুতে? রেতে? রীতিতে?

মন দিয়া সোন মাতা আমার বচন।
বিনে সূর্য্য বংশে নহে পৃথিবী পালন॥
তোমার বংশে হইবেক দেব নারায়ণ।
তে কারণে দেবচক্র কৈল দেবগণ॥
মদন পাঠাইয়া দিল তোমার অন্তঃপুরে।
দুই রাণী ক্রীড়া কৈলা স্বামীর মন্দিরে॥
মদনের তেজে তোমার হইল উদর।
তোমা গর্ভে পুত্র হবে পরম সুন্দর॥
জদি কিছু পাপ থাকে তোমার শরীরে।
সে পাপ আমাকে দিয়া তুমি যাও ঘরে॥
তোমা পুত্র হইবেক দেব অবতার।
তাহা হতে হইবেক অখিল নিস্তার॥
ব্রহ্মার বচন সুনি কৌতুক অন্তরে।
হাসিতে খেলিতে গেলা আপনার পুরে॥
এই মতে দশমাস হইল পূরণ।
শুভক্ষণে প্রসবিল উত্তম নন্দন॥
গৌরবর্ণ বালক বাড়এ দিনে দিনে।
রূপে তুলনা দিতে নাহি ত্রিভুবনে॥
ছয় মাস হৈল নামকরণ করিল।
শাস্ত্রের বিহিত জত কর্ম্ম সব কৈল॥
ভগে ভগে সম্ভোগ জে তাথে উপগত।
ব্রহ্মা দেব থুইলেন নাম ভগীরথ॥
চতুর্দ্দশ শাস্ত্র পড়ে দ্বাদশ বৎসরে।
রাজা হইয়া ভগীরথ প্রজাপাল্য করে॥

[মন্তব্য। ইহার পর আবার ক-গ-চ-ছ পুথির পাঠ আরম্ভ হইল]

৩৩। ভগীরথের তপস্যা ও গঙ্গাদেবীর মর্ত্ত্যে অবতরণ। ঐরাবতের দর্প চূর্ণ।

পাত্র মিত্র সঙ্গে রাজা করিলা মন্ত্রণা।
কিরূপে আনিব গঙ্গা কহ সর্ব্বজনা॥
পাত্র মিত্র বোলে রাজা অশক্য কথন।
তোমার বাপ পিতামহ ছিল জত জন॥
গঙ্গা লাগি তপস্যা করিল নিরবধি।
মহা দুঃখ পাএ তবে প্রাণে জাএ সুধি (১)॥
এক উপদেশ আছে শুনহ রাজন।
হিমালয় গিরি তুমি করহ গমন॥
ব্রহ্মার আলএ আছে সেই গিরিবর।
তথা যাইয়া তপস্যা করহ নরেশ্বর॥
গোকর্ণ নামে এক পুরী আছে মনোহর (২)।
সেই স্থানে মহাদেব ত্রিদশ ঈশ্বর॥

---

(১) পাত্র মিত্র বোলে রাজা বিষম জিজ্ঞাসা।
গঙ্গা আনিতে রাজা কেমতে কর আশা॥
বাপ পিতামহ তোমা ছিল মহারাজ।
গঙ্গা আনিতে না পারিয়া বড় পাইল লাজ॥
গঙ্গা আনিতে নারি মৈল অভিমানে।
হেন গঙ্গা ভগীরথ আনিবা কেমনে॥
গ-চ-ছ পুথি।

(২) অতঃপর চ ও ঝ পুথির পাঠ :—
গোকর্ণ নামে পুরী আছে হিমালয় উপর।
অযোধ্যা থাকিয়া সে দুইশত বৎসর॥
পাত্র মিত্রেরে রাজ্য করিলা সমর্পণ।
হিমালয় পর্ব্বতে রাজা করিলা গমন॥
গাছের বাকল পরে রাজা জটা ধরে শিরে।
সগর বংশ উদ্ধারিতে ভগীরথ নড়ে॥
দুইশত বচ্ছর রাজা ভ্রমি বেড়ায় পথে।
উত্তরিল গিয়া রাজা হিমালয় পর্ব্বত॥
পঞ্চাশ সহস্র বৎসর রাজা করিল উপবাস।
শরীর শুখাইল রাজার আছে মাত্র শ্বাস॥

পাত্রের বচন শুনিয়া নরেশ্বর।
হিমালয় উদ্দেশিয়া চলিলা সত্বর॥
তথা যাইয়া তপস্যা করএ নরপতি।
পাঁচাশী হাজার অব্দ করে মহামতি॥
কঠিন তপস্যা দেখি হৈলা অধিষ্ঠান।
বর মাগ কহি ব্রহ্মা কৈলা সন্নিধান॥
প্রজাপতি আগে রাজা করে পরিহার।
গঙ্গা নিলে পিতৃ কুল হএত উদ্ধার॥
[গ। ব্রহ্মা বোলে গঙ্গা তোমা দিনু ভগীরথ।
গঙ্গা লৈয়া ভগীরথ জাইবা কোন পথ॥
ত্রিভুবনে গঙ্গা বেগ সহিতে না পারে।
সবে মাত্র সহিতে পারে দেব মহেশ্বরে॥
মহাদেব তপ রাজা (১) করে আর বার।
গঙ্গা দিতে মহাদেব করে অঙ্গীকার॥
হিমালয় পর্ব্বতে গিয়া বসিল মহেশ্বর।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদিয়া গঙ্গা হইল বাহির॥
গঙ্গার ধারা পড়িলেক মহাদেব শিরে।
দশ বৎসর ফিরে গঙ্গা জটার ভিতরে॥
বাহির হইতে গঙ্গা জটায় বেড়ি রাখে।
ফাফর হইল ভগীরথ গঙ্গা নাই দেখে॥
মাথে হাত ভগীরথ করএ ক্রন্দন।
পূর্ব্বপুরুষের সাঁপ নহে বিমোচন॥
ভগীরথের ক্রন্দন শুনিয়া মহেশ্বরে।
জটা চিরি মহাদেবে গঙ্গা বাহির করে॥ গ]

তুষ্ট হৈয়া দিলা গঙ্গা দেব মহেশ্বর (১)।
গঙ্গা পাইয়া ভগীরথ চলিলা সত্বর॥
আসিয়া মিলিলা গঙ্গা হিমালয় শিখর।
লঙ্ঘিতে না পারে গিরি অতি উচ্চতর॥
সমুদ্রের ঢেউ জেন রাখে উচ্চ তীর।
গঙ্গা রহিলা দেখি কান্দে মহাবীর॥
গঙ্গা বোলেন (২) ভগীরথ না কর রোদন।
বিনে ঐরাবতে নাহি আমার গমন॥
ইন্দ্রের ঠাই জাইয়া তুমি আন ঐরাবত।
ইন্দ্র আরাধনে তুমি চল ভগীরথ॥
তাহা শুনি তপস্যা করিল অনাহার।
আপনি আসিলা ইন্দ্র বিদিতে তাহার॥

আপনি আসিয়া ব্রহ্মা হৈলা অধিষ্ঠান।
বর মাগ ভগীরথ বর করি দান॥
গ-পুথির সহিত ও এই পাঠের বেশ মিল আছে।

(১) মূলে 'জন'।

(১) ক-পুথিতে মহাদেবের জটায় গঙ্গার আবদ্ধ হওয়ার কাহিনী নাই। তৎপরিবর্ত্তে এই কয় ছত্র আছে:—

প্রজাপতি বোলে রাজা শুনহ বচন।
এই বর দিতে পারে দেব ত্রিলোচন॥
তান তরে পাও গঙ্গা আমি দিল বর।
পুন ভগীরথ রাজা চলহ সত্বর॥
তবে চলি গেলা রাজা পর্ব্বত কৈলাস।
অনেক করিলা তপ করি উপবাস॥
প্রসন্ন হইলা তবে দেব ত্রিলোচন।
বর মাগ ভগীরথ জেই লয় মন॥
ভগীরথে বোলে মাগোম চরণে তোমার।
গঙ্গা দিলে পিতৃলোক নরকে উদ্ধার॥
তুষ্ট হৈয়া দিলা গঙ্গা দেব মহেশ্বর।
গঙ্গা পাইয়া ভগীরথ চলিলা সত্বর॥

বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণে ঐরাবতপ্রসঙ্গ পূর্ব্বে,—শিবজটাপ্রসঙ্গ পরে বর্ণিত।

(২) ব্রহ্মা বোলেন—গ-চ-ছ।

অনেক করিলা স্তুপ (১) রাজা ভগীরথ।
ইন্দ্র হতে মাগিয়া লইলা ঐরাবত ॥
ঐরাবতে বোলে রাজা শুনহ বচন।
সত্য কর আমার স্থানে দড় করি মন ॥
হিমালয় ভেদিয়া দিব আপনার তেজে।
সত্য কর গঙ্গাএ আমাকে জেন ভজে ॥ (২)
গঙ্গার সহিত জদি হইল মিলন।
তবে তুমি লৈয়া জাইয় আপনা ভুবন ॥
এত্ত জদি কহিলেন দেব ঐরাবত।
মাথে হাত দিয়া কান্দে রাজা ভগীরথ ॥
পুনি চলি গেলা রাজা গঙ্গার গোচর।
কর জোড়ে সর্ব্ব কথা কহে নরেশ্বর ॥
হাসিয়া কহিলা দেবী শুন ভগীরথ।
সহিতে পারএ তেজ হব (৩) অনুগত ॥
চলিলেক ভগীরথ হৈয়া তুষ্ট মন।
ঐরাবত স্থানে সব কহিলা কথন ॥
চলিলেক ঐরাবত প্রসন্ন হৃদয়।
[প্রবীন শরীর যেন দ্বিতীয় হিমালয় ॥ (৪)
কনক কঙ্কণ শোভে সুললিত অতি।
গলে ঘণ্টা বাজে ধায় হৈয়া মদে মাতি ॥
উর্দ্ধ দুই দন্ত যেন স্ফটিকের স্তম্ভ।
চলে হস্তীবর মনে করি অতি দম্ভ ॥

চলিলেক ঐরাবত হরষিত চিত্তে।
সিন্দুরে মণ্ডিত শুণ্ড শোভে ভালমতে ॥
নিশ্বাসেতে ধূলা উড়ে চলে মহাবল।
কুণ্ডলী করিয়া শুণ্ড অতিশয় দীঘল ॥
কপালেতে মদগন্ধে মাতি ভুলে অলি।
গান করে অলিকুল দেখি অতি ভালি ॥
পদে পদে চলিতে অবনী হয় খাদ।
বৃক্ষ ভাঙ্গে অতিশয় শুনিতে প্রমাদ ॥
বৃক্ষ পাথর সম্মুখেতে যাহা দেখে।
নিশ্বাসের ভরে যাঞা পড়ে অন্য বৃক্ষে ॥
বড় বড় পর্ব্বত সব সম্মুখে দেখিঞা।
নানা দিকে ফেলে নিজ দন্তে উপাড়িয়া ॥
কেহ জলে কেহ স্থলে যত প্রাণীগণ।
অতি ভয় পায় তারা শুনিঞা তর্জ্জন ॥
গর্জ্জন শুনিঞা যেই আইসয়ে নিকটে।
ধনুর্ব্বাণ ন্যায় হাতি অতি বেগে ছুটে ॥
সিংহ ব্যাঘ্র আদি যত পশুপক্ষীগণ।
নিজ প্রাণ রাখিবারে সবে ভয় মন ॥
পাতালের নাগগণ হয় চমকিত।
ঐরাবত পদভরে বাসুকী চিন্তিত ॥
আগে ভগীরথ রাজা পাছে ঐরাবত।
মিলিল আসিয়া দোহে হিমালয় পর্ব্বত ॥
ঐরাবত দেখিয়া এ গঙ্গা ভাগীরথী।
কৌতুক বচনে সম্ভাষেন তাহে হাতী ॥
ভাগীরথী বোলে তুমি শুন করিবর।
নিরুপণ বাক্য আমার জানহ সত্বর।
সহিবারে পার যদি তরঙ্গ প্রবল।
তবে তোমা আমি দিব নিজ আলিঙ্গন ॥

---

(১) 'স্তব' অথবা 'তপ' হওয়া উচিত।

(২) গ-পুথিতে আছে, ঐরাবত উক্তবিধ পারিশ্রমিক চাহিয়াছিল বটে, তবে ইন্দ্রের উপদেশে ক্ষান্ত হইয়াছিল। চ-ঝ পুথিতে পারিশ্রমিকের প্রসঙ্গ মাত্রই নাই। ছ-পুথিতে ক-পুথি অনুযায়ী বর্ণনা আছে, কিন্তু রচনা বিস্তৃততর ও সুন্দর।

(৩) মূলে 'হবে'।

(৪) এই ছত্র হইতে ছ-পুথির পাঠ উদ্ধৃত।

রাজা ভগীরথ তোমা বলে যেই বাণী।
শিরে ধরি তাহা তুমি করিবে আপনি ॥
গঙ্গা বাক্য শুনি হাতী নৃপতি যে বলে।
অতি.দন্তে করিবর পর্ব্বত নেহালে ॥
গগনেতে ঠেকিয়াছে পর্ব্বত শিখর।
নিজ দন্ত ভেদে হাতী তাহার ভিতর ॥
গিরিবর দন্তেতে ভেদিল করিবর।
দন্ত দিয়া ভেদিলেক উচ্চ ধরাধর ॥
ঐরাবত দুই দন্তে বিদারে পর্ব্বত।
বাহির হইল গঙ্গা দিয়া সেই পথ ॥
হাতী দেখি ভাগীরথী কোপদৃষ্টে চায়। চ-২৪।২
মহাস্রোতে গজরাজ ভাসি ভাসি যায় ॥
পৃথিবী মণ্ডলে হৈল গঙ্গা অবতার।
জয় জয় ধ্বনি হৈল এ তিন সংসার ॥
গঙ্গাদেবী ঐরাবত ভাসায় খর স্রোতে।
অবিরত গঙ্গা দেবী পড়ে পৃথিবীতে ॥
হেন গিরিবর ভাঙ্গি চলে ভাগীরথী।
অতি গুরুতর স্রোতধারা শীঘ্রগতি ॥
কলসীর ধারা ন্যায় হৈল মহাধ্বনি।
সুরপুরী হৈতে পড়ে হেন ধ্বনি শুনি ॥
সুগম হইল পথ খরস্রোত বয়।
গঙ্গা স্রোতে কাতর হৈয়া গজরাজ রয় ॥
তরঙ্গে পড়িয়া হাতী যেন তৃণ ভাসে।
দেখি ভগীরথ রাজা হরিষ বিশেষে ॥
বলক্ষীণ হঞা হাতী খায় প্রচুর জল।
রহিবারে ঐরাবত নাহি পায় স্থল ॥
অবিরত ভাসিঞা বেড়ায় ঐরাবতে।
তৃণ ন্যায় ভাসে হাতী অগাধ জলেতে ॥
আছুক লাভের কার্য্য জীবন সংশয়।
সঙ্কটে ঠেকিল হাতী উপায় না দেখয় ॥
আকুল হৈল ঐরাবত প্রাণ রাখিবারে।
সঙ্কটে পড়িয়া হস্তী গঙ্গা স্তুতি করে ॥
জল হৈতে তুলি শুণ্ড উর্দ্ধ করি মাথা।
স্তুতি করি ধীরে ধীরে গঙ্গায় কহে কথা ॥
স্তুতি করে ঐরাবত গঙ্গার চরণে।
তোমাকে জানিতে দেবী পারে কোন জনে ॥
ঈশ্বরী সহিতে নহে সেবকের বাদ।
না জানি কহিনু আমি এমত বিসাদ (১) ॥
ক্ষমিয়া সকল দোষ দেহ প্রাণ দান।
সহিতে না পারি দুঃখ রাখহ পরাণ ॥
স্তুতি করে ঐরাবত করিয়া বিনয়।
শুনিঞা জন্মিল দয়া গঙ্গার হৃদয় ॥
এক তরঙ্গেতে তীরে ফেলিলেন হাতী।
প্রাণ পাঞা কর্ণ ঝাড়া দেয় শীঘ্রগতি ॥
তীরেতে উঠিঞা হস্তী রহিয়া ক্ষণেক।
ভাগীরথী স্তুতি হস্তী করয়ে অনেক ॥
গঙ্গা প্রণমিয়া হস্তী চলিল সত্বর।
সঙ্কটে তরিয়া গেল ইন্দ্রের গোচর ॥
আপন অবস্থা কহে ইন্দ্র বিদ্যমানে।
শুনিয়া সন্তোষ ইন্দ্র হস্তীর বচনে ॥
জ্যৈষ্ঠ মাসে শুক্ল পক্ষে দশমীর তিথি।
হস্তা নক্ষত্র তাহে অতি শুভ রাতি ॥ (২)

---

(১) বিষাদ? বিরক্তিকর কথা।
অথবা বিবাদ—বিষাদ আনয়ন করে, এমন মন্দ কথা।

(২) অথ জ্যৈষ্ঠে মহাভাগা দশম্যাং শুক্লপক্ষতঃ।
হস্তানক্ষত্রযোগেন ভৌমে বারে মহামুনে ॥

সেই দিন হিমালয় ছাড়ে সুরধুনী।
বেগবন্তে আইসে গঙ্গা তারিতে অবনী ॥
পাপিষ্ঠ হইয়াছিল যত নরগণ।
পরশে চলিঞা গেল বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥
অবনীতে যাঞা গঙ্গা বহে খর স্রোতে।
শতমুখী হঞা তবে চলে চারি ভিতে ॥
যথা যথা পাপী লোক মরিঞা আছিল।
সব জীব স্পর্শি গঙ্গা উদ্ধার করিল।
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুসার।
আদ্য কাণ্ডে বর্ণিল গঙ্গার অবতার ॥ চ-পুথি]

মন্তব্য। এই ঐরাবতের কাহিনী মূল রামায়ণে নাই। অথচ একমাত্র চ-পুথি ভিন্ন আর সমস্তগুলি পুথিতে, অদ্ভুতাচার্য্যে, বাজার সংস্করণে এবং কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্যে আছে। চ-পুথিতেও ঐরাবতকর্তৃক হিমালয়শৃঙ্গ বিদারের প্রসঙ্গ আছে, যদিও ঐরাবতের গঙ্গাসঙ্গম প্রার্থনার কথা উহাতে নাই। ঐরাবতের কাহিনী বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণের ২১শ অধ্যায় হইতে গৃহীত, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অন্য কোথাও এই কাহিনী পাইলাম না।

ঐরাবত-গঙ্গা-প্রসঙ্গ ছ-পুথি হইতে উদ্ধৃত হইল ঐরাবতের বর্ণনাদি চমৎকার। ক-গ পুথিতে এই বিবরণ সংক্ষিপ্ত—চ পুথিতে আরও সংক্ষিপ্ত। তিন ঢেউ লইতে পারিলে গঙ্গার হস্তী সন্তোষ-বিধান-প্রতিজ্ঞা অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণের এবং গ-পুথির। বাজার-সংস্করণে আড়াই ঢেউ। ক-পুথিতে শুধু 'তেজ' সহিবার সর্ত্ত। ছ-পুথিতে প্রবল তরঙ্গ, সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট নাই। বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণে 'বেগ' অথবা জব। ক-গ-চ পুথিতে গঙ্গাতীর্থের কোন বিবরণ নাই। অতঃপর আবার ছ-পুথি হইতে গঙ্গাবতরণ বিবরণ সম্পূর্ণ দেওয়া যাইতেছে।

বাজার-সংস্করণের পুথি স্পষ্টই অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ দ্বারা প্রভাবিত।

হিমালয়ং পরিত্যজ্য পপাত ধরণীতলম্।
তদা জয় জয় স্বনো বভূব ভূবি সর্ব্বতঃ ॥

৩৪। গঙ্গাদ্বার, শূকরক্ষেত্র, জয়াক্ষেত্র, কপিল তীর্থ, কনকনদীসঙ্গম, বদরিকা তীর্থ, সরযূ-সঙ্গম, রাড তীর্থ, সরস্বতী তীর্থ, চম্পক তীর্থ, সোমদ্বীপ, প্রয়াগ এবং বারাণসী তীর্থে গঙ্গার আগমন। পাপাচারী, অপমৃত্যু-প্রাপ্ত ব্রহ্মকেতু নামক ব্রাহ্মণের অস্থিতে গঙ্গাজল স্পর্শে তাহার দেবলোক প্রাপ্তি। গঙ্গার যজ্ঞতীর্থে আগমন ও জহ্নু মুনির গঙ্গা পান ও জানু দ্বারা মোক্ষণ। আদিত্য তীর্থ, একাদরি তীর্থ এবং সপ্তগ্রাম হইয়া গঙ্গার সাগরে প্রবেশ ও সগর সন্তানগণের মুক্তি।

[হুড় হুড় শব্দ শুনি বড় কল কল।
দুই প্রহর পথ জুড়ি ভাঙ্গে দুই কূল ॥
মহাশব্দে জাএ গঙ্গা পবনের বেগে।
গঙ্গা বেগ সহিতে নারে দুই কূল ভাঙ্গে ॥
গঙ্গা বেগ সহিতে নারে পৃথিবী মণ্ডলে।
পাতালেত থাকিয়া বাসুকী কাঁপে ডরে ॥] গ-পুথি।
বিশ্বামিত্র বোলে শুন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
গঙ্গার মহিমা কিছু করিয়ে বর্ণন ॥

বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ মধ্যখণ্ড ২১।৭২-৭৩

অনুবাদে 'মঙ্গলবার' বাদ পড়িয়াছে।

কাশীখণ্ডের পূর্ব্বার্দ্ধের ২৭শ অধ্যায়ে ১৩৫ শ্লোকে এই মাসে, তিথিতে নক্ষত্রে, গঙ্গা তীরে রাত্রি জাগরণ করিবার বিধি প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ অধ্যায়েই ১২৯ শ্লোকে ঐ ঐ মাস তিথি নক্ষত্রে কিন্তু বুধবারে, 'গঙ্গাঙ্গনে নামিয়া' গঙ্গাস্তোত্র পাঠ করার উপদেশ আছে।

যতদূর গেল গঙ্গা পাপী পরিত্রাণে।
সেই সব কথা কহি শুন সাবধানে ॥
গঙ্গাদ্বার (১) নামে তীর্থ আগমে কহিল।
তবে অতিশয় বেগে গঙ্গাদেবী আইল ॥
সপ্ত-রাজসূয় ফল হয় এই (২) স্থানে।
দেখিলে পার্ত্তকী লোক পায় পরিত্রাণে ॥
এই মত পুণ্য লোক পায় হরষিতে।
শূকর ক্ষেত্রেতে গঙ্গা আইলা ত্বরিতে ॥
শূকরের কায়া যথা প্রকাশ করিল।
তাহার পশ্চাতে গঙ্গা জম্বু ক্ষেত্রে গেল ॥
তবেত কপিল তীর্থে আইলা ভাগীরথী।
কপিলা নামেতে ধেনু আছিলেক তথি ॥
কনক নদীর জলে প্রবেশে নিমিষে।
সেই তীর্থ স্নানে লোক যায় স্বর্গবাসে ॥
মীন রাজ্যে গঙ্গা তবে আইলা সত্বরে।
বদরিকা বলি যার খ্যাতি মহীতলে ॥
স্নানে ফল পায় লোকে পঞ্চ অশ্বমেধ।
সরযু গঙ্গায় সঙ্গ তাহে নাহি ভেদ (৩) ॥

গঙ্গা সরযূ নদী এ দুই ভগিনী।
হরিপদে জন্ম দোহ পুরাণেতে জানি ॥
বিষ্ণুর দক্ষিণ পদে গঙ্গার উৎপত্তি।
বাম পদে সরযূ জন্ম হইলেক তথি ॥
তবে রাড তীর্থে গঙ্গা করিলা প্রবেশ।
তার স্নানে তরে লোকে যত পাপ লেশ ॥
তবে সরস্বতী তীর্থে আইল সত্বরে।
সমস্ত মুনিয়ে যথা আরাধে শঙ্করে ॥
চম্পক তীর্থে গঙ্গার তবে হইল প্রবেশ।
কর্ণিকা সমান তীর্থ আছে সেই দেশ ॥
তবে সোম দ্বীপে গঙ্গা শীঘ্র গতি ধায়।
বারাণসী সম ফল যার স্নানে পায় ॥
তবেত প্রয়াগে গঙ্গা করিলা প্রবেশ।
জয় জয় হুলাহুলি হয় সর্ব্ব দেশ ॥
প্রয়াগে আসিয়া গঙ্গা দিল দরশন।
সরস্বতী যমুনার হইল মিলন ॥
তিন ধারা একস্থানে বহে নিরমল।
যুক্তবেণী বলিযা সব দেবতা পূজিল ॥
সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধি তাহে যে করে মার্জ্জন।
কাম্য মহাক্ষেত্র বলি কহে সর্ব্বজন ॥
মুণ্ডন করয়ে যেবা সেই পুণ্য জলে। চ-২৫।২
পিতৃকুল মাতৃকুল শ্বশুরের কুলে ॥
সপ্তম পুরুষ তার বিষ্ণু লোকে যায়।
যত কেশ তত বর্ষ তথা স্থিতি পায় ॥
তিনেতে একত্র হইয়া চলে কুতূহলে।
সাধু সবে পাদ্য অর্ঘ্য দেয় সেই জলে ॥
জয়ধ্বনি শঙ্খধ্বনি করে লোক যত।
তথা হৈতে ভাগীরথী চলে অতি দ্রুত ॥

---

(১) মূলে 'গঙ্গার নামেতে'।

(২) মূলে 'এই দুই'।

(৩) সরযূ বর্ত্তমানে ঘর্ঘর বলিয়া পরিচিত এবং পাটনার কয়েক মাইল পশ্চিমে গঙ্গার সহিত মিলিত। কিন্তু মূল রামায়ণ পাঠে মনে হয়, পূর্ব্বে সরযূ সোজা দক্ষিণে আসিয়া গঙ্গায় পড়িত। বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণ লইয়া অযোধ্যা হইতে রওনা হইয়া অবিলম্বে গঙ্গা-সরযূ-সঙ্গমে উপস্থিত হইলেন এবং গঙ্গা পার হইয়া দক্ষিণ তীরে পৌছিলেন। রামায়ণ—গৌড়ীয় সংস্করণ—শ্রীযুক্ত অমরেশ্বর ঠাকুর সম্পাদিত—৩৪৯ পৃষ্ঠা। কাজেই রামায়ণের যুগে এই সঙ্গম প্রয়াগের পশ্চিমবর্ত্তী ছিল—বর্ত্তমানে বহু পূর্ব্ববর্ত্তী হইয়াছে।

প্রয়াগের কথা রাম শুন সাবধানে।
মুক্তি পায় যেই জন করে গঙ্গাস্নানে॥
প্রয়াগে মকর (১) মাসে যেবা করে স্নান।
ছাড়ায় যমের ভয় পায় পরিত্রাণ॥
প্রয়াগ হইতে গঙ্গা আইলা বারাণসী।
তথায় নিবসে যত সন্ন্যাসী তপস্বী॥
বারাণসী তীর্থ নহে পৃথিবী ঘোষণ।
ত্রিশূল উপরে পুরী কৈল ত্রিলোচন॥
কিবা জলে কিবা স্থলে মৈলে মুক্তি পায়।
বারাণসী কথা রাম কহন না যায়॥
হরি হর গঙ্গা এই তিনে ভেদ নাই।
যেই জন নিন্দে তার নরকেতে ঠাঞি॥
মুক্তি প্রদায়িনী গঙ্গা আর মন্দাকিনী।
তাহ উপাধিক কাশী উত্তর বাহিনী॥
যত দূর আইসে গঙ্গা পাপী উদ্ধারিয়া।
গঙ্গা দরশনে যায় বিমানে চড়িঞা॥
যত পাপিষ্ঠের অস্থি গঙ্গা জলে ঠেকে।
স্পর্শ মাত্রে চলি যায় সব বিষ্ণুলোকে॥
ব্রহ্মকেতু (২) নামে বিপ্র পাপী দুরাচার।
বন মধ্যে ব্যাঘ্রে তারে করিল সংহার॥
অস্থি মাত্র ছিল তার বনের ভিথর।
নরক ভুঞ্জয়ে সেই দ্বাদশ বৎসর॥
তাতে অস্থিগণ তার লঞা যায় কাকে।
গঙ্গার উপরে যায় ভগীরথ দেখে॥
তথাতে সাচান এক উড়য়ে আকাশে।
সাচান দেখিয়া কাকের লাগিল তরাসে॥
দুই জনে দেখা যবে হৈল সেই স্থানে।
শূন্য পথে হুড়াহুড়ি করে দুই জনে॥
কাক মুখ হৈতে অস্থি পড়ে গঙ্গাজলে।
দেবমূর্ত্তি ধরি দ্বিজ বৈকুণ্ঠেতে চলে॥
স্বর্গবাসে গেল বিপ্র চড়ি দিব্য রথে।
চমৎকার লাগিল দেখিয়া ভগীরথে॥
স্ত্রী বধ ব্রাহ্মণ বধ করে যেই জন।
গঙ্গাজল হৈতে তার পাপ বিমোচন॥
মহাপাপ এড়াইয়া যায় স্বর্গবাসে।
তাহা দেখি ভগীরথ কৌতুকেতে হাসে॥
শৃগাল কুক্কুর আর কীট পতঙ্গ।
গঙ্গা স্পর্শে স্বর্গে যায় রাজা দেখে রঙ্গ॥
যেই পথ দিয়া যায় রাজা ভগীরথে।
তার পাছে গঙ্গা দেবী যান সেই পথে॥ ছ-২৬।১
আগে ভগীরথ রাজা পাছে ভাগীরথী।
যতদূর যান গঙ্গা পাপীর মুকতি॥
মুনি বলে রাম লক্ষ্মণ শুনহ বিশেষ।
যজ্ঞ তীর্থে গঙ্গা দেবী করিলা প্রবেশ॥

---

(১) মাঘ মাসে।

(২) এই গল্পটির মূল স্কন্দপুরাণের কাশীখণ্ড, পূর্ব্বার্দ্ধ, ২৮ শ অধ্যায়। দ্বিজের নাম তথায় বাহীক। বাজার সংস্করণে বিপ্রের নাম কাণ্ডার মুনি। ছ-পুথিতে নাম ব্রহ্মকেতু। গ-পুথিতেও গল্পটি আছে, ব্রাহ্মণের নাম লবণ। চ-ঝ পুথিতে ব্রাহ্মণের নাম ধর্ম্মকেতু। মূল এক হইলে নামটির এই বিভিন্ন রূপের কারণ বুঝিতে পারিলাম না।

গ-চ পুথিতে এই গল্প জহ্নু মুনির গঙ্গাপান উপাখ্যানের পরে প্রদত্ত হইয়াছে। এই উপাখ্যানের পাঠে ছ-পুথির সহিত চ-পুথির বেশ মিল আছে। গ-পুথির সহিতও মোটা মোটি মিল আছে। ক-পুথিতে এই উপাখ্যান নাই।

জহ্নু মহামুনি তপ করে সেই বনে।
গঙ্গা দেবী উপনীত হৈলা সেই স্থানে ॥
যজ্ঞের মণ্ডপ জলে ভাসাইয়া নেয়।
ফল মূল ভাসি সব চৌদিকে চলয় ॥
মুনিকে অস্থির করে খর স্রোত দিয়া।
কুপিলেন মুনিবর দেবীকে দেখিয়া ॥
ক্রোধিত হইয়া মুনি হরিধ্যান করে।
গণ্ডুষ করিয়া গঙ্গা থুইল উদরে ॥
মুনি পেটে ছিলা গঙ্গা তিন শত (১) বৎসর।
গঙ্গা না দেখিয়া রাজা হইলা কাতর ॥
দুই শত (১) বৎসর রাজা মুনি ধ্যান করে।
জানু চিরি (২) গঙ্গা বার করিল সত্বরে ॥
মুনির তপের কথা চমৎকার শুনি।
সমুদ্র করিল পান অগস্ত্য মহামুনি ॥

গঙ্গা লৈয়া ভগীরথ যায় কুতূহলে।
জাহ্নবী বলিয়া নাম হৈল ভূমণ্ডলে ॥
তবেত আদিত্য তীর্থে গঙ্গার প্রবেশ।
যথায় অদিতি পুত্র পাইল হৃষিকেশ ॥
সে তীর্থ স্নানেতে লোক মুক্তিপদ পায়।
অন্তরীক্ষে বিমানে চড়িয়া স্বর্গে যায় ॥
তোমাতে কহিল রাম অতি সুনিশ্চয়।
এই তীর্থ স্নানে লোক মুক্তিপদ পায় ॥
যতদূরে আইসে গঙ্গা পাপীর নিস্তার।
দেখি ভগীরথ রাজা হরিষ অপার ॥
গঙ্গা দরশনে পাপী যায় স্বর্গ দেশ।
তবে একাদরি তীর্থে করিলা প্রবেশ ॥
সে তীর্থে স্নানের ফল কি কহিতে পারি।
তবে গঙ্গা সপ্তগ্রামে (৩) পৈশে ত্বরা করি ॥

(১) ক-পুথিতে মুনির পেটে কত বৎসর গঙ্গা ছিলেন তাহার উল্লেখ নাই—ভগীরথের তপস্যার বৎসরও নির্দিষ্ট নাই। খ-পুথিতেও কোন বৎসর নির্দিষ্ট নাই। গ-পুথি,—দশ হাজার বৎসর ও কুড়ি বৎসর। চ-পুথি দ্বাদশ ও তিন। বাজার-সংস্করণ, কিঞ্চিৎকাল,—ভগীরথের তপস্যার কালদৈর্ঘ্য নির্দিষ্ট নাই। অদ্ভুতাচার্য্যে ভগীরথের তপস্যাকাল দ্বাদশ বৎসর। গঙ্গার উদরবাসকাল নির্দিষ্ট নাই।

(২) মূল রামায়ণে আছে—কর্ণপথে জাহ্নবী নির্গতা হইয়াছিলেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণের সমস্তগুলি পুথিতে এবং অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণেও জহ্নুর নখদীর্ণ জানু হইতে গঙ্গা দেবীর নির্গমনের প্রসঙ্গ আছে। ইহার মূল একমাত্র বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণে মধ্যখণ্ড, ২২শ অধ্যায়, ৩০শ শ্লোক। মিনতিকারিনী এখানে গঙ্গাদেবী স্বয়ং, ভগীরথ নহে :—

উত্তাল ব্যাকুলং বাক্যং শ্রুত্বা জহ্নুর্মহাতপাঃ।
জানু ব্যাপাদয়ামাস নিঃসসার ততঃ শিবা ॥

(৩) বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণে (মধ্যখণ্ড, ২২।২৯) জহ্নুর জানু হইতে বাহির হইয়া যমুনা সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া, অর্থাৎ মুক্তবেণী ত্রিবেণী-সপ্তগ্রাম হইয়া গঙ্গার সাগরে প্রবেশ বর্ণিত আছে। রামায়ণে জহ্নু প্রসঙ্গের পরেই সাগর প্রবেশ। আমার ক-গ-চ-পুথিতেও তাহাই, একমাত্র ছ-পুথিতে আদিত্য তীর্থ, একাদরি তীর্থ ও সপ্তগ্রামের উল্লেখ আছে। বাজার-সংস্করণে আছে, ইন্দ্রেশ্বর, মেড়াতলা, সপ্তগ্রাম। খ-পুথিতে,—শীতলপুর, নবদ্বীপ, সপ্তগ্রাম। অদ্ভুতাচার্য্যে তুলসীঘাট, মহেন্দ্রনগর, নেতাই ধোপানীর ঘাট, কপিলমুনি গঙ্গাসাগর। সপ্তগ্রামের নাম নাই।

পদ্মার উৎপত্তিকাহিনী বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণে আছে। পদ্মা জহ্নু মুনির কন্যা, গঙ্গাকে দেখিতে তাঁহার ইচ্ছা হওয়ায় তিনি শঙ্খধ্বনি করেন; তাহা শুনিয়া গঙ্গা অগ্নিকোণে ধাবিত হ'ন। পরে ভগীরথের শঙ্খধ্বনি শুনিয়া ফিরিয়া আসেন (মধ্যখণ্ড ২২।৩২-৩৭) বাজার-সংস্করণে পদ্মমুনির পিছনে

আগে যায় ভগীরথ করি শঙ্খধ্বনি।
তার পাছে চলি যায় দেবী মন্দাকিনী॥
বলিতে লাগিলা গঙ্গা রাজা বিদ্যমানে।
ষাটি সহস্র সগরপুত্র আছে কোন স্থানে॥
ভগীরথ বলে ওগো শুনহ জননী।
কোন স্থানে মৈল তারা আমি নাহি জানি॥
আপনে খুঁজিয়া লহ জগত জননী।
এত শুনি শতমুখী হৈলা মন্দাকিনী॥
শতমুখী হঞা গঙ্গা চলিলা দক্ষিণে।
সগরের পুত্র সবার মুক্তির কারণে॥
ষাইট হাজার ভাই ভস্ম হৈঞাছে যেখানে। ছ-২॥২
সেইখানে গেলা গঙ্গা ভগীরথ সনে॥
যেই মাত্র পাইল তারা গঙ্গা দরশন।
স্বর্গবাসে গেল সব পাপ বিমোচন॥
এত দিনে সিদ্ধি হৈল ভগীরথের কার্য্য।
সূর্য্য বংশে নাহি জন্মে হেন মহারাজ (১)॥
আর কিছু মাহাত্ম্য কথা শুন রঘুবর।
গঙ্গার মাহাত্ম্য কহি তোমার গোচর॥

গঙ্গা চলিয়াছিলেন। খ-পুথিতে পদ্মাসুরের শঙ্খধ্বনি শুনিয়া। অদ্ভুতাচার্য্যের পুথিতে পদ্মাজন্মের প্রসঙ্গ আছে, কিন্তু কাহারও পিছনে চলিবার কথা নাই। ক-গ-চ-ছ পুথিতে পদ্মার কথা নাই।

(১) চ-পুথি ইহার পর নিম্নলিখিত দুই ছত্রে গঙ্গাবতরণ কাহিনী শেষ করিয়াছে :—

গঙ্গার মাহাত্ম্য কথা শুনি শ্রীরামচন্দ্র হাসে।
আদ্যকাণ্ডে রচিল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাসে॥

গ-পুথির গঙ্গাবতরণ কাহিনার শেষ :—

ভগীরথের কার্য্যসিদ্ধি হৈল অবিনাশ।
আদ্যকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কির্ত্তিবাস॥

৩৫। গঙ্গার মাহাত্ম্য।

মুনি বলে শুন কহি শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
গঙ্গার মহিমা যাহা শুন দিঞা মন॥
নিরবধি করে যেই গঙ্গার স্মরণ।
সকল তীর্থের ফল পায় সেই জন॥
কবে গঙ্গা দেখিব হেন কহয়ে কথন।
হেন অনুতাপ তার করে যদি মন॥
নারায়ণী গঙ্গা দেবী জানিবা নিশ্চয়।
বারেক যে বলে গঙ্গা তার ফল হয়॥
শত যোজন পথ দূরে থাকে নর যেই।
গঙ্গার নামেতে মুক্তি পায় তবু সেই॥
গঙ্গার কহিব কিবা মহিমার কথা।
সেই জন ধন্য যেই বাস করে তথা॥
গঙ্গার দুকুলে অর্দ্ধ প্রহরের পথ।
সিদ্ধিক্ষেত্র নাম হয় শাস্ত্রের সম্মত॥
অন্য দেশে যাঞা যদি ত্যজে কলেবর।
স্বর্গবাস হয় তার ধন্য সেই নর॥
প্রহর অবধি করি চারি হস্ত ভূমি।
নারায়ণ ক্ষেত্র তার অন্য নহে স্বামী (২)॥

ক-পুথির গঙ্গাবতরণ কাহিনী যতদূর দেওয়া হইয়াছে, তাহার পরবর্ত্তী সংক্ষিপ্ত অংশ সম্পূর্ণই মূলে পরে উদ্ধৃত হইতেছে।

(২) প্রবাহমবধিং কৃত্বা যাবদ্ধস্তচতুষ্টয়ম্।
অত্র নারায়ণ স্বামী নান্য স্বামী কদাচন॥
বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ, মধ্যখণ্ড, ২৪।৩১

কাজেই অনুবাদে, নকলনবীশের দোষে প্রবাহ 'প্রহর' রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই গঙ্গামাহাত্ম্য আগা গোড়াই বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ হইতে নেওয়া, ক-গ-চ পুথি ইহা

প্রবাহ হাতিয়া চারি হস্ত (১) পরিমাণ।
গঙ্গাগর্ভ নাম হয় মহা পুণ্য স্থান ॥
গঙ্গা মৃত্তিকায় ফোটা করে যেই জন।
শিরে চন্দ্র বৈসে তার হয় ত্রিলোচন ॥
তার দরশন করে যেই মহাশয়।
নররূপে নারায়ণ সে জন নিশ্চয় ॥
কৈবল্য পরম ব্রহ্ম লোকে হেন গায়।
আপনি ধরিল হর হরি মহিমায় ॥
জগত প্রকাশ হেতু দেব শূলপানি।
পৃথিবীতে প্রকাশিল দেবী সুরধুনী ॥
কেবল পাতকী জন নিস্তারের আশে।
সাক্ষাত পরম ব্রহ্ম দেবরূপে ভাসে ॥
গঙ্গার মহিমা কহে কাহার শকতি।
চতুর্ম্মুখে বলিবারে নারে প্রজাপতি ॥
দরশন মাত্রে হয় পাপের বিনাশ।
স্নানে দানে কিবা হয় না জানি প্রকাশ ॥
পূর্ব্বেতে ব্রাহ্মণ ছিল নামেতে সৌদাস।
এক বিন্দু জল পাঞা গেল স্বর্গবাস ॥
গঙ্গার মাহাত্ম্য এই শুনে যেই নর।
পাপ নাহি থাকে তার শরীর ভিথর ॥
গঙ্গার মাহাত্ম্য শুনি শ্রীরামের হাস। ছ-২৭।১
আছ্য কাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥

মন্তব্য। পূর্ব্বেই একবার মন্তব্য করা হইয়াছে যে ইহা নিতান্তই আশ্চর্য্যের বিষয় যে আমাদের ব্যবহৃত পুথিগুলির মধ্যে আধুনিকতম ছ-পুথি সর্ব্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য পাঠ রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। এক্ষেত্রেও আবার সেই মন্তব্যই করিতে হয়। ছ-পুথির পাঠই সর্ব্বাপেক্ষা মূলানুগত ও গ্রহণযোগ্য। শেষাংশে চ-পুথির পাঠের সহিতও উহার চমৎকার মিল আছে। গঙ্গার উপাখ্যান যে ইচ্ছা করিয়া সংক্ষিপ্তীকৃত করা হইয়াছে, এই উপাখ্যানের ক-পুথির অবশিষ্ট রচনা পড়িলেই তাহা উপলব্ধ হইবে। উহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

চলিলেক ঐরাবত প্রসন্ন হৃদয়।
দন্তে ভেদি দুইখান কৈল হিমালয় ॥
সেই পথে গঙ্গা দেবী হইলা বাহির।
স্রোতবেগে ঐরাবত করিলা অস্থির ॥
জল খাইয়া ঐরাবত বাহে গড়াগড়ি।
পরিত্রাহি ডাক ছাড়ে স্রোত মধ্যে পড়ি ॥
ভাসাইয়া লইয়া জাএ দেখএ মরণ।
মাও মাও করি হাতী ডাকে অনুক্ষণ ॥
হাসিয়া গঙ্গাএ বোলে সুন পশুপতি।
পত্নী বলি মাও ডাক দুরাচার অতি ॥
লজ্জা পাইয়া ঐরাবতে করএ স্তবন।
প্রসন্ন হইয়া গঙ্গা করিলা মোচন ॥
পৃথিবীতে হৈল যদি গঙ্গা অবতার।
জয় জয় শব্দ হৈল সকল সংসার ॥
জানু মুনি স্তপ করে পথের মাঝার।
স্রোতে ভাসাইয়া নিল পূজার উপহার ॥
ক্রোধ হৈয়া গণ্ডুষ করিল মহামতি।
উদরে রহিলা তবে গঙ্গা ভাগীরথী ॥
তবে ভগীরথ রাজা বিনয় করিল।
রাজার ভক্তিএ মুনি বড় তুষ্ট হইল ॥

বাদ দিয়া গিয়াছে। বাজার-সংস্করণে একটি ক্ষুদ্র ত্রিপদীতে এই স্থানে গঙ্গামাহাত্ম্য কীর্ত্তিত আছে—কিন্তু ছ-পুথির এই অনুবাদ অধিকতর মূলানুগত।

(১) শ্লোক আছে—(বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ, মধ্যখণ্ড, ২৪।৪৭) প্রবাহ হইতে শত হস্ত পর্য্যন্ত গর্ভক্ষেত্র, কাজেই পুথির ভাষা ভুল। হওয়া উচিত :—

প্রবাহ হইতে শত হস্ত পরিমাণ

তুষ্ট হৈলা মুনিবর নৃপতির প্রতি। ক-১৯১২
জানু চিরি বাহির করিল ভাগীরথী॥
জাহ্নবী করিয়া তানে সর্ব্ব লোকে বোলে।
গঙ্গা লৈয়া ভগীরথ জাএ কুতুহলে॥
গঙ্গার মাহাত্ম্য কথা কহিবারে পারি।
পুস্তক বিশাল হএ দেখি পরিহরি (১)॥
ষাইট সহস্র ভাই ভস্ম হৈছে যথা।
গঙ্গাকে লৈয়া রাজা চলি গেলা তথা॥
জেন মাত্র ভস্মরাশি গঙ্গা পরশন।
বৈকুণ্ঠে চলিল পাপ হৈয়া বিমোচন॥
এত দিনে সিদ্ধি হৈল ভগীরথ কাজ।
পরম সন্তোষ হৈল সেই মহারাজ॥
গঙ্গা জলে স্নান কৈল শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
পরম হরিশে মুনি চলিলা তখন॥

৩৬। সূর্য্যের জন্ম ও সমুদ্রমন্থন।

কথ দূর চলি যদি গেলা মুনিবর।
বিশাল নাম নগরেত (২) গেলেন সত্বর॥
বিশ্বামিত্র বোলেন স্থন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
এই পুরীর মধ্যে হৈল সূর্য্যের জনম॥
তোমার পূর্ব্ব পুরুষ সূর্য্য মহাশয়।
ভুবন প্রকাশ হএ জাহার উদয় (১)॥
দিতি অদিতি দক্ষের (২) দুই কন্যা।
কাশ্যপে করিল বিভা রূপে গুণে ধন্যা॥
অদিতির গর্ব্ভে হৈল কাশ্যপ নন্দন।
মহাতেজ সূর্য্য নাম হৈল ততক্ষণ॥
সকল দেবতা করে ক্ষীরোদ মথনে।
সূর্য্য লৈয়া ব্রহ্মা তবে আইল সেই খানে॥
মথন মথিতে নারে অন্ধকারময়।
হেন কালে সূর্য্য গিয়া হইল উদয়॥
বাসুকী ছান্দন দড়ি মন্দার হৈল দণ্ড।
পৃথিবী জুড়িয়া কুম্ভ (৩) হইলেক ভাণ্ড॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশে করে ক্ষীরোদ মথন।
প্রথম মথনে হৈল লক্ষ্মীর জনম॥
তবে চন্দ্র জন্মিল যে ঐরাবত হস্তী।
উচ্চৈঃশ্রবা নামে অশ্ব (৩) হইল জে তথি॥
মথন মথে দেবগণ হৈয়া হরষিত।
মথন হোতে অমৃত উঠিল আচম্বিত॥

---

(১) এই পরিহার কার্য্যটা সম্ভবতঃ প্রথম প্রচারিত সংস্করণে কৃত্তিবাস নিজেই করিয়াছিলেন। ক-পুথি সেই প্রথম সংস্করণের ধারা। পরে গঙ্গামাহাত্ম্য ইত্যাদির সংযোজন সম্ভবতঃ কৃত্তিবাস স্বয়ংই করিয়াছিলেন। নচেৎ বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ হইতে গঙ্গার পৃথিবীতে অবতরণের তিথি নক্ষত্র এবং গঙ্গা মাহাত্ম্যে ঐ পুরাণের শ্লোকের স্থানে স্থানে আক্ষরিক অনুবাদ যে গায়েনগণ বা লিপিকারগণ করিয়াছে এমন বোধ হয় না।

(২) বিশালের পুরি, গ। বিশ্বামিত্রের পুরী, চ। কাশ্যপের দেশ, ছ।

(১) ক-পুথিতে ইহার পরেই গৌতমের পুরীতে অহল্যাউদ্ধার প্রসঙ্গ। এই পুথি সমুদ্রমন্থনপ্রসঙ্গ বাদ দিয়া গিয়াছে। উহা গ-চ-ছ পুথি অবলম্বনে উদ্ধৃত হইল।

(২) গ-পুথি, জক্ষের।

(৩) কূর্ম্ম—ঝ-পুথি।

(৩) মূলে 'জন্ম'। চ-পুথির এই প্রসঙ্গের পাঠে নানা গলদ আছে। গ-পুথির পাঠ অনুসৃত হইল। ছ পুথির সহিত ইহার মোটামোটি বেশ মিল আছে।

তবে মথনে জন্মিল অম্বষ্ট ধন্বন্তরী।
কালকূট বিষ জন্মিল দেখি ভয় করি॥
দেখিয়া দেবতাগণ হৈল বিমরিষ।
জাহাতে অমৃত জন্মে তাতে জন্মে বিষ॥
বিষের মহাতেজে সংসার সব পোড়ে।
দেখিয়া জে দেবগণ চিন্তিল অন্তরে॥ (১)
লক্ষ্মী দেবী লইলা (২) আপনে নারায়ণ।
ঐরাবত উচ্চৈঃশ্রবা ইন্দ্রের বাহন॥
চন্দ্র উদয় করি দিল রজনী প্রকাশ। (৩)
ধন্বন্তরী হোতে হৈল রোগের বিনাশ॥
বিষ থুইতে ঠাহি জে করিল অনুমান।
মহাদেব আসি বিষ করিলেক পান।
বিষ খাইয়া নীলকণ্ঠ হৈল মহেশ্বর।
অমৃত পানে দেবগণ হইল অমর॥
অমৃত পান করিল সবে কুতুহলে।
মথন সঙ্কলি (৪) দেব সবে গেল ঘরে॥
ক্ষীরোদ মথন হৈল সূর্য্যের কারণ।
সূর্য্যের জে জন্ম হৈল এই তপোবন॥ গ—৩৫।২
বিশালের পুরী এড়ি গেল আর দেশ।
গৌতমের তপোবনে করিল প্রবেশ॥

(১) প্রমাদ গণিঞা দেবগণ মথন এড়ে। চ
প্রমাদ গণিঞা মথন দেব সব এড়ে॥ ছ
(২) মূলে 'লইয়া'
(৩) চন্দ্রদেব হৈতে হৈল রজনী প্রকাশ। ছ
(৪) সংহরণ-অর্থে ব্যবহৃত।

৩৭। অহল্যাউদ্ধার ও রামলক্ষ্মণের যজ্ঞস্থানে উপস্থিতি।

বিশ্বামিত্র বোলে সুন শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
এই পুরীর কথা সুন অপূর্ব্ব কথন॥
গৌতমে তপস্যা করে তমসার জলে।
হেনকালে ইন্দ্র গেলা গৌতমের ঘরে॥ (১)
গৌতমের স্ত্রী হএ পরম সুন্দরী।
বিধাতাএ সৃজিলেন স্বর্গ বিদ্যাধরী॥
রূপ দেখি ইন্দ্রদেব অচেতন কামে।
গৌতমের বেশে গেল গৌতম আশ্রমে॥
পতিব্রতা অহল্যা জে সর্ব্বলোকে জানি।
স্বামী জ্ঞানে তাহারে দিলেন আসন পানি (২)॥
স্ত্রী বুদ্ধি না বুঝিল কপট ব্যবহার।
গৌতমের বেশ ধরি করিল শৃঙ্গার॥
কেলি করিয়া ইন্দ্র গেলা নিজ স্থানে।
তপস্যা করিয়া মুনি আইলা সেই খানে (৩)॥
মুনিএ আসিয়া কন্যা দেখে কামাচারী।
কোন জনে ছলিলেক অহল্যা কুমারী (৪)॥
অহল্যার তরে সাঁপ দিলা মুনিবর। ক—২০।১
পাষাণ হইয়া থাক অরণ্য ভিতর॥
অহল্যা পাষাণ হৈল গৌতমের সাঁপে।
তবেত ইন্দ্রকে মুনি সাঁপে বড় কোপে॥

(১) হেনকালে ইন্দ্র গেলা পড়িবার ছলে। গ-ছ।
(২) এই চারি ছত্র গ-পুথির। চ-ছ-তেও আছে।
(৩) মূলে ছত্র দুইটির শেষ যথাক্রমে 'স্থান' এবং "কাল"। মিল গ-চ-ছ পুথির।
(৪) অহল্যারে দেখে মুনি বিচলিত মন।
ধ্যান করিয়া মুনিরাজ জানিলা কারণ॥ গ-চ-ছ।

[তোহোতে হইল ইন্দ্র পরদার সৃষ্টি।
গুরু গর্ব্বিত হরিব লোক তোর দৃষ্টাদৃষ্টি ॥
সংসারের জত লোকে করে পরদার।
তাহার অর্দ্ধেক পাপ হইবে তোমার ॥
তোর অনাচার ইন্দ্র রহিল ঘোষণা।
কামে অচেতন না চিনিলি জে আপনা।
জত পড়াইল আমি দিলি জে দক্ষিণা ॥]

এই কয়ছত্র গ-পুথির। অন্য পুথিগুলিতে নাই।

ভগ অভিলাষী হৈয়া গুরু পত্নী হরে।
সর্ব্বাঙ্গে হউক ভগ তোর শরীরে (১) ॥
গৌতমের সাঁপ কভু খণ্ডন না জাএ।
ভগে ব্যাপিত হৈল সুরপতির গাএ (২) ॥
[তবে ইন্দ্র পড়ে গিয়া মুনির চরণে।
তুষ্ট হৈয়া চক্ষু বর দিল ততক্ষণে ॥
মুনি সাঁপে হৈয়াছিল ভগ এক লক্ষ।
মুনি বরে হৈল তবে এক সহস্র চক্ষ ॥]
শঙ্কা চিতে অহল্যায় গৌতমেরে বোলে।
আমার সাঁপ মোচন হইব কত কালে ॥
অহল্যার বিনয় সুনি বোলে মুনি বর।
পাষাণ হইয়া থাক সহস্র বৎসর ॥
রামরূপে আপনে জান্মিব নারায়ণ।
বিশ্বামিত্র সহিতে আসিব তপোবন ॥
রামপদ ধূলি যদি পড়ে তোর শিরে।
সাঁপ মুক্ত হৈয়া পুন আসিবে মোর ঘরে ॥

(১) সর্ব্ব অঙ্গে ভগ হৌক ইন্দ্রের শরীরে। গ।

(২) এক লক্ষ ভগ তবে হৈল ইন্দ্র গায়। গ-চ-ছ।

ইহার পরে ভগচিহ্নের চক্ষুতে পরিণত হইবার কথা ক-চ-পুথিতে নাই। গ-ছ পুথিতে আছে,—গ-পুথির পাঠ প্রদত্ত হইল।

[পাষাণ হৈঞা অহল্যা এতকাল আছে।
তোমার পায়ের ধূলা দিলে পাষাণ তার ঘোচে ॥]

চ-ছ-পুথি।

তাহা সুনি রঘুনাথে অহল্যা পরশে।
অহল্যা মনুষ্য হৈয়া গেলা মুনি পাশে (১) ॥
রামের মহিমা দেখি মুনির বিস্ময়।
জানিলাম মনুষ্য নহে রাম মহাশয় ॥
হরষিতে মুনিবর গেলা নিজ স্থান।
আশীর্ব্বাদ করে সর্ব্বে আসি বিদ্যমান ॥
যজ্ঞ স্থানে নিয়া রাম লক্ষ্মণে রাখিল।
শিষ্য সব আসি তবে গুরুকে বন্দিল ॥
রাম লক্ষ্মণেরে কৈল অতিথ (২) ব্যবহার।
পূজিত (৩) দেবতা জানি কৈলা পুরস্কার ॥

মন্তব্য। অদ্ভুতাচার্য্যে এই প্রসঙ্গ বিস্তৃততর। বাজার-সংস্করণের পাঠ অদ্ভুতের পাঠের সহিত স্থানে স্থানে ছত্রে ছত্রে মিলিয়া যায়। উহা অদ্ভুতের পাঠের অনুসরণ বলিয়াই বোধ হয়।

(১) ছ-পুথিতে আছে, ব্রাহ্মণী বলিয়া অহল্যার গায়ে পা ঠেকাইতে রাম আপত্তি করিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র তখন রামকে পাষাণ প্রতিমার চারিদিকে নৃত্য করিতে বলিলেন। বাতাসে নিয়া রামের পদধূলি পাষাণ প্রতিমার গায়ে লাগাইল, তাহাতেই পাষাণী মানুষী হইল।

মূল রামায়ণে আছে, অহল্যা অদৃশ্যা হইয়া আশ্রমে বাস করিতেছিলেন, রামদর্শনে দৃশ্যা হইলেন, অমনি রাম-লক্ষ্মণ তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। রাম-পদধূলিতে অহল্যার মুক্তির কোন কথা মূলে নাই।

(২) মূলে অতি। অতিথি—গ। অতিথ—চ।

(৩) 'পূজ্য' অর্থে ব্যবহৃত।

নানা ফল ফুল দিল অমৃত রসাল ॥ গ

৩৮। রামলক্ষ্মণকর্ত্তৃক যজ্ঞরক্ষা। সুবাহু রাক্ষস বধ,—মারীচের দূরাপসরণ। মিথিলাযাত্রার মন্ত্রণা।

প্রভাতে একত্র হৈল সর্ব্ব মুনিবর।
যজ্ঞ করিবারে রাম কহিলা সত্বর ॥
যজ্ঞের আহুতি দিতে হৈল সম্বিধান।
হেন কালে আসিল রাক্ষস বলবান ॥
যজ্ঞ নষ্ট করিবারে আইল নিশাচর।
সুবাহু রাক্ষসে আসি লুটিল সকল ॥
তিন সহস্র রাক্ষসে বেড়িল যজ্ঞস্থল।
রাম রাম বুলিয়া উঠিল কোলাহল ॥
ধনুর্ব্বাণ গ্রহ (১) হাতে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
রাক্ষসে ভাঙ্গএ যজ্ঞ মারএ ব্রাহ্মণ ॥
শুনিয়া মুনির বাক্য ধনু লৈল হাতে। ক—২০।২
মহাক্রোধে ধনুক টঙ্কারে রঘুনাথে ॥
অতি ক্রোধে ঐশিক এড়িল রঘুপতি।
গগনে উঠিল বাণ বিদ্যুতের গতি ॥
সিংহের গর্জ্জন জেন মেঘের নির্ঘাত।
বজ্রাঘাত হইল শুনি বাণের নির্ঘাত ॥
ত্রাস পাইয়া পলাইতে চাহে নিশাচর।
পলাইতে ঠাই নাহি পৃথিবী ভিতর ॥
দুর্জ্জয় রামের বাণ বজ্র সমসর।
এক বাণে কাটিয়া পাড়িল নিশাচর ॥
সংগ্রামে জিনিল রাম দুর্জ্জয় রাক্ষস।
মুনি সবে ঘোষন্ত জে শ্রীরামের যশ ॥
হাতে হতে রামচন্দ্র এড়িলেন ধনুক।
যজ্ঞ পূর্ণা দিল সবে হইয়া কৌতুক ॥
যজ্ঞ করি মুনি গেলা জার জেই ঘর।
নিশি অবসানে হৈল উদিত ভাস্কর ॥
সভা করি বসিলেক জত মুনিগণ।
বিচিত্র আসনে বৈসে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
নানা কথা কহে মুনি সঙ্কেত ভারতী।
এক চিত্ত হৈয়া শুনে রঘুবংশ পতি ॥
হেনকালে দূত আইল জনক রাজার।
উপস্থিত হইল আসি সভার মাঝার ॥
নমস্কার করি বিশ্বামিত্রেত কহিল।
শুন বিশ্বামিত্র মোরে জনকে পাঠাইল ॥
জানকীর স্বয়ম্বর কহিল মুনির ঠাই।
তোমাকে নিবারে রাজা আমাকে পাঠাই ॥
সর্ব্ব রাজ্যে দূত রাজা দিয়াছে পাঠাইয়া ॥
পৃথিবীর রাজা সব মিলিছে আসিয়া ॥
এতেক শুনিয়া পুছে রাম রঘুমণি।
কথাতে বৈসএ রাজা কথাএ রাজধানী ॥
মুনি বোলে রামচন্দ্র কর অবধান।
মিথিলা রাজ্যেতে বৈসে জনক প্রধান ॥
তান এক কন্যা আছে পরম রূপসী। ক—২১।১
স্বয়ম্বর করএ জনক মহাঋষি ॥
অযোনিসম্ভবা কন্যা লক্ষ্মী অবতার।
স্বয়ম্বরে চল যাই রঘুর কুমার ॥
তুমি বিনে ত্রিভুবনে নাহি তার পতি।
সে ধনুতে গুণ দিতে কাহার শকতি ॥
আরাধিয়া রুদ্রদেব পাইয়াছে বর।
তুষ্ট হইয়া মহাদেবে দিলা ধনু শর ॥

রাম লক্ষ্মণ পূজা করে অতিথ ব্যবহারে।
নানা উপহার আনেন খাইবার তরে ॥ চ।

(১) গ্রহণ কর, লও।

এই ধনুকেত জেই গুণ দিতে পারে।
সীতা নামে কন্যা বিহা দিবেক তাহারে ॥
তে কারণে নৃপতি করয় স্বয়ম্বর।
সানন্দে চলহ যাই মিথিলা নগর ॥
রামে বোলেন জত কহ সকল উচিত।
রাজ বেশ সঙ্গে নাহি দেখিতে কুছিত ॥
মুনি বোলএ তুমি বালক চরিত্রে।
থাকিবা মুনির বেশে মুনির সহিতে ॥
তবে রাম চলিলেক মুনির বচনে।
জনকের পুরে গেলা ব্রাহ্মণের সনে ॥

মন্তব্য। গ-চ-ছ-পুথির পাঠে মিল আছে এবং সেই পাঠ ক-পুথি হইতে ভিন্ন। মূল রামায়ণে রামের অস্ত্রে সুবাহু রাক্ষসের বধ এবং মারীচ রাক্ষসের শত যোজন দূরে নিক্ষেপ বর্ণিত আছে। ক-পুথিতে মাত্র সুবাহু রাক্ষসের উল্লেখ আছে—গ-চ-ছ পুথিতে মূল রামায়ণের মতই বর্ণনা আছে। মূল রামায়ণে আছে, বিশ্বামিত্রের যজ্ঞরক্ষার পরে ঋষিগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই জনকের যজ্ঞে যাইতে চাহিলেন। ক-পুথিতে আছে, জনকের দূত আসাতে যাইতে প্রবৃত্তি হইল। গ-চ-ছ পুথিতে আছে—বিশ্বামিত্রের যজ্ঞে জনক উপস্থিত ছিলেন,—তিনি রামলক্ষ্মণের বিক্রম দেখিয়া বিশ্বামিত্রকে অনুরোধ করিলেন, বিশ্বামিত্র যেন সীতার কথা রামকে বলেন এবং দেশে যাইয়া তিনি যে যজ্ঞানুষ্ঠান করিবেন, তাহাতে রামলক্ষ্মণকে লইয়া যেন বিশ্বামিত্র গমন করেন। খ-পুথিতেও গ-চ-ছ এর মতই বর্ণনা আছে। গ-চ-ছ পুথি অবলম্বনে এই প্রসঙ্গের পাঠ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। যেই ছত্রগুলি মাত্র এক পুথিতে আছে, সেগুলি ঐ পুথির উল্লেখে বিশেষিত করা হইল।

চ। দিবাকর অস্ত যায় রজনী প্রকাশ।
হেন কালে রাম গেলা মুনির নিবাস ॥ চ
রাম লক্ষ্মণে পূজা করে অতিথ ব্যবহারে।
নানা উপহার আনে খাইবার তরে ॥
মুনির বাড়ী রঘুনাথ বঞ্চি এক রাত্রি।
প্রভাতে বসিল যজ্ঞে দিতে যে আহুতি ॥
গ। জনক আদি করিয়া আইল জত ঋষি।
যজ্ঞ করিতে আসিয়াছে মুনির বসতি ॥ গ
ছ। বসিলেন যজ্ঞ করিবারে মহামুনি।
মন্ত্র পড়ি যজ্ঞ কুণ্ডে দিলেন আগুনি ॥
ধূমে অন্ধকার কৈল এতিন ভুবন। ছ।
তিনশত রাক্ষস আসি ছাইল গগন ॥
যজ্ঞ নষ্ট করে রাক্ষস রক্ত বরিষণে;
ত্রাস পাইয়া মুনি সব চাহে রাম পানে ॥
মারীচ রাক্ষস (১) আছে রাক্ষসের কর্ত্তা।
যজ্ঞ নষ্ট করিতে তারে সৃজিল বিধাতা ॥
আকাশ ভরিয়া আছে তিনশত রাক্ষস।
টোন হৈতে বাণ রাম কাঢ়িল কর্কশ ॥
গ। রাম দেখি রাক্ষস জে পাইল তরাস।
রাম দেখি পলাইয়া রহিল আকাশ ॥
সন্ধান পূরিয়া রাম আকাশ পানে চাই।
পলাইয়া রৈল রাক্ষস দেখিতে না পাই ॥
পানির ছায়াতে রাম রাক্ষস জে দেখে। গ।
ঐশিক বাণ রাম জুড়িল ধনুকে ॥
চ-ছ। সিংহ গর্জ্জনে বাণ উঠিল অন্তরীক্ষে।
মহাশব্দে বান গিয়া উঠিল গগন ॥
পলাইতে চাহে রাক্ষস শুনিয়া গর্জ্জন। চ-ছ।
সন্ধান পূরিয়া বাণ এড়ে রঘুবীর।
বাণ ফুটি রাক্ষস হইল দুই চির ॥
তিন শত রাক্ষস মারিল রঘুবীর ॥

(১) সুবাহু রাক্ষস। চ। সুবাহু মারীচ নামে। ছ

সবে মাত্র মারীচের রহিল জীবন।
ছ। বাণ ঠেলায় পড়ে যাঞা শতেক যোজন ॥
সাগরের পারে যাঞা পড়িল লঙ্কায়।
তিন দিবসের পরে চৈতন্য সে পায় ॥
ধীরে ধীরে গেল তবে আপনার স্থানে।
মারীচ মূলে সবান্ধবে মরিবে রাবণে ॥
মারীচ হৈতে সব গোষ্ঠী হারাবে রাবণ।
তে কারণে মারীচের রহিল জীবন। ছ।
হাতে হৈতে রঘুনাথ এড়িলা ধনুক।
যজ্ঞ পূর্ণা দিল সবে হইয়া কৌতুক ॥
জনক রাজা আসিয়াছে যজ্ঞ দেখিবারে।
রামের রূপ দেখিয়া বোলে বিশ্বামিত্রের তরে ॥
সীতার রূপ গুণ তুমি সব জান মুনি।
রাম ঠাই সীতা কথা কহিয় আপনি ॥
দেশে গিঞা করি আমি যজ্ঞ অনুবন্ধ।
শ্রীরামেরে দিব সীতা দেবের নির্ব্বন্ধ ॥
নিমন্ত্রণ পাঠাইয়া দিব যজ্ঞ ছলে।
রাম লক্ষ্মণ লৈয়া তুমি যাবে সেই কালে ॥
বিশ্বামিত্র ঠাই জনক কহিল কথন।
দেশেত জনক রাজা করিল গমন ॥
গ। আদ্য কাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস।
সম্বায় করি হরি বোল পাপ হৌক নাশ ॥ গ।

মন্তব্য। ইহার পরে শেষ পর্য্যন্ত ক-পুথির সহিত গ-চ-ছ পুথির গুরুতর পাঠভেদ লক্ষিত হইতেছে। গ-চ-ছ পুথিতে অনেক নূতন প্রসঙ্গ আছে যাহা ক-পুথিতে নাই। আবার জানকীর স্বয়ংবর সভায় ক্ষুদ্ধ, প্রতিহিংসা-পরায়ণ, সম্মিলিত রাজগণের সহিত লক্ষ্মণের যুদ্ধের উপাখ্যান ক-পুথির নিজস্ব। যথাস্থানে এই সকল বিশেষত্ব নির্দ্দিষ্ট হইবে। ক-পুথিতে অতঃপর সীতার স্বয়ংবর সভার বর্ণনা। উপরে উদ্ধৃত গ-চ-ছ পুথির পাঠের পরে ঐ সকল পুথি হইতেই রামলক্ষ্মণের মিথিলা গমন প্রসঙ্গ প্রদত্ত হইতেছে।

৩৯। রামচন্দ্রের নিকট বিশ্বামিত্রের জনকের গৃহস্থিত হরধনুর বৃত্তান্ত কথন এবং রামলক্ষ্মণ সহ বিশ্বামিত্রের মিথিলা যাত্রা।

রাম লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্র এক ঠাই বসি।
সীতার জে কথা কহে বিশ্বামিত্র ঋষি ॥
মুনি বোলে রাম লক্ষ্মণ (১) বলি তোমা তরে।
অযোনিসম্ভবা কন্যা জনকের ঘরে ॥
গ। কন্যারূপ দেখিয়া জে মনে অনুমানি।
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া লক্ষ্মী আসিছে আপনি ॥ গ।
রামে বোলে চমৎকার বড় লাগে চিত্তে।
অযোনিসম্ভবা কন্যা জন্মিল কেমতে ॥
মুনি বোলে বিধাতাএ কি করিতে নারে।
জেমতে জন্মিল কন্যা বলিল তাহারে (২) ॥
[হরধনু বিবরণ কহে মহাতেজা।
ধনু দেখি পলাইল যত ছিল রাজা ॥]

---

(১) শুন রাম, চ। রামচন্দ্র, ছ।

(২) মূলে আছে 'বলিএ তোমারে'। এবং তাহার পরে গ-চ-ছ, তিন পুথিতেই সীতার জন্ম ও রাজকুমারগণ কর্ত্তৃক হরধনুকে গুণ দিয়া তাহাকে লাভ করিবার নিষ্ফল চেষ্টা, যাহা ২৫ সংখ্যক প্রসঙ্গে পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে,—উহাই অবিকল পুনরুক্ত হইয়াছে। ফিরিয়া উহা এইখানে লেখার কোন সার্থকতা নাই। তাই উহার জন্য দুই ছত্র রচনা করিয়া দিলাম এবং যে স্থান হইতে নূতন কথা তিন পুথিতেই আছে সেই স্থান হইতে পাঠোদ্ধার করিলাম।

কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন রাজা অতি মহাশয়।
চ-ছ। দানব গন্ধর্ব্ব দেবে তারে করে ভয়॥
সহস্র হাতে ধরে রাজা সহস্র পর্ব্বত।
সহস্র হাতে জুড়ে সহস্র প্রহরের পথ॥
ত্রিভুবন জিনিয়া বেড়ায় যে রাজা রাবণ।
যার নামে কাঁপে দেব দানব সর্ব্বজন॥
অর্জ্জুনের সনে গেলা যুদ্ধ করিবারে।
বান্ধিয়া অর্জ্জুন তারে রাখে কারাগারে॥
পৌলস্ত্য আসিয়া তার কৈলা প্রতিকার।
তাহা হৈতে রাবণ রাজা পাইল উদ্ধার॥ চ-ছ।
হেন অর্জ্জুন রাজা আইল ধনুক দেখিতে।
আছৌক গুণের কাজ নারিল লাড়িতে॥
ক্ষীরোদের জলে আছে পর্ব্বত শিখর।
ধূম্রলোচন বীর তাহে আছে মহাবল॥
চ-ছ। রাজচক্রবর্ত্তী রাজা সর্ব্ব রাজা জিনে।
সপ্তদ্বীপের রাজা সবে পরাজয় মানে॥ চ-ছ
কুড়ি হাজার হস্তীর বল সেই রাজা ধরে।
ধনুক দেখিয়া সেহ পলাইল ডরে॥
সেই ধনুকের কথা তোমা তরে কহি।
চ। ত্রিভুবনে সে ধনুকের সম আর নাহি॥ চ
ত্রিংশৎ বলবন্ত সেই ধনু খান বহে।
চ। ধনুকের মহাভার পৃথিবী না সহে॥ চ।
সে ধনুকে যদি রাম গুণ দিতে পার।
জনকের কন্যা তবে তুমি বিভা কর (১)॥

রূপের জে কথা শুনি রাম হরষিত।
রামে বোলে বিশ্বামিত্র চলহ ত্বরিত॥
মুনি বোলে রাম তোমা আসিব আমন্ত্রণ।
সেই ছলে গিয়া তোমি ধনুকে দিবা গুণ॥

---

(১) অতঃপর ঋ-পুথিতে ত্রিপুরসংহার ও মহাদেবের জনকের ঘরে ধনুরক্ষার কাহিনী আছে, উহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

রাম বলেন শিবের ধনু তথা কি কারণ।
কহ দেখি সুনি মুনি সে সব বিবরণ॥
মুনি বলেন পূর্ব্বে ছিলা ত্রিপুর অসুর।
ব্রহ্মার বরে ত্রিভুবনের হইল ঠাকুর॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ইন্দ্র দেবগণ।
সবে যুক্তি করেন ত্রিপুর বধের কারণ॥
বিশ্বম্ভর রূপে শিব পুরিলা সন্ধান।
স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল [f] বন্দিলা তিন স্থান॥
তিন ঠাই আছিল অসুর হইয়া অমর।
শিবের বাণে মার [া] গেল হরিষ পুরন্দর॥
শিবের শ্রম ভরে বসোআর খুর ফাটে।
রুদ্রাক্ষ জন্মিল শিবের গায়ের ঘর্ম্মেতে॥

[বাসোআর খুর কি পদার্থ বুঝা গেল না। বৃষের? শব্দকল্পদ্রুমে দেখা গেল,—শিবের অশ্রু হইতে রুদ্রাক্ষ উৎপন্ন হইয়াছিল]

ত্রিপুর মারিয়া আইলা ত্রিপুরান্তকারী।
ধনুক থুইয়া গেলা শিব জনকের বাড়ী॥
ধনুক থুইয়া শিব কহিলা তথন।
ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্র আদি সুন দেবগণ॥
এই ধনুক খানি জে জন গুণ দিব।
জনকের কন্যা সেই বিবাহ করিব॥
শিশুমতী হইয়া থাকিব ততদিন।
যোগ্য পতি হৈলে হৈব যৌবনে প্রবীণ॥
চিন্তা না করিহ জনক তোমার তরে কই।
এত বলিয়া ধনুকখান দিলেন গোসাঞি॥
সেই ধনুক জন্মিল সমুদ্র মথনে।
মহাদেবের ধনুক সেই জানে ত্রিভুবনে॥
সীতার রূপের কথা শুনিয়া রাম হরষিত।
রাম বলেন বিশ্বামিত্র চলহ ত্বরিত।

তোমার জে বল দেখি জনক গেছে ঘর।
লাজে কিছু না বলিল তোমার গোচর ॥
মোর ঠাই কহিয়াছে সকল প্রবন্ধ।
তোমা ঠাই সীতা দিব দৈবের নির্ব্বন্ধ ॥
এই সব কথাবার্ত্তা কহে দুই জনে।
হেন কালে জনকদূত আইল সেইখানে ॥
যজ্ঞ পূর্ণা দিব জনক হৈয়াছে অবশেষ।
রাম লক্ষ্মণ লৈয়া চল মিথিলার দেশ ॥ গ-৩৮।২
সংবাদ শুনিয়া মুনি বিশ্বামিত্র চলে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ লৈয়া মিথিলায় মিলে ॥

৪০। রামচন্দ্র-নাবিক-সংবাদ।

মন্তব্য। এই সরস কাহিনীটি অধ্যাত্ম রামায়ণের আদিকাণ্ডের ষষ্ঠ অধ্যায় হইতে গৃহীত। ইহা ক-গ-চ-পুথিতে নাই, শুধ্ ছ-পুথিতে আছে। বাজার-সংস্করণে এবং অদ্ভুতের রামায়ণেও এই কাহিনীটি প্রদত্ত হইয়াছে। অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ, ২১৭-২১৮ পৃষ্ঠা। রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ।

অদ্ভুতের রামায়ণে খুব রঙ্ চড়াইয়া এই রসাল কাহিনীটি বর্ণিত আছে।

শ্রীরাম লক্ষ্মণ মুনি চলে তিন জন।
ভাগীরথী তীরে আসি দিল দরশন ॥
স্রোতস্বতী (১) ভাগীরথী বিস্তার পাথার।
নৌকা নাহি নিকটে কেমনে হবে পার ॥
ভবসিন্ধু পারাবারে যিনি কর্ণধার।
হেন রামচন্দ্র তাহে ভাবেন অপার ॥
হেন ভাবে তিন জনে নাবিক অন্বেষণে।
বৃদ্ধ নাবিক এক পাইল দরশনে ॥ ছ-২৯।২

নাবিকেরে বিশ্বামিত্র বলেন বচন।
শীঘ্র করি পার কর আমা তিন জন ॥
নাবিক বলয়ে তাহে করি সবিনয়।
এই দুই মহাশয়ের দেহ পরিচয় ॥
বিশ্বামিত্র বলে নাবিক না জানহ তুমি।
দশরথ নরপতি পৃথিবীর স্বামী ॥
তাহার তনয় রাম ভরত লক্ষ্মণ।
শত্রুঘ্ন চারি ভাই জানে জগজন ॥
তাহার মধ্যেতে জ্যেষ্ঠ রাম গুণাকর।
লক্ষ্মণ অনুজ এই দুই সহোদর ॥
আমাদের যজ্ঞ নাশ করয়ে রাক্ষস।
শ্রীরামে আনিতে গেল অযোধ্যার দেশ ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ আন অনেক যতনে।
তাড়কাদি নিশাচর মারিলেন বাণে ॥
রাক্ষস মারিঞা রাম করিল নির্ভয়।
অহল্যা উদ্ধারি কৈল গৌতম আশ্রয় ॥
তথা যাঞা পদধূলি করিল প্রদান।
শরীর গ্রহণ কৈল ত্যজিঞা পাষাণ ॥
নাবিক বলয়ে গোসাঞি না বলিহ আর।
ও চরণ ধূলা গুণ শুনি চমৎকার ॥
পদধূলি লাগে যদি কাষ্ঠে কি পাষাণে।
ততক্ষণে শরীর হয় শুনিঞাছি শ্রবণে ॥
অতি দীন দুঃখী আমি নৌকা মাত্র পুঁজি।
মনুষ্য হইলে মোর কিবা হবে আজি ॥
সর্ব্বদিন পার করি উদর না ভরে।
এই নৌকাখানি মোর উদরের তরে ॥
মিনতি করিয়ে গোসাঞি তব বিদ্যমানে।
পার করিবারে নারি শ্রীরাম লক্ষ্মণে ॥

(১) মূলে 'স্বরস্বতী'।

আপনি চলহ আমি ধরি পদ তল।
নৌকাখানি গেলে আর নাহিক সম্বল॥
বিশ্বামিত্র বলে নাবিক না করিহ ভয়।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ পার কর সুনিশ্চয়॥
এত শুনি কর্ণধার হেট কৈল মাথা।
পার না করিলে মুনি শাপ দিবে তথা॥
জনক রাজার যজ্ঞে পাঞা নিমন্ত্রণ।
হরিষেতে তিন জন করেন গমন॥
যদি কোন সূত্রে শুনে জনক রাজন।
সবংশে জনকে মোরে করিবে নিধন॥
এত ভাবি কর্ণধার বলয়ে বচন।
তোমাদের পদধূলি করিয়ে ক্ষালন॥
কোলে করি আনি তোলে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
নৌকার উপরে করে চরণ ক্ষালন॥
যেই পদ ব্রহ্মা আদি করেন ধেয়ান।
হেন পদ কর্ণধার করয়ে সেবন॥
পদ প্রক্ষালন করি নৌকায় বসায়। ছ-৩০।১
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ চিহ্ন দেখিবারে পায়॥
দেখিয়া নাবিক পদ আপনা পাসরে।
স্বর্ণময় নৌকা হৈল জলের উপরে॥
ওপার গেলেন মুনি লঞা নারায়ণ।
স্বর্ণ নৌকা দেখিয়া পাইল দিব্য জ্ঞান॥
একে বিশ্বামিত্র সঙ্গে হৈল দরশন।
দ্বিতীয়ে বৈকুণ্ঠ নাথের পাইল স্পর্শন॥
জ্ঞান পাঞা কর্ণধার রামে করে স্তুতি।
বলে প্রভু বঞ্চিয়া চলিবে এবে কতি॥
তুচ্ছ ধন লোভে আমি করিল কুকর্ম্ম।
পরব্রহ্ম সনাতনের না জানিল মর্ম্ম॥
ক্ষেম অপরাধ আমি হইয়ে নির্ব্বোধ।
অবনী আইলা রাক্ষস করিবারে বধ॥
যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র যারে না পায় ধেয়ানে।
লক্ষ্মীদেবী পদসেবা করেন যতনে॥
চতুর্দ্দশ ভুবন নাথ স্বয়ং ভগবান।
কৃপা করি দীনে প্রভু কর সেবা দান॥
এই মতে কর্ণধার রাম স্তুতি করে।
প্রসন্ন হইয়া রাম দিলেন উত্তরে॥
শ্রীরাম বলে নাবিক তুমি শুনহ শ্রবণে।
বর চাহ আমি তোহে দিবত এখনে॥
কর্ণধার বলে প্রভু না জানি স্তবন।
চরণে শরণ দেহ এই নিবেদন॥
রামচন্দ্র বলে অহে শুন কর্ণধার।
পুনর্ব্বার জন্ম তোর না হইবে আর॥
ইহকালে ভোগ কর লঞা পোষ্যগণ।
অন্তকালে স্বর্গবাসে পাবে শ্রীচরণ॥
কর্ণধারে কৃপা করি চলে তিনজনে।
হরষিতে যান রাম কথোপকথনে॥

মন্তব্য। এই রচনাটির সহিত বাজার সংস্করণের এই প্রসঙ্গের রচনার অথবা অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণের এই প্রসঙ্গের রচনার বিন্দুমাত্রও মিল নাই। নৌকা স্বর্ণময় হওয়ার কথা অধ্যাত্ম রামায়ণে নাই—অথচ এই তিন স্থানেই ইহা পাইতেছি। রচনাটিতে রামভক্তির এবং রামের নারায়ণত্ব প্রচারের একটু বাড়াবাড়ি দেখা যায়, এবং আমাদের প্রধান তিন পুথিতে ইহার অনুপস্থিতিও ইহার কৃত্তিবাসকর্ত্তৃত্বে সন্দেহ জন্মাইয়া দিতেছে।

পরবর্ত্তী প্রসঙ্গের পাঠও গ-চ-ছ-ঝ পুথি মিলাইয়া উদ্ধৃত।

৪১। রামলক্ষ্মণের মিথিলা গমন এবং অহল্যাপুত্র জনক-পুরোহিত শতানন্দ মুনির বিশ্বামিত্রমুখে মাতৃমুক্তি বিবরণ শ্রবণ।

মিথিলার লোক ধায় রাম দেখিবারে।
রামরূপ দেখি সবে আপনা পাশরে॥
চ। সর্ব্বলোক জিজ্ঞাসেন বিশ্বামিত্রের ঠাঞি।
ধনুকে গুণ দিতে নারিব ছাওয়াল দুই ভাই (১)। চ
কোন জনে নারিল ধনুকে দিতে গুণ।
হেন যে প্রতিজ্ঞা রাজা করিল দারুণ॥
যদি বা না পারে রামে ধনুকে গুণ দিতে।
তবে জে সীতার বিভা হইব কেমতে॥
রাম বিনে সীতার বর আর নাহি দেখি।
চন্দ্র জে বদন (২) রাম সীতা চন্দ্রমুখী॥
সব লোকে কহে গিয়া জনকের ঠাই।
রাম লক্ষ্মণ আসিয়াছে তারা দুটি ভাই॥
রাম বার্ত্তা পাইয়া আইলা জনক মহারাজা।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া করে রঘুনাথের পূজা॥
বিশ্বামিত্রের তরে রাজা করেন স্তবন।
বড় ভাগ্যে আনিলা জে শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥

(১) রাম দেখিতে নারী সব ধায় রড়ারড়ি।
রামের রূপ দেখিয়া সভে মনে পুড়িয়া মরি॥
সর্ব্বলোক জিজ্ঞাসে গিয়া বিশ্বামিত্রের ঠাই।
ধনুকে গুণ দিতে কি পারিবা দুই ভাই॥ ছ।

(২) শ্রীচন্দ্র-ছ। রাজীবলোচন-চ। অতঃপর ঝ-পুথি :—
জেন রাম তেন সীতা শোভে দুইজন।
কেন এ প্রতিজ্ঞা রাজা করিল দারুণ॥

তোমার প্রসাদে মোর সিদ্ধি হৈল কাজ।
বিশ্বামিত্রেরে স্তুতি করেন জনক মহারাজ॥
হেন কালে আইল তথা শতানন্দ মুনি।
অহল্যার পুত্র তিহোঁ (৩) সর্ব্বলোকে জানি॥
গৌতমের পুত্র তিহোঁ জনক পুরোহিত।
মাএর জে বার্ত্তা পাইয়া হৈল হরষিত॥
বিশ্বামিত্র বোলে শুন শতানন্দ মুনি।
তোমার মায়ের কথা অপূর্ব্ব কাহিনী॥
রামের পায়ের ধূলায় সাপ বিমোচন।
তোমার বাপের সহিত তাঁর হইল মিলন॥
পাইয়া মায়ের বার্ত্তা হরিষ অন্তর।
বিশ্বামিত্রের তরে স্তুতি করিলা বিস্তর॥
বিশ্বামিত্রের তপ কথা শতানন্দে জানে।
বিশ্বামিত্র কথা কহে সর্ব্বলোকে শুনে॥
গ। আদ্যকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস।
সম্বায় করি হরি বোল পাপ জাউক নাশ॥ গ

মন্তব্য। এই প্রসঙ্গের পাঠে চারি পুথিরই চমৎকার মিল আছে। মুখবন্ধে চ-পুথিখানি মাত্র ১০০।১২৫ বছরের বলিয়া অনুমান করা গিয়াছে। এখন দেখিতেছি, শব্দের প্রাচীনতর রূপগুলি চ-পুথিতেই রক্ষিত আছে। সম্ভবতঃ চ-পুথি গ-পুথি হইতে প্রাচীনতর। তিহোঁ, ছাওয়াল, ইত্যাদি শব্দ চ-পুথির।

৪২। বিশ্বামিত্রের উপাখ্যান।

কুশ নামে রাজা হৈল ব্রহ্মার নন্দন।
তার পুত্র হইল ঈশান তপোধন॥

(৩) তেনি-গ-পুথি। তিহোঁ রূপ চ-পুথির।

ঈশানের পুত্র হৈল গাধি (১) মহাশয়।
বিশ্বামিত্র মুনি হৈল গাধির তনয়॥
রাজা হৈঞা করিলেক পৃথিবী পালন।
মৃগ মারিবারে গেল গহন কানন॥
বসিষ্ট মুনি তপ করে সেই তপোবনে।
বিধাতা নির্ব্বন্ধ (২) রাজা গেল সেই খানে॥
বিশ্বামিত্র বসিষ্টে হইল দরশন।
সৈন্য সমে বন্দে রাজা বসিষ্ট চরণ॥
বসিষ্টে বোলে রাজা অতিথ আজি তুমি।
সকল সৈন্যের তত্ব করিবাম আমি (৩)॥
বিচিত্র আওয়াস দিব বিচিত্র দিব বাসা।
ভাল মতে ঠাটের আমি করিব জিজ্ঞাসা॥
বসিষ্টের কামধেনু সুফলা (৪) নাম ধরে।
যেই চাই তাহা পাই থাকে মুনি ঘরে॥
বসিষ্ঠে বোলে কামধেনু অতিথ আজি রাজা।
ভালমতে কর তুমি অতিথের পূজা (৫)॥
তপোবনে আজি তুমি কর স্বর্গপুরী।
দেবকন্যা সব দিবা স্বর্গ বিদ্যাধরী॥
সুগন্ধি কোমল অন্ন পাএস পিষ্টক।
সুখে জে ভোজন করে রাজার কটক॥
সোনার জে থাল দিবা রত্ন সিংহাসন।
দেব কন্যা লৈয়া সৈন্য করিতে শয়ন॥ গ—৩৯।২
যত চাহে বসিষ্টে সকল তাহা পাএ। চ—২২।১
দেবকন্যা পরসে কটকে বসি খাএ॥
তপোবন হইলেক জেন স্বর্গপুরী।
অমরাবতী হৈল জেন ইন্দ্রের নগরী॥
জত সুখ লোকে তবে না করে সংসারে।
তত সুখ করে লোক বসিষ্টের ঘরে॥
রত্ন সিংহাসনে ঠাট (৬) করিল শয়ন।
বিদ্যাধরী আসি করে গায়েন মর্দ্দন (৭)॥
দেবকন্যা শুইল আসি কটকের কোলে।
সুখে রাত্রি বঞ্চে লোক শৃঙ্গার কুতুহলে॥
দেখি বিশ্বামিত্রের জে লাগে চমৎকার।
বসিষ্টেরে বলিছে করিয়া পরিহার (৮)॥

---

(১) গাদ্ধি—ঝ।
(২) সৈন্য সামন্তে—ঝ।
(৩) অতিত ব্যবহারে সকল জিজ্ঞাসিব আমি। ঝ—পুথি।
(৪) 'সুর'—চ-পুথি। মূল রামায়ণে শবলা।
(৫) অতিত ব্যবহারে আজি করিবা সভার পুজা। ঝ-পুথি।

অতঃপর ঝ-পুথি :—

দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু দিবা জে সকল।
অন্ন ব্যঞ্জন দিবা সুগন্ধি কোমল॥
মিষ্ট ফল ফুল দিবা পাএষ পিষ্টক।
সুখে ভোজন করে জেন সকল কটক॥
সুগন্ধি চন্দন দিবা কুস্কুম কস্তুরি।
দেবকন্যা সকল দিবা স্বর্গ বিদ্যাধরী॥
সোনার আসন দিবা সোনার দিবা থাল।
নানা সন্দেশ দিবা অমৃত রসাল॥
সোনার খাট দিবা সোনার সিংহাসন।
দেব কন্যা লইয়া ঠাট করিবে শয়ন॥

(৬) চ-পুথির পাঠ। 'সিঙ্গাসনে সন্য'—গ-পুথি।
(৭) দেব কন্যা আসীয়া দেয় আলিঙ্গন। ঝ-পুথি।
(৮) 'নমস্কার'—ছ।

দশ লক্ষ ধেনু দিব পাঁচ হাজার হাতী।
তিন হাজার রথ দিব সাজন (১) সারথী ॥
দুই হাজার গ্রাম দিব পুরী সমে জন (২)।
কামধেনু পাইলে দেশে করিব গমন (৩) ॥
বসিষ্ঠে বোলে রাজা মোর নাই অনুমতি।
কামধেনু দিতে নারি আমার শকতি ॥
কুপিলেক বিশ্বামিত্র বসিষ্ঠ বচনে।
কামধেনু নিতে যুক্তি করে সব সনে ॥
সৈন্য সেনা রাজার জে যতেক জুঝার।
কামধেনু নিতে ঠাট সাজিল অপার ॥
কুপিলেক কামধেনু রাজার সাজনে।
আমা নিতে নারিবা রাজা তোমার পরাণে ॥
মহাশব্দে কামধেনু ডাকিল গভীর।
লক্ষ লক্ষ সেনাপতি হইল বাহির (৪) ॥
কামধেনুর ঠাট (৫) জেন কাল আনল।
বিশ্বামিত্র সৈন্য সেনা কাটিল সকল ॥
কামধেনুর যুদ্ধে কার নাইক নিস্তার।
বিশ্বামিত্রের জত সৈন্য করিল সংহার ॥
ছ। কামধেনুর যুদ্ধে কারো নাহি অব্যাহতি।
শত পুত্র বিশ্বামিত্রের আইল সংহতি ॥ ছ
বিশ্বামিত্র কুপিয়া ধনুকে বাণ জুড়ে।
কামধেনুর জত সৈন্য বাণে কাটি পাড়ে ॥
পড়িল সকল সৈন্য নাহিক দোসর।
দেখি তাহা কামধেনু চিন্তিত অন্তর ॥

কামধেনু সৃজিলেক কাল জে যবন।
বিশ্বামিত্র যবনে হইল মহারণ ॥ গ—৪০।১
কাল যবন সব জেন যম অবতার। চ—২২।১
বিশ্বামিত্রে বোলে মোর নাহিক নিস্তার ॥ ছ—৩১।২
সৈন্য সামন্ত গেল নাহিক দোসর।
সবে মাত্র বিশ্বামিত্র আছে একেশ্বর ॥
দেখিয়া জে বিশ্বামিত্রের লাগিল তরাস।
যুদ্ধ এড়ি বিশ্বামিত্র গেলেন কৈলাস ॥
মহাদেবের সেবা রাজা করিল বিস্তর।
অনাহারে তপ করে অনেক বচ্ছর ॥
চ। বুঝিবারে শিব তারে দিল অঙ্গীকার।
যুদ্ধ করিতে বিশ্বামিত্র আইল আর বার (৬) ॥ চ।
বিশ্বামিত্রে বসিষ্ঠে হইল মহারণ।
কেহ কারে জিনিতে নারে সম দুই জন ॥
ব্রহ্ম দণ্ড বসিষ্ঠে তুলিয়া লৈল হাতে।
দণ্ড দেখি বিশ্বামিত্রে চাহে চারি ভিতে ॥
ব্রহ্ম দণ্ড অস্ত্রে কার নাহিক নিস্তার।
অস্ত্র এড়িলে বিশ্বামিত্র হএন সংহার ॥
হাত হোতে বসিষ্ঠে জে (৭) অস্ত্র নাহি এড়ে।
ব্রহ্ম দণ্ড কাটিতে ধনুকে বাণ জোড়ে ॥
কালদণ্ড ঐশিক বাণ আর কর্ম্মিকার।
চন্দ্রমুখ সূর্য্যমুখ বাণ খর ধার ॥
নীল হরিতাল বাণ বিকট সঙ্কট।
অর্দ্ধচন্দ্র ক্ষুরপায় যামিনী নিকট ॥

(১) সাজন—গ-চ-ঝ। সুসাজ—ছ।
(২) 'তোমার শাসন'—ছ। 'তোমারে দিবত শাসন'-ঝ।
(৩) পাইলে কুরি দেশেরে গমন। ঝ।
(৪) সাজন লক্ষ-কোটী সেনা হইল বাহির। ঝ।
(৫) শব্দটি চ-ঝ পুঁথির। গ-সৈন্য।
(৬) এই দুই ছত্র গ-পুঁথিতে নাই, ছ-পুঁথিতে নিম্ন আকারে আছে :—বুঝিবারে বিশ্বামিত্র আইল আর বার। রথ গজ অশ্ব সৈন্য লঞা সুদুর্ব্বার। চ-পুঁথির পাঠের প্রথম শব্দ সম্ভবতঃ "যুঝিবারে" হইবে।
(৭) জাবদ—ঝ

এত সব বাণ যদি বিশ্বামিত্র এড়ে।
ব্রহ্মদণ্ডে ঠেকি বাণ উঁখড়িয়া (১) পড়ে ॥
ব্রহ্মা সৃজিল বাণ অক্ষয় অব্যয়।
অগ্নিতে না পোড়ে বাণ বড়ই দুর্জ্জয় ॥
ব্রহ্মদণ্ড এড়িতে বসিষ্টের মন।
বুঝিয়াত বিশ্বামিত্র পলাএ তখন ॥
রাজা হঞা বিশ্বামিত্র মুনির যুদ্ধে নারে।
যুদ্ধ এড়ি বিশ্বামিত্র তপ করিতে নড়ে ॥
সহস্র বছর তপ করে উপবাস।
অস্থি চর্ম্ম সার হৈল ঘন বহে শ্বাস ॥
কঠোর তপ দেখিয়া ব্রহ্মার লাগে ডর।
প্রসন্ন হইয়া ব্রহ্মা তারে দিল বর ॥
আমি সাঁপ দিলে হয় লোকে প্রতিকার।
তোমার সাঁপে বিশ্বামিত্র নাহিক নিস্তার ॥
দ্বিতীয় ব্রহ্মা হৈলা তুমি মোর সমসর।
রাজঋষি বলি ব্রহ্মা আপনে দিল বর ॥ গ—৪০।২
ব্রহ্মার বচন কভু খণ্ডন না জায়। চ—২২।২
বর দিয়া ব্রহ্মা তবে নিজ স্থানে জায় ॥ ছ—৩২।১
বিশ্বামিত্র ঋষি তপ করে আর বার।
আর বার তপ কথা শুন চমৎকার ॥

(১) উঝড়িয়া—গ। ব্যর্থ হৈয়া—ছ।
'উঁখড়িয়া' ই শুদ্ধ প্রয়োগ। প্রতিহত ও উৎক্ষিপ্ত হইয়া। ইংরেজী প্রতিশব্দ 'rebound'। বাঙ্গালায়,—'লাগিয়া ফিরিয়া আসে'—এক শব্দের কোন ধাতু মনে পড়িতেছে না। 'ছিটকাইয়া'—ঠিক এই অর্থ নহে। 'পালটিয়া' দ্বারা বুঝান যায়।

ছ। দেবগণ লঞা ব্রহ্মা গেল স্বর্গ পুর (২)।
তপ জন্মে বিশ্বামিত্র হইল কঠোর ॥
বাহু উর্দ্ধ করি এক চরণ ভূমিতলে।
ইন্দ্র আদি দেব ভয় পাইল সেই কালে ॥
রম্ভারে বলেন আনি দেব সুরপতি।
বিশ্বামিত্র তপ ভঙ্গ করহ যুবতী ॥
রম্ভা বলে বিশ্বামিত্র জ্বলন্ত আগুনী।
তার কথা শুনি মোর উড়িল পরাণী ॥
ইন্দ্র বলে রম্ভা তুমি ভয় কর কিসে।
মদনের সঙ্গে আমি থাকি তোমা পাশে ॥
এড়াইতে নারে রম্ভা ইন্দ্রের বচন।
বিশ্বামিত্র তপোবনে করিল গমন ॥
মধু স্বরে গীত গায় রম্ভা সুকামিনী।
সুললিত শুনি যেন কোকিলের ধ্বনি ॥
কোকিলের স্বরে গায় রম্ভা বিদ্যাধরী।
তাহা শুনি বিশ্বামিত্র উঠে হর্ষ করি ॥
ধ্যান ভঙ্গ হৈল মুনি পাইল চেতন।
রম্ভা দেখি মুনিবর বিচলিত মন ॥
তপ ভঙ্গে হৈল মুনি অগ্নি অবতার।
সাঁপ দিয়া রম্ভা কৈল পর্ব্বত আকার ॥
পর্ব্বত হৈঞা থাক তুমি এই তপোবনে।
সাঁপ বিমোচন হবে মুনি পরশনে ॥
মুনিকে দেখিঞা ভয় পাইল পুরন্দর।
পুনর্ব্বার ধ্যানেতে বসিলা মুনিবর ॥
বিশ্বামিত্র তপ দেখি যত দেবগণে।
উপনীত হৈল যাঞা ব্রহ্মার সদনে ॥

(২) এই রম্ভার শৈলীভাবপ্রাপ্তির কাহিনী মাত্র ছ-পুথিতে আছে। গ-চ-পুথি ইহা বাদ দিয়া গিয়াছে।

বিশ্বামিত্র তপ দেখি কাঁপে ত্রিভুবন।
তুমি বর দিলে রক্ষা পায় দেবগণ ॥
দেবগণ লৈঞা ব্রহ্মা আইল মুনি পাশে।
ব্রহ্মঋষি বলি ব্রহ্মা ডাকেন হরিষে ॥
ব্রহ্মা বলে বিশ্বামিত্র তোমায় দিল বর।
দ্বিতীয় ব্রহ্মা হও তুমি আমার সম্বর (১) ॥
আজি হৈতে ব্রহ্মঋষি হও মহারাজ।
যখন যে চাহ তুমি সিদ্ধি হবে কাজ ॥ ছ।

মন্তব্য। এই প্রসঙ্গের শেষাংশের যতখানি মাত্র ছ-পুথিতে পাওয়া গিয়াছে, তাহা ছ-ছ-দ্বারা চিহ্নিত হইল। পূর্ব্ববর্ত্তী অংশে তিন পুথিতে চমৎকার পাঠের মিল আছে। মধ্যে মধ্যে শব্দান্তর ভিন্ন পাঠে বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। বাজার সংস্করণে তথা শ্রীরামপুরের আদি সংস্করণে বশিষ্ট-বিশ্বামিত্র-কাহিনী একেবারে বাদ পড়িয়াছে; বোধ হইতেছে, শ্রীরামপুর সংস্করণের অবলম্বিত পুথিতে উহা ছিলই না। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত সংস্করণে (চক্রবর্ত্তী-চাটার্জ্জি-কোম্পানী প্রকাশিত) ভূমিকার ১৮ পৃষ্ঠায় লক্ষ্য করিয়াছেন যে বিশ্বামিত্রসম্পর্কিত তিনটি উপাখ্যান মূল রামায়ণে আছে, অথচ কৃত্তিবাস বাদ দিয়া গিয়াছেন। এই তিনটি কাহিনীই আমাদের গ-চ-ছ-ঋ পুথিতে আছে। বর্ত্তমান পাঠ গ-চ-ছ-ঋ মিলাইয়া উদ্ধৃত।

৪৩। বিশ্বামিত্রের প্রভাবে সৌদাস রাজার সশরীরে স্বর্গপ্রাপ্তি।

বিশ্বামিত্র মুনি তপ করে বার বার।
আর বার তপ কথা বড় চমৎকার ॥
সৌদাস নামেতে রাজা হৈল সূর্য্যবংশে।
যজ্ঞ করি জাইতে রাজা চাহে স্বর্গবাসে (১) ॥
রাজা বোলে শুনহ বসিষ্ট পুরোহিত।
যজ্ঞ করি স্বর্গে যাইব শরীর সহিত ॥
মুনি বোলে রাজা ভাল না বোল উত্তর (২)।
কেমতে জাইবা স্বর্গে লৈয়া কলেবর (৩) ॥
যত যত রাজা হৈল চন্দ্র সূর্য্য বংশে।
সশরীরে কোন জন গেছে স্বর্গ বাসে ॥
কত তপ রাজা তুমি করিঞাছ দুষ্কর (৪)।
কোন তপে স্বর্গে যাবে লঞা কলেবর ॥
মনে দুঃখ পাইল রাজা বসিষ্ট বচনে।
তপস্যা করিতে রাজা চলে তপোবনে ॥
সেই বনে তপ করে বসিষ্ট কুমার।
তাহার চরণে রাজা করে পরিহার (৫) ॥
মোর কুলপুরোহিত হএ তোমা বাপ।
তাহার বচনে আমি বড় পাইল তাপ ॥
মুনিপুত্রে বোলে কেন দুঃখ পাইলা মনে।
সব কথা কহ তুমি আমা বিদ্যমানে ॥
রাজা বোলে মুনিপুত্র কর অবধান।
মনে দুঃখ যে কারণ কহি তব স্থান ॥

---

(১) প্রয়োগটি বিশুদ্ধ বলিয়া মনে হয় না। 'সমসর' 'সোঁসর' শব্দের প্রয়োগ প্রচলিত আছে।

---

(১) শরির সহিত জাইতে চাহিল স্বর্গবাসে—ঋ।
(২) বচন—ঋ।
(৩) শরির লইয়া স্বর্গবাসে জায় কোন জন—ঋ।
(৪) কত কত রাজা তপ করিয়াছে দুষ্কর। ঋ।
(৫) 'নমস্কার'—চ। পরিহার শব্দের সাধারণ অর্থ ত্যাগ। সম্ভবতঃ 'পদধূলি হরণ' অর্থে এই স্থানে ব্যবহৃত। এই পুথিতে (গ) নমস্কার অর্থে পরিহার শব্দের ব্যবহার অনেক আছে।

যজ্ঞ করি স্বর্গে যাইতে চাহি অভিলাষে।
তোমার বাপ করিল কোপ এই মাত্র দোষে॥
জদি অপরাধ খেমা কর মোর তরে।
আর পুরোহিত আনি যজ্ঞ করিবারে॥
এত শুনি রুষিলেক মুনির কুমার।
চণ্ডাল হইয়া রাজা থাক সর্ব্বকাল॥
আমার পুরোহিত তুঞি ঘুচালি কোন দোষে।
চণ্ডাল হইয়া রাজা বেড়ায় দেশে দেশে॥
এই সাঁপ দিল তারে বসিষ্ট নন্দন।
চণ্ডাল আকৃতি রাজা হৈল ততক্ষণ॥
রাজশ্রী ঘুচিল রাজা হৈল কৃষ্ণ বর্ণ।
চণ্ডাল শরীর হৈল লোহার আভরণ॥ গ—৪।১।১
চণ্ডাল হইয়া রাজা বেড়ায় দেশ দেশ। চ—২৩।১
অরণ্য ভিতরে রাজা করিল প্রবেশ॥ ছ—৩৩।১
বিশ্বামিত্রে তপ করে যেই তপোবনে।
বিধাতা নির্ব্বন্ধ রাজা গেলা সেইখানে॥
বিশ্বামিত্র বোলে রাজা বড়ই কুৎসিত।
চণ্ডাল শরীর তোমার দেখি বিপরীত॥
রাজা বোলে বিশ্বামিত্র বড় পাইল তাপ।
বসিষ্টেরা বাপে পোয়ে মোরে দিল সাঁপ (১)॥
যজ্ঞ করিয়া যাইতে চাহিলাম স্বর্গবাসে।
বাপে পোয়ে সাঁপ মোরে দিল এই দোষে॥
দারুণ সাঁপ দিল মোরে বসিষ্ট কুমার।
তাহার সাঁপে হইলাম চণ্ডাল আকার॥
চণ্ডাল করিলা মোরে বসিষ্ট নন্দন।
আজি প্রতিকার পাইলাম তোমা দরশন (২)॥

(১) বশিষ্টের পুত্র মোরে দিলা ব্রহ্ম সাঁপ। খ।
(২) আজি মোর দুঃখ গেল তোমা দরশন। গ।
প্রতিকার কর এথা মুনি মহাজন। ছ।

বিশ্বামিত্র বোলে রাজা আর না পাবে দুঃখ।
স্বর্গবাসে পাঠাইব দেখহ কৌতুক॥
শিষ্য পাঠাইয়া দিল বসিষ্টের স্থানে।
রাজা যজ্ঞ করিবেন তোমরা আইস সেইখানে॥
বাপে পোয়ে কুপিল তারা শুনিয়া বচন।
চণ্ডালেরে যজ্ঞ করিতে বোলে (৩) কোন জন॥
শিষ্য সকল কহিল গিঞা বিশ্বামিত্র স্থানে।
বাপে পোয়ে তোমাকে নিন্দা করিল দুই জনে॥
কুপিল জে বিশ্বামিত্র শুনিয়া বচন।
চণ্ডাল হৈঞা থাক গিঞা বসিষ্ট নন্দন (৪)॥
বিশ্বামিত্রের সাঁপেতকার নাহিক নিস্তার।
চণ্ডাল হইয়া থাকে বসিষ্ট কুমার॥
বিনি দোষে রাজারে তুমি করিলে চণ্ডাল।
আপুনি চণ্ডাল হৈঞা থাক সর্ব্বকাল॥
বিশ্বামিত্রের সাঁপ কভু না যায় খণ্ডন।
চণ্ডাল শরীর হৈল বসিষ্ট নন্দন॥
বিশ্বামিত্রে বোলে রাজা শুনহ সৌদাস।
আমার তপের ফলে তুমি যাহ স্বর্গবাস॥
যত পুণ্য করিঞাছি সব দিল দান।
এই পুণ্যে রাজা তোমার স্বর্গে হব স্থান॥
শরীর সহিত রাজা গেল স্বর্গবাস।
দেখিয়া ত ইন্দ্র তবে পাইল তরাস (৫)॥ গ—৪।১।২

(৩) জাইবে—খ।
(৪) বাপে পোয় নিন্দা তারা করিল দুইজনে।
চণ্ডালের জজ্ঞে জাইব কাহার বচনে॥
শুনিঞা বিশ্বামিত্র মনে পাইল তাপ।
বশিষ্টের পুত্রের তরে দিলা ব্রহ্ম সাঁপ॥ খ-পুথি।
(৫) স্বর্গবাসে গেলা রাজা লইয়া কলেবর।
রাজা স্বর্গবাসে গেল ত্রাস পুরন্দর॥ খ-পুথি।

মানুষ হৈঞা রাজা কৈল স্বর্গেতে বসতি। চ—২৩।২
দেবতা মানুষে কেমনে থাকিব সংহতি ॥ ছ—৩৩।২
স্বর্গ হৈতে তাঁরে পেলাইল (১) পুরন্দর।
আছাড় খাঞা পড়ে রাজা ভূমের উপর ॥
প্রাণ রাখ বিশ্বামিত্র ডাকএ সৌদাস।
ইন্দ্র পালাইল (২) নাহি দিল স্বর্গবাস ॥
বিশ্বামিত্র বোলে ইন্দ্র করে অহঙ্কার।
আর ইন্দ্র স্বজিব আজি আর দিকপাল ॥
স্বজি আর ইন্দ্র আমি স্বজি দেবগণ।
কুবের বরুণ যম দেবতা পবন ॥
ইন্দ্র অধিকার ঘুচে বিশ্বামিত্র সাঁপে।
বিশ্বামিত্রের সাঁপে সকল দেব কাঁপে ॥
ছ। ইহা বলি যোগাসনে বৈসে বিশ্বামিত্র।
সকল দেবতা মনে মানয়ে বিচিত্র ॥
বসিলেন বিশ্বামিত্র স্বজন করিতে।
কুশে স্বর্গ নির্ম্মাইল তাহে আচম্বিতে ॥
সপ্ত ঋষি স্থান মুনি করিল নির্ম্মাণ।
দেবতা গন্ধর্ব্ব লোক করে সমাধান ॥ ছ
আর এক স্বষ্টি মুনির হইল রচিত।
দেখিঞা আপনি ব্রহ্মা হইলা চিন্তিত ॥
ব্রহ্মা পাঠাইয়া দিল সকল দেবগণ।
ইন্দ্র যাঞা পড়ে বিশ্বামিত্রের চরণ ॥

(১) পেলায়-ঝ-পুথি। গ-চ-পুথিতে এই শব্দটির একই বানান। পেল ধাতু বর্ত্তমানে ফেল ধাতু ইহার স্থান অবরোধ করিয়াছে। মাত্র 'পেলা' শব্দটিতে ইহা আজিও আছে। যাত্রা, পাঁচালী, ইত্যাদি গানের সময় শ্রোতাগণ রুমালে বাঁধিয়া গায়কগণকে অর্থাদি পুরস্কার যাহা আসরে নিক্ষেপ করেন, তাহাই পেলা।

(২) পেলিল—ঝ।

তোমা কোপ দেখি মুনি দেবগণ ত্রাস।
সৌদাস লইয়া আমি জাই স্বর্গ বাস ॥
দেবগণ স্তুতি দেখি বিশ্বামিত্র হাসে।
সৌদাস লইয়া ইন্দ্র গেল স্বর্গ বাসে ॥
ছ। আদ্যকাণ্ডে বিশ্বামিত্রের মহিমা প্রকাশ।
রামচন্দ্র চরণে ভনয়ে কৃত্তিবাস ॥ ছ

মন্তব্য। চারি পুথিতে পাঠের বেশ মিল আছে। এই বিখ্যাত কাহিনীর নায়কের নাম রামায়ণে, পুরাণে, সর্ব্বত্রই ত্রিশঙ্কু। এই নামটি বদলাইয়া ইহা সৌদাসের ঘাড়ে চাপাইবার অর্থ বুঝা গেল না। চারি পুথিতেই সৌদাস। খ-পুথিতে কিন্তু ত্রিশঙ্কু ঠিক আছে।

৪৪। অম্বরীষ রাজার নরমেধ যজ্ঞের বলি সুপ্রসন্নের বিশ্বামিত্রদত্ত মন্ত্র জপ করিয়া মৃত্যু হইতে অব্যাহতি।

বিশ্বামিত্র মুনি তপ করে আরবার।
আর বার তপ কথা বড় চমৎকার ॥
অম্বরীষ নামে রাজা হৈল সূর্য্যবংশে।
নরমেধ যজ্ঞ করি গেল (১) স্বর্গ বাসে ॥
যজ্ঞ করিবারে রাজা মানুষ আনে (২)।
লুকাইয়া ইন্দ্র মানুষ থুয় আর স্থানে ॥
যজ্ঞ ফলে স্বর্গ যাইবে ইন্দ্র অধিকার।
ত্রাসে ইন্দ্র মানুষ লুকায় আর বার ॥
মানুষ হারা হয় রাজা যজ্ঞ করিব কিসে।
আর মনুষ্য চাহিয়া বেড়াএ দেশে দেশে ॥

(১) জাইবে—ঝ

(২) মানুষ কিনিঞা আনে—ঝ।

দেশে দেশে ফিরে রাজা পাএ বড় ক্লেশ।
বিরাট (১) মুনির বাড়ী গেলা পাঞা উপদেশ ॥

গ—৪২।১

বিরাট মহামুনি সেই পরম পবিত্র। চ—২৪।১
দৈব কারণে মুনি নির্দ্ধন দরিদ্র ॥ ছ—৩৪।২
তিন পুত্র আছে তার সর্ব্ব লোকে জানে।
এক পুত্র কিনিতে রাজা গেল সেই খানে ॥
অম্বরীষ নাম মোর জন্ম সূর্য্যবংশে।
নরমেধ যজ্ঞ করি জাইব স্বর্গবাসে ॥
এক লক্ষ রত্ন ধন দিব তোমা তরে।
এক পুত্র যদি দেহ যজ্ঞ করিবারে ॥
মুনি বলে জ্যেষ্ঠ পুত্র মোর (২) ভক্ত বড়।
তারে দিতে না পারিব কহিলাম দড় (৩) ॥
কনিষ্ঠ দুই পুত্র তবে করে অনুমান।
আমা দুই বেচিবেক ধনের কারণ ॥
মাও বাপ সুখে থাকে পুত্রের এই কাজ।
বাপে যদি পুত্র বেচে তাতে নাহি লাজ ॥

(১) চারি পুথিতেই নামটি বিরাট। মূল রামায়ণে নামটি ঋচীক। পাইয়া উদ্দিসে—ঝ।

(২) কৃষ্ণভক্ত—চ।

(৩) ঝ-পুথি—তাহা দিতে নারিলাম আমি মনে করিলাম দড়। পরিষদের ৬নং পুথির আরম্ভের সহিত আমাদের ছ-পুথি পাঠের মিল আছে। পরিষদের "বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ" ৩য় খণ্ড, ১ম সংখ্যার ৮-১০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। এই পুথিখানি অম্বরীষ-যজ্ঞবৃত্তান্তে শেষ। শেষ হইতে যে অংশটুকু পুথির তালিকায় উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার সহিত আমাদের গৃহীত পাঠ অবিকল মিলিয়া যায়। তবে মধ্যে মধ্যে শব্দান্তর আছে। "তারে দিতে নারিব আমি মন কৈল দড়" এই ছত্রে এই পুথিখানি শেষ।

মুনির কনিষ্ঠ পুত্র ভাবে মনে মনে।
আমাকে বেচিব বাপ বুঝি অনুমানে ॥
সুপ্রসন্ন (১) নামে পুত্র সবের কনিষ্ঠ।
আমা বেচি লয় ধন থাকোক দুই জ্যেষ্ঠ ॥
একলক্ষ ধন রাজা দিল মুনি তরে।
মুনিপুত্র লৈয়া রাজা দেশে তবে চলে ॥
কনিষ্ঠ পুত্রের তরে মায়ের বড় ব্যথা।
ডাক দিয়া মায়ে বোলে পুত্র জায় কথা ॥
পুত্র বলি ব্রাহ্মণী কান্দএ উচ্চস্বরে।
কান্দিয়া ব্রাহ্মণী যে মূর্চ্ছিত হৈয়া পড়ে ॥
ডাক দিয়া পুত্রে বোলে না কর ক্রন্দন।
আমারে বেচিল বাপে ধনের কারণ ॥
বাপ বেচিলে পুত্রে মায় কি করিতে পারে।
কথোক্ষণ কান্দি ব্রাহ্মণী (২) অন্তরে পুড়ি মরে ॥
লইয়া ছাওয়াল রাজা গেলা কথ দূর।
তৃষ্ণায় ব্যাকুল ছাওয়াল হইল আকুল ॥
জল পান করিতে জায় প্রভাস নদীর কূলে।
বিশ্বামিত্র মুনি তপ করে সেই জলে ॥
বিশ্বামিত্র বোলে তুমি এথা কি কারণ।
কোন দেশে বৈস তুমি কাহার নন্দন ॥ গ-৪২।২
পরম সুন্দর তুমি কোমল শরীর। চ-২৪।২
এত দূরে আইলা কেনে প্রভাস নদীতীর। ছ-৩৫।১
মুনিপুত্রে বোলে গোসাঞি কি কহিব কথা।
আমাকে বেচিল বাপ তিলেক নাহি ব্যথা ॥

(১) কুশ নামে—চ। সুকেশ—ছ। মূল রামায়ণে নাম শুনঃশেফ এবং সে কনিষ্ঠ নহে, মধ্যম। ঝ-পুথি—সুকেশ।

(২) পুত্র শোকানলে মা—ঝ।

আমার বাপ বিরাট মুনি বড়ই নির্দ্ধন।
আমারে বেচিল বাপ ধনের কারণ॥
অম্বরীষ নামে রাজা জন্ম সূর্য্যবংশে।
নরমেধ যজ্ঞ করি জাইব স্বর্গবাসে॥
আমারে কাটিয়া দিব যজ্ঞের আনলে।
স্বর্গবাসে জাইব রাজা লৈয়া কলেবরে॥
সুপ্রসন্ন নাম মোর বিরাট নন্দন।
মোর কথা তোমাতে করিল নিবেদন॥
এত শুনি বিশ্বামিত্র চিন্তে মনে মনে।
আপনার পুত্র সব ডাক দিয়া আনে॥
মুনি বোলে পুত্র সব শুনহ বচন।
তোমা এক জন দিয়া রাখহ ব্রাহ্মণ (১)॥
বিশ্বামিত্র কথা শুনি পুত্র সব হাসে।
এমত দারুণ বাপ নাহি কোন দেশে॥
আপনার পুত্র বধিয়া পরের পুত্র রাখি।
কোথাহ না শুনি হেন কোথাহ না দেখি॥
কুপিল জে বিশ্বামিত্র পুত্রের বচনে।
ব্রহ্মবধ করিয়া বেরাসি বনে বনে (২)॥
ব্রহ্ম জে বধের তোমা সবের নাহি ডর।
ব্রহ্মবধ করিয়া বেড়ায় নিরন্তর (৩)॥
বিশ্বামিত্র সাঁপ কভু না জায় খণ্ডন।
ব্রহ্মবধ করিয়া বেড়াএ বনে বন (৪)॥

মুনি বোলে সুপ্রসন্ন মন্ত্র কহি কাণে।
এই মন্ত্র মুনিপুত্র জপ রাত্রি দিনে॥
এই মন্ত্র হৈতে তোমার হবে অব্যাহতি।
তোমারে করিতে বধ কাহার শকতি॥
আপুনি বিধাতা আসিবেন যজ্ঞস্থানে।
ব্রহ্মা না বধিব তোমা কদাচিত প্রাণে॥
সেই মন্ত্র মুনি পুত্র পাইল উপদেশ।
মুনি পুত্র লৈয়া রাজা চলিল নিজ দেশ॥
লোহার শিকলে তার বান্ধিল হাথ পা গলা।
বুকে পাথর দিয়া থুইলেক যজ্ঞশালা॥

---

(১) এক পুত্র আপনা দিয়া রাখত ব্রাহ্মণ। ঋ
(২) ব্যাধ হইয়া বনে গিয়া থাক সর্ব্বক্ষণ। ঋ
(৩) ব্যাধ হইয়া ব্রহ্ম বধ করিহ নিরন্তর। ঋ
(৪) মূল রামায়ণে মুষ্টিক নামক অন্ত্যজ জাতিতে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া সহস্র বৎসর কাটাইবার অভিশাপ প্রদত্ত হইয়াছে। ছ-পুথির পাঠ বরং ইহার সহিত কতকটা মিলে :—

ক্রোধে বিশ্বামিত্র শাপ দিল ততক্ষণ।
ব্যাধ হঞা বনে থাক তোরা শত জন॥
ব্রহ্মবধ হবে তাহে নাহি তোরা ডর।
ব্যাধ হঞা থাক যাঞা বনে নিরন্তর॥
পশুগণ বধ তোরা করহ সমূলে।
যে যাহা যেমন ভাবে পায় সেই ফলে॥
শুনিয়া পিতার বাক্য পুত্র শত জন।
পিতার চরণ ধরি করে নিবেদন॥
না জানিঞা কৈল দোষ ক্ষেম অপরাধ।
মুনি বোলে অবশ্য তোমরা হবে ব্যাধ॥
আমার বচন কব না হয় খণ্ডন।
ব্যাধ হৈঞা বনে থাক শতেক নন্দন॥
দশরথের ঘরে জন্ম লবে নারায়ণ।
যজ্ঞ রক্ষা হেতুক আসিবে তপবন॥
পথে তোরা তাহার দৃষ্টে পাবে অব্যাহতি।
তোমা সবা বধিতে কাহার নাহি শক্তি॥
আদ্যকাণ্ডে অমৃতগীত অপূর্ব্ব প্রকাশ।
মুনিপুত্রে ব্যাধ কৈল গায় কির্ত্তিবাস॥

এই মতে থাকুক আজি চারি প্রহর রাতি।
প্রভাতে উহার মাংসে দিবত আহুতি ॥
যজ্ঞশালে এড়িলেক মুনির নন্দন।
প্রভাত কাল হৈল রাজা উঠে ততক্ষণ।
যজ্ঞশালে আসিল সকল দেবগণ।
কুবের বরুণ যম আসিল পবন ॥
ব্রহ্মা আদি করিয়া আসিল যজ্ঞস্থানে।
হেন কালে অম্বরীষে মুনিপুত্র আনে ॥
ব্রহ্মা বোলে অম্বরীষে তুমি মহারাজ।
ব্রাহ্মণের মাংসে মোর নাহি কোন কাজ (১) ॥
বিশ্বামিত্র মন্ত্র দিয়া আছে উহার কানে।
উহারে বধিতে পারে কাহার পরাণে ॥
মুনিপুত্র এড়িয়া দেহ জাউ নিজ দেশে।
তোমা লইয়া দেবগণ জাব স্বর্গবাসে ॥
অম্বরীষ বোলে আমি না জাই প্রতীত।
উহার মাংসে পূর্ণা দিব লইঞাছে চিত ॥
হেনকালে মুনি পুত্র সেই মন্ত্র জপে।
বন্ধন খসিল তার মন্ত্রের প্রতাপে ॥

(১) যজ্ঞ স্থানে সুকেশ মুনি আছয়ে বন্ধনে।
বিশ্বামিত্র মন্ত্র সুকেশ ভাবে মনে মনে ॥
রজনী প্রভাত হৈল রবির উদয়।
যজ্ঞ করা জন্যে সব গেল যজ্ঞালয় ॥
সুকেশ লইয়া রাজা গেল যজ্ঞস্থানে।
যজ্ঞের আহুতি কালে আইল দেবগণে ॥
দেবেন্দ্র বরুণ যম আইল পবন।
ব্রহ্মাদি আইল তথা যজ্ঞ নিবন্ধন ॥
ব্রহ্মা বোলে অম্বরীষ তুমি মহারাজা।
ব্রাহ্মণের মাংসে দেবতার নাহি পুজা ॥ ছ-পুথি।

দেখিয়া দেবতাগণ হৈল চমৎকার।
ব্রহ্মা বোলে অম্বরীষ না দেখি নিস্তার ॥
মুনি পুত্র এড়ি দেহ দিয়াত প্রসাদ।
তোমারে লইয়া পাছে পড়ায় প্রমাদ ॥
প্রসাদ দিয়া মুনি পুত্রে পাঠাইল দেশে।
অম্বরীষ লঞা ইন্দ্র গেলা স্বর্গ বাসে ॥
সংসারের জত তপ করিয়াছেন মুনি।
এমত তপের কথা কোথাহ না শুনি ॥ গ—৪৩।২
বিশ্বামিত্রের তপের কথা বড় চমৎকার। চ—২৫।১
বিরাশী হাজার বর্ষ রহে অনাহার ॥ ছ—৩৫।১
বিশ্বামিত্রের তপের কথা কহিল শতানন্দ।
শুনিয়া জনক রাজা হইল আনন্দ ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর পাঁচালি।
আত্মকাণ্ডে গাহিলেক এসব শিকলি (১) ॥

মন্তব্য। তিন পুথিতে বেশ মিল আছে, তবে ভাষান্তর প্রচুর। চ-পুথির পাঠ প্রাচীনতর। চ এবং গ-পুথি মিলাইয়া পাঠ-প্রস্তুত-হইল। কচিৎ ছ-পুথির সাহায্য আবশ্যক হইয়াছে। ঝ-পুথি হইতেও পাঠান্তর প্রদত্ত হইল।

৪৫। সীতা-স্বয়ংবর। নানাদেশীয় নৃপতিগণের এবং লঙ্কেশ্বর রাবণের হরধনুতে গুণ আরোপণ করিতে নিষ্ফল চেষ্টা। রামের হরধনু ভঙ্গ।

মন্তব্য। ৩৮ নং প্রসঙ্গের মধ্যভাগে 'জনকের পুরে গেলা ব্রাহ্মণের সনে' এই ছত্র পর্য্যন্ত পাঠ দিয়া আমরা ক-পুথি ছাড়িয়া আসিয়াছি। এইবার আবার ঐ ছত্রের পর হইতে

(১) বিশ্বামিত্র তপ শুনি রামচন্দ্র হাসে। আত্মকাণ্ডে বলিল পণ্ডিত কির্ত্তিবাস ॥ ছ-পুথি।

ক-পুথির পাঠ দেওয়া যাইতেছে। ২৫ নং প্রসঙ্গে সীতা স্বয়ংবরে বহু রাজা সমবেত হইলেন বলিয়া লিখিত হইয়াছে, কিন্তু ঐ প্রসঙ্গ ক-পুথিতে ঐ খানে শেষ হয় নাই। গ-চ-পুথি রাজগণের হরধনু উত্তোলন করিতে অক্ষমতা এবং নিজ নিজ দেশে প্রত্যাবর্ত্তন বর্ণনা করিয়া ঐ প্রসঙ্গ ঐখানেই শেষ করিয়া দিয়াছে। গ-চ-পুথির ঐ অংশের অনুরূপ অংশ ক-পুথিতে এখন পাওয়া যাইবে—নিম্নে তাহাই প্রদত্ত হইল। ইহার পরবর্ত্তী অংশ ক-পুথির নিজস্ব। রচনা অতি সুন্দর, সংস্কৃত কাব্যের শ্লোক ভাঙ্গিয়া বাঙ্গালা করা বলিয়া মনে হয়।

পৃথিবীর রাজা আইল জনক নগর।
চতুরঙ্গ বলে রাজা হৈল একত্তর॥
মুনি সব আসিলেক জত ঋষিগণ।
নৃতক গায়ক আইল ভাট জে ব্রাহ্মণ॥
জার জেই যোগ্য স্থান দিলা নৃপবর।
নানাবিধ ভক্ষ্য ভোজ্য দিলা বহুতর॥
সে নিশি বঞ্চিলা সেই জনক নগর।
প্রভাতে নৃপতি সব হইলা একত্তর॥
বিচিত্র আসনে বৈসে সর্ব্ব নৃপগণ।
চন্দ্রাতপ উপরে ধরিছে সুশোভন॥
হেনকালে জনকে যে বুলিলা বচন।
সীতার বিবাহ পণ স্থন দিয়া মন॥
মহেশের ধনুতে জেই গুণ দিতে পারে।
সেই বর সীতাএ বরিব স্বয়ম্বরে॥
এত স্থনি রাজাগণ হইল হরষিত। ক—২১।২
গুণ দিতে আস্ফালিয়া উঠিল ত্বরিত॥
কোন রাজায় হস্তে ধরি তুলিলেক ধনু।
কোন রাজার ঘর্ম্ম হৈয়া তিতিলেক তনু॥
কোন রাজাএ ধনু ধরি ব্রাহে গড়াগড়ি।
কোন রাজাএ মূর্চ্ছা জাএ চক্রহাতে পড়ি (১)॥
আস্ফালিয়া উঠে কেহো (২) বৈসে অধোমুখে।
অভিমানী হৈলা সব আপনা বিমুখে॥
তবে ত নারদ মুনি অব্যাহত গতি।
অলক্ষিতে গেলা মুনি যথা লঙ্কাপতি॥
জনক রাজার কন্যা সীতা রূপবতী।
আজি স্বয়ম্বর তার স্থন মহামতি॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেত নাহি সমরূপ।
তোমাতে কহিলু রাজা বচন স্বরূপ॥
সীতারূপ যৌবন স্থনি নারদের মুখে।
পুষ্প রথে আরোহিয়া চলিলেন্ত সুখে॥
অব্যাহত গতি রথে চলিয়া সত্বর।
মিথিলা নগরে আইলা সভার ভিতর॥
সভাতে আসিয়া রাজা জানকী দেখিল।
দেখিয়া সীতার রূপ রাবণ মুহিল॥
হেনকালে সহস্র অযুত মহামতি।
গুণ দিতে না পারিল শ্রম হৈল অতি॥
লজ্জা পাইয়া বসিলেক আপনার স্থানে।
দিগবিজই রাবণ উঠিল তখনে॥
আরম্ভ করিয়া গেল ধনুতে গুণ দিতে।
বিধির নির্ব্বন্ধে ধনু না পারে লাড়িতে॥
জত রাজাগণ আছে পৃথিবী মণ্ডল।
গুণ দিতে না পারিল লজ্জাএ বিকল॥

(১) অর্থ বুঝা গেল না। 'বক্র' হইলে এক রকম অর্থ হয়। ধনুতে টান দিতে যাইয়া হাত বাঁকিয়া গেল এবং প্রয়াসকারী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

(২) শব্দটি পূর্ব্বলিখিত একটি শব্দ মুছিয়া তাহার উপর লিখিত। ভাল পড়া যায় না। যতদূর পড়া যায়, 'কেহো' বলিয়াই বোধ হয়।

ক্ষেত্রিয়ের বীর শক্তি জদি হৈল নাশ।
তাহা দেখি হৈল রাজা জনক হতাশ॥
বাছ্য ভাণ্ড নাহি কথা সভার মুখেত।
সঙ্কুচিত সীতাদেবী দাঁড়াইছে আগেত॥
দুঃখিত হইয়া কহে নৃপতি জনক।
পৃথিবীর রাজা জান সর্ব্ব বিদুষক।
কি কারণে বসিয়াছে সুবর্ণ সিংহাসনে।
অকারণে শিরে ছত্র কি ছার জীবনে॥
ধনুকেত গুণ দিতে কেহ না পারিলা॥
দেশে হতে আসি কেন মিছা দুঃখ পাইলা॥
জনে জনে চাহিলেক নৃপতি সকল।
বিশ্বামিত্র মুনি কহে বচন নির্ম্মল॥
বুঝিলা নি ক্ষত্রিয় হৈল রাজারা (১) কুবল।
গুণ দিতে না পারিল সর্ব্ব মহাবল॥
অধোমুখে বসিল সকল নরপতি।
কাহাতে বিবাহ দিবা সীতা গুণবতী॥
কিন্তু এক আমি জানি ভাল উপদেশ।
তোমার মনে করে জদি সে যুক্তি প্রবেশ॥
মন দুঃখ পাএ রাজা পরম চিন্তিত।
হাসিয়া বুলিলা তবে মুনি বিশ্বামিত্র॥
এহি জে বালক দেখ দুর্ব্বাদল শ্যাম।
দশরথ রাজার প্রধান পুত্র রাম॥
তার বামে বসি আছে শিশু একজন।
তাহান কনিষ্ঠ ভাই সেই সে লক্ষ্মণ॥
পাছ্য অর্ঘ্য দিয়া তুমি বর গিয়া তানে।
লীলাএ ভাঙ্গিব ধনু সভা বিছ্যমানে॥

(১) মূলে 'রাজর' কাজেই 'রাজরঙ্গ বল' বলিয়াও পাঠ করা যায়, কিন্তু অর্থ হয় না।

সীতাএ সুনিলা জদি মুনির বচন।
বঙ্কিম নয়ানে চাহে শ্রীরাম বদন॥
রঘুনাথ চক্ষু সনে হইল মিলন।
হাসিতে লাগিল রাজা রঘুর নন্দন॥
নিজপতি হেন সীতা ভাবিল মনেত। ক-২২।২
মনে মনে বরমাল্য দিলেক কণ্ঠেত॥
তুমি হেন পতি হউক জন্ম জন্মান্তরে।
চিত্রপট্ট তুল্য দেবী সভার ভিতরে॥
শ্রীরামেহ দেখিলেন সীতার বদন।
অন্যে অন্যে দেখিয়া হরষিত মন॥
রামেরে বরহ গীয়া সুন নরপতি।
অবজ্ঞা না করিয় দেখি বালক আকৃতি॥
সুনিয়া মুনির কথা হাসয়ে জনক।
দেবের অবছ্য (১) ধনু এইত বালক॥
পৃথিবীর রাজা সব দুর্জ্জয় রাক্ষস।
কঠিন ধনুক দেখি পাইল তরাস॥
সিংহ সম রাজা সবে না পারিল জাক।
বালক শ্রীরাম রাজাএ কি করিব তাক॥
তথাপি তোমার বাক্য ধরি শিরোপরে।
পারে বা না পারে শিশু বরিব তাহারে॥
ই বুলিয়া রাজঋষি মুনির সহিত।
বরণীয় দ্রব্য লৈয়া গেলেন বিদিত॥
বিচিত্র ধবল ছত্র ধবল চামর।
রতনে জড়িত দিব্য আসন নির্ম্মল॥
সুবর্ণ পাত্রেত করি সুগন্ধি চন্দন।
পুষ্পমালা বিরাজিত বিবিধ ভূষণ॥
কনক চম্পক সমে মালতীর মালা।
ই সকল দ্রব্য দিয়া রামেরে বরিলা॥

(১) অবেধ্য ?

হস্ত জোড়ে জনকে করেন বিনএ।
প্রধান পুরুষ তুমি প্রধান তনএ ॥
না চিনিয়া প্রথমে তোমাকে না বরিলুম।
মনে ক্রোধ না করিয় অপরাধ কৈলুম ॥
ব্যক্ত কর মহিমা দেখুক সর্ব্ব জনে।
পৃথিবীর রাজা সব আছে বিদ্যমানে ॥
তাহা সুনি কহে রামে করিয়া কৌতুক।
গুণ দিতে পারি নাখি হরের ধনুক ॥ ক-২৩।১
বিশ্বামিত্রে আনিয়াছে নিমন্ত্রণ খাইতে।
তান বাক্যে আসিয়াছি কৌতুক দেখিতে ॥
দেও নিয়া বস্তু সব জেই রাজা ভাল।
বরণের যোগ্য নহে বুলিছ ছাওয়াল ॥
বিশ্বামিত্রে বোলে সুন রাম ধনুর্দ্ধর।
তাহান সহিতে তোমার না জুয়ায় উত্তর ॥
আপনার বস্তু কর আপনে গ্রহণ।
কুকুরে নি খাইতে পারে সিংহের ভোজন ॥
এই বাক্য সুনি উঠে রাম মোহামতি।
মদনমোহন বেশ মত্ত সিংহ গতি ॥
রাজ মণ্ডলে দেখে বালক লক্ষণ।
হাসিবারে লাগিলেক জত রাজাগণ ॥
মুনি সবে দেখিলেক বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর।
ক্ষেত্রি বৈশ্যে দেখিলেক পুরুষ সুন্দর ॥
দেখিল রাক্ষসগণে যমের আকার।
গন্ধর্ব্ব লোকে দেখিলেক ত্রিভুবন সার ॥
স্ত্রীলোকে দেখিলেক অভিনব অ[ন]ঙ্গ।
সর্ব্বলোকে দেখিলেক বিজুলি তরঙ্গ (১) ॥
বিদ্যুত গমনে রাম ধনু লৈল হাতে।
অলক্ষিতে গুণ দিল সভার বিদিতে ॥

হরের ধনুক লৈলা পর্ব্বত সমান।
সপ্ত প্রহরের পথ জোড়ে ধনু খান ॥
লক্ষ্মণে বোলে মহী হইয় সুস্থির (২)।
ধনুকেত গুণ দিব রঘুবংশ বীর ॥
বাসুকী তক্ষক কূর্ম্ম থাক সাবধানে।
পৃথিবী জে দুঃখ না পায় ধরিবা যতনে ॥
গন্ধর্ব্ব কিন্নর জত দশদিক পাল।
চারি পাশে ধর ক্ষিতি না নামে পাতাল ॥
জার জেই নিজ স্থানে রহো সর্ব্ব বীর।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে জে না হবে অস্থির ॥
টঙ্কার করিয়া ধনু দিল এক টান।
ভাঙ্গিয়া হরের ধনু কৈল তিন খান ॥ ক-২৩।২
কৈলাস পর্ব্বতে থাকি মহাদেব সুনে।
স্বর্গে থাকি পরশুরাম ত্রাস পাইলা মনে ॥
পাতালেত নাগ লোকে সুনিলেক ধ্বনি।
আচম্বিত মহা শব্দ কি হেতু না জানি ॥
তাহা দেখি রাজা সব পাইলা চমৎকার।
মহা শূন্যে উঠিলেক ধনুর টঙ্কার ॥

(১) এই আট ছত্র পড়িয়াই মনে হয় যে, এ রচনা কোন সংস্কৃত কাব্যের শ্লোক ভাঙ্গা। উহার মূল পাওয়া গিয়াছে—প্রসঙ্গ শেষে মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

(২) এই ছত্র হইতে আবার চারি পুথির (ক-গ-চ-ছ) মিল আছে। এই শ্লোকটি মহানাটক হইতে নেওয়া যথা—

রামেণ ধনুষি গৃহিতে লক্ষ্মণবাক্যম্ :—
পৃথ্বি স্থিরা ভব ভুজঙ্গম ধারয়ৈনাং
ত্বং কূর্ম্মরাজ তদিদং দ্বিতয়ং দধীথাঃ।
দিক্কুঞ্জরাঃ কুরুত তত্ত্রিতয়ে দিধীর্ষা
মার্য্যঃ করোতি হরকার্ম্মুকমাততজ্যাম্ ॥

Text Edited in Indian Historical Quarterly, Vol VII, by Dr. S. K. De, P. 57-58.

বিশ্বামিত্রে বোলে স্থন জনক মহারাজা।
মঙ্গল করিয়া কর শ্রীরামের পূজা॥
অযোনিসম্ভবা কন্যা ত্রৈলোক্য সুন্দরী।
শ্রীরামের কণ্ঠে মালা আরোপণ করি॥
গলে পুষ্প মালা দিলা সুগন্ধি চন্দন।
মঙ্গল করিয়া বন্দে শ্রীরাম চরণ॥
আকাশেত দেবগণে কৈলা জয় ধ্বনি।
নিজ পতি পাইলা লক্ষ্মী দেব চক্রপাণি॥
শচি জেন ইন্দ্রেকে পাইলা নিজ পতি।
রতি জেন কাম পাইয়া পরম পিরিতি॥
ভাস্কর পাইয়া জেন ছায়া আনন্দিতা।
শ্রীরাম পাইয়া এথা আনন্দিতা সীতা॥
অর্ঘ্য মঙ্গল কৈলা জত পুরনারী।
রাম সীতা দুই লৈয়া গেলা অন্তঃপুরী॥
মনোরথ পূর্ণ হৈল জনক নৃপতি।
রাজ্য সমে আদেশিল মঙ্গল কর অতি॥
বাদ্য ভাণ্ড বাহে লোক করিলা আদেশ।
কর্ণ তালি লাগে বাদ্যে সুনিতে বিশেষ॥

মন্তব্য। 'লক্ষ্মণে বোলে মহী হইয় সুস্থির'—এই ছত্র হইতে যে ক-পুথির সহিত গ-চ-ছ-পুথির মিল আছে, তাহা পূর্ব্বেই পাদটীকায় জানাইয়াছি। পাঠে শব্দান্তর ও ভাষান্তর প্রচুর। কিন্তু মিলের ক্ষেত্রে পূর্ব্বেও এক বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়াছি, এই খানেও আবার তাহাই লক্ষ্য করিতেছি। গ-চ-ছ-পুথির পাঠ বেশ মিলে—কিন্তু এই তিন পুথির মিলিত পাঠের সহিত ক-পুথির পাঠের মিল তত সুস্পষ্ট নহে। গ-চ-ছ-পুথি সীতা স্বয়ংবর প্রসঙ্গ ২৫ নং প্রসঙ্গেই শেষ করিয়া দিয়াছে। এখানে আর স্বয়ংবরের কথা অথবা রাজগণের সমবেত হওয়ার কথা নাই। বিশ্বামিত্রের সহিত রাম আসিলেন, বিশ্বামিত্রের কথায় রামকে জনক ধনু আনিয়া দেখাইলেন,—রাম ধনুক ভাঙ্গিলেন। গ-চ-ছ-পুথির সহিত যখন ক-পুথির এতটা প্রভেদ দেখা যাইতেছে, তখন উপরে প্রদত্ত ক-পুথির পাঠের পরে এই প্রসঙ্গের গ-চ-ছ-পুথির মিলিত পাঠও দেওয়া আবশ্যক।

কিন্তু তাহার পূর্ব্বে গ-চ-ছ-পুথির সহিত ক-পুথির গরমিলের কারণ যে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা পাঠকগণকে জানান আবশ্যক।

ধনুক ভাঙ্গিতে যাইবার কালে বিভিন্ন লোকের রামকে বিভিন্নরূপে দর্শন বর্ণনাত্মক ছত্রগুলির রচনা এত সুন্দর যে সাহিত্যামোদী বন্ধুবর্গকে উহা প্রায়ই পড়িয়া শুনাইতাম। ইহা যে কোন সংস্কৃত মূল হইতে নেওয়া, বন্ধুবর্গকে আমার এই অনুমানের কথা জানাইয়া মূলটি তাঁহারা কেহ জানেন কিনা, সেই খোঁজও লইতাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিশালার রক্ষক শ্রীমান সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কেও এই কয় ছত্র পড়িয়া শুনাইয়াছিলাম। সুবোধ আসিয়া একদিন জানাইল,—অবিকল এই রচনা গুণরাজ খাঁর 'ইতিহাস পুস্তক' হইতে সে আবিষ্কার করিয়াছে। কৌতুহলী হইয়া ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সংগ্রহ হইতে গুণরাজ খাঁর 'ইতিহাস পুস্তক' এর পুথি গুলি আনাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম—সুবোধের কথা সম্পূর্ণ সত্য। আদিকাণ্ডের ভূমিকায় এই ব্যাপারের উল্লেখ করিয়াছি এবং ইতিহাস-পুস্তকের পরিচয় দিয়াছি। নিম্নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৩৩৭A নং গুণরাজ খাঁর ইতিহাস-পুস্তকের পুথি হইতে প্রয়োজনীয় স্থানটি উদ্ধৃত করিলাম। পুথিখানি শ্রীহট্টের আথানাগিরি নামক স্থানে প্রাপ্ত এবং শ্রীযুক্ত কুঞ্জমোহন দত্ত কর্ত্তৃক উপহৃত। পত্র সংখ্যা—৩-৭, ৩৫-৫২ পত্রে সম্পূর্ণ। নকলের তারিখ ১২০৫।

ক্ষেত্রি সবের দর্প জদি হইলেক নাশ।
দেখিয়া জনক রাজা হইল হুতাশ॥
বাদ্য ভাণ্ড নাহি বাক্য নাহিক মুখেত।
সঙ্কুচিত সীতা দেবি দাণ্ডাইছে রৌদ্রেত॥
দুঃখিত হইয়া কহে নৃপতি জনক।
পৃথিবীর রাজা সব রাজ্যের পালক॥

কি কারণে বৈস তরা রত্ন সিংহাসনে।
কি কারণে ধর তরা ছত্র অকারণে॥
ধনুকেত গুণ দিতে কেহ না পারিলা। ৩৫।১
দেশ হনে আসি কেনে মিথ্যা দুঃখ পাইলা॥
জনে জনে দেখিলেক নৃপতি সকল।
গুণ দিতে না পারিলা লজ্জাএ বিকল॥
বিশ্বামিত্র মুনি কহে বচন নির্ম্মল।
বুঝিলানি ক্ষেত্রি সবের জত ইতি বল॥
অধ মুখে বসিলা সকল নরপতি।
কাহাতে বিবাহ দিবা সীতা গুণবতী॥
কিন্তু আমি বোলিএ তুমাতে উপদেশ।
তুমার মনে ত জদি হএত প্রবেশ॥
হেরে জে বালক দেখ নবঘন শ্যাম।
দশরথ রাজার প্রধান পুত্র রাম॥
তান বাএ বসি আছে শিশু এক জন।
রামের কনিষ্ঠ ভাই এই সে লক্ষ্মণ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তুমি বর গীয়া তানে।
লীলাএ মর্দ্দিব ধনু সভা বিদ্যমানে॥
সীতাএ স্তুনিল জদি মুনির বচন।
চক্ষু তুলি চাহে সীতা রামের বদন॥
রঘুনাথ চক্ষু সনে জদি হৈল দরশন।
হাসিতে লাগিলা রাম কমললোচন॥
নিজপতি হেন সীতা ভাবিল মনেত।
মনে মনে পুষ্পমালা দিলেক গলেত॥
তুমি হেন স্বামী হোক জন্ম জন্মান্তরে।
চিত্রের পুতলি হেন সভার ভিতরে॥
শ্রীরামে দেখিলা জদি সীতা দরশন।
দুহে দুহাকে দেখি হরষিত মন॥
বিশ্বামিত্রে বোলে স্তুন জনক নৃপতি।
অবজ্ঞা না কর দেখি বালক আকৃতি॥ ৩৫।২
স্তুনিয়া মুনির কথা হাসএ জনক।
দেবের অবস্থ ধনু এই ত বালক॥
পৃথিবীর রাজা সব রাক্ষস দুর্জ্জয়।
কঠিন ধনুক দেখি সবে পাইলা ভয়॥
সিংহ সম রাজা সবে না পারিলা জারে।
বালক শ্রীরামে ধনু কি করিব তারে॥
তথাপিও বরিবেক তুমার বচনে।
জে হোক সে হোক সীতার কর্ম্ম নিবন্ধনে॥
হেন বোলি জনক রাজা মুনির সহিত।
বরণের দ্রব্য লৈয়া হৈলা উপস্থিত॥
বিচিত্র চামর সব চামর ধবল।
রতনে জড়িত সব অতি সুনির্ম্মল॥
সুবর্ণ পাত্রেত করি সুগন্ধি চন্দন।
পুষ্পমালা বিরচিত বিবিধ ভূষণ॥
কনক পাত্রেত করি মালতির মালা।
ই সকল দ্রব্য দিয়া রামকে বরিলা॥
হস্থ যুড়ে জনক রাজা কহেত বিরুস।
প্রধানের পুত্র তুমি প্রধান পুরুষ॥
না জানিয়া তুমারে প্রথমে না বরিলু।
মনে ক্রোধ না করিয় অপরাধ কৈলু॥
বেক্ত কর মহিমা দেখউক সর্ব্বজনে।
পৃথিবীর রাজা সব আছে বিদ্যমানে॥
তাহা স্তুনি কহে রামে করিয়া কৌতুক।
আমি নি তুলিতে পারি হরের ধনুক॥
রাজ যোগ্য নহি আমি নাহি রাজ বেশ।
সবে মাত্র দুই ভাই আসিছি ভিন্ন দেশ॥
বিশ্বামিত্র গুরু স্থানে আসিছি পঠিতে। ৩৬।১
তান বাক্যে আসিআছি কৌতুক দেখিতে॥
দেয় নিয়া এই দ্রব্য জেই রাজা ভাল।
বরণের যোগ্য নহি বোলিছ ছাওয়াল॥
বিশ্বামিত্রে বোলে স্তুন রাম ধনুর্দ্ধর।
তাহান সহিতে তুমি না কর আতাম্বর॥
আপনার দ্রব্য কর আপনি গ্রহণ।
শৃগালে নি খাইতে পারে সিংহের ভক্ষণ॥

মুনি বাক্যে উঠিলেক রাম রঘুপতি।
মদন মোহন বেশ মত্ত সিংহ গতি॥
রামে বোলে ধনুখান দেখি অতি ভারী।
এই সে কারণে আমি মনে শঙ্কা করি॥
এতেকে বোলিলা জদি কমললোচন।
মহা ক্রোধ করি তবে উঠিল লক্ষ্মণ॥
লক্ষ্মণে বোলএ প্রভু হেন বোল কেনে।
আকাশে উড়াম ধনু হেন লয়ে মনে॥
নহে বোল ধনু ভাঙ্গি করু খান খান।
সাগরে পালাম ধনু করি দুই খান॥
এমত বোলিল জদি কুমার লক্ষ্মণ।
রাজাগণে নিরক্ষয়ে লক্ষ্মণ বদন॥
কেহ বোলে কহে শিশু পাগল চরিত্র।
শিশু বুদ্ধি কহে কথা অতি বিপরীত॥
মুনির বচনে রাম উঠে আগুসার।
ত্বরিত গমনে জায়ে ধনু তুলিবার॥
অষ্টাঙ্গে প্রণাম কৈল মুনির চরণে।
হস্ত যুড়ে কহে রাম রাজাগণ স্থানে॥
বিশ্বামিত্র গুরু বাক্যে হইল আগুসারি। ৩৬।২
তুমি সবে আজ্ঞা কর তবে ধনু ধরি॥
এতেকে বোলিলা জদি সভার সদন।
ভাল ভাল করি বোলে জত রাজাগণ॥
মুনিগণে দেখিলেক বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর।
ক্ষেত্রি বৈশ্যে দেখিলেক পরম সুন্দর॥
দেখিলা রাক্ষসগণে জমের দোসর।
দেবতা গন্ধর্ব্বে দেখে ত্রিদশের ঈশ্বর॥
নারিগণে দেখিলেক অতি নব রঙ্গ।
সর্ব্বলোকে দেখিলেক বিজুলি তরঙ্গ॥
বিদ্যুত গমনে রাম চলিলা সত্বরে।
বাম হস্ত দিয়া ধনু মধ্যখানে ধরে॥
ভূমি হনে আলগ জদি কৈলা ধনুখান।
তা দেখিয়া রাজাগণ হৈলা কম্পমান॥

পুষ্পের ধনুক জেন অতি সুকোমল।
তেন মতে লাড়ে ধনু রাম মহাবল॥
রামে বোলে ধনুখান নহে কিছু ভারী।
এমন সুন্দর (১) ধনু কব নাহি ধরি॥
আকর্ণ পূরিয়া ধনু পূরিলা সন্ধান।
মধ্যভাগে ধনু ভাঙ্গি কৈলা দুই খান॥
সেই শব্দ উঠিলেক গগন মণ্ডলে।
কর্ণতালি লাগি রাজাগণ ভূমিতলে পড়ে॥
কৈলাস পর্ব্বতে থাকি মহাদেবে সুনে।
সুনিয়া পরশুরাম ত্রাস পাইল মনে॥
পাতালেত নাগগণে সুনিলেক ধ্বনি।
আচম্বিতে মহাশব্দ কি হেতু না জানি॥
স্থাবর জঙ্গম কাঁপে জত চরাচর।
ত্রিদশ কোটি দেবতা কাঁপে গন্ধর্ব্ব কিন্নর॥ ৩৭।১
সপ্ত সমুদ্র কাঁপে সপ্ত পাতাল॥
যক্ষ দানবে কাঁপে অষ্ট লোকপাল।
তা দেখিয়া রাজাগণের লাগে চমৎকার।
মহাশব্দে উঠিলেক ধনুর টঙ্কার॥
বিশ্বামিত্রে বোলে সুন জনক মহারাজা।
মঙ্গল করিয়া কর শ্রীরামকে পূজা॥
অযোনিসম্ভবা কন্যা ত্রৈলোক্য সুন্দরী।
শ্রীরামের কণ্ঠে মালা আরোপণ করি॥
গলে পুষ্প মালা দিলা সুগন্ধি চন্দন।
মঙ্গল করিয়া রামের বন্দিলা চরণ॥
আকাশেত দেবগণে কৈলা জয়ধ্বনি।
নিজপতি পাইলা সীতা দেব চক্রপাণি॥
শচি জেন ইন্দ্রকে পাইল নিজপতি।
ত্রিজগত মোহন জেন কামে পাইল রতি॥
ভাস্কর পাইয়া জেন ছায়া আনন্দিতা।
রামচন্দ্র পাইয়া তেন আনন্দিত সীতা॥

(১) পাঠান্তর—দুর্ব্বল, নির্ব্বল।

নানা মঙ্গল করে পুরে জত নারী।
রামসীতা ছুই লৈয়া গেলা অন্তঃপুরি ॥
মনোরথ পূর্ণ হৈল জনক নৃপতি।
রাজ্য সমুদিত লৈয়া মঙ্গল করে তথি ॥
বাদ্যভাণ্ড করিতে রাজা করিল আদেশ।
কর্ণতালি লাগে বাদ্য শুনিতে অশেষ ॥

ক-পুথির পাঠের সহিত মিলাইয়া পড়িলেই বুঝা যাইবে, যে এই রচনা ও ক-পুথির এই অংশ একই কবির রচনা। গুণরাজ খাঁর এই সরস রচনাটুকু কোন গায়েন কৃত্তিবাসের পুথির অঙ্গীয় করিয়া লইয়াছিল—এইরূপে উহা কৃত্তিবাসের নামে চলিয়া গিয়াছে। হরধনুভঙ্গের পরে সম্মিলিত রাজগণের যে যুদ্ধবর্ণনা ক-পুথিতে আছে—উহাও ইতিহাস পুস্তকেরই অঙ্গ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গুণরাজ খাঁর ইতিহাস-পুস্তকের আর যে কয়খানা পুথি আছে, তাহাদের মধ্যে K—382, K—526 এবং 2806 নম্বর পুস্তকে এই রচনাটুকু আছে। পৃষ্ঠাঙ্ক যথাক্রমে :—(১) ৭৩।২, ৭৪।১, ৭৪।২ (২) বিশৃঙ্খল ও কীটদষ্ট পত্র—পত্রাঙ্ক পড়িতে পারা যায় না—৬৯ কি ৭৯ হইবে। (৩) ৫২।১, ৫২।২। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই তিনখানা পুথির একখানাতেও বিভিন্ন লোক কর্ত্তৃক রামকে বিভিন্নরূপে দর্শনাত্মক ছত্রকয়টি নাই। আবার শ্রীমান সুবোধচন্দ্রই দেখাইয়া দিল যে অনুরূপ রূপবর্ণনা কুলীনগ্রামের গুণরাজ খাঁ (মালাধর বসু) রচিত শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে আছে। শ্রীকৃষ্ণ যখন কংস বধ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তখন বিভিন্ন লোকে তাঁহাকে বিভিন্নরূপে দেখিয়াছিল। যথা—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের পুথি—নং ৮৭৩, ৮৩।২ পৃষ্ঠা। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ দত্ত প্রকাশিত মুদ্রিত শ্রীকৃষ্ণবিজয়, ৮৩ পৃষ্ঠা।

হস্তির মদ রক্ত জত লাগিল শরীরে।
একে ত সুন্দর কৃষ্ণ বহুরূপ ধরে ॥
হাসিতে হাসিতে তবে করিলা গমন।
সেই ক্ষণে নানা মূর্ত্তি ধরে নারায়ণ ॥
মল্ল সবে দেখে কৃষ্ণ বজ্রের সমান।
নানারূপে সভাকে মুহিলা ভগবান্ ॥
নারী সকলে দেখে অভিন মদন।
নন্দ আদি গোপে দেখে শিশু ছুইজন ॥
ছুষ্ট রাজা সভে দেখে জেন যমকাল।
বসুদেব দেবকী দেখে কোলের ছাওআল ॥
প্রাণ নিতে যম আইসে দেখে কংস রায়।
যোগীগণে সিদ্ধাগণে দেখে যোগ কায়।

ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ৪৩শ অধ্যায়ে ইহার মূল শ্লোকটি আছে, যথা :—

মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্ত্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীণাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের কৃষ্ণবর্ণনাই যে ইতিহাস-পুস্তকের রামবর্ণনার প্রেরণা জোগাইয়াছিল, ছুই বর্ণনা মিলাইয়া পড়িলে এই রকমই মনে হয়। ইতিহাস-পুস্তকের প্রচার পূর্ব্ববঙ্গে ও শ্রীহট্টে সমধিক হইয়াছিল দেখিয়া মনে হয়, উহার প্রণেতা গুণরাজ খাঁ সম্ভবতঃ কুলীনগ্রামী গুণরাজ খাঁ নহেন, গঙ্গাদাসের পিতা যষ্ঠীবর। কিন্তু ভণিতার সাদৃশ্য দেখিয়া এবং কৃষ্ণ ও রামবর্ণনায় মিল দেখিয়া যদি সিদ্ধান্ত করিতে হয়, তবে ছুই কবিকে অভিন্ন বলিয়াই বোধ হয়।

লক্ষ্য করা আবশ্যক যে ইতিহাস-পুস্তকের রচনা স্থানে স্থানে অদ্ভুতাচার্য্যের সহিত মিলিয়া যায়। যথা :—

ইতিহাস পুস্তক :—

রামে বোলে ধনুখান দেখি অতি ভারী।
এই সে কারণে আমি মনে শঙ্কা করি ॥
এতেক বোলিলা জদি কমল লোচন।
মহা ক্রোধ করি তবে উঠিল লক্ষ্মণ ॥
লক্ষ্মণ বোলএ প্রভু হেন বোল কেনে।
আকাশে উড়াম ধনু হেন লয় মনে।

নহে বোল ধনু ভাজি কর খান খান।
সাগরে পালাম ধনু করি দুই খান॥

... ...

অষ্টাঙ্গে প্রণাম কৈল মুনির চরণে।
হস্ত যুড়ে কহে রাম রাজাগণ স্থানে॥
বিশ্বামিত্র গুরু বাক্যে হৈল আগুসারি।
তুমি সবে আজ্ঞা কর তবে ধনু ধরি॥

... ...

পুষ্পের ধনুক জেন অতি সুকোমল।
তেন মতে লাড়ে ধনু রাম মহাবল॥
রামে বোলে ধনুখান নহে কিছু ভারী।
এমন নির্ব্বল ধনু কভু নাহি ধরি॥

এইবার অদ্ভুতের রচনা দেখুন। রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ, আদিকাণ্ড ২৩৪-২৩৫ পৃষ্ঠা :—

ধনুখান দেখি গুরু অতি বড় ভার।
না পারিলে লজ্জা পাই সভার ভিতর॥
রামের বচনে ক্রোধ হইল লক্ষণ।
আপনাকে আপনি না জান কি কারণ॥

... ...

যদি আজ্ঞা কর মোক কমলনয়ন।
গুণের কি কব কথা করোঁ খান খান॥

... ...

যোড় হাতে বোলে রাম সভা বিদ্যমান।
বড় বড় আসিয়াছ নৃপতি প্রধান॥
গুরুদেব আজ্ঞা আমি লঙ্ঘিতে না পারি।
তোরা যদি আজ্ঞা দেহ তবে ধনু ধরি॥

... ...

রামে বোলে এহি ধনু বল বড় ভারী।
এমন নির্ব্বল ধনু করত না ধরি॥

পুষ্পের ধনু যেন সাজিছে কামান।
হেন মতে নাড়ে ধনু রাম বলবান॥

এই ছত্র গুলির সাদৃশ্য স্পষ্ট। কিন্তু অন্যত্র মিল নাই। কে কাহা হইতে না বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন তাহা ঠিক করা কঠিন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহের ২৮১৮ নং পুথি রামায়ণের আদি কাণ্ডের পুথি। পুথিখানি ১২২৫ সনের নকল এবং ঢাকা সহর হইতে প্রাপ্ত। ইহা নানা রাগরাগিণীসমন্বিত এবং স্পষ্টই গায়েনের পুথি, অদ্ভুত ও কৃত্তিবাসের খিচুড়ী। এই পুথির হরধনুভঙ্গ বৃত্তান্ত অদ্ভুতের অনুযায়ী। উহাতে রামের বর্ণনাত্মক ছত্রগুলিও আছে—কিন্তু ভাবান্তরিত রূপে। যথা :— ৬১।১ ও ৬১।২ পৃষ্ঠা—

ধনুক নিকটে গেলা শ্রীরাম জে হরি।
রামরূপ সর্ব্ব লোকে দেখি চক্ষু ভরি॥
দেবগণে বলে রাম পূর্ণ নারায়ণ।
সীতা দেবী দেখে রাম মদনমোহন॥
রাজাগণে দেখে রাম বিক্রমে বিশাল।
জনকে দেখেন রাম দুগ্ধের ছাওয়াল॥
বৈরি সভে দেখে রাম জেন যম কাল।
ভক্ত সভে দেখে রাম কৃপাময় দয়াল॥
মুনির প্রধান হেন দেখে মুনিগণ।
নারিগণে দেখে রাম কামিনীমোহন॥
দেখিয়া রামের রূপ পরিতোষ মন।
ধনুকে দিলেন হাত কমললোচন॥
বাম হাতে ধনুক ধরেন রঘুবর।
লীলায় তুলিলা ধনু সভার ভিতর॥
রাম কহে লোকে বলে এহি ধনু ভারী॥
এমন দুর্ব্বল ধনু কভু নাহি ধরি॥

মুদ্রিত অদ্ভুতে কিন্তু রামবর্ণনাত্মক ছত্রগুলি নাই।

বাঙ্গার-সংস্করণের কৃত্তিবাসের হরধনুভঙ্গ বৃত্তান্ত অদ্ভুতের অনুযায়ী, কৃত্তিবাসের নহে।

এইবার গ-চ-ছ পুথির মিলিত পাঠ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। ঝ-পুথির সহিতও এই পাঠের মিল আছে। ৪৪নং প্রসঙ্গ যেখানে শেষ হইয়াছে, তাহার পর হইতে পাঠ প্রদত্ত হইল।

হেন কালে জনক রাজা পরম হরিষে।
জনকে বোলে বিশ্বামিত্র কিবা যুক্তি আইসে॥
বিশ্বামিত্র বোলে শুন জনক মহারাজ।
প্রতিজ্ঞা পালনে তোমার সিদ্ধ হৈল কাজ॥
ধনুক দেখিতে আইল শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
ঝাট ধনু আন বিলম্ব কি কারণ॥
বিশ্বামিত্র কথা শুনি জনক রাজা হাসি।
রাম পানে ঘন ঘন চাহে জনক ঋষি॥
রাম পানে চাঞা জনক অনুমান করে।
ধনুকেত গুণ দিতে রাম কদাচিত পারে॥
পরম সুন্দর রাম কমল (১) শরীর।
ধনুক কঠিন দেখি বড়ই গভীর॥
পৃথিবীর যত সব আইল মহারাজ।
গুণ দিতে না পারিয়া বড় পাইল লাজ॥
সে ধনুকে রাম গুণ কথা দিতে পারে।
প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিয়া সীতা দিব রাম তরে॥
সুমেরু পর্ব্বত জেন ধনু দীর্ঘাকার।
কেমতে আনিব ধনু রামের গোচর॥
সাত পাঁচ জনক রাজা চিন্তে মনে মন।
হেনই প্রতিজ্ঞা আমি করিনু দারুণ॥
ভাবিয়া জনক রাজা হইল বিরস।
ধনুক আনিতে রাজা না করে সাহস॥
বিশ্বামিত্র বোলে জনক বুঝিতে নারি মন। চ-২৫।১
ঝাট ধনুক আন বিলম্ব কি কারণ॥
রামের তরে মানুষ জ্ঞানে করহ হেলন।
ধ্যান করি দেখ রাম আপনি ভগবান॥
তবে সে জনক রাজা মনে হরষিত (২)।
ধনুক আনিতে ঠাট পাঠাইল ত্বরিত॥
ধনুক বহিয়া আনে ত্রিশ সহস্র ঠাটে।
এড়িলেক ধনুখান রামের নিকটে (৩)॥
ধনুক দেখিয়া হৈল রঘুনাথের হাস।
ধনুক দেখিয়া হৈল সভার তরাস॥ গ-৪৪।১
ধনুকে গুণ দিতে রাম উঠিলা সত্বর। ছ-৩৫।১
আকাশ মণ্ডল হৈতে দেখে পুরন্দর॥
যত যত রাজা আছে পৃথিবী মণ্ডলে।
কৌতুক দেখিতে আইল মিথিলা নগরে॥

---

(১) কোমল—ছ

(২) তবেত জনক রাজা না যায় প্রতীত—গ।
তথাপি জনক রাজা না যায় প্রতীত—ছ।

(৩) অতঃপর ঝ-পুথিতে ধনুর রূপবর্ণনা আছে, যথা:—

বিচক্ষণ ধনুকখান গুণ সুলক্ষণ।
রত্ন নির্ম্মিত ধনুকখান রত্ন তার গুণ॥
রত্নে ভূষিত ধনু করে ঝলমল।
শ্বেত নেত চামর তার উড়িছে বিস্তর॥
নানা নির্ম্মাণ ধনু জ্যোতি নিকলে।
চারিভিতে মণিমাণি সূর্য্য হেন জ্বলে॥
পরশ পাথর তাহে গজমতি বেড়া।
ঝলমল করে যেন আকাশের তারা।

লক্ষ্মণ বোলেন বসুমতী হৈয় স্থির।
ধনুকেত গুণ দিতে উঠে রঘুবীর॥
বাসুকী তক্ষক (১) সভে হইয় সাবধানে।
পৃথিবী হইব টান (২) ধরিবা যতনে॥
দশ দিগে তোমরা জে বৈস লোকপাল।
সাবধানে থাকিয় পৃথিবী পড়িব টান (৩)॥
স্থাবর জঙ্গম আদি জত আছে জীবী।
সাবধানে থাকিয় টান পড়িব পৃথিবী॥
জনক বিশ্বামিত্রের রাম বন্দিয়া চরণ।
ধনুকে গুণ দিতে গেলা কমললোচন॥
ধনুক ধরিয়া রাম তোলে বাম হাতে।
নোঁয়াইয়া গুণ তাথ দিলা রঘুনাথে॥
ধনুকের কুটি বৈসে পৃথিবী ভিথরে।
পৃথিবী সহিতে নারে টলমল করে॥
পাতালেত থাকিয়া বাসুকী কাঁপে ডরে।
ভূমিকম্প হৈল যেন পৃথিবী ভিথরে॥
দিক দিগন্তরে লোক গণিল প্রমাদ।
আচম্বিতে পৃথিবীতে হৈল বিসম্বাদ॥
ধনুকে গুণ দিয়া রাম দক্ষিণ কান্ধে (৪) আনে।
ভাঙ্গিল ধনুক খান গুণ ছিণ্ডে টানে॥
ধনুকের শব্দ জেন পড়িল ঝঞ্ঝনা।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে কাঁপিল সর্ব্বজনা॥
কৈলাস পর্ব্বতে থাকি মহাদেব শুনে।
শুনিয়া পরশুরামে শঙ্কা পাইল মনে॥

---

(১) অনন্ত—ঝ।
(২) থাইবে টাল—ঝ।
(৩) থাইবে টাল—ঝ।
(৪) কর্ণে—ঝ

সাগরের পার হৈতে শুনিল রাবণ।
রাবণে বোলে ইার হাথে আমার মরণ॥
মাথায় পঞ্চ ঝুটি রামের বিক্রম অপার। চ-২৫।২
কিশোর বয়স দেখি লোকে চমৎকার॥
হাথে হৈতে রঘুনাথ এড়িলা ধনুক।
দেখিয়া জনক রাজা হইল কৌতুক॥
ছ। দেবগণ বলে প্রভু পাইলাম রক্ষা।
কৃত্তিবাসে ভণে রামের বিক্রম পরীক্ষা। ছ॥

মন্তব্য। গ-চ-ছ এই তিন পুথির পাঠে চমৎকার মিল আছে, অধিকাংশ গরমিলই শব্দান্তর মাত্র। এই পাঠের সহিত ক-পুথির পাঠের এতটা প্রভেদ কেন হইল, তাহার কারণ পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

অতঃপর ক-পুথি হইতে লক্ষ্মণের সহিত স্বয়ংবরে উপস্থিত রাজগণের যুদ্ধবিবরণ দেওয়া যাইতেছে। এই যুদ্ধপ্রসঙ্গ যে গুণরাজ খাঁর রচনা এবং তাঁহার ইতিহাস পুস্তকে আছে, তাহা পূর্ব্বেই জানাইয়াছি। তবে ক-পুথিতে প্রাপ্ত বলিয়া ইহা পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না। এই প্রসঙ্গ মূল রামায়ণে আছে,—বঙ্গবাসী সংস্করণ, আদিকাণ্ডের ৬৬ তম সর্গের শেষ। তথায় জনক ক্রুদ্ধ রাজগণের সহিত একা যুদ্ধ করিয়াছেন। গুণরাজ খাঁ এই যুদ্ধ লক্ষ্মণকে দিয়া করাইয়াছেন।

৪৬। রামের সাফল্যে নৃপতিগণের কোপ। লক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধে তাহাদের সকলের পরাজয় ও নিজদেশে প্রস্থান।

সীতা সনে রামেক নিলেক অন্তঃপুরে।
তাহা দেখি রাজা সব দুঃখিত অন্তরে॥
সবে মিলি ক্রোধ হৈল আমাক জিনিল।
দুগ্ধের বালকে দেথ কন্যারত্ন পাইল॥
কন্যা সনে পুরী আজি করিমু সংহার। ক-২৪।১
মিথিলা নৃপতি জাবে জমের দুয়ার॥

ই বুলিয়া ধনু ধরি জত নৃপগণ।
জনক রাজার সৈন্য করএ নিধন॥
সৈন্যের দুর্গতি দেখি লক্ষ্মণ কুমার।
অস্ত্র লৈয়া আসিলেক সৈন্য রাখিবার॥
তাহা দেখি রুষিলেক নৃপতি মণ্ডল।
বিজয়ী রাক্ষসগণ রুষিল সকল॥
দুই ভাই সমে আজি রাজ্য হইব ক্ষয়।
পুরি জিনি কন্যা আন দহিব নিশ্চয়॥
তাহা সুনি লক্ষ্মণ বোলে জত শক্তি আছে।
লঙ্ঘিতে না পার পুরি আমি আছি কাছে॥
কি বোল বালক তুমি নিষ্ফল বচন।
এখনে জাইবা তুমি যম দরশন॥
লক্ষ্মণে বোলেন তুমি বড় বড় বীর।
কার্য্য না জানিয়া বল্যা অভব্য শরীর॥
কার্য্য করি মোহাজন সর্ব্বে কহে সত্ত।
মোহাজন হেন তাকে বোলে স্বর্গ মর্ত্ত্য॥
সুনিয়া লক্ষ্মণ বাক্য নৃপতি মণ্ডলে।
অস্ত্র বরিষণ করে লক্ষ্মণ উপরে॥
কলিঙ্গের রাজা আইল বিদর্ভের পতি।
কাশিরাজা মাল্যবান আইল শীঘ্রগতি॥
কর্ণাট উৎপল আর সৈন্ধবের পতি।
আসিল তেলঙ্গ রাজা যুদ্ধ সজ্জে অতি॥
মৎস্যরাজা গান্ধার নর্ম্মদার পতি।
সেমস্ত পঞ্চক রাজা আইলা শীঘ্রগতি॥
বারাণসীপতি (১) আর উড়িষ্যার রাজা।
রাবণ নৃপতি আইল রাক্ষসের প্রজা॥
মগধের রাজা আর অবন্তির পতি।
শৃঙ্গাটের রাজা আর উত্তর রাজার গতি॥

পৃথিবীর রাজা আইল করিবারে রণ।
জনকের দ্বারে জেন সু * * (২) লক্ষ্মণ॥ ক-২৪।২
সর্ব্ব রাজা মিলিয়া জে অস্ত্র বরিষিল।
গন্ধর্ব্ব ইন্দ্রমায়া তবে লক্ষ্মণে এড়িল॥
না লড়ে লক্ষ্মণ বীর ধ্রুব জে [রহি]ল।
রাক্ষসে মনুষ্যে জত অস্ত্র বরিষিল॥
হিমালয় মন্দারে জেন মেঘে করে বৃষ্টি।
এক এক বাণে পারে সংহারিতে সৃষ্টি॥
এই অস্ত্রে জুঝিলেক লক্ষ্মণের সমে।
একে একে রাজা সব চাহে অনুক্রমে॥
তাহা দেখি বলিলেন্ত লক্ষ্মণ কুমার।
দেশে জাও রাজা সব জিয় কথ কাল॥
স্বয়ম্বরে মৃত্যু হৈলে না দেখি এ ভাল।
স্বর্গগতি নাহি তার সুন মহীপাল॥
আমার জে পূর্ব্ব বংশ জান সর্ব্ব তত্ত্ব।
সেই পুণ্য এই দিলুম সুন মহাসত্ত্ব॥
তাহা সুনি বোলে পুনি জত নৃপগণ।
লক্ষ্মণ উপরে করে অস্ত্র বরিষন॥
ব্রহ্মঅস্ত্র বায়ব্য করিল সব রাজা।
জিনিতে না পারিল লক্ষ্মণ বড় পাইল লজ্জা॥
তাহা দেখি রুষিলেক রাজা লঙ্কেশ্বর।
পঞ্চ বাণে ভেদিল লক্ষ্মণ কলেবর॥
ব্যথা পাইয়া লক্ষ্মণ দ্বিগুণ হৈল কোপ।
জুড়িল বিংশতি বাণ করিয়া আটোপ॥
দশ বাণে কাটিলেক দশ শরাসন।
আর দশ বাণ হৃদে মুহিত রাবণ॥
বিষ্ণু অস্ত্র রাক্ষসের সাক্ষাতে কাল যম।
মর্ম্মেত বেদনা পাইয়া রাজা হৈল ভ্রম॥
বিষ্ণু অস্ত্র ফুটিলেক রাবণের গাএ।
সেই পথে লঙ্কেশ্বর লঙ্কাপুরি জাএ।

(১) একবার 'কাশিরাজ' হইয়া গিয়াছে—আবার ারাণসী পতি।

(২) সুপ্ত।

আসিল কলিঙ্গ রাজা বিদর্ভের পতি। ক-২৫।১
ছয় বাণ জুড়িলেক লক্ষ্মণ সুমতি॥
তিন বাণে বিন্ধিলেক কলিঙ্গের পতি।
মোহিত হইয়া রাজা দেশে করে গতি॥
তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণে বিন্ধে কলিঙ্গের রাজা।
সেই পথে পলাইল বড় পাইয়া লজ্জা॥
তবে সহস্র অবুতে (১) জে পুরিয়া সন্ধান।
হানিল লক্ষ্মণ হৃদে পঞ্চদশ বাণ॥
বাণ বেগে লক্ষ্মণের শিথিল বিক্রম।
একেশ্বর জুঝে বীরে নাহি পরিশ্রম॥
ক্রোধ হৈয়া লক্ষ্মণে জুড়িল পঞ্চশর।
রাজার মকুট কাটি পড়ে ভূমিতল॥
লজ্জা পাইয়া অর্জ্জুন বীর মনে কৈল সার।
কন্যা সমে পুরী আজি করিমু সংহার॥
ই বুঝিয়া অর্জ্জুন বীর অগ্নিবাণ জোড়ে।
এড়িলেক মোহা অস্ত্র ঘর সব পোড়ে॥
তাহা দেখি লক্ষ্মণে সান্ধিল দিব্য বাণ।
তন্ত্রে মন্ত্রে বাণ এড়ে করিয়া সন্ধান॥
মহাবৃষ্টি উপজীয়া নিবাইল হুতাস।
তবেত লক্ষ্মণে বোলে করি উপহাস॥
আর কোন অস্ত্র জান করহ অর্জ্জুন।
সংগ্রামেত দড় হৈয়া জুঝহ নিপুণ॥
ক্রোধ হৈল সহস্র অর্জ্জুন মোহামতি।
অমোঘ জুড়িল তবে অতি শীঘ্র গতি॥
সহস্র অর্জ্জুন বাণে লক্ষ্মণ মুহিত।
অচৈতন্যে মুহূর্ত্তেক আছিল ভূমিত॥
সংজ্ঞা পাইয়া উঠিলেক কুমার লক্ষ্মণ।
নিদ্রা হতে উঠে জেন সহস্রলোচন॥
সপ্তবাণ জুড়িলেক লক্ষ্মণ [কুমার]। ক-২৫।২
অর্জ্জুনের হৃদয় হানিল অনিবার॥

পঞ্চবাণ হৃদে হানে দ্বিতীয় ললাটে।
বিষ্ণুবাণ অর্জ্জুনের হৃদয়েত ফুটে॥
মুহিত হইয়া রাজা রথোপরে পড়ে।
হস্তের ধনুক খসি ভূমিতলে গড়ে॥
সংজ্ঞাহীন হইয়া রাজা রহিল রথেত।
সারথিএ নিল তাকে আপনা দেশেত॥
তবে জত নৃপতিএ আইল স্বয়ম্বরে।
দ্বারেত জিনিল সব লক্ষ্মণ কুমারে॥
পৃথিবীর রাজা সবে পাইলেক লাজ।
একেশ্বর লক্ষ্মণে জিনিল সমাজ॥
লক্ষ্মণ বিক্রম দেখি জনক মহাবীর।
মনেত ভাবিয়া নৃপ বুদ্ধি কৈল স্থির॥
উর্ম্মিলা আমার কন্যা পরম সুন্দর।
লক্ষ্মণেত সমর্পিব সেই কন্যাবর॥
এই বাক্য স্থির করি মনেত রাখিল।
নৃপতি জনকে তাক প্রকাশ না কৈল॥
এই মতে আছে সব জনক ভুবন।
কুশধ্বজ নৃপতির সানন্দিত মন॥
লক্ষ্মণের যুদ্ধ দেখি বড় উল্লসিত।
একেশ্বর যুদ্ধ কৈল সবার সহিত॥
রাজচক্রমণ্ডলে বেড়িয়া কৈল রণ।
স্থির হৈয়া শিশুএ জিনিল সর্ব্বজন॥
কুশধ্বজ জনক যে দুই সহোদর।
দেখিয়া লক্ষ্মণ যুদ্ধ হরিষ অন্তর॥
যুদ্ধবেশ এড়িলেক কুমার লক্ষ্মণ।
কুশধ্বজ জনকের বন্দিল চরণ॥
কুমারকে আলিঙ্গিয়া দুই সহোদরে।
কোলেতে লইলা রাজা চুম্বিয়া কপালে॥
এই মতে দুই ভাই জনকের ঘরে। ক-২৬।১
[পু] জিত দেবতা জেন জনক আগারে॥
রামেকে বরিলা যদি সীতা গুণবতী।
রাজা সব চলি গেল জার জে বসতি॥

---

(১) অর্জ্জুনে ?

৪৭। জনকের দশরথকে অযোধ্যা হইতে ভরত শত্রুঘ্ন সহ মিথিলায় আনয়ন। রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্নের বিবাহ। জনকের রামচন্দ্রকে মিথিলা রাজ্য প্রদান। পুত্র ও পুত্রবধূগণ সহ দশরথের অযোধ্যা যাত্রা।

মন্তব্য। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে ক-পুথির পাঠে এবং গ-চ-ছ-পুথির পাঠে বিশেষ মিল নাই। প্রথমে ক-পুথির পাঠ দেওয়া যাইতেছে।

হেন কালে কহিলেক মুনি মহাসত্ত।
দূত পাঠাইয়া আন রাজা দশরথ॥
স্থনিয়া মুনির বাক্য জনক নৃপতি।
অযোধ্যাত দূত পাঠাইল শীঘ্রগতি॥
ত্বরিত গমনে গেল অযোধ্যা নগরে।
সকল কহিল গিয়া রাজার গোচরে॥
রামের কারণে রাজা চিন্তে অহর্নিশ।
স্থনিয়া দূতের বাক্য হইল হরিশ॥
মহোৎসব করিলেন স্থনিয়া রাজন।
মহাপাত্র আনি রাজা বলিলা বচন॥
এথাতে থাকহ তুমি চিন্ত রাজ কার্য্য।
সাবধানে আপনে রাখিবা সর্ব্ব রাজ্য॥
সপুত্র বান্ধবে জাই মিথিলা নগর।
ই বুঝিয়া মহারাজা চলিলা সত্বর॥
সঙ্গে করি লইলা বসিষ্ঠ পুরোহিত।
দুই পুত্র সঙ্গে রাজা চলিলা ত্বরিত॥
সৈন্য সমে সাজীয়া চলিলা মহারাজ।
ত্বরিতে চলিয়া গেলা মিথিলা সমাজ॥
স্থনিয়া জনক রাজা হৈলা হরষিত।
বাড়িয়া আনিলা গিয়া বান্ধব সহিত॥
দুই রাজাএ স [ম্ভাষা] আছিল বহুতর।
পূজিয়া আনিল তানে আপনার ঘর॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণে আসি করিলা প্রণাম।
আশীর্ব্বাদ করিল রাজা পূরুক মনস্কাম॥
নানা ভক্ষ্য ভোজ্য দিয়া করাইল ভোজন।
বিচিত্র পালঙ্ক দিলা করিতে শয়ন॥ ক-২৬।২
ইষ্ট আলাপনে রাজা পোহাইল রজনী।
প্রভাতে একত্রে বৈসে দুই নৃপমণি॥
রাজা সব বসিল বসিল মুনিগণ।
দুই রাজকুল ব্যাখ্যা ক[রেন ব্রা]হ্মণ॥
সূর্য্যবংশ মহিমা করএ মহামুনি।
বসিষ্ঠে কহেন কথা, স্থনে রাজধানী॥
শতানন্দ (১) ব্রাহ্মণ জনক পুরোহিত।
চন্দ্রবংশ গুণ কহে সভার বিদিত॥
জনকে বোলএ রাজা স্থনহ বচন।
শ্রীরামেত সীতাকে করিব সমর্পণ॥
তাহা স্থনি দশরথে দিলেক উত্তর।
চারি পুত্র সমে আইল তোমার গোচর॥
জনকে বোলএ রাজা স্থনহ বচন।
দ্বিতীয় দুহিতা দিব কুমার লক্ষ্মণ॥
কুশধ্বজের দুই কন্যা অতি স্থলক্ষণ।
দুই কন্যাএ তবে ভরত শত্রুঘ্ন॥
তাহা স্থনি দশরথ হরিষ অন্তর।
অন্তঃপুরে লৈয়া যায় দুই সহোদর॥
চারি কন্যা করিলেক মঙ্গল আচার।
অধিবাস করিলেক ইত্যাদি কুমার॥
রঘুনাথের অধিবাস জানি দেবগণ।
প্রজাপতি সনে আইলা জনক ভুবন॥

---

(১) মূলে শতানন্দ।

দশ দিক পাল আইলা দেবের মণ্ডলী।
জয় জয় শব্দ হৈল মিথিলা নগরী ॥
নান্দিমুখ করাইল জেমত বিহিত।
প্রভাতে আসিল দুই রাজপুরোহিত ॥
হেন কালে রাজা বোলে বসিষ্ঠের স্থানে।
চূড়াকর্ম্ম চারি ভাই কর শুভক্ষণে ॥ ক-২৭।১
চূড়াকর্ম্ম করিয়া করিলা অভিষেক।
নারিগণ আসিলেক আছিল জতেক ॥
দৈবৃজ্ঞ আনিয়া রাজা কৈলা শুভক্ষণ।
সীতা রাম বিচ্ছেদ নাহিক কদাচন ॥
মহালগ্ন জানিয়া জতেক দেবগণ।
চক্র করি চন্দ্রক (১) পাঠাইলা ততক্ষণ ॥
ধরিয়া দৈবজ্ঞ রূপ আইলা দ্বিজরাজ।
গণিল বিবাহ লগ্ন নৃপতি সমাজ ॥
মহালগ্ন দূর করি বিচ্ছেদ লগ্ন কৈল।
সেই লগ্নে শ্রীরামেক বিবাহ করাইল ॥
চারি কন্যা সজ্জ হৈল বিবিধ বিধানে।
লক্ষ্মী অবতার সীতা দেখে সর্ব্বজনে ॥
রঘুনাথে পরিণয় কৈল জানকীরে।
বিদ্যুত সম্ভোগ জেন কৈল জলধরে ॥
আনন্দিত হইলা তবে জত দেবগণ।
বিচ্ছেদ বিবাহ দেখি হরিষ বদন ॥
জনকের দুহিতা উর্ম্মিলা গুণবতী।
তাহানে করিলা বিহা লক্ষ্মণ সুমতি ॥

(১) বাজার সংস্করণে দেখা যায়, দেবগণ চন্দ্রকে চক্রান্ত করিয়া নর্ত্তকবেশে মিথিলায় পাঠাইয়াছিলেন। চন্দ্রের নৃত্য দেখিয়া বিবাহসভার সকলে এমন মোহিত হইয়া গেলেন যে কাহারও আর কালজ্ঞান রহিল না। শুভলগ্ন এইরূপে ভ্রষ্ট হইল।

কুশধ্বজের দুই কন্যা অতি সুলক্ষণ।
বরিলেক দুই কন্যায় ভরত শত্রুঘ্ন ॥
বেদের বিধানে রাজা কন্যা কৈলা দান।
বিবিধ যৌতুক দিলা শাস্ত্রের প্রমাণ ॥
বাসী বিবাহ কৈলা চারি সহোদর।
বিপ্রের দক্ষিণা দিলা হরিষ অন্তর ॥
বিবাহ চাহিতে আইলা জত দেবগণ।
জয় জয় ধ্বনি শব্দে পূরিল গগন ॥
আশীর্ব্বাদ করিলেন [থাকি]য়া আকাশ।
তোমা হতে দুষ্ট জন হউক বিনাশ ॥
আশীর্ব্বাদ করিয়া আপনে প্রজাপতি। ক-২৭।২
পুষ্প বৃষ্টি করি গে[লা আপনা] বসতি ॥
তবে দশরথে কহে জনকের স্থান।
এক কথা কহিব রাজা কর অবধান ॥
তোমার সমুক্ষ (১) রাজা বড় পুণ্যে পাই।
বিদাএ করহ এবে নিজ দেশে জাই ॥
সুনিয়া ভূপতি গেলা নিজ অন্তঃপুরি।
কান্দিয়া বোলএ সুন জানকী সুন্দরী ॥
সুন সুন অএ সীতা অযোনিসম্ভবা।
মাএর পরাণ তুমি বাপের দুর্ল্লভা ॥
শ্বশুর শাশুরীর সেবা করিয় যতনে।
স্বামী সেবা করিবা পরম সাবধানে ॥
সদ্‌গুণ নির্গুণ হৌক স্বামী সে দেবতা।
স্বামী বিনে গতি নাহি সুন দেবী সীতা ॥
জনকের মোহাদেবী মলয়া সুন্দরী।
অনেক কান্দিলা সেই লইয়া কুমারী ॥
অনেক কান্দিল কুশধ্বজের বনিতা।
এক কালে ছাড়ি জাএ চারি সুচরিতা ॥

(১) তোমা সম মুখ্য ?।

দুই দেবী কান্দে চারি কন্যা লই কোলে।
তুমি সবে চলি যাও দেশ দেশান্তরে॥
সীতাএ বোলেন মাও না কর ক্রন্দন।
এমত স্বজিয়া আছে বিধি নিবন্ধন॥
শিশুকালে মাতা পিতাএ করএ পালন।
যৌবন হইলে স্বামীর করএ সেবন॥
সীতার বচন শুনি দেবীএ তখন।
জনকেরে সম্বোধিয়া বুলিলা বচন॥
শ্রীরাম আনিয়া কন্যা কর সমর্পণ।
দশরথ রাজা আন কুলের ব্রাহ্মণ॥
সকল আনিয়া পুরে সভা করি বসি।
কন্যা হাতে করিয়া জনক মোহা ঋষি॥
হস্তেত লইয়া জনক তুলসীর পাত।
জানকীরে সমর্পিলা শ্রীরামের হাত॥
পুন দশরথ রাজা কুলের ব্রাহ্মণ। ক-২৮।১
জানকী সহিতে রাজ্য কৈল সমর্পণ॥
আজি হতে শ্রীরাম মিথিলা অধিকারী।
তপস্যা করিব আমি কাল অনুসারি॥
রাজ্য জন জত ইতি সব কৈনু দান।
জত রথ অশ্ব হস্তী সকল তাহান॥
রজত কাঞ্চন মণি ভাণ্ডারে সকল।
আমার দেশেত রাম জগত ঈশ্বর॥
এতেক কহিয়া রাজা করি সমর্পণ।
কন্যাকে চালাইয়া রাজা দিলা ততক্ষণ॥
রাজ্য পাইয়া রঘুনাথ হইলা উল্লাস।
মিথিলার লোক আনি করিলা আশ্বাস॥
জনক রাজার এক মোহাপাত্র আনি।
সমর্পিয়া তাহাত চলিলা রঘুমুণি॥

চতুর্দোল আনি কন্যা করি আরোহণ।
আনন্দিত হৈয়া রাজা করিলা গমন॥
রথে চড়ি জাএ রাজা কুতুহল মতি।
চারি ভাই সহিতে চলিলা রঘুপতি॥

মন্তব্য। অতঃপর গ-চ-ছ-পুথির মিলিত পাঠ প্রদত্ত হইতেছে। ঝ-পুথির সহিতও এই পাঠের মোটামোটি মিল আছে।

৪৭। ক। অযোধ্যা হইতে দশরথকে আনিতে জনকের দূত প্রেরণ এবং ভরত শত্রুঘ্ন সহ দশরথের মিথিলায় আগমন।

জনকে বোলে বিশ্বামিত্র বিলম্ব কি কারণ।
ঝাট সীতা রামের তরে কর সমর্পণ॥
বিশ্বামিত্র মুনি বোলে বলি তোমার তরে। গ-৪৪।২
দূত পাঠাইয়া দেহ অযোধ্যা নগরে॥
সীতা দিয়া করিবা যদি শ্রীরামের পূজা।
দেশ হোতে ঝাট আন দশরথ রাজা॥
শুনিয়া জনক রাজা হইল হরষিত।
ডাক দিয়া আনিল কুলের পুরোহিত॥
দশরথ আনিতে চল অযোধ্যা নগর।
আমার সংবাদ কৈবা রাজার গোচর॥
সূর্য্যবংশে জন্ম তাঁর তেজ জে অপার (১)।
চন্দ্রবংশে জন্ম মোর বিদিত সংসার॥
এত শুনি পুরোহিত চলিলা হরিষে।
উত্তরিলা গিঞা দ্বিজ অযোধ্যার দেশে॥

---

(১) তার পুত্রের তরে আমি দিব কন্যা দান।
তার কুল আমার কুল একই সমান॥ ঝ।

সর্ব্বক্ষণ চিন্তে রাজা শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
হেন কালে ব্রাহ্মণের সনে দরশন॥
ব্রাহ্মণ দেখিয়া রাজা করিল প্রণাম।
আশীর্ব্বাদ করি বোলে আপনার নাম॥
মিথিলাতে ঘর মোর জনকপুরোহিত।
তোমা নিতে রাজা মোরে পাঠাইল তুরিত॥
তোমার পুত্র আছেন তথা শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ রক্ষা কৈল ডুইজন॥
তবেঁ ডুই জনে গেলা মিথিলা তুরিতি।
বিশ্বামিত্র আছেন তথা শ্রীরাম সংহতি॥
জনক রাজার কথা কহি কর অবগতি।
সীতা নামে কন্যা তার বড় রূপবতী॥
এতরূপে কন্যা নাহি এ তিন সংসার।
অযোনিসম্ভবা কন্যা শুন চমৎকার॥
কন্যারূপ দেখি সবে মনে অনুমানি।
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া লক্ষ্মী আসিলা আপনি॥ ছ-৩৬।১
মহাদেবে ধনু থুইল জনকের স্থানে। গ-৪৫।১
প্রতিজ্ঞা করিল রাজা সভা বিগ্রমানে॥
এই ধনুকেত জেই গুণ দিতে পারে।
সীতা নামে কন্যা মোর সেই বিভা করে॥
জত জত রাজা ছিল পৃথিবী মণ্ডলে। চ-২৬।১
ধনুকে গুণ দিতে আইল মিথিলা নগরে॥
সত্তরি যোজন পথ ধনুখানে জোড়ে।
দেখিয়া সকল রাজা পলাইল ডরে॥
এত শুনি রাম গেল মিথিলা নগরে।
ধনুকেত গুণ দিল সভার ভিতরে॥
জনক প্রতিজ্ঞা সিদ্ধি হইলেক কাজ।
শ্রীরামেরে কন্যা দিব জনক মহারাজ॥

তোমা অগোচরে রাম বিভা নাহি করে।
ঝাট চল রাজা তুমি মিথিলা নগরে॥
এতেক শুনিয়া রাজা হরিষ অন্তর।
শুনিয়া সন্তোষ হৈল পুরির ভিতর॥
অন্তঃপুরে গিয়া রাজা বসিলা সিংহাসনে।
কৌশল্যা কেকই রাজা ডাক দিয়া আনে॥
সাবধানে থাক সব মঙ্গল আচারে।
মিথিলা চলিল আমি পুত্র বিভা তরে॥
সৈন্য সেনা রাজার জে সাজিল বিস্তর।
সাজিয়া চলিল সব মিথিলা নগর॥
ভরথ শত্রুঘ্ন চলে রাজার সংহতি।
রথ আনি জোগাইল সুমন্ত সারথী॥
নানা শব্দে বাদ্য বাজে রাজ বাজন।
দশরথ সাজ দেখি কাঁপে দেবগণ॥
সৈন্য সেনা রাজার চলিল কোলাহলে।
উত্তরিল গিয়া রাজা মিথিলা নগরে॥
দশরথবার্ত্তা পাইল জনক মহারাজা।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া রাজা করিলেক পূজা॥
হেনকালে আইল তথা শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
ডুই ভাই বন্দিলেক বাপের চরণ॥
ছ। সুখে রাত্রি বঞ্চে রাজা চারিপুত্র লঞা।
অধিক কৌতুক রামের মহিমা শুনিয়া॥
রাম মুখ চাঞা রাজা দশরথ হাসে।
আগুকাণ্ডে অপূর্ব্ব গীত গায় কৃত্তিবাসে॥ ছ।

৪৭-খ। বিবাহ সভায় বসিষ্টের সূর্য্যবংশ কীর্ত্তন।

ছ। প্রভাতে বসিলা সভামধ্যে রাজাগণ।
দেবসভা হৈল যেন ইন্দ্রের ভবন॥ ছ

দুই রাজা সভা করি এক ঠাই বসি। ছ-৩৬।২
সূর্য্য বংশ কথা কহে বসিষ্ঠ মহাঋষি॥ গ-৪৫।২
ছ। অব্যয় শাশ্বত হৈতে ব্রহ্মার উৎপত্তি।
মরীচি তাঁহার পুত্র ত্রিজগতে খ্যাতি॥ ছ।
প্রথমে মরীচি হৈল ব্রহ্মার নন্দন।
তার পুত্র কাশ্যপ হৈল তপোধন॥
কাশ্যপের পুত্র হৈল সূর্য্য মহাশয়।
ত্রিভুবন আলো করে সূর্য্যের উদয়॥
সূর্য্যের জে পুত্র হৈল মনু মহারাজা।
দেবদানবে ত্রিভুবনে সবে করে পূজা॥
ইক্ষাকু নামে রাজা হৈল মনুর তনয়।
জগতে বিখ্যাত হৈলা ধার্ম্মিক হৃদয়॥
ইক্ষাকুর পুত্র তবে হইল বিকুক্ষি (১)।
বহু দিবস রাজ্য করিয়া হৈল সুখী॥
বিকুক্ষির পুত্র হৈল বেণু মহাগুণী।
তার পুত্র যৌবনাশ্ব সর্ব্বলোকে জানি॥
যৌবনাশ্বের পুত্র যে হইল সুবিসন (২)।
অম্বরীষ নামে রাজা তাহার নন্দন॥
তাহার পুত্র রাজা হৈল পৃথু নাম ধরে।
তিনশত যোজন জুড়ি পুরি খান করে॥

চ। সপ্তদ্বীপ পৃথিবীতে আছিলেক কর্ত্তা।
অসম সাহস রাজা দানে মহাদাতা॥ চ
রথের সাত চাকায় হইল সাত সমুদ্র।
বিষ্টরাষ্ট (১) নামে তার হৈল জ্যেষ্ঠ পুত্র॥
তার পুত্র শ্রীবিষ্ট (২) হইল গুণধাম।
তার পুত্র এত্ম (৩) হৈল রূপে অনুপাম॥
ভরথ (৪) নামে রাজা হৈল তাহার তনয়।
তার পুত্র সঙ্কাতক (৫) নামে মহাশয়॥
মহারাজ সঙ্কাতক হৈল নরেশ্বর।
অনাহারে তপ করে দশহাজার বৎসর॥
মান্ধাতা নামে রাজা হৈল তাহার নন্দন।
সপ্তদ্বীপ পৃথিবী জে করিল শাসন॥
মান্ধাতার সৃষ্টি বলি সর্ব্ব লোকে বোলে।
এমত জে মহারাজা ছিল সত্যকালে॥
ছ। [মান্ধাতার পুত্র] ধ্রুবসন্ধি মহারাজা।
অবনীমণ্ডলে তার সবে করে পূজা॥
ধ্রুবসন্ধির (৬) আত্মজ ভরত মহামতি।
ভারত বলিয়া নাম রাখিলেন ক্ষিতি॥ ছ

---

(১) পাশ্চাত্য সংস্করণের মূল রামায়ণে ইক্ষাকুর পুত্র কুক্ষি, তাঁহার পুত্র বিকুক্ষি। গৌড়ীয় সংস্করণে কিন্তু ইক্ষাকুর পুত্রই বিকুক্ষি-(অমরেশ্বর ঠাকুরের সংস্করণ, ৬৯৪ পৃঃ)। তিন পুথির তালিকায় মিল নাই এবং কোন তালিকারই মূল রামায়ণের সহিত মিল নাই। পার্জ্জিটার সাহেব বিশেষ বিচারপূর্ব্বক মূল রামায়ণের তালিকা অশ্রদ্ধেয় বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। গ-পুথির তালিকায় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী নাম আছে বলিয়া গ-পুথি অনুসৃত হইল।

(২) চ-ছ পুথিতে সুদর্শন একটি নাম পাওয়া যায়।

(১) পার্জ্জিটারের তালিকার সপ্তম, পৃথুর পুত্র বিষ্টরাশ্ব। Ancient Indian Historical Traditions—by Pargiter P. 145—147

(২) পার্জ্জিটারের দশম, শ্রাবস্ত।

(৩) পা—৮—আর্দ্র ?

(৪) পা—১১—বৃহদশ্ব ?

(৫) পা—১৭—সংহতাশ্ব ?

(৬) মান্ধাতা-সুসন্ধি-ধ্রুবসন্ধি-ভরত—ইহাই রামায়ণ সম্মত বংশাবলি। ইহাদের মধ্যে কৃত্তিবাসে সুসন্ধি বাদ পড়িয়াছে—ধ্রুবসন্ধির নামও একমাত্র ছ-পুথি ভিন্ন অন্য পুথিতে নাই।

সুবলা নামে রাজা হৈল তাঁহার নন্দন।
তাহার জে পুত্র রাজা হৈল ভদ্রারুণ (১)॥ গ-৪৬৷১
সত্যব্রত নামে রাজা তাহার তনএ।
তাহার যশের কথা সর্ব্বলোকে কহে॥
তার পুত্র হরিশন্দ্র হৈল মহারাজা।
সপ্তদ্বীপে যত রাজা করে তার পূজা॥
তাহার দানের কথা ঘোষে সর্ব্বজন।
রূহিদাস নামে রাজা তাহার নন্দন॥
বাহু নামে রাজা হৈল তাহার তনয় (২)।
তার পুত্র হৈল সগর মহাশয়॥
বাহুর পুত্র সগর জে মহা গুণবান।
বনবাসে জন্ম হৈল উর্ব্ব মুনির স্থান॥
সগর বংশে খনিলেক (৩) সাগর পাথার।
সগরের বংশ হৈল ষাটি জে হাজার॥
সূর্য্যবংশে আছিল সগর মহারাজা।
সগরের জ্যেষ্ঠ পুত্র নাম অসমঞ্জা॥
সূর্য্যবংশে সেই জে করিল অনাচার।
তার তরে সগরে না দিল রাজ্যভার॥
অসমঞ্জার পুত্র হৈল নাম অংশুমান।
নাতির তরে সগর রাজা রাজ্য কৈল দান॥
দিলীপ জে নাম রাজা তাহার তনয়।
তার পুত্র হৈল ভগীরথ মহাশয়॥
ভগীরথ মহারাজা জগতেত খ্যাতি।
পৃথিবী মণ্ডলে আনে গঙ্গা ভাগীরথী॥
পৃথিবী মণ্ডলে হৈল গঙ্গা অবতার।
এক রাজা ধন্য কৈল জগত সংসার॥
ভগীরথের পুত্র হৈল রাজা জে সৌদাস (১)।
শরীর সহিতে রাজা গেল স্বর্গ বাস॥
সৌদাসের পুত্র হৈল রাজা দারুণ।
সুবাহু (২) জে নাম রাজা তাহার নন্দন॥
তার পুত্র গুণসুকুস্থ গুণে অনুপাম।
তার পুত্র কাকুস্থ জে বংশ সব নাম॥
কাকুস্থের পুত্র দিনভাগ মহাবলী।
তাহার যশের কথা সর্ব্বলোকে জানি॥
তার পুত্র রাজা হৈল নামে দীর্ঘবাহু।
নবগ্রহ খাটে রাজার দ্বারে খাটে রাহু॥
তার পুত্র মহারাজ অনরণ্য নাম।
রাবণের সনে বিস্তর করিল সংগ্রাম (৩)॥
তার পুত্র দিলীপ জে রাজা মহাগুণী।
সূর্য্যবংশে দুই দিলীপ (৪) সর্ব্বলোকে জানি॥

(১) পুরাণের ত্রয্যারুণ—রামায়ণে এই নাম নাই। পার্জ্জিটারের ৩০। রামায়ণে পরবর্ত্তী সত্যব্রত-হরিশ্চন্দ্র-রোহিতাশ্বের নামও নাই।

(২) পার্জ্জিটারের তালিকায় রোহিতাশ্ব হইতে বাহু পঞ্চম। বাহুর নামান্তর অসিত। ছ-পুথিতে বাহুর পরিবর্ত্তে সগরের পিতার নাম অসিত বলিয়া লিখিত আছে। রামায়ণে অসিত নামই আছে।

(৩) খুলিলেক-ঝ।

(১) পার্জ্জিটারের তালিকার ৫৩, ভগীরথ হইতে নবম। কৃত্তিবাস বিখ্যাত ত্রিশঙ্কুর কাহিনী সর্ব্বত্রই সুদাসের ঘাড়ে চাপাইয়াছেন কেন, বুঝিলাম না।

(২) সুকেতু—ঝ।

(৩) অনরণ্যের সহিত রাবণের যুদ্ধের বিবরণ খ-পুথিতে আছে। খ-৩২।১। তথায় নামটি নলাবধ্য রূপ ধারণ করিয়াছে।

(৪) অপর প্রথম দিলীপ ভগীরথের পিতা।

তার পুত্র রঘু হৈল জগতের কর্ত্তা।
পৃথিবী মণ্ডলে নাহি রঘু সম দাতা॥
রঘুবংশ বলিয়া জে সর্ব্বলোকে ঘোষে।
এই মত রাজা সব ছিল সূর্য্য বংশে॥
তার পুত্র অজরাজা সর্ব্বলোকে জানে।
অজের পুত্র দশরথ দেখ বিদ্যমানে॥
দশরথ মহারাজা রূপে অনুপাম।
দশরথের পুত্র এই দেখহ শ্রীরাম॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর পাঁচালী।
সূর্য্যবংশ কৈয়া দিল জত বংশাবলী (১)॥

মন্তব্য। এই তালিকায় ব্রহ্মা হইতে রাম পর্য্যন্ত ৪৩ পুরুষের নাম আছে। পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, ইত্যাদির তালিকাই পরস্পর মিলে না, কাজেই এক পুথির তালিকা অপর পুথির সহিত না মিলা আশ্চর্য্যের কথা নহে। তবে এই গ-পুথির তালিকায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নাম আছে এবং প্রধান রাজা কাহারও নাম বাদ পড়ে নাই। বসিষ্ঠ সূর্য্যবংশ কহিলেন এবং শতানন্দ চন্দ্রবংশ কহিলেন, এইটুকুমাত্র উল্লেখ করিয়া ক-পুথি আসল তালিকা বাদ দিয়া গিয়াছে। বাজার সংস্করণে এই তালিকা আছে কিন্তু আদিকাণ্ডের প্রথমে সূর্য্যবংশের কয়েকজন প্রধান প্রধান রাজার কীর্ত্তিকাহিনী বর্ণনা করিয়া উহা এক বিষম গোলযোগের সৃষ্টি করিয়াছে। অতঃপর গ-চ-ছ পুথি মিলাইয়া চন্দ্রবংশ-কথন দেওয়া যাইতেছে।

৪৭-গ। শতানন্দের চন্দ্রবংশ কথন।
ইলার উপাখ্যান।

ছ। কৃতাঞ্জলিপুটে কহে জনক রাজন।
আমাদের বংশ রাজা করহ শ্রবণ॥
নামে আচরণে কর্ম্মে কুলে শীলে যত।
কন্যাদানে বিস্তারিয়া [ক] হ্যা বিশেষত॥
জনক ইঙ্গিত পাঞা বশিষ্ট দশরথে।
মধুর বচনে কহে সবার সাক্ষাতে॥ ছ।
শতানন্দ নামে মুনি জনক পুরোহিত।
গৌতমের পুত্র তেহো জগত বিদিত॥
চন্দ্রবংশে জত রাজা সকল সে জানে।
বিস্তারিয়া কহে মুনি (১) দশরথে শুনে॥
সকল দেবতা করেন ক্ষীরোদ মন্থন।
ক্ষীরোদ মথনে হৈল চন্দ্রের জনম॥
অর্দ্ধচন্দ্র লৈয়া শিব ধরিলেক শিরে।
দ্বিজরাজ বলি তারে বোলেন সংসারে॥
সপ্ত স্বর্গ জিনি চন্দ্র উদয় আকাশ।
চন্দ্র আলো করিলে হয় রজনী প্রকাশ॥
বুধ নামে পুত্র হৈল চন্দ্রের নন্দন।
বুধের পুত্র পুরোরবার অপূর্ব্ব কথন॥
পুরোরবা মহারাজা বুধের কুমার।
পুরুষের গর্ভে জন্ম হইল তাহার॥
ইলা রাজা স্ত্রী হৈল মহাদেবের সাপে।
পুরুষ হৈয়া স্ত্রী (হৈল) আলো করে রূপে॥
ইলা নাম ধরে সেই রাজ্যের ঈশ্বর।
প্রজাপতির বেটা রাজা সর্ব্বগুণধর॥ (২)

(১) কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর বচন।
সূর্য্যবংশ বংশাবলি কৈল নিরূপণ॥ ছ-পুথি

(১) মূল রামায়ণে জনক নিজের বংশাবলি নিজেই বলিয়াছেন। খ-পুথি দুই কূলই রক্ষা করিয়াছে। উহার মতে শতানন্দকে চন্দ্রবংশ কীর্ত্তন করিতে আহ্বান করা হইলে শতানন্দ বিব্রত হইয়া পড়িলেন। জনক বলিলেন, আমার পুরোহিত নিতান্ত অল্পবয়স্ক, আমার কুল আমি নিজেই বলিতেছি।

(২) এই স্থানে পাঠের গোলমাল আছে। তিন পুথি মিলাইয়া সঙ্গত পাঠ ধরা গেল।

রাজচক্রবর্ত্তী রাজা পৃথিবী মণ্ডলে।
দেবতা গন্ধর্ব্ব কাঁপে তার বাহুবলে ॥
নানা ফুল সুগন্ধি বসন্ত চৈত্র মাস।
মৃগ মারিতে গেলা ইলা পর্ব্বত কৈলাস ॥
স্ত্রীরূপ হইয়া তথা আছেন মহেশ্বর।
স্ত্রী হইয়া স্ত্রী লইয়া করেন কুতুহল।
বনজন্তু মৃগ পক্ষী সভে হৈল স্ত্রী।
পার্ব্বতী মহেশ দোহে আছেন কুতুহলী ॥
হেন কালে গেলা ইলা তাহাঁর (১) সমীপে।
জাবামাত্র স্ত্রী হইলা মহাদেবের সাঁপে ॥
যত অনুচর তার আছিল সংহতি।
সকল ঠাট কটক রাজার হইল স্ত্রী জাতি ॥
স্ত্রীময় দেখে রাজা যত অনুচর।
ত্রাস পাঞা ইলা রাজা হইলা ফাঁফর ॥
সর্ব্বাঙ্গ চাহিয়া দেখে অপনি হৈলা স্ত্রী।
মহাদেবের পায় ধরি বিস্তর কৈল স্তুতি ॥
ছ। দেবের দেবতা তুমি বিধির বিধাতা।
ত্রিজগত মধ্যে প্রভু তুমি সবার কর্ত্তা ॥
বিধি বিষ্ণু দেবাদি তোমা না পায় ধেয়ানে।
মূঢ়মতি নর আমি জানিব কেমনে ॥
ক্ষেম অপরাধ প্রভু না জানি ভজন।
দেবেন্দ্র মুনীন্দ্র তোমার না জানে পূজন ॥

তবে তুষ্ট হৈলা স্তবে দেব মহেশ্বর।
কৃপাবান হঞা বলে মাগি লহ বর ॥
পুরুষ হবার বর বিনা মাগ অন্য বর।
যাহা তোমা মনে লয় পৃথিবী ভিতর ॥ চ
স্ত্রী হইয়া স্ত্রী লইয়া আমি করি কেলি।
আমা লাজ দিয়া তুই স্ত্রী জাতি হইলি ॥
তোর সঙ্গে আসিঞাছে যত অনুচর।
পুরুষ হৈয়া দেশে যাউক তারে দিলাম বর ॥
তাহা সবার দোষ নাহি তারে দিলাম বর।
আপনার দোষে স্ত্রী হইলে নৃপবর ॥
মহাদেবের শুনিল রাজা দারুণ বচন।
পার্ব্বতীর পায়ে ধরি করেন ক্রন্দন ॥
দেবী বৈল (১) শিব বাক্য নহিবেক আন।
একমাস হইবে স্ত্রী কহিল সন্নিধান ॥
আর মাস পুরুষ হবে না জায় খণ্ডন।
আপন দেশে চল রাজা না কর ক্রন্দন ॥
স্ত্রী হইয়া একমাস রহিবে পুরুষ সনে।
পূর্ব্ব মাসের কথা তোমার না পড়িবে মনে ॥
আর মাস হবে তুমি পুরুষ সুন্দর।
ক্রন্দন সম্বলি রাজা ঝাট চল ঘর ॥
ঠাট কটক রাজার সভে গেলা দেশ।
লজ্জা পাঞা বনে রাজা করিলা প্রবেশ ॥
সেই বনের ভিতর আছে দিব্য সরোবর।
বুধ তপ করেন তথা চন্দ্রের কোঙর ॥
দ্বিতীয়ার চন্দ্র যেন করিছে উদয়।
জলের ভিতর থাকি তপ করে অতিশয় ॥

ইলার গল্প গ-পুথি বাদ দিয়া গিয়াছে। উদ্ধৃত পাঠ চ-পুথির, ছ-পুথির কিঞ্চিৎ মিশ্রণ আছে।

(১) চ-পুথির পাঠ। স্পষ্ট হ-এর উপর চন্দ্রবিন্দু দেওয়া আছে। সম্মানার্থক 'তাহার' লিখিতে ত-এর উপর চন্দ্রবিন্দু দেওয়ার প্রথা কি করিয়া প্রচলিত হইল, জানি না। বিশুদ্ধ প্রয়োগ নিশ্চয়ই 'তাহাঁর'।

(১) প্রয়োগটি লক্ষ্যের যোগ্য। কহিল = কৈল। বলিল = বৈল।

স্ত্রী হইয়া ইলা তথা জলে করে কেলি।
তপ এড়িয়া বুধ তখন স্ত্রীকে নিহারি ॥
স্ত্রী দেখিলে হয় পুরুষের তপ ভঙ্গ।
আছুক অন্যের দায় বুধের অনঙ্গ ॥ (১)
ইলা কাছে গেলা বুধ কামে অচেতন।
কার কন্যা একেশ্বরী এথা কি কারণ ॥
চন্দ্রের কুমার আমি বুধ নাম ধরি।
তোর রূপে মোহ গেলাম হও মোর নারী ॥
বুধের কথা শুনিঞা ইলার হৈল হাস।
স্ত্রী হইয়া বুধের সনে রহে এক মাস।
বড়ই শৃঙ্গার রসে রহিলা কুতুহলে ॥
কেলিতে হইল গর্ভ ইলার উদরে
একমাসে স্ত্রী হয় পুরুষ আর মাসে।
পুরুষ মাসে ইলা নাহি জায় বুধের পাশে ॥
এতেক সন্ধান না জানে বুধের কুমার।
পুরুষ মাসে তপ করে বনের মাঝার ॥
নয় মাসে প্রসব হৈলা সুন্দরী ত ইলা।
পুরুরবা পুত্র হৈলা যেন চন্দ্রকলা ॥
গ। সেই গর্ভে জন্ম হৈল পুরুরবা রাজা।
দুই পুরুষের তেজ বলে মহাতেজা (২)। গ
নয় মাসে ইলার হৈল সাঁপ বিমোচন।
নহুষ পুত্র হইল পুরুরবার নন্দন ॥
নহুষের পুত্র হৈল রাজা য়ুযাতি।
মহারাজা যযাতি জে জগতেত খ্যাতি ॥
যযাতির কথা জে শুনিতে চমৎকার।
ত্রিশ হাজার বৎসর রাজ্য করে চিরকাল ॥

(১) স্ত্রী দরশনেতে পুরুষের বাঢ়ে রঙ্গ। ইলা রাজার রূপ দেখি বুধের তপ ভঙ্গ। ছ—পুথি।

(২) সূর্য্য বংশে ভগীরথের জন্মের উপযুক্ত প্রত্যুত্তর।

জরা হৈল রাজা তবে কেলি করিতে নারে।
আপনার জরা দিল কনিষ্ঠ পুত্রেরে ॥
আরবার হৈল রাজা প্রথম যৌবন।
স্ত্রী লৈয়া রাজা কেলি করে সর্ব্বক্ষণ ॥
শুক্রমুনির কন্যা নাম ধরে দেবযানী।
পরম সুন্দরী সে প্রধান মহারাণী ॥
দেবযানীর পুত্র হৈল যদু নাম ধরে।
রাজ্য ভার যযাতিএ দিল তার তরে ॥
যদুরাজার কথা শুন অপূর্ব্ব কথন।
বড় ধনুর্দ্ধর রাজা ডরায় দেবগণ ॥
চন্দ্র বংশে যদু রাজা আছে চিরকাল।
চল্লিশ সহস্র বছর করিল রাজ্য ভার ॥
যদুবংশ বলি তারে সর্ব্ব লোকে বলে।
এমত সব রাজা জে আছিল চন্দ্রকুলে ॥
যদুর কনিষ্ঠ ভাই পুরু মহারাজা।
পৃথিবী শাসিয়া পালে লোক সব প্রজা ॥
পুরুর যে পুত্র হৈল নিমি মহাশয়। (১)
শিবি নামে রাজা হৈল তাহার তনয় ॥

(১) পুরাণমতে বিদেহ বা মিথিলার জনক বংশের সহিত চন্দ্রবংশের কোন সম্পর্ক নাই। বরং উহা সূর্য্যবংশেরই এক শাখা এবং ইক্ষ্বাকু হইতে পতিত। কৃত্তিবাস জনকের এই চন্দ্রবংশে জন্মকাহিনী কোথায় পাইলেন তাহা খুঁজিয়া পাইলাম না। মূল রামায়ণে নিমি হইতে বংশধারা আরব্ধ। চট্টোপাধ্যায়-মুখোপাধ্যায়ের মত এই বংশের উপাধি ছিল জনক। সীতাপালক জনকের নাম সীরধ্বজ জনক। ইঁহার পালিতা কন্যা সীতাকে রাম এবং ঔরসজাতা কন্যা উর্ম্মিলাকে লক্ষ্মণ বিবাহ করেন। ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুশধ্বজ জনকের দুই কন্যা ভরত ও শত্রুঘ্ন বিবাহ করেন। Pargiter সাহেবের Ancient Indian Historical Traditions, P. 95—96 দ্রষ্টব্য।

শিবি মহারাজা ছিল পৃথিবীর কর্ত্তা।
পৃথিবী মণ্ডলে নাহি তাঁর সম দাতা॥
ব্রাহ্মণ আছিল এক দুই চক্ষু কাণ।
কাতর হইয়া গেলা শিবি রাজার স্থান॥
আপন দুই চক্ষু রাজা তারে দিল দান।
পৃথিবীতে দাতা নাহি শিবির সমান॥
আপনি অন্ধ হইল রাজা চক্ষে নাহি দেখে।
কলেবর লঞা রাজা চলি গেল স্বর্গে (১)॥
শিবির জে পুত্র হৈল রাজা বিরোচন।
ব্রতী নামে রাজা হৈল তাহার নন্দন (২)॥
তাহার জে পুত্র হৈল মিথি নাম ধরি।
তাহার নামেত হৈল মিথিলা নগরী॥
ভস্মঅন্ত (৩) রাজা হৈল তাহার তনয়।
তার পুত্র হইল মরুত মহাশয়॥
মরুৎ রাজা যজ্ঞ কৈল শুন চমৎকার।
সুবর্ণের যজ্ঞকুণ্ড পর্ব্বত আকার॥
সোনার ভোজন পাত্র প্রত্যহ নূতন।
প্রত্যহ সে পাত্র রাজা করয়ে বর্জ্জন॥
সে সোনায় জুড়িয়াছে তিন শত যোজন।
কুবেরের ধন জিনি মরুতের ধন॥
মরুৎ সম ধনী রাজা নাহি ত্রিভুবনে।
মরুতের ধনের কথা সর্ব্বলোকে জানে॥ গ-৪৭।২
মরুতের পুত্র হৈল প্রসেন (৪) বালক।
সুখে রাজ্য করে রাজা পৃথিবী পালক॥ চ-৩৯।১
বিচিত্রবীর্য্য (৫) হৈল তাহার তনয়।
তাহা পুত্র হৈল কার্ত্তিকবীর্য্য মহাশয় (৬)।
দুর্জ্জয় শরীর রাজার ছয়শত যোজন।
কার্ত্তিকবীর্য্যের নামে পাই হারাইলে ধন (৭)॥
সহস্র পর্ব্বত রাজা সহস্র হাথে ধরে।
দেব দানব গন্ধর্ব্ব পলায় যার ডরে (৮)॥
তাহার যুদ্ধে পরাভব পাইল রাবণ।
এমন মহারাজা ছিল কার্ত্তিক মহাবল॥
হেন হেন মহারাজা হৈল চন্দ্রবংশে।
সুকীর্ত্তি রাখিয়া তারা গেল স্বর্গবাসে॥
নিসন্ধি নামে রাজা হৈল অর্জ্জুন নন্দন।
তাহার দানের কথা অপূর্ব্ব কথন॥

অদ্ভুতের রামায়ণে জনকবংশকে চন্দ্রবংশের সহিত সংযুক্ত করিবার কোন প্রয়াস নাই—নিমি হইতেই বংশবলির আরম্ভ। খ পুথির বর্ণনার সহিত অদ্ভুতের বর্ণনার আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু উহাতেও চন্দ্রবংশের সহিত অত্যন্ত সংক্ষেপে নিমিবংশকে যুক্ত করা হইয়াছে।

(১) অন্ধ হৈয়া শিবি রাজা চক্ষে নাহি দেখে। স্বর্গবাসে গেল রাজা পরম কৌতুকে। ছ-পুথি। গ-পুথিতে শিবির উপখ্যান নাই। গৃহীত পাঠ চ-পুথির।

(২) এই দুই ছত্র চ-ছ পুথিতে নাই। ধুতি-গ।

(৩) নামটি তিন পুথিতে তিন রকম। গ-ভুস্বন্ত। ছ-মুচকুন্দ। রামায়ণে মিথির পুত্র ১ম জনক।

(৪) পৃসিদক—গ। শশিদক—ছ। প্রতিন্ধক—মূল রামায়ণ॥

(৫) চিত্রার্জ্জুন—ছ-পুথি।

(৬) তার পুত্র কার্ত্তিকবীর্য্য অর্জ্জুন মহাশয়। গ-পুথি। শুধু 'কার্ত্তবীর্য্য'—ছ-পুথি।

(৭) কার্ত্তবীর্য্য নাম লৈলে পায় হারাধন। ছ-পুথি।

(৮) পর্ব্বত প্রমাণ তনু হাজার হাথ ধরে।
সংসার জিনিতে রাজা একদিনে পারে॥ ছ-পুথি।

কবি ভুলিয়া গিয়াছেন যে এই কার্ত্তবীর্য্য বা সহস্রবাহু অর্জ্জুনকে সীতার পাণি-প্রার্থীরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। ৩৯নং ও ৪৬নং প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

রাজ্য ধন বিলাএ রাজা যেবা যত চাহে।
যত্তেক বিলায়ে রাজা আর তত হয়ে ॥
নিসন্ধির পুত্র বিসন্ধি (১) নাম ধরে।
কুড়ি হাজার বচ্ছর রাজা সুখে রাজ্য করে ॥
[ছ। তার পুত্র হৈল সে উদাস নরেশ্বর।
বিচারে পণ্ডিত রাজা সর্ব্বগুণধর ॥
পৃথিবীতে ছিল রাজা মহা ধনুর্দ্ধর।
অনেক বর্ষ রাজ্য কৈল মিথিলা নগর ॥
তবে স্বর্গবাসী হৈল সেই নরবর।
নন্দিরঙ্গ নাম হৈল উদাস কুমার ॥
অনেক দিন মিথিলায় রাজ্য করে ঋষি।
তবে সেই তপ বলে হৈল স্বর্গবাসী ॥
বহুধৈর্য্য নাম হৈল তাহার নন্দন।
তার তপ দেখিয়া কাঁপয়ে ত্রিভুবন ॥
তবে স্বর্গবাসে গেল সেই তপোধন।
দেবতা নামেতে হৈল তাহার নন্দন ॥
দেবতার পুত্র হৈল সধতি মহাশয়।
তার পুত্র জন্মে ইজকেতু গুণালয় ॥
ইজ পুত্র ধৈর্য্যকেতু হৈল মহারাজা।
ধৈর্য্য পুত্র লাউসেন পালিলেক প্রজা ॥
লাউসেন পুত্র হৈল রাজা যে নৌউষ।
নৌউষ বংশ রাজ্য করে তিনশত পুরুষ ॥ ছ]
তার পুত্র কীর্ত্তিলোম (২) জগতে খেয়াতি।
তাহার গায়ের লোম যেন অগ্নি জ্যোতি ॥
পচাশী বচ্ছর রাজা কৈল উপবাস।
স্বর্গবাসে জাব রাজা বড় অভিলাষ ॥

(১) বিসণ্ডি—গ। সন্ধি—ছ।
(২) কীর্ত্তিমন্ত—গ। কীর্ত্তিনাম—চ।

শরীর সহিত রাজা হৈল স্বর্গবাসী।
তার পুত্র দেখ এই জনক মহা ঋষি ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর পাঁচালি।
চন্দ্রবংশ কৈয়া দিল জত বংশাবলি ॥

মন্তব্য। এই বংশাবলি বর্ণনার সহিত মূল রামায়ণের বংশাবলি বর্ণনার অল্পই সাদৃশ্য আছে।

৪৭-ঘ। লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্নেরও বিবাহ-সম্বন্ধ স্থিরীকরণ। বিবাহ দেখিতে জনসমারোহ এবং দেবতাগণের আগমন।

দুই রাজার বংশাবলি কৈল দুইজনে।
দুই রাজার বংশাবলি দুই রাজা শুনে ॥
জনকে বোলেন বিলম্ব কি কারণ।
রাম তরে ঝাঁট সীতা কর সমর্পণ ॥
জনকে বোলেন বেআই (১) তোমা আজ্ঞা পাই।
তোমা আজ্ঞা পাইলে আমি অন্তঃপুরে জাই ॥
তোমা আজ্ঞা পাইলে বিহাই এই শুভক্ষণ।
ঝাঁট রামের তরে কন্যা করি সমর্পণ ॥
দশরথে বোলে বেয়াই (২) শুনহ উত্তর।
চারি পুত্র লৈয়া আইল তোমার গোচর ॥
চারি পুত্র বিভা আমি দেখিবারে চাই।
চারি পুত্র বিভা হৈলে স্বর্গপুরী যাই (৩) ॥
অন্ধ মুনির সাঁপে মোর নিকট মরণ।
না জানি বিধাতা মোরে কি করে কখন ॥

(১) বিহাই—চ।
(২) শব্দটির তিন রকম বানানই পুথিতে আছে।
(৩) চ-পুথিতে সর্ব্বদা 'যাই'—গ-তে সর্ব্বদা 'জাই'।

বিশ্বামিত্র বোলে জনক বলিয়ে তোমারে।
উর্ম্মিলা সুন্দরী বিভা দিবে হে কাহারে ॥
জনকে বোলে এই যুক্তি ভাবি মনে মন। গ-৪৮।১
দ্বিতীয় জামাতা মোর কুমার লক্ষ্মণ ॥
সেই খানে কুশধ্বজ জনক সহোদর।
জোড় হস্তে বোলেন দশরথের গোচর ॥
মোর দুই কন্যা আছে অতি সুলক্ষণ।
আজ্ঞা কর বিভা দিব ভরথ শত্রুঘ্ন ॥
পুণ্ডরিক সুদক্ষিণা (১) পরম সুন্দরী।
দুই ভাই তরে দুই কন্যা দান করি ॥
দশরথে বোলে বেআই এই যুক্তি আইসে।
চারি পুত্র বিভা হৈলে আমি জাই দেশে ॥
শুনিয়া সকল লোক হইল পীরিতি।
অধিবাস দিতে সবার আনন্দিত মতি ॥
রাজ্যখণ্ডে সাড়া পড়ে সীতা দেবীর বিহা।
সংসারের লোক আইল হরষিত হৈয়া ॥
জত জত রাজা ছিল পৃথিবী মণ্ডলে।
সীতার বিভা দেখিতে আইল মিথিলা নগরে (২) ॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ আইল দেখিতে।
অন্তরীক্ষে সব দেব আইলা দিব্য রথে ॥

৪৬-ঙ। অধিবাস-উৎসব ও মঙ্গল-বাজনা।

লাচাড়ী।

ব্রহ্মা আদি দেবগণ ছিল সব সর্ব্বক্ষং
কেহ নিন্দে আপনার মতি (১)।
হেন ইচ্ছা লএ মন দেখি রাম সর্ব্বক্ষং
রাম জেন মদন মুরতি ॥
হেন লএ সভার মন দেখি রাম সর্ব্বক্ষং
কোন বিধি করিল স্ত্রী জাতি।
আদ্য কাণ্ডের গীত কৃত্তিবাস পণ্ডিত
পোথা রচিল অনুসারে ॥
মঙ্গল করহ মাও দেয় সবে রাম জয়
রাম জে সীতার অধিবাস।
আগে মাও সীতার গন্ধ (২) তবে রাম অনুবন্ধ
মিথিলাএ মঙ্গল উল্লাস ॥
[রতি সতী রম্ভাবতী লীলাবতী ভানুমতী
অধিবাসে আইল অরুন্ধতি।
নানা অলঙ্কার পরি আসিল জনক পুরি
গন্ধ দেয়ে জতেক যুবতী ॥ ঢা-বি-পুথি]

---

(১) শ্রুতকীর্ত্তি মাণ্ডবী—ছ। শ্রিতিকুতি মণ্ডবী-ঝ।

(২) ইহার পরে গ-পুথিতে একটি লাচাড়ী প্রদত্ত হইয়াছে। চ-পুথিতে আরও কয়েক ছত্র পরে 'লাচাড়ী' শব্দটি দুইটি দ্বি-দাঁড়ীর অভ্যন্তরে লিখিত আছে, কিন্তু কোন লাচাড়ী প্রদত্ত হয় নাই। এই স্থানে গ-পুথি হইতে লাচাড়ীটি প্রদত্ত হইল। ছ-পুথিতে লাচাড়ী নাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৮১৮নং কৃত্তিবাসী আদি কাণ্ডের পুথিতে এই লাচাড়ীটি অংশতঃ আছে—তাহা হইতে পাঠান্তর প্রদত্ত হইল।

(১) স্পষ্টই এই শব্দ 'পতি' হইবে। এই ছত্রের পূর্ব্বে দুই ছত্র পড়িয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। পরবর্ত্তী কলির প্রথম ত্রিপদী দ্বিতীয়ের পুনরুক্তি মাত্র, ভণিত ত্রিপদীটিও মিলশূন্য। চ-ছ-পুথি এই সকল অসামঞ্জস্য দেখিয়াই সম্ভবতঃ লাচাড়ীটি বাদ দিয়া গিয়াছে। লাচাড়ীর মধ্যেই ভনিতা কি করিয়া আসিল তাহাও বুঝা যায় না।

(২) গন্ধানুলেপন, গাত্রহরিদ্রা; বর্ত্তমান কালে কিন্তু আগে পাত্রের 'গন্ধ' হয় পরে পাত্রীর। দ্রষ্টব্য "বিক্রমপুরে বিবাহ মঙ্গল", প্রতিভা, ৭ম বর্ষ, ১৪৪ পৃষ্ঠা।

বাদ্য বাজে দণ্ডি(৩)কাঁসী দোসর মুহুরি(৪)বাঁশী
বীণা বাজে ডুমডুমির ধ্বনি।
শঙ্খ সিঙ্গ (৫) করতাল নানা বাদ্য রসাল
পিনাকের (৬) বাদ্য ভাল শুনি॥
ঢোল বাজে কাড়া(৭) ঘন ঘন বাজে পড়া(৮)
মৃদঙ্গ বাজে আর জোড়ঘাই (৯)।
দামা দড় মসা(১০)বাজে চৌঘড়ি(১১)তাহার মাঝে
বাদ্যে কিছু শুনিতে না পারি॥

চারি গাছি আম্র কলা(১২) অতি শোভে রড়ু মালা
চান্দোয়া তলে জেন চিত্ররেখা।
তার মধ্যে দিয়া ধান রুদ্র মালা অধিষ্ঠান
মুখে জেন অমৃতের সুধা॥ (১৩)
হেন লয় মোর মনে চন্দ্র নাই নিজ স্থানে
প্রণমে সে সীতার চরণে।
সীতারূপ নাই ধরে ত্রিভুবন মাঝারে
সীতারূপে হরিশ যে মন॥
সর্ব্ব লোক রাম দেখি দেখিয়া পরম সুখী
রামের তেজ ধরেন লক্ষ্মণ।
ভরত শত্রুঘ্ন তায় চারি দেখি এক কায়
দ্যুতিমন্ত চারি নারায়ণ॥

মন্তব্য। কৃত্তিবাসের ত্রিপদীর দুর্ব্বলতার কথা পূর্ব্বেও একবার উল্লেখ করিয়াছি। ৩৬নং প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য। এই ত্রিপদী যদি কৃত্তিবাসের রচনা হয় তবে পূর্ব্ব মন্তব্যেরই সমর্থন করিবে।

---

(৩) তুং-ক-ক-চণ্ডী :—

বীণা সপ্তস্বরা মুরজ মন্দিরা
বাজায়্যা দুন্দুভি দণ্ডি। পৃঃ—১৪

দণ্ড দ্বারা বাজাইতে হয় যে কাঁসী তাহাই দণ্ডী-কাঁসী হইতে পারে। অথবা দণ্ডী ডিণ্ডিম বা ঢোলক। ঢোলক হওয়াই সম্ভব। কারণ কাঁসীর সহিত ঢোলকই সাধারণতঃ বাজান হইয়া থাকে। দণ্ড দ্বারা আঘাত করিয়া বাজাইতে হয়, তাই দণ্ডী।

(৪) মুররি হইবে বোধ হয়।

(৫) সিঙ্গা।

(৬) একতারা।

(৭) ঝাঝরা।

(৮) পটহ।

(৯) বড় করতাল কি? নাগারা নহে তো? নাগারা দুই কাটিতে বাজাইতে হয়, কাজেই প্রকৃতই জোড়-ঘাই।

(১০) দামা=দামামা। দড়=খঞ্জনী জাতীয় বাদ্য যন্ত্র—নহবত বাজনায় ব্যবহৃত। মসা=মোসক="A postoral wind instrument with double tubes." 'Hindu Musical Instruments' by S. M. Tagore. Imperial Coronation Durbar Edition. 1912. P. 8-9.

(১১) চৌঘড়ী=চারি প্রহর? প্রহর বলিলে সাধারণতঃ অষ্ট প্রহর বলা হয়। তাই চৌঘড়ী=চৌঘন্টি। চারিটি ঘড়ী বা বৃহৎ ঘন্টা একত্র বাজান হইতেছিল, তাই চৌঘড়ী।

(১২) রামকলা—ঢা বি-পুথি।

(১৩) আলিম্পন দিয়া, মধ্যস্থলে ধান ছড়াইয়া তাহার উপরে আম্রপল্লবমুখ পূর্ণঘট বসান হইয়া থাকে। তাহারই উপর হাত রাখিয়া বর কন্যার পাণি গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু রড়ুমালা এবং রুদ্রমালা কি, বুঝা গেল না।

৪৭-চ। নান্দীমুখ ও কুমারগণের চূড়াকরণ। কুমারগণের স্নান। বিবাহে আগত নাগরী-গণের বর্ণনা। মহাদেবী মলয়ার সীতাকে বিবাহব্যবহার শিক্ষাপ্রদান।

স্ত্রীপুরুষ আইল সব মিথিলা নগরী। (১)
নারায়ণ তৈলে প্রদীপ (২) জ্বলে সারি সারি॥
জনক কুশধ্বজে গেলেন ভিতর আওয়াসে।
চারি কন্যা অধিবাস করেন হরিষে॥
আগে চারি কন্যার করিল মঙ্গল আচার।
তবে অধিবাস কৈল এ চারি কুমার॥
নানা শব্দে বাদ্য বাজে সুমঙ্গল ধ্বনি।
বেশ সুবেশে নাচে ইন্দ্রের নাচনী॥
জয় জয় শব্দ হৈল আকাশেত বাণী।
জত মুনিগণ সব করে বেদ ধ্বনি॥
সকল দেবতা করে পুষ্প বরিষণ।
অধিবাস দেখিতে আইলা দেবগণ।
দেবগণ বোলেন থাকি অন্তরীক্ষ পথে।
রাম সীতার বিভা কালি চাহিয়ে দেখিতে॥
বরকন্যা অধিবাস হৈল অষ্ট জন।
পুরী সহিত সভেই কৈল জাগরণ॥ গ—৪৯ | ১
রাত্রি প্রভাত হইল জাগিল দুই রাজা।
স্নান তর্পণ সভে করিল দেব পূজা॥
দুই রাজা আইল দুই কুলপুরোহিত।
নান্দীমুখ আদি সজ্জ করিল তুরিত॥
শুভক্ষণে আরম্ভিল দুই নরপতি।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজা করে গণপতি॥
ছ। তাহা পরে সূর্য্য শিব বিষ্ণু দুর্গা জত
গ্রহ লোকপাল পূজা হঞা অবিরত॥
মাতৃপূজা বসুধারা জপেন রাজন।
নান্দীমুখ সাবধানে করেন দুজন॥ ছ।
সুবর্ণের পাত্র করি করিল নান্দীমুখ।
হরষিত দুই রাজার বড়ই কৌতুক॥
রাজা বোলে বসিষ্ট শুনহ সাবধানে।
রামের জে চূড়াকরণ কর শুভক্ষণে॥
বসিষ্টে বোলে রাজা আজি বড় শুভক্ষণ।
এক কালে চারি ভাইর কর চূড়াকরণ॥
খেউর কর্ম্ম করিয়া স্নানের অনুবন্ধ। (১)
স্ত্রী সব আসি করে স্ত্রীর আনন্দ॥
স্নান সজ্জ লৈয়া আইল যতেক সুন্দরী।
চারি কুমার স্নান কৈল মঙ্গল হুলাহুলি॥
শুভ্র বস্ত্র শুক্ল মালা চারি ভাই পরি।
সর্ব্বাঙ্গে লেপিত কৈল সুগন্ধ কস্তুরী॥
অমূল্য মুকুট স্বর্ণ রত্ন আভরণ। (২)
গোধূলি লগ্নেতে বিভা হব চারিজন॥

---

(১) এই ছত্র হইতে আবার গ-চ পুথির মিল আছে। ইহার পূর্ব্বে এবং লাচাড়ীর পরে গ-পুথিতে দুইটি অর্থশূন্য ছত্র আছে, উহা বাদ দিলাম। বাজার সংস্করণের কৃত্তিবাসী রামায়ণে এই সকল প্রসঙ্গ বাদ পড়িয়াছে,—বিবাহবর্ণনা নিতান্ত সংক্ষিপ্ত ও প্রাদেশিক আচার বর্ণনায় পর্য্যবসিত।

(২) দেউটি—চ।

(১) অধিবাস-লাচাড়ীতেও এই শব্দটী পাওয়া গিয়াছে। অভিধানে এই শব্দ নাই। বন্ধ শব্দের অর্থ 'শৃঙ্খল', 'বন্ধন'—কাজেই অনুবন্ধ অর্থে নিয়মানুবর্ত্তিতা, আচারানুবর্ত্তিতা অর্থাৎ অনুষ্ঠান পালন বুঝাইতে পারে।

(২) সর্ব্বত্রই 'অভরণ'

চারি কন্যা স্নান করি পরে আভরণ।
রূপে আলো করে সীতা এ তিন ভুবন ॥
মিথিলা নগরে জত আছয়ে নাগরী।
সীতার বিভা দেখিতে আইল জনকের বাড়ী ॥
কন্যা সবে বেশ করয়ে অদ্ভুত সাজনী।
হংসগমনে জায় নূপুরের ধ্বনি ॥ চ-২৯।২
নয়নে কজ্জল পৈরে দেখিতে শোভিত।
মুকুতার হার তায় গলেতে দোলিত ॥
বিচিত্র নির্ম্মাণ হৈল বুকের কাঁচলী।
রবির কিরণ জেন পড়িছে বিজুলি ॥
তাড় (১) তোড়ল (২) পৈরে মকর কুণ্ডল।
তিল ফুল জিনিয়া জে নাসিকা উঝল ॥

(১) তাড়-বালা। সংস্কৃত তাটঙ্ক (যোগেশ বাবুর অভিধান।)

(২) মল্ল-তোড়ল বলিয়া অধিক পরিচিত। চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে রাধিকার অলঙ্কারের তালিকায় ইহার নাম আছে। ৩৮১ পৃঃ। উহা হইতে বুঝা যায়, উহা জঙ্ঘায় অর্থাৎ গুল্‌ফের উপরে খাড়ুর মত পরিহিত হইত। বর্ত্তমানে তোড়া নামে পরিচিত। পাটির গাথুনীর মত রূপার পাতের প্রায় আধ ইঞ্চি প্রশস্ত গাথুনি হইতে নিম্ন দিকে এক সারি ক্ষুদ্র ঘন্টিকা বা ঘুঙ্গুর ঝুলিয়া থাকে। নববধূ উহা পায়ে পরিয়া যখন হাটিয়া বেড়ায়, তখন ঝুমুরঝুমুর শব্দ হয় এবং বাড়ীর কোন অংশে তিনি বিচরণ করিতেছেন, তাহা সহজেই বুঝা যায়। গণ্ডগ্রামে উহা এখনও নববধূর আবশ্যকীয় বিবাহের পাদালঙ্কার, কিন্তু শিক্ষিত মহলে উহা দ্রুত অপ্রচলিত হইয়া পড়িতেছে। ১৩১৬ সনেও আমার বিবাহের পরে মদীয়া গৃহিনীকে তোড়া পায়ে দিয়া বাড়ী মুখর করিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছি।

হার কেজুর পৈরে পায়েত পাসুলি (১)।
রৌদ্রে মিলাএ জেন ননীর পুতলী ॥ গ-৪৯।২
দুই করে শঙ্খ পৈরে বিচিত্র নির্ম্মাণ।
পায়ের অঙ্গুলি করে চিত্র নখ ঠাম ॥
ছ। কাটিতে কিঙ্কিনী বাজে শুনিতে মধুর।
তাহে বিধু মুখে হাস্য পরম সুন্দর। ছ।
উত্তম বসন পৈরে বিচিত্র পাট সাড়ি।
সীতা বিভা দেখিতে আইল জনকের বাড়ী ॥
গ। নয়ন কটাক্ষে তারা জার পানে চায়।
তার ভিতে চাহিতে দেবতা মোহ জায়। গ।
ছ। বদনে ঈষৎ হাস্য অপাঙ্গ দর্শনে।
গজেন্দ্র গমন চিত্র বসন ভূষণে ॥
যেই দিক দিঞা চলে করি অঙ্গভঙ্গ।
মধু লোভে মত্ত হৈঞা ধায় কত ভৃঙ্গ ॥
যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র আর যতীন্দ্র সুরেন্দ্র।
ধ্যান ভাঙ্গি ধায় যেন প্রমত্ত করীন্দ্র ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেত পুরুষ প্রবীর।
সুবদনী কটাক্ষেতে কেহ নহে স্থির ॥
কামের কামান জিনি সে অঙ্গের শোভা।
কতশত যুবক ধ্যায় হঞা মনলোভা ॥
মোহিনীর বেশে সবে করয়ে গমন।
যথায় জানকী দেবী লঞা সখীগণ। ছ।
এত রূপ করি আইল রূপেত প্রবীন।
সীতার কাছে গিঞা সভে হইল মলিন ॥
জনকের মহাদেবী মলয়া নাম ধরে।
বিবাহের ব্যবহার শিখায় সীতারে ॥

(১) গ-পাশুলি। কৃষ্ণকীর্ত্তন ২৮১ পৃঃ দ্রষ্টব্য। পাসুলি যে পায়ের আঙ্গুলে পরা হইত তথায় তাহার উল্লেখ আছে। পদাঙ্গুলির অঙ্গুরী।

বাম হস্তে রামেরে দিয় কজ্জলের রেখ।
সোহাগে আগলি (১) হইবে দেখ পরতেক (২)॥
বাম হাতে কজ্জল দিতে না হৈয় সঙ্কোচ।
বিভার এমত বেভার কিছু নাই দোষ॥
গলার মালা বদলীহ বাম হাথ দিয়া।
পুষ্পবৃষ্টি করিয় জে দুই করে লৈয়া॥
লজ্জা না করিয়া সীতা চাহিয় যতনে।
তবে সোহাগিনী হবে রঘুনাথ স্থানে॥
কাপড় দিয়া মাথাত ঢাকিবে দুইজনে।
একদৃষ্টে চাহিয় জে রামের বদনে॥
মলয়া দেবী শিখাইল জত সব কথা।
সকল শুনিল সীতা হেট করি মাথা॥
ঘরে ঘরে নানা চিত্রবিচিত্র সুন্দর।
উপরে চান্দোয়া ভাল করে ঝলমল॥
কুলবধূ যত সব প্রজার কুমারী।
ঘৃতের প্রদীপ তারা জ্বালে সারি সারি॥
সুবর্ণ কলসী মধ্যে দিল আম্রসার।
স্তবক নারিকেল দিল কদলী অপার॥
এইমতে আনন্দিতে আছে পুরী জন।
বিভার সময় হৈল গোধূলী লগ্নন॥
দশরথে বোলে বেআই কর অবধান।
গোধূলী সময় হৈল বেলা অবসান॥
গোধূলি সময়ে সীতা কর সমর্পণ।
বিভার সময় বেআই হৈল শুভক্ষণ॥ গ-৫০।১
এত শুনি দুই ভাই গেল অন্তঃপুরে।
চারি কন্যা সাজাইল নানা অলঙ্কারে॥

(১) অগ্রবর্ত্তী। সকলের অপেক্ষা বেশী সোহাগী।
(২) সোয়াগ প্রদিব হৈব এই পরতেক। গ।
সোহাগি হইবে তাহে দেখ পরতেক। চ।

গ। কৃত্তিবাস কবিত্বে মোহিত ত্রিভুবন।
বিভা করিতে চলে রাম কমললোচন॥ গ ৮

মন্তব্য। গ—চ—ছ পুথির পাঠের ছত্রে ছত্রে মিল আছে; তবে পূর্ব্ববৎ,—শব্দান্তর নাই এমন একটি ছত্রও নাই,—স্থানে স্থানে ভাষান্তরও আছে। গ-পুথিতে এই স্থানে একটি লচাড়ী দিয়াছে, অন্য দুই পুথিতে তাহা নাই। গ-পুথি হইতে লাচাড়ীটি উদ্ধৃত হইল।

৪৭-ছ। রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্নের বিবাহ।
লাচাড়ী।

বিচিত্র তিলক ভালে পারিজাত মালা গলে
শ্রবণে কুণ্ডল ঝলম[ি]ল।
রত্ন জে মুকুট মাথে কনক দাপনি হাতে
মেঘে জেন পড়িছে বিজুলি॥
মন্দ মন্দ মুখে হাস পরিধান পীতবাস।
রামরূপে জিনিল সংসা[রে]র।
পিয়লি (১) মঙ্গল সূত করথুনি (২) অদভুত
বান্দিলেক স্ত্রীর আচারে।

(১) ৺ সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত ভবানন্দের হরিবংশে ৩৪১ পৃষ্ঠায় পিওলী নামে এক ফুল দেখা যায়। সম্পাদক অনুমান করিয়াছেন, উহা পীতবর্ণ পুষ্পবিশেষ। বিবাহে হরিদ্রারঞ্জিত সূত্র বরের দক্ষিণ হস্তে বাঁধা চিরপ্রসিদ্ধ, কাজেই পীতলী>পিয়লি। তুং সোনালী, রূপালী। গাঢ় হরিদ্রাবর্ণ নহে, হরিদ্রাভ।

(২) করথুনি=করে যাহা থাকে। দর্পণ, কাটারি, ইত্যাদি।

তুং মূল থুনি—

"কাচা বাশে ঘুন বিন্ধিলে কতেক ভরা থএ। মূলথুনি না থাকিলে ঘর চোকারবার চাএ॥ মৎসম্পাদিত আব্দুল

নয়নে কজ্জল রেই চন্দনে লেপিত দেই
আনন্দিত মিথিলা নগর।
জয় জয় হুলাহুলি সকল মিথিলা পুরী
সাজিয়া সকল লোকে চায়।
নৃপতি জে দশরথ হরষিত মনোরথ
কৃত্তিবাস পণ্ডিতে জে গায়।

পয়ার।

ছায়া মণ্ডপে আইল কন্যা চারিজন।
সীতারূপে আলো করে দশ যে যোজন॥
দুই রাজা আইল দুই কুলপুরোহিত।
বরণের সজ্জ লঞা আইল তুরিত॥
সোনার আসন দিল সুবর্ণের ঝারি।
স্ত্রীগণ আসিয়া তথা স্ত্রী আচার করি॥ চ-৩০।১
জনক রাজা বরিলেক শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
কুশধ্বজ বরিলেক ভরত শত্রুঘ্ন॥
চারি কুমার তুলিলেন সুবর্ণের পাটে।
চারি কন্যা তুলিয়া ঢাকিল অন্তর্পটে॥
সাতবার ফিরিলে হয় বিভার পরিমিত।
তিনবার প্রদক্ষিণ হইল তুরিত॥
হেন বেলা দশরথ দেখিল বহুর মুখ।
দেখিয়া সীতার রূপ হইল কৌতুক॥
দেখিয়া ত রূপ রাজা মনে অনুমানি। গ-৫০।২
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া লক্ষ্মী আইলা আপনি॥
সাতবার প্রদক্ষিণ হইল চারি জন।
কন্যা বরে অষ্ট জনে পুষ্প বরিষণ॥
রাম সীতা দুই জনে করিল ছামনি। (১)
দুই জনার রূপে আলো হইল অবনী॥
চন্দ্র জিনিঞা মুখ শোভে দুই জন।
দুহাঁর মুখ দেখিয়া দুহেঁ হরষিত মন॥
যত যত স্ত্রী সব রামের পানে চাহে।
দেখিয়া রামের রূপ সভে মূর্চ্ছা হয়ে॥
রূপ দেখি সভার মজিয়া গেল চিত।
চক্ষুর কোণে না চাহেন রাম পরস্ত্রীর ভিত॥
যেন রাম তেন সীতা শোভে দুই জন।
আর স্ত্রীর পানে রাম চাহিবেন কি কারণ॥
বাম হাতে দিল সীতা রামেরে কজ্জল।
গলার মালা দুই জনে করিল বদল॥
পুষ্প বরিষণ তবে করিল দুই জন।
ব্রহ্মা আদি পুষ্প বৃষ্টি করে দেবগণ॥
নারায়ণ তৈলে জ্বালে তিন লক্ষ দেউটি।
ত্রিভুবনে নাহি হেন বিভার পরিপাটি॥
নানা রঙ্গে বাদ্য বাজে করে বেদ ধ্বনি।
অখিল ভুবনে শব্দ রাম জয় শুনি॥
শ্রুতকীর্ত্তি উর্ম্মিলা (২) মাণ্ডবী আর সীতা।
চারি কন্যা ছামনি কৈল হৈঞা আনন্দিতা॥
কন্যা বর আল্য ছায়া মণ্ডপ ভিতর।
চারি কন্যা দান কৈল দুই সহোদর॥

জুকুর মহম্মদের গোপীচাঁদের সন্ন্যাস। ২৫ পৃষ্ঠা—১ম স্তম্ভ।
• কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণে এই শব্দটি 'মুলখুটি' রূপে পরিবর্তিত। ৪০৮ পৃঃ, ১৩ শ ছত্র।
অথবা ক-র-ত-নী, কর্ত্তনী = কাটারি?

(১) শুভদৃষ্টি। মুখচন্দ্রিকাবলোকন।
(২) গ-পুথিতে পূর্ব্ববৎ 'সুদক্ষিণা পুণ্ডরীক'। চ-পুথিতে অবোধ্য কতকগুলি শব্দসমষ্টি। ছ-পুথিতে নামগুলি ঠিক আছে।

সোনার খাট পাট দিল রত্ন সিংহাসন।
মণি মাণিক্য দিল আর নানা আভরণ॥
সকল ভাণ্ডার শূন্য কৈল জনক মহা ঋষি।
লক্ষ লক্ষ দুই ভায়ে দিল দাস দাসী॥
পট্টবস্ত্রে গ্রন্থি বান্ধিল অষ্ট জনে।
যজ্ঞ করিয়া প্রদক্ষিণ অগ্নির চরণে॥
রাজা হোম (১) করিলেন অনেক প্রকারে।
যজ্ঞে পূর্ণা দিয়া সভে যজ্ঞ পূর্ণ করে॥
চারি ভাই পঞ্চগ্রাসী করিল ভোজন।
চারি কন্যা লৈয়া শয়ন করে চারিজন॥ চ-৩০।২
প্রভাত কালে বাসি বিভা কৈল চারিজনে।
নমস্কার কৈল গিয়া বাপের চরণে (২)॥
তবে দুই রাজা দান করে আর বার।
অর্দ্ধেক জে রাজ্য দিল করিতে অধিকার॥
লোকে বলে ধন্য সীতা তোমার জীবন।
রাম হেন পুরুষ নাহি এ তিন ভুবন॥
বিভা দেখিতে আইল জত রাজাগণ।
মিষ্ট অন্নপান দিয়া করাইল ভোজন॥
বহু মূল্য ধন দিয়া কৈল নমস্কার।
দানে শূন্য করিলেক সকল ভাণ্ডার॥
বিশ্বামিত্র তরে রাজা করিল স্তবন।
রঘুনাথ জামাতা পাইল তোমার কারণ॥

দশরথে বোলে বেআই কর অবধান।
এক বাক্য বলি আমি তোমার জে স্থান॥
তোমার আমার ছিল দৈব জে নিবন্ধ।
তে কারণে তোমা সনে হইল সম্বন্ধ (৩)॥
তোমার সম্বন্ধ বেআই বড় পুণ্যে পাই।
পুত্র বধূ লৈয়া তবে দেশে চলি জাই॥
আমা রাজ্য শূন্য পাইয়া জদি লএ কোন জন।
তাহা শুনি জনকে কথাএ দিল মন॥

৪৭-জ। মিথিলা হইতে কন্যাবিদায়।

এতেক শুনিয়া জনক গেল অন্তঃপুরে।
কান্দিতে কান্দিতে রাজা বলে সীতা তরে॥
চাষভূমি পাইল সীতা অযোনিসম্ভবা।
মায়ের পরাণ তুমি বাপের দুর্ল্লভা॥
রাজার জে বধূ তুমি রাজার দুহিতা।
জত ধর্ম্ম কর্ম্ম তুমি সব জান সীতা॥
স্বামীর জে সেবা মাও করিবা রাত্রি দিনে।
শ্বশুর শ্বাশুরী সেবা মাও করিবা যতনে॥
মহাগুরুজন মাও শ্বশুর শ্বাশুরী।
তা সবার আশীর্ব্বাদে সর্ব্বত্রে জে তরি॥
শ্রীরাম দেখিবা মাও পরম দেবতা।
স্ত্রীর আর ধর্ম্ম নাহি শুন দেবী সীতা॥
আমি জানি সীতা তুমি লক্ষ্মী মূর্ত্তিবতী।
তোমারে বুঝাইতে পারে কাহার শকতি॥
আপনে জে লক্ষ্মী তুমি সর্ব্ব শাস্ত্র জান॥
অবধান করিয়া বাপের কথা শুন॥
জনক রাজা সীতারে কহিল জত কথা।
হেট মাথা করিয়া সকল শুনে সীতা॥

(১) লাজ হোম?
(২) দশরথ বসি আছেন লইয়া রাজাগণ।
হেনকালে বাপের কাছে গেলা চারিজন॥
আগে নমস্কার কৈলা বাপের চরণ।
তবে করিলা শ্বশুরের চরণ বন্দন
ঋ-পুথি

(৩) মূলে 'সমন্ধ'।

শুনিয়া মলয়া দেবী আইল হেন কালে।
সর্ব্বাঙ্গ তিতিল রাণীর নয়নের জলে ॥
চাষ ভূমি পাইয়া জে পুষিনু তোমারে।
কেমতে ধরিব প্রাণ জায় দেশান্তরে (১) ॥
কেমতে থাকিব মাও তোমা না দেখিয়া।
বুক (২) শূন্য হৈল মাও তোমা বিভা দিয়া ॥
দেশেত জে তোমা বাপে না পাইল বর।
কেমতে পাঠাইয়া দিব দেশ দেশান্তর ॥
সীতা সীতা বলি আমি না ডাকিব আর।
মধুর বচন না শুনিব জে সীতার ॥
কান্দিতে কান্দিতে সীতা লইলেক কোলে। গ-৫১।২
সর্ব্বাঙ্গ তিতিল দুই নয়নের জলে ॥
সীতা বোলে মাও তুমি ক্রন্দন কর খেমা।
আমার জে প্রতি মাও ছাড়গ বাসনা ॥
মাও বাপ ঘরে কন্যা অতিথি ব্যবহার।
বিভা হৈলে স্বামীর ঘর এই মাত্র সার ॥
কি করিব মাও বাপ ভাই সহোদরে।
সুখ দুঃখ স্বামী বিনে নিবারিতে নারে ॥
আমার লাগিয়া কেনে করহ সন্তাপ।
তুমি কার ঘর কর কে তোমা মা বাপ ॥
তোমার জে জন্ম হৈল কোশল নগরে।
মাও বাপ ছাড়ি আইলা মিথিলা নগরে ॥

(১) কেমনে পাঠাব তোমা দেশ-দেশান্তরে— ঝ।
(২) কোল—ছ*। চ-পুথির এই অংশ বিকৃত।
* উদ্ধৃত পাঠ গ—ছ পুথির।

রাম হেন স্বামী পাইনু বড় পুণ্য ফলে।
ক্রন্দন সম্বর জাই অযোধ্যা নগরে (১) ॥
মলয়া বোলে সীতা তুমি লক্ষ্মী আপনি।
তোমারে উত্তর দিতে আমি কিবা জানি ॥
মাএর তরে দিল সীতা প্রবোধ বচন।
বাহু পশারিয়া রাণী দিল আলিঙ্গন ॥
তিন বিহন্দ (২) অনুবর্জ্জি (৩) মলয়া বাহুড়ে।
মাও নমস্করি সীতা হরষিতে লড়ে ॥
চারি কন্যা চতুর্দ্দোলে করিল গমন।
মিথিলা নগর জুড়ি উঠিল ক্রন্দন ॥
মিথিলার পুরী ছাড়ি জদি চলে লক্ষ্মী।
অন্ধকার হইল মিথিলা সব দেখি (৪) ॥

(১) নববিবাহিতা সীতার এই জ্যেঠামী বড়ই কর্ণকটু। চ-পুথিতে এই বিদায়দৃশ্য সংক্ষিপ্ত, বর্ণনা ও স্বাভাবিক :—

কন্যা সবে শুনিলেক মায়ের বচন।
উচ্চ স্বরে চারি কন্যা করেন ক্রন্দন ॥

(২) বিহন্দ শব্দটি হীরেন্দ্র বাবুর সম্পাদিত উত্তরকাণ্ডে অনেক বার আছে; অর্থ স্পষ্টই 'মহল'। দেউড়ীতে মহল শেষ, পরে আবার অপর মহলের আরম্ভ। বিষবৃক্ষে নগেন্দ্রের বাড়ীর বর্ণনা স্মরণীয়। কৃত্তিবাসের আত্ম বিবরণীতে আছে, নয় দেউড়ী পার হইয়া কৃত্তিবাস রাজার দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন—কাজেই প্রাসাদে নয় বিহন্দ বা মহল ছিল।

বহিঃখণ্ড > বিখণ্ড > বিহন্দ। বিদেশী শব্দ 'মহল' আসিয়া 'বিহন্দ'কে তাড়াইয়াছে।

(৩) অনুব্রজি, সঙ্গে যাইয়া।

(৪) মাথায় হাথে কান্দে লোক মিথিলা নগরি।
অজোধ্যা চলিল লক্ষ্মী শূন্য করি পুরি ॥ ঝ-পুথি।

দশরথের রথ জোগাএ সুমন্ত সারথি।
চারি পুত্র লৈয়া রাজা চলে শীঘ্রগতি॥
জনক জে কুশধ্বজ চলে দুই রথে।
কন্যা জামাতা বাড়াইয়া দিতে গেল পথে॥
পুত্র বধূ লৈয়া রাজা জাএ কুতুহলে।
দুই ভাই তিতিলেক নয়নের জলে॥
দশরথে বোলে বেআই না কর ক্রন্দন।
রাজ্য শূন্য করি আইলা কিসের কারণ॥
আছৌক তোমার রাজ্য মোর লাগে ডর।
পাছে কেহ মারিয়া (৪) লএ মিথিলা নগর॥ গ-৫২।১
বিদায় করিয়া আইল দুই ভাই দেশে।
পুত্র বধূ লৈয়া রাজা চলিলা হরিষে॥
ছ। বিদায় দিয়া দুই ভাই যায় নিজ দেশে।
আদ্যকাণ্ডে গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে॥ ছ।

মন্তব্য। এই ৪৭-ক হইতে ৪৭-জ চিহ্নিত প্রসঙ্গগুলিতে গ-চ-ছ পুথির পাঠের বেশ মিল আছে। চ-পুথির পাঠ প্রাচীনতম বলিয়া বোধ হয়। উহাই অধিকাংশ স্থানে অনুসৃত হইয়াছে। ছ-পুথির পাঠ আর ঝ-পুথির পাঠে সাদৃশ্য অধিক—ঝ পড়িয়া ছ পড়িলে স্পষ্টই বুঝা যায়, চ-পুথির পাঠ শব্দান্তর দ্বারা সংস্কৃত হইয়া ঝ-পুথির পাঠে পরিণত এবং ঝ-পুথির পাঠ আধুনিকীকৃত হইয়া ছ-পুথির পাঠে উপনীত। প্রাচীন পুথির প্রতিলিপি প্রস্তুত করিবার সময় লিপিকারগণ যুগে যুগে যে নিঃসঙ্কোচে এইরূপে প্রাচীন পুথির ভাষাকে কালোপযোগী করিয়া পরিবর্ত্তিত করিয়াছে, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

(৪) জয় করিয়া বা দখল করিয়া অর্থে মারিয়া শব্দের প্রয়োগ প্রাচীন সাহিত্যে প্রচুর।

৪৮। রাম-পরশুরাম-সংবাদ ও পরশুরামের দর্পচূর্ণ। কুমার ও বধূগণকে লইয়া দশরথের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন।

অর্দ্ধ পথে গেল রাজা রাজ্যের নিকট। (১)
হেন কালে নৃপতির পড়িল সঙ্কট॥
আচম্বিতে দেখে রাজা ঘোর অন্ধকার।
বড় অমঙ্গল রাজা দেখিল সঞ্চার॥
চন্দ্র সূর্য্য ডরে পলাএ বাউ ছাড়ে গতি।
মেঘে রক্ত বরিষে কম্পিত বসুমতী॥
উল্কাপাত নির্ঘাত যে পড়িল সম্মুখে।
বিপরীত শব্দ শুনি শৃগালের মুখে
মেঘে অগ্নি বরিষে জে জ্বলে ধিকি ধিকি।
আছৌক অন্যের কাজ কম্পিত বাসুকী॥
মেঘে অন্ধকার করি বরিষে বড় ঝড়।
রথের পতাকা ধ্বজ করে মড় মড় (২)॥
বসিষ্ঠের ঠাই রাজা জিজ্ঞাসে কারণ।
বড় অমঙ্গল আমি দেখি কুলক্ষণ॥
আপনে পণ্ডিত আমি সর্ব্ব শাস্ত্র জানি।
প্রমাদ হইব হেন মনে অনুমানি॥
বসিষ্ঠে বোলে রাজা তুমি না কর বিষাদ।
দেশে তরে চল ঝাটে নাহিক প্রমাদ॥
বসিষ্ঠের বাক্যে রাজা না জাএ প্রতীত।
রাজ্য লৈয়া প্রমাদ কিবা হএ আচম্বিত॥

(১) এই-ছত্র হইতে ক-গ-ছ পুথির আবার মিল আছে কিন্তু প্রথম দুই ছত্রের পরেই যে দুর্নিমিত্তের বর্ণনা আছে তাহা শুধু গ ও ছ পুথিতে আছে।

(২) নড় বড়—ঝ।

হেন কালে পরশুরামে হাতে ধনুক (১) লৈয়া।
সৈন্যের মধ্যেত রাম মিলিল আসিয়া (২) ॥
জমদগ্নীর পুত্র যে সাক্ষাতে জেন যম।
পৃথিবী মণ্ডলে বীর নাহি তার সম (৩) ॥
দুই হাত প্রসারিয়া রাখিলেক পথে।
দক্ষিণ হাতে জাঠা জে ধনুক বাম হাতে ॥ গ—৫৩।১
যমদণ্ড হেন ধনু পর্ব্বত প্রমাণ।
গর্জ্জন শুনিয়া রাজার উড়িল পরাণ ॥ ছ—৪৩।১
নিষ্ঠুর শরীর তান নাহি দয়া মায়া।
মাএর মাথা কাটিয়াছে বাপের আজ্ঞা পাইয়া ॥
গলে যজ্ঞোপবীত ধরে হয়েত ব্রাহ্মণ
হাতে ধনুর্ব্বাণ ধরে ক্ষত্রিয় লক্ষণ ॥
পর্ব্বত প্রমাণ দেখি দুর্জ্জয় শরীর।
দেখিয়া রাজার সৈন্য হইল অস্থির ॥ (৪)
চারি পুত্র অতি শিশু দেখি নরপতি। (৫)
আশু বাড়ি দশরথে করিলেক স্তুতি ॥
গ। রাম নাম দুই জন হৈল মিত্র জ্ঞান।
চারি পুত্র লৈয়া রাজা গেল তার স্থান ॥

ভয় পাইয়া দশরথ পুত্রেরে লাগে বাথা।
আশু বাড়াইয়া রাজা নামাইল (১) মাথা ॥
সূর্য্য বংশ রাজা আমি সেবক সমসর।
সেবকেরে ক্রোধ কেনে কর মহাবল ॥ গ।
ক। রাজার স্তুতিএ বোলে পরশুরাম বীর।
জ্বলন্ত আনল জেন অগ্নির শরীর ॥
পরশুরামে বোলে রাজা শুনহ বচন।
কপটে আমাকে স্তুতি কর কি কারণ ॥ ক—২৮।২
জগত [প্রসিদ্ধ] আমি শুন কহি কথা।
পিতার বচনে মাএর কাটিয়াছি মাথা ॥
ভৃগুপতি নাম মোর সর্ব্ব লোকে জানে।
[মোর নামে পুত্র নাম] থুইলা কি কারণে ॥ (২)
আমি দুই রাম হৈল পৃথিবী ভিতর।
তোর রাম মারিয়া পাঠাইমু যম ঘর ॥ (৩)
তাহা [শুনি দশরথ চর] ণে পড়িল।
তোমার চরণ দুই জগতে পূজিল ॥
সপুত্র বান্ধবে মুই তোমার কিঙ্কর।
সেবকেরে ক্রোধ কেন ক [র ঋষিবর] ॥
দশরথ স্তুতিএ না শুনে ভৃগুরাম।
বোলে তোর বংশের না থুইমু আজি নাম ॥
শুনিয়া নৃপতি হৈল পরম কাতর।
ক্রোধ করি বলিলেন রাম ধনুর্দ্ধর ॥

---

(১) কুঠারি—ঋ।
(২) কটকের মধ্যে গিয়া পড়ে লাফ দিয়া—ঋ।
(৩) অতঃপর ঋ পুথি :—
দুর্জ্জয় শরীর তার পর্ব্বত আকার।
দেখিয়া রাজার ঠাট পলায় চারি ধার ॥
(৪) দুর্জ্জয় শরীর রাম পর্ব্বত আকার।
দেখি দশরথের লাগিল চমৎকার ॥
দক্ষিণ কন্ধেত পৈতা ব্রাহ্মণ লক্ষণ।
হাতে ধনু দেখি জেন [সাক্ষাত] শমন ॥ ক-পুথি।
(৫) এই ছত্র হইতে আবার ক-গ-ছ পুথির মিল আছে।

(১) নোঙান গিয়া—ঋ।
(২) অতঃপর ঋ-পুথি :—
রামের নামে লোক যথা তথা শুনে
আমা বই লোক আর রাম নাহি জানে ॥
(৩) ইহার পর ঋ-পুথি :—
তোমার রাম মারিয়া আজি করিব নিরাম।
পৃথিবীতে থাকে জেন সবে এক রাম ॥

এতেক বিনয় বাপু কর কি কারণ।
জত শক্তি থাকে তার করহকেস্ত রণ ॥
তাহা শুনি ভৃগুপতি এড়িল কুঠার।
বাম হস্তে ধরিলেক শ্রীরাম কুমার ॥
তাহা দেখি পরশুরাম বড় পাইল ভয়।
মনেত চিন্তিত রাম মনুষ্য না হএ ॥
মনে মনে চিন্তিলেক ভৃগুর কুমার (১)।
পুনরপি কহিলেক ভৃগুর কুমার॥
মহাদেবের ধনুক ভাঙ্গিলে পুরাতন।
জত শক্তি মোর ধনু ভাঙ্গহ অখন ॥
ই বুলিয়া ভৃগুরামে ধনু দিল হাতে।
ক্রোধ হৈয়া ধনু লৈলা রাম রঘুনাথে ॥

রামে বোলেন শুন তুমি অবোধ শেখর।
ত্রিভুবনের গুরু জান দেব মহেশ্বর ॥
মহাদেব [সেবা] তুমি আপনে করসি।
আপনা বাখান করি গুরুকে নিন্দসি ॥
তোর ধনু জদি আমি গুণ দিতে পারি।
তোর ধনু বাণ লৈয়া তোমাকে সংহারি ॥ ক-২৯।
ই বুলিয়া রঘুনাথে ধনু লৈয়া হাতে।
গুণ দিয়া সন্ধান পূরিলা রঘুনাথে ॥
জেই অস্ত্র এড়ে রাম হৈয়া ক্রোধ মন।
সেই অস্ত্র কাটিয়া পাড়য়ে ততক্ষণ ॥
এই মতে মহাযুদ্ধে আছিল দুই জন।
ক্রোধ হৈয়া শ্রীরামে এড়িলা বিষ্ণুবাণ ॥
ডাক দিয়া বোলে রাম হও সাবধান।
এই দেখ বিষ্ণুবাণ করিমু সন্ধান ॥
এত শুনি ভৃগুপতি হইলা কাতর।
কর জোড়ে স্তুতি করে শ্রীরাম গোচর ॥
সংসারের সার তুমি অনাথের গতি।
তোমার গুণ কহিতে পারে কাহার শকতি ॥
স্বর্গে শুনিল মুঞি জত দেব বাণী।
দশরথ ঘরে জন্ম হৈল চক্রপাণি ॥
তাহা শুনি স্বর্গ হতে আসিল এথাত।
নিশ্চএ জানিল এবে তুমি জগন্নাথ ॥
মোর বল টুটি গেল তোমার দর্শনে।
অবতার ছিলাম তোমার অঙ্গের কিরণে ॥
একবিংশ ত্রিভুবন করিল বিজয়।
তোমার দর্শনে মোর বীর্য্য হৈল ক্ষয় ॥
এতেক করিল স্তুতি ভৃগুপতি [বীর]
[অপার] করুণা রাম হইল শরীর ॥

---

(১) ইহার পূর্ব্বে ঋ-পুথি :—
আমার কুঠারি ধরিতে বীর নাহি ত্রিভুবনে।
বৈকুণ্ঠের নাথ রাম বুঝিনু অনুমানে ॥
ব্যর্থ গেল কুঠারিখান সর্ব্বলোকে দেখে।
ব্রহ্মা আসিয়া কৌতুক দেখেন অন্তরীক্ষে ॥
জে ধনুকের প্রতাপে লোক পলায় চারিদিকে।
হেন ধনু পরশুরাম লইল রামের আগে ॥
মহাদেবের ধনুক ছিল অতি পুরাতন।
তোর শক্তি বুঝি এই ধনুকে দেও গুণ ॥
তবে সে রাম নাম তোমারে আমি জানি।
তবে সে বিক্রমে আমি তোমারে বাখানি ॥
তবে সে বাখানি আমি তোমার শরীর।
আমার ধনুকে গুণ দেহ তবে সে জানি বীর ॥
আমার ধনুক দেখিয়া জদি তুই পাইস ভয়।
প্রাণ দান দিব তবে মান পরাজয় ॥
পরশুরামের কথা শুনিঞা শ্রীরাম হাসে।
মরণ নিকট তোর বুদ্ধি টুটিয়া আইসে ॥

মোর অস্ত্র ব্যর্থ নহে ইতিন ভুবন।
কথাএ এড়িব অস্ত্রে বোল মহাজন ॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য [পাতালেত তো] মার গমন।
কোন পথ বিরোধিমু কহত অখন ॥
এতেক শুনিয়া ভৃগুপতি কহে কাজ।
স্বর্গ পথ বিরোধ শুনহ রঘুরাজ ॥
এতেক শুনিয়া রাম স্বর্গ পথ রুধি।
ভৃগুপতির স্বর্গ পথ রামে কৈল বন্দী ॥
সহস্র মুখ হৈয়া বা [ণ রহিল আকাশে]। ক-২৯১২
সেই ভয় পরশুরাম না জাএ স্বর্গ দেশে ॥
পুত্রের বিজয় দেখি হাসে দশরথ।
ভৃগুপতি রাখিল রুধি [ল স্বর্গ পথ]।
পরশুরাম জিনিয়া শ্রে রাম রঘুমণি।
দেশেত চলিলা রাম দেব চক্রপাণি ॥
দিন অবসানে রাজা প্রবেশিলা [পুরী]।
[আন] ন্দিত হৈল সব অযোধ্যা নগরী ॥
কৌশল্যা কৈকৈ আর সুমিত্রা সুন্দরী।
মঙ্গল করিয়া বধূ নিলা অন্তঃপুরী ॥
[নানাবিধ] বাদ্য বাজে বহুল বাজন।
জয় জয় হুলস্থুলি করে নারীগণ ॥
পাত্র মিত্র লৈয়া রাজা বৈশে সিংহাসনে।
শ্রীরামেরে রাজ্য দিতে চিন্তে মনে মনে ॥
কৃত্তিবাসে রচিলেক বিবাহ লক্ষণ।
আদি কাণ্ডে গাহিলেক গীত্ত রামায়ণ ॥

মন্তব্য। আদি কাণ্ডের আরম্ভেও গোলমাল, শেষেও গোলমাল,—কোন পুথির সহিত কোন পুথির পাঠ মিলে না। ক-পুথির সম্পূর্ণ পাঠ উপরে দেওয়া হইল। ইহা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। গ-চ পুথির পাঠের স্থানে স্থানে মিল আছে—গ-পুথির পাঠ বিস্তৃততর। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আধুনিকতম পুথি ছ-পুথির পাঠের সহিতই মূল রামায়ণের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মিল আছে। কাজেই নিম্নে ছ-পুথির পাঠ দিতে হইতেছে।

গ-চ পুথিতে দেখা যায়, রামকে যুবরাজ করিবার সঙ্কল্প করিয়া পড়িবার ছলে দশরথ ভরত-শত্রুঘ্নকে মাতুলালয়ে প্রেরণ করেন। মূল রামায়ণে কিন্তু ছলের কোন উল্লেখ নাই। মাতুলালয় হইতে মাতুল যুধাজিৎ নিতে আসাতেই শত্রুঘ্নসহ ভরত মাতুলালয়ে গিয়াছিলেন। রাম সকলের প্রীতিভাজন ও প্রিয়কারী হইয়া সুখে সীতাসহ অযোধ্যাতে বাস করিতে লাগিলেন,—এই বর্ণনায় বঙ্গবাসী সংস্করণের মূলরামায়ণের আদিকাণ্ড সমাপ্ত। ক-পুথিতেও ছলের কোন উল্লেখ নাই—কিন্তু ভরতের মাতুলালয় গমন-প্রসঙ্গদ্বারা অযোধ্যা কাণ্ড আরব্ধ। ছ-পুথিতে ছলের কোন কথা নাই। উহার রচনা স্থানে স্থানে মূল রামায়ণের আক্ষরিক অনুবাদ। বঙ্গবাসী সংস্করণের মূল রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডের প্রথম সর্গে রামের বিবিধ গুণাবলির বর্ণনা আছে এবং তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে দশরথের সঙ্কল্পের বর্ণনা আছে। ছ-পুথিতে কিন্তু এই প্রসঙ্গদ্বারা আদিকাণ্ড সমাপ্ত হইয়াছে।

গ-পুথিতে দশরথের অযোধ্যা প্রত্যাবর্ত্তনের বর্ণনাটি সুন্দর। চ-পুথির সহিত স্থানে স্থানে পাঠেরও মিল আছে। দুই পুথির পাঠ যথাসম্ভব মিলাইয়া এই স্থান টুকুর পাঠ উদ্ধৃত হইল।

৪৮-ক। কুমার ও পুত্রবধূগণ সহ দশরথের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন। অযোধ্যায় উৎসব।

পুত্র জয় দেখিয়া হরিশ দশরথে।
পুনর্জ্জন্ম পাইল পুত্র পরশুরামের হাতে ॥
সীতা দেবী দেখিলেন রামের জত বলে।
রাম হেন স্বামী পাইলাম পূর্ব্ব পুণ্য ফলে ॥

পৃথিবীর জত রাজা রামের সংহতি।
জোড় হস্তে রামেরে সবে করিলেক স্তুতি ॥
এই পরশুরামে [গোসাঞি-ঝ] ত্রিভুবন জিনে।
হেন জন পরাজয় মানিল তোমা বাণে ॥
পরশুরাম জিনিঞা যশ থুইল সংসার।
এই সে পরশুরাম বিষ্ণু অবতার ॥
হেন পরশুরামে তুমি করিলে পরাজয়।
বিষ্ণু অবতার তুমি নিরঞ্জন ময় ॥
পরশুরাম জিনি রাম চলিল হরিশে।
উত্তরিল গিয়া তবে আপনার দেশে ॥
দূরে থাকি চূড়া তবে দেখে পুরিজন। গ-৫৪।১
ঘরে ঘরে নানা চিত্র বিচিত্র বসন ॥
চারি পুত্র লৈয়া রাজা আসিলেক দেশে।
আনন্দিত হৈল সব স্ত্রী আর পুরুষে ॥
নানা বর্ণের পতাকা উড়ে প্রতি ঘরের চালে।
উপরে চান্দোয়া শোভে গগন মণ্ডলে ॥
কুলবধূ জত সব প্রজার কুমারী।
ঘৃতের প্রদীপ জে জ্বালিল সারি সারি ॥
সুবর্ণ কলস পূরি দিল আম্র সার।
গুয়া নারিকেল সব দিলেক অপার (১) ॥
নানা বর্ণ পতাকা বান্দিল গাছে গাছে।
বিদ্যাধরী আসি সব অযোধ্যাতে নাচে ॥
কৌশল্যা কেকই আর সুমিত্রা সতিনী।
চারি বধূ নিতে আইল তিন মহারাণী ॥

(১) বাজার সংস্করণের পুস্তকের সহিত এই স্থানে পাঠের মিল আছে।

গুয়া নারিকেল কান্দি কদলি অপার-ঝ।

আর আইল বৃদ্ধ রাজার সাতশত রাণী।
আনন্দিত হৈয়া সব করে জয়ধ্বনি (১) ॥
চ। চন্দনের ছড়া পড়িল ভূমিতলে।
নানা পুষ্প পেলে কেহ তাহার উপরে ॥
তাহার উপর পাতিলেক নেতের বসন।
উপরে চান্দোয়া সব করিল মণ্ডল (২) ॥
বেদধ্বনি মঙ্গল জত পড়িছে ব্রাহ্মণ।
অন্তঃপুরে প্রবেশ রাম করিলা তখন ॥ চ।
কৌশল্যা কেকই বলে সুমিত্রা সতিনী।
তোমার দুই বধূ পরিচ্ছেদ (৩) কর আপনি ॥
চারি কন্যার কাখে দিল সোনার কলসী।
দেখিবারে স্ত্রী পুরুষ উত্তরিল আসি ॥
কাখে কলসী দিল মাথে দিল ডালা।
নিছিয়া পেলিল নানা বড়ু (৪) খই কলা ॥

(১) ঊর্দ্ধশ্বাসে সকল লোক ধাএ উভরড়ে।
স্ত্রীপুরুষে ধায় লোক ঠেলাঠেলি পড়ে ॥ ঝ-পুথি

(২) ঘরে ঘরে আলিপনা বিচিত্র মণ্ডলে।
উপরে চান্দোয়া শোভে দেখি মনোহরে ॥
ঝ-পুথি।

(৩) সুমিত্রা আসিয়া আপন বহু পরিছা করি ॥
চ-পুথি।

(৪) ৪৭-ঙ সংখ্যক বিবাহ-লাচাড়ীতে এই বড়ু শব্দটি পূর্ব্বে পাওয়া গিয়াছে। নববধূর মাথার উপর দিয়া নূতন মুছি (ক্ষুদ্র অগভীর মৃৎভাণ্ড,—প্রদীপরূপে ব্যবহৃত হয়) ফেলিবার প্রথা আছে। চারিটি আঁটিয়া বা বীচাকলার গাছ চারি কোণায় পুতিয়া বাসীবিবাহের আসর প্রস্তুত করা হয়। এক গাছ হইতে আর এক গাছ পর্য্যন্ত মুছি, আম্রপল্লব ইত্যাদির মালা ঝুলান হয়। ৪৭-ঙ প্রসঙ্গে যে বড়ু মালা আছে তাহা দ্বারা সম্ভবতঃ এই রকম মুছির

শুভক্ষণে কৌশল্যা জে দেখে সীতার মুখ।
চন্দ্র বদন দেখি পরম কৌতুক ॥
সীতারূপে অযোধ্যা সকল আলো করে।
কৌশল্যা বোলেন মোর লক্ষ্মী আইল ঘরে ॥
রত্ন মন্দিরে প্রবেশ করিল অন্তঃপুরে।
আনন্দিত কৌতুক জে অযোধ্যা নগরে ॥
নানা রত্ন জৌতুক আনিল পুরিজন।
রত্ন অলঙ্কার দিল বহুমূল্য ধন ॥
জতেক জৌতুক রাম পাইল অলঙ্কার (১)।
সেই ধনে হৈল রামের সাতহাজার ভাণ্ডার ॥

গ—৫৪।২

মালাই উদ্দিষ্ট। এইখানে দেখা যাইতেছে, বধূ-নিছনি অথবা বরণে খই, কলা, ইত্যাদির সহিত বড়ু ও ব্যবহৃত হইতেছে। বরণে পানের ব্যবহার প্রসিদ্ধ, বড়ু পান নহে তো? বর অথবা বোরোতে উৎপন্ন বলিয়া বরু=বড়ু। অথবা বট, আদরে বটু=বড়ু=কড়ি?

(১) এই ছত্রের পূর্ব্বে ঝ-পুথিতে আছে :—
[স্ত্রীপুরুষে ধায় লোক ঠেলাঠেলি পড়ে ॥]
সিতার তরে দেখিতে লোক অধিক জতন।
এক ঠাঞি রাম সীতা লক্ষ্মী নারায়ণ ॥
সুভক্ষণে সিতাদেবী প্রবেশিলা পুরি।
আনন্দিত সর্ব্বজন অজোধ্যা নগরী ॥
সিতার রূপ দেখিয়া সভে করেন কানাকানি।
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া লক্ষ্মী জন্মিলা আপুনি ॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু খই দই কলা।
চারি বধুর মাথায় তুলিয়া দিলেন চারি ডালা ॥
নানা শব্দে বাদ্য বাজে জতেক বাজন।
জয় জয় হুলাহুলি দিলা নারীগণ ॥
কৌশল্যা কৈকেই আর সুমিত্রা সতিনী।
বহু পরিচা চারিজনের করিলা তিন রাণী ॥

জতেক যৌতুক পাইল সীতা জে সুন্দরী।
লক্ষ্মীর ভাণ্ডার কেবা লিখিবারে পারি ॥
শ্রীরাম লক্ষ্মণ জে ভরথ শত্রুঘ্ন।
চারি ভাই বন্দিলেক বাপের চরণ ॥
চারি পুত্র দেখি রাজা হরিশ অন্তর।
সুখে রাজ্য করে রাজা নয় হাজার বৎসর ॥

মন্তব্য। অতঃপর ছ-পুথির পাঠ দিয়া আদিকাণ্ড সমাপ্ত করা যাইতেছে।

৪৮ খ। রাম-পরশুরাম-সংবাদ।

একদিনে গেল রাজা দেশের নিকট।
পথমধ্যে দশরথ দেখিল সঙ্কট ॥
আচম্বিতে দেখে রাজা ঘোর অন্ধকার।
অমঙ্গল জানি চিন্তা পাইল অপার ॥
দেখে মহাবৃষ্টি হয় রক্ত বরিষণ।
বাত্যায় উড়াঞা নেয় পতাকার গণ (১) ॥
দুই প্রহর বেলা যেন সন্ধ্যাকাল দেখে।
আচম্বিতে উল্কাপাত হয়েত সম্মুখে ॥
বশিষ্ট মুনিতে রাজা জিজ্ঞাসে কারণ।
অতি অমঙ্গল হয় কিসে এইক্ষণ।
আপনে পণ্ডিত গোসাঞি সর্ব্ব শাস্ত্র জ্ঞান।
প্রমাদ পড়িবে হেন লয় মোর মন ॥
বশিষ্ট বলেন রাজা না কর বিষাদ।
দেশে চল কিছু নাহি হইবে প্রমাদ ॥
বশিষ্ট বোলয়ে রাজা না যায় প্রতীত।
রাজ্য লঞা প্রমাদ বা পড়ে আচম্বিত ॥
হেন কালে পরশুরাম হাতে ধনু লঞা।
কটকের মধ্যে আসি পড়িল ধাইঞা ॥

(১) পতাকার শ্রেণী।

দুর্জ্জয় শরীর তার পর্ব্বত আকার।
দেখিয়া রাজার সৈন্য পালায় অপার॥
জামদগ্নি তনয় সাক্ষাৎ যেন যম।
পৃথিবীমণ্ডলে বীর নাহি তার সম॥
দুই হাত পশারিয়া রাখিলেক পথে।
দক্ষিণ হাতে মহাধনু শূল বাম হাতে॥
যম দণ্ড হেন ধনু পর্ব্বত প্রমাণ।
গর্জ্জন শুনিয়া রাজা ভয়ে কম্পমান॥ ছ-৪৩।১
নিষ্ঠুর শরীর তার কিছু নাহি দয়া।
মাতৃমুণ্ড ছেদন করে পিতৃ আজ্ঞা পাঞা॥
গলে যজ্ঞোপবীত ধরে হয়েত ব্রাহ্মণ।
হাতে ধনুর্ব্বাণ ধরে ক্ষত্রিয় লক্ষণ॥
দশরথ দেখি পরশুরামের শরীর।
আপন সৈন্য মধ্যে দেখে সকল অস্থির॥
চারি পুত্র দেখিঞা সম্মুখে নরপতি।
আগে যাঞা তারে করে অতিশয় স্তুতি॥
মুনিগণ জপ ধ্যান করে স্বস্ত্যয়ন।
এ বিপদে রক্ষা কর শ্রীমধুসূদন॥
বশিষ্ঠ সহিতে রাজা কৃতাঞ্জলি হঞা।
পাদ্য অর্ঘ্য উপহার মস্তকেতে লঞা॥
ক্ষেম অপরাধ প্রভু মুনীন্দ্র তনয়।
নিজ পরিজনে ক্রোধ উচিত না হয়॥
ইহা সুনি পরশুরাম করিল উত্তরে।
আমা নাম রাম আর রাম নাম কে ধরে॥
দশরথ পুত্র তোমার প্রতাপ অদ্ভুত।
হরধনু ভগ্ন কৈল শুনিয়া বিস্মিত॥
মহাদ্ভুত কীর্ত্তি কৈল ধনুক ভঞ্জনে।
শুনি ধনু হাতে লঞা আইল এই স্থানে॥
এ ধনুকে গুণ দেহ করিয়া সন্ধানে।
ধনুর্ব্বাণ লহ রাম হঞা সাবধানে॥
এ ধনুকে পৃথিবী জয় কৈল বার বার।
এহাতে গুণ দিয়া মোরে দেখাহ একবার॥
যদি এ ধনুকে গুণ তোমি দিতে পার।
তবে রাম নাম বল বীর্য্য সে তোমার॥
এ কথা শুনিয়া ভয়ে দশরথ রাজা।
কৃতাঞ্জলি হঞা কহে শুন মহাতেজা॥
ক্রোধ ক্ষেমা কর হও সদয় হৃদয়।
বালক আমার পুত্র দেহত অভয়॥
প্রশস্ত মহান্ত ভৃগুমুনি বংশজাত।
তপজপযুক্ত ক্রোধ না হয় উচিত॥
পিতৃলোক সন্নিধানে হঞা প্রতিশ্রুত।
ত্যজিলায় যুদ্ধধর্ম্ম জগতে বিদিত॥
তপযুক্ত হঞা তুমি কাশ্যপেরে দিঞা।
সন্ন্যাস ধর্ম্ম করিলায় অরণ্যেতে যাঞা (১)॥
সর্ব্বথা আমার এই চারি বংশধর।
ইহাদের বিনাশেতে তুমি ইচ্ছা কর॥
চারিপুত্র মরণেতে আমার মরণ।
প্রসন্ন হঞা রক্ষা তুমি কর পুত্রগণ॥
শ্রীরাম বালক তোমার ভৃত্যের সমান।
রক্ষা কর প্রভু তুমি আমার পরাণ॥
এইরূপে নানা স্তুতি দশরথ করে।
ক্রোধযুক্ত পরশুরাম কিছু না আদরে॥
দশরথের বাক্য রাম অনাদরি কয়।
শুনহ শ্রীরাম যদি তোমা মনে লয়॥ ছ—৪৩।২

---

(১) পরশুরামের কার্য্যকলাপের বিশ্লেষণের জন্য পার্জিটার সাহেবের Ancient Indian Historical Traditions p.199—200 দ্রষ্টব্য।

দেব লোকে দুই ধনু ত্রিলোকে বিখ্যাত (১)।
অসুর বধিতে বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত॥
তার এক ধনু রুদ্রে দিল দেবগণ।
মহাদেব ত্রিপুর তাহে করিল নিধন॥
সে ধনু ভাঙ্গিয়া রাম রাখিলে খেয়াতি।
অপর দ্বিতীয় ধনু বিষ্ণুহস্তে স্থিতি॥
বিষ্ণু মহাদেব ধনুর বিক্রম জানিতে।
ব্রহ্মা ইন্দ্র আদি দেব আইল সাক্ষাতে॥
পরস্পর বিরোধ জন্মিল দুহো সহ।
মহাদেবের জিঘাংসা হইল বিষ্ণুসহ॥
পরস্পর মহাযুদ্ধ দোহাকার হৈল।
উভয় সমান যোদ্ধা জিনিতে নারিল॥
মহাযুদ্ধ হৈল দোহে দোহ সম বল।
ধনুর টঙ্কারে মহী যায় রসাতল॥
ধনুর টঙ্কার আর হুহুঙ্কার ধ্বনি।
শুনি কম্পান্বিত তাহে হইল মেদিনী॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ নিকটে আসিঞা।
বেদমন্ত্রে স্তুতি করে কৃতাঞ্জলি হৈঞা॥
পুরুষ প্রধান প্রভু দেবের দেবতা।
সৃষ্টোৎপত্তি করা জন্যে হইলে বিধাতা॥
সমুদ্র মন্থনে তুমি হইলে কারণ।
কূর্ম্মরূপে কর তুমি পৃথিবী ধারণ॥
সকল দেবতা প্রতি হঞা কৃপাময়।
বিষ পানে ধরিলে তুমি নাম মৃত্যুঞ্জয়॥
মোহিনী হইয়া দৈত্যে অমৃত বাটিলা।
কে বুঝিতে পারে প্রভু তোমা দোহা লীলা॥
বিধিরূপে সংসারের করহ সৃজন।
বিষ্ণুরূপ ধরি সব করহ পালন॥
কে বুঝিতে পারে গোসাঞি মহিমা তোমার।
রুদ্ররূপে এ সংসার করহ সংহার॥
যদি ধূলা পৃথিবীর গণিতে শক্তি হয়।
তথাপি মহিমা তোমার বর্ণন না যায়॥
ব্রহ্মাদি স্তবেতে তুষ্ট হৈলা দুইজন।
ততক্ষণে কৈলা দোহে ক্রোধ সম্বরণ॥
মহাদেব সেই ধনু মিথিলা নগরে।
রাখিলেন হর্ষে তাহা জনকের ঘরে॥
বৈষ্ণব ধনুক এই অধিক বিক্রম।
ঋচিক ভার্গব স্থানে রাখেন পরম॥
মহাতেজা ঋচিক মুনীন্দ্র মহাশয়।
ভার্গবে দিলেন ধনু করিয়া প্রত্যয়॥
তাহার তনয় জামদগ্নি মহামতি।
ত্রিজগত মধ্যে যার আছয়ে খেয়াতি॥
তেজস্বী দেখিয়া ধনু দিল তার স্থানে।
পিতা মোরে দিল ধনু সংসারেতে জানে॥
পিতা আমা জামদগ্নি জানে সর্ব্বজন।
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন তারে করিল নিধন॥
ক্ষত্রি হৈঞা ব্রহ্ম বধে না করিল ভয়। ছ—৪৪।১
তে কারণে ক্ষত্রি জাতি করিলাম ক্ষয়॥
কার্ত্তবীর্য্য মৃত্যু বিধান করি এ ধনুকে।
ত্রিসপ্তবার নিক্ষত্রিয় করিল ত্রিলোকে॥
এ ধনুকে পৃথ্বীজয় কৈল একইশ বার।
ত্রিজগত মধ্যে এ ধনুক অনিবার॥

---

(১) এই ধনুর গল্পটি মূল রামায়ণে আছে এবং কেবল মাত্র এই ছ-পুথিতেই আছে। মূল রামায়ণে বিষ্ণুর তেজে শিব অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন—এখানে দুই-ই সমান।

জয় কৈল সসাগরা পৃথিবী মণ্ডল।
কাশ্যপ মুনিতে আমি দিলাম সকল॥
অস্ত্র ধনু তেজি গেল সুমেরু পর্ব্বতে।
শূন্য অস্ত্র হৈয়া আমি করি অনুব্রতে॥
শুনিলাম হরধনু ভঙ্গ কৈলা তুমি।
বৈষ্ণব পৈত্রিক ধনু লঞা আইল আমি॥
ক্ষত্রি ধর্ম্মাশ্রয় করি ধনুক গ্রহণ।
শর আক্ষেপণ কর রঘুর নন্দন॥
যদি ধনু সন্ধানে অশক্ত (১) হএ তুমি।
তুষ্ট হঞা তবে তোমায় যুদ্ধ দিব আমি॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের অমৃত বচন।
অনায়াসে শুন ভাই এই রামায়ণ॥

৪৮-গ। পরশুরামের দর্পচূর্ণ।

পরশুরামের কথা শুনিয়া শ্রীরাম।
বলে লোক মুখে জানি বিস্তার তব নাম॥
পিতার আজ্ঞায় মাতার কাটিলে মস্তক।
ত্রিভুবন মধ্যে হেন নাহি করে লোক॥
ক্ষত্রিয় জাতির বীর্য্য হঞা আছে ক্ষীণ।
তে কারণে ক্ষত্রি বধ করিলে ব্রাহ্মণ॥
ক্ষুদ্র ক্ষত্রি মারিয়া হঞাছে অহঙ্কার।
ব্রাহ্মণ জানিয়া উপরোধ সবাকার॥
দিব্য ধনু আন দ্বিজ দেখিয়ে পৌরুষ।
ক্ষত্রিয় জাতির দেখ কেমন সাহস॥
এহা কহি পরশুরামের হস্ত হৈতে।
গ্রহণ করিল রাম নিজ বাম হাতে॥
হাত হৈতে শর নিল অল্প পরাক্রমে।
সন্ধান করিয়া ধনু আকর্ষিল রামে॥

(১) শক্ত অর্থে অশক্তের প্রয়োগ।

ধনুতে আকর্ষি বাণ বলেন বচন।
ব্রাহ্মণ পূজিত আমার তুমিহ ব্রাহ্মণ॥
অব্যর্থ সন্ধান মোর না যায় খণ্ডন।
তপস্যায় অর্জ্জিছ স্বর্গে গমনাগমন॥
এই পথ তোমার আমি করিব রোধন
অন্যথা আমার বাক্য নহে কদাচন॥
এই অহঙ্কার তোমার বিনাশিব আমি।
পুনর্ব্বার স্বর্গ পথে না যাইবে তুমি॥
এই সে বৈষ্ণব ধনু এই মহামার।
ক্ষত্রি মাত্র পৃথিবীর করিল সংহার॥
অমোঘ ব্রাহ্মণ হয় দর্প বিনাশনে।
এমত বলিছে রাম হাতে শরাশনে॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ আসিলা দেখিতে।
গন্ধর্ব্ব রাক্ষস যক্ষ কিন্নর অদ্ভুতে॥
ধনুধারী যথা রাম একা এ(১)ত্রিলোকে। ছ-৪৪।২
শক্তিহীন পরশুরাম পড়িল বিপাকে॥
দিব্য চক্ষে দেখে সর্ব্ব দেব অনুগত।
ধ্যান যোগে দেখে বিষ্ণু অংশ অদভুত॥
শ্রীরামেতে পরাভব মানি ভৃগুরাম।
কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করে অবিশ্রাম॥
কাশ্যপ মুনিতে যবে দিল বসুন্ধরা।
বিষয় বশেতে আমি বিনাশিনু ধরা॥
তদবধি না থাকি আমি কদাচ এ ক্ষিতি।
সন্ন্যাসী হঞাছি রাম নহি নরপতি॥
মিথ্যা প্রতিজ্ঞা রাঘব মহী না হয় আমার।
সেই হেতু স্বর্গ পথ আমার নিস্তার॥
শরেতে পৃথিবী পথ করহ রোধন।
মধুহন্তা প্রভু তুমি পূর্ণ সনাতন॥

(১) 'একত্রে' বলিয়াও পড়া যায়।

ধনুকের পরাক্রম মঙ্গল করুণ।
প্রসন্ন আমায় হও শ্রীমধুসূদন॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ দেখিছে সবায়।
কৃপা করি কৃপা দৃষ্টি করহ আমায়॥
নহিলে অতিশয় লজ্জা পাইতে মোর হয়।
ব্যর্থ হইবেক আমার ত্রৈলোক্য বিজয়॥
সম্বর এ শর তোমার মোক্ষ কর পথ।
শরে মোক্ষ হৈঞা যাব মহেন্দ্র পর্ব্বত॥
এ কথা কহিল যদি ভৃগুর নন্দন।
শর নিক্ষেপ না করিলেন শ্রীরঘুনন্দন॥
লোকে জামদগ্ন্যের রাজ্য অনুপম তেজা।
দেবতা মনুষ্য যারে করিলেন পূজা॥
শর তেজে জামদগ্ন্য হইল অশোক।
দেবাসুর আদি করি জানে সর্ব্ব লোক॥
শরমুক্ত করিলেন দেবেন্দ্র রাঘবে।
আকাশে বিমানে চলিলেন দেব সবে॥
দিগন্তরে গেলা দেব যার যেই স্থান।
পরশুরাম শ্রীরামেরে করিল প্রণাম॥
প্রদক্ষিণ করিয়া ভার্গব মহাশয়।
শেষে গমন কৈল আপন আলয়॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের সুমধুর বাণী।
শ্রবণে পরম সুখ হয় দিব্য জ্ঞানী॥

মন্তব্য। মূল রামায়ণের সহিত মিলাইলে পাঠক মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন যে ইহা প্রায় মূলানুগত অনুবাদ। পূর্ব্বের প্রসঙ্গও তাহাই। কিন্তু বর্ত্তমান প্রসঙ্গে দুইটি স্থান আছে,—যথায় স্বর্গপথ মুক্ত রাখিয়া পরশুরাম পৃথিবীপথ রুদ্ধ করিবার অনুরোধ করিতেছেন—এবং রাম শর নিক্ষেপ না করিয়া সম্বরণ করিলেন বলিয়া লিখিত হইয়াছে—যাহা মূল রামায়ণ বিরোধী এবং মনে হয় যেন মূল না বুঝিয়া ভুল অনুবাদ করা হইয়াছে। কাজেই, এই প্রসঙ্গের অনুবাদ গুলির মূলানুবর্ত্তিতা দেখিয়া যতই বিস্মিত হই না কেন, অন্ত একখানা পুথিতে না পাওয়া পর্য্যন্ত এইগুলি কৃত্তিবাসের রচনা কিনা, সেই বিষয়ে সন্দেহ ঘুচিবে না।

৪৮-ঘ। কুমার ও পুত্রবধূগণসহ দশরথের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন।

নিজধামে পরশুরাম করিল গমন।
শ্রীরামের লভ্য হৈল সেই ধনুর্ব্বাণ॥
বশিষ্ট প্রভৃতি ঋষি চরণ বন্দিয়া।
পিতার চরণ ধূলি মস্তকে লইয়া॥
জমদগ্নি গমন কহিল পিতা স্থানে।
বশিষ্ঠাদি মুনিগণ সর্ব্ব লোকে শুনে॥
শ্রীরামের কথা শুনি হর্ষ হৈল রাজা।
মস্তক আঘ্রাণ লয় হৈয়া মহাতেজা॥
হরষিত হৈল সবে এই কথা শুনি।
রাম জয় বলি করে জয় জয় ধ্বনি॥ ছ-৪৫।১
সৈন্য সামন্তক রাজা একত্র করিয়া।
দেশেতে চলিল সব মুনি ঋষি লঞা॥
বিচিত্র পতাকা উড়ে গগন মণ্ডলে।
নানা বাদ্য বাজে তাহে অতি কুতুহলে॥
জলসিক্ত পথ তাহে উদ্যান চারিভিতে।
পূর্ণ কুম্ভ সারি সারি পল্লব সহিতে॥
সমূহ মঙ্গলে রাজা পুরে প্রবেশিল।
নাগর নাগরী সবে দেখিতে আইল॥
কৌশল্যা কেকৈ আর সুমিত্রা সুন্দরী।
অন্য যত ভার্য্যা রাজার ছিল অন্তঃপুরী॥
মঙ্গল আচরণে সবে আইলা বধূ কাছে।
নানাবিধ বাদ্য ভাণ্ড তা সবার পাছে॥
কৌশল্যা কোলেতে নৈল জনক নন্দিনী।
ঊর্ম্মিলাকে সুমিত্রা নিলেন যত্ন করি॥

শ্রুতকীর্ত্তি মাণ্ডবীরে করিয়া যতন।
দুই কক্ষে কৈকৈ লৈলেন দুই জন॥
পতিপুত্রবতী নারী মঙ্গল আচরি।
মনি মুক্তা প্রবাল হার বিতরণ করি॥
বরণ করিঞা পুত্রবধূ নিল ঘরে।
আনন্দিত প্রজা সব হরিষ অন্তরে॥
নানা আভরণে আর বিচিত্র বসনে।
অযোধ্যা নগরের নারী করিল পূজনে॥
নগর মধ্যেতে আছে যতেক দেবতা।
নানা উপহারে তারা হৈলেন পূজিতা॥
মহর্ষি রাজর্ষি ব্রহ্মর্ষি মুনি যত।
নানা দ্রব্য উপহারে পূজে বিধিমত॥
দরিদ্রে দিলেন ধন আকাঙ্ক্ষা পূরিয়া।
কুটুম্ব বান্ধব পূজেন হরষিত হঞা॥
এই মত মহারাজা অযোধ্যা নগরে।
পুত্রোৎসবে মহানন্দ দশরথ করে॥
শ্বশুর শ্বাশুরী পূজা করেন সর্ব্বদা।
স্বামী সেবা করেন হর্ষিত হঞা সদা॥
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া প্রভু অযোধ্যা নগরে।
লক্ষ্মী সহ নারায়ণ সতত বিহরে॥
নারীর স্বধর্ম্ম সদা স্বামী হিতে রতা।
বিশেষ বৈদেহী (১) দেবী জনক দুহিতা॥
সীতার বিবিধ সেবায় বন্ধ হৈলেন রাম।
প্রাণের অধিক হৈল রাম প্রিয়তম॥
এইরূপ পরস্পর স্নেহ অনুবন্ধ।
প্রকৃতি পুরুষ দোহে একই সম্বন্ধ॥

(১) মূলে বৈদেহী।

কৃত্তিবাস বলেন শ্রীরাম পদতলে।
মন ভৃঙ্গ থাকে যেন চরণ কমলে॥ ছ-৪৫।২

মন্তব্য। এই প্রসঙ্গও প্রায় মূলানুগত অনুবাদ। লক্ষ্য করা আবশ্যক যে বাঙ্গালীর ঘরের স্ত্রীআচার ইত্যাদির বর্ণনা ইহাতে নাই।

ইহার পর আর দুইটি প্রসঙ্গে ছ-পুথিতে আদিকাণ্ড শেষ। প্রথমটিতে ভরতশত্রুঘ্নের মাতুলালয় গমন বর্ণিত। দ্বিতীয়টি রামের বিবিধ গুণাবলি ও যোগ্যতা বর্ণনা করিয়া রামাভিষেকের সূচনায় সমাপ্ত। মূল রামায়ণে আদিকাণ্ড ভরতের মাতুলালয় গমন প্রসঙ্গে শেষ;—কাজেই কৃত্তিবাসী রামায়ণের আদিকাণ্ডও সেই খানেই শেষ হওয়া উচিত। ক-পুথিতে কিন্তু এই প্রসঙ্গ দিয়া অযোধ্যাকাণ্ড আরব্ধ। গ-চ পুথির আদিকাণ্ডও ভরতের মাতুলালয় গমন প্রসঙ্গে সমাপ্ত। দুই পুথিতেই পড়িবার ছল করিয়া ভরতকে মাতুলালয়ে পাঠাইবার কথা আছে। মূল রামায়ণে, গ-চ-ছ পুথিতে এবং বাজার সংস্করণে যখন ভরতের মাতুলালয় গমন প্রসঙ্গ এবং রামাভিষেক সূচনাদ্বারা আদিকাণ্ড সমাপ্ত, তখন বর্ত্তমান সংস্করণের আদিকাণ্ডও ঐ প্রসঙ্গে সমাপ্ত করাই সঙ্গত মনে করিলাম। কাজেই ক-পুথির অযোধ্যাকাণ্ড হইতে এই প্রসঙ্গটি আদিকাণ্ডে আনয়ন করিয়া নিম্নে দিলাম। ইহার বর্ণনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। ইহার পরে ছ-পুথি হইতে এই প্রসঙ্গের পাঠ দেওয়া যাইবে। উহা বিস্তৃততর এবং মূলানুগত।

পরিষদের মুদ্রিত অযোধ্যাকাণ্ডে দেখা যায় কেকয়রাজ রাম লক্ষ্মণকে স্বভবনে নিবার জন্য দূত পাঠাইয়াছিলেন; দশরথের রামকে পাঠাইতে ইচ্ছা হইল না বলিয়া ভরত শত্রুঘ্নকে পাঠাইয়া দিলেন — কোন ছল করিয়া নহে, অমনি, আদেশ দিয়া। আমার দৃষ্ট কোন পুথিতে আমি এই রকম পাঠ পাইলাম না।

৪৯। শত্রুঘ্ন সহ ভরতের মাতুলালয় যাত্রা।

মাতুলের দূত আইল ভরত নিবার।
দেখিবারে শ্রদ্ধা হৈল ভরতকুমার॥
রাজার সাক্ষাতে দূতে কহি[ল ব]চন।
কেকএর আদেশ জতেক বিবরণ॥
তাহা সুনি নৃপতি গেলেক অন্তঃপুরে।
ইসব কহিল গীয়া কেকএর গোচরে॥
কেকৈই কহিল বহু বিনয় ভকতি।
উচিত চালাইয়া দিতে সুন নরপতি॥
তথাতে আছএ মোর পণ্ডিত ব্রাহ্মণ।
তথা গীয়া পঠ়ক ভরত শত্রুঘ্নন॥
নানা রত্ন দিল দুই কুমার সংহতি।
অনুচর সঙ্গে দিয়া পাঠাইল নৃপতি॥
কুমারে[কি] পাঠাইয়া সেই মহারাজন।
আর দিন প্রভাতে বসিলা সিংহাসন॥ ক-৩০।১

৪৯-ক। শত্রুঘ্নসহ ভরতের মাতুলালয় গমন

একদিন মহারাজা ভরতে আনিয়া।
কেকৈ রাজপুত্র আইল তোমার লাগিয়া॥
বুধজীত (১) তোমার মাতুল আইল তাতে।
মাতামহ তুমা হর্ষে চাহেন দেখিতে॥
অতএব যাহ তুমি মাতামহ পুর।
মাতামহ প্রণমিয়া আইসহ ত্বরিত॥
এমতাজ্ঞা দিলা যদি দশরথ রাজা।
গমন উদ্যোগী হৈলা ভরত মহাতেজা॥

(১) মূল রামায়ণে যুধাজিৎ।

ভ্রাতৃ দেখিবারে তবে কেকৈ মহারাণী।
ভরত যাবার কথা নিশ্চয়তা শুনি॥
ভ্রাতার নিকট গেলেন হরষিত হঞা।
চিন্তাযুক্ত ভরতের গমন জানিঞা॥
দেবোত্তম তনয়েরে আজ্ঞাদেশ দিঞা।
পিতৃগেহে ভরতেরে প্রেরণ করিঞা (১)॥
রোদন করেন রাণী চক্ষে পড়ে পানী।
কোল শূন্য হৈল আজি গেল পুত্রমণি॥
অমাত্য প্রধান চলে রথ রথী শত।
পদাতি তুরঙ্গ গজ হইল আবৃত॥
মহারাজা দশরথ প্রণাম করিতে।
ভরত গেলেন তথা শত্রুঘ্ন সহিতে॥
কৃতাঞ্জলি হঞা ভরত বলেন বচন।
আজ্ঞা দেহ ভ্রাতৃসহ করিব গমন॥
মস্তক আঘ্রাণ করি ভরত লৈল কোলে।
সর্ব্বাঙ্গ ভিজিল রাজার নয়নের জলে॥
শুভ গমন কর মাতামহ গৃহ প্রতি।
উপদেশ কহি আমি শুন মহামতি॥
শত্রুঘ্ন তোমার হয় অনুরক্ত ভ্রাতা।
তোমার প্রাণের তুল হয় অভিমতা॥
আপনার আত্মা তুল্য সতত দেখিবে।
আপদে বিপদে ভ্রাতা সর্ব্বদা রাখিবে॥
শত শত গুণে তারে সর্ব্বদা পালিবে।
কোন মতে তোমা যেন অদৃশ্য না হবে॥
মাতামহ শুশ্রূষা করিবে নিরন্তর।
মাতামহ প্রণাম করিবে গুণাকর॥

(১) পর পর অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার আধুনিক গন্ধি। কৃত্তিবাসের রচনার সরস সহজ প্রবাহও রচনায় অনুপস্থিত।

শীলবান বিনয়েতে নহে অহঙ্কৃত।
অমত বচনে কাহ লবে অবিরত (১) ॥
বেদবেত্তা ব্রাহ্মণ সেবিবে যত্ন করি।
অমাত্যেরে হিত কথা কহিবে অগ্রকরি ॥
অমৃতের ন্যায় বাক্য করিবে গ্রহণ।
বিনয় বাক্যে সবাকারে করিবে তোষণ ॥
ব্রাহ্মণ মঙ্গল সর্ব্ব সুখের কারণ।
সর্ব্ব কার্য্যে ব্রাহ্মণে করিবে জিজ্ঞাসন ॥
ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণে পূজিবে নিরন্তর।
পূজিত হইলে দিবে মন বাঞ্ছা বর ॥
পুত্র ভাবে দেবতা মনুষ্য লোক আসি।
ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম হয় পরম তপস্বী ॥
ব্রাহ্মণ সমীপে দেব (২) ধর্ম্মশাস্ত্র যত। ছ·৪৬১
আছয়ে তপস্যা নীতি শাস্ত্র বিশেষত ॥
অমূল্য ধন বিদ্যা করহ অধ্যয়ন।
প্রাচীনের বাক্য হৃদে করিবে ধারণ ॥
রথে গজে অশ্বে নিত্য কর আরোহণে।
গন্ধর্ব্ব বিদ্যা অভ্যাস করিবে যতনে ॥
নানাবিধ শিল্প বিদ্যা অভ্যাস করিবে।
ক্ষণ মাত্র বৃথা কথায় কাল না ক্ষেপিবে ॥

(১) অর্থ বুঝা গেল না। পাঠের গোলমাল আছে বোধ হয়। পরে দেখা যাইবে—এই স্থানের মূল নিম্নলিখিত শ্লোক দুইটীঃ—

বিনীতঃ শীলবাংশ্চৈব ভবেঃ পুত্রানহঙ্কৃতঃ।
ব্রাহ্মণাম্ শ্রুতবিত্তাঢ্যাম্ সেবেথাঃ ত্বং প্রযত্নবান্ ॥
প্রসাদ্য চৈতান্ যত্নেন পৃচ্ছেস্ত্বং হিতমাত্মনঃ।
তচ্চাপ্যমৃতবদগ্রাহ্যং ত্বয়া তেষাং হিতং বচঃ ॥

কাজেই অনুবাদে গলদ আছে।

(২) নিশ্চয়ই 'বেদ'।

দূত কর্ম্মে নিপুণ যে তাহারে প্রেরিবে।
কুশল শ্রবণান্তরে সকল কহিবে ॥
কহিতে কহিতে হইল অশ্রুলোচন।
গদ গদ বাক্যে কহে করহ গমন ॥
এমত অনুজ্ঞা ভরত পাইয়া পিতার।
জিজ্ঞাসা করিতে গেল শ্রীরাম ভ্রাতার ॥
মাতৃগণ সবাকার চরণ বন্দিঞা।
কৃতাঞ্জলি হঞা সবাকার আজ্ঞা লঞা ॥
শত্রুঘ্ন সহিতে রথে করিল গমন।
চতুরঙ্গ সেনা সহ কেকৈ নন্দন ॥
পশ্চাতে চলেন (১) সব পুরবাসী জনে।
স্নেহানুবন্ধনে চলে শ্রীরাম লক্ষ্মণে ॥
কথোপকথনে গেলেন দুই ক্রোশ পথ।
অশ্ব গজ পদাতি আর কত শত রথ ॥
রথ হৈতে নামি তবে ভরত শত্রুঘ্ন।
শ্রীরামের পদ শিরে করিল ধারণ ॥
পদতলে পড়িয়া ভরত শত্রুঘ্ন।
দুই হাতে কোলে লৈল রাম তপোধন ॥
মাতামহ গৃহে যাহ ভরত শত্রুঘ্ন।
স্মরণে রাখিবে আমা সহিত লক্ষ্মণ ॥
সর্ব্বদা তোমারে আমি স্মরণে রাখিব ॥
কত দিনে তোমা সবা নয়নে দেখিব ॥
শ্রীরামেরে এই কথা কহিয়া ভরত।
ভূমিতে পড়িয়া দোহে করে প্রণিপাত ॥
শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণেরে করি আলিঙ্গন।
দেখিতে মাতুল গৃহ ত্বরিত গমন ॥
সুহৃদ্বন্ধু সহ পথে করি বিহরণ।
শিথিল গমনে হৈল দূরে বিহরণ ॥

(১) মূলে 'বলেন'।

নদ নদী বন ছাড়ি কতেক পর্ব্বত।
স্থানে স্থানে মনোহর ফলফুলযুত॥
নানা দেশ অতিক্রম করিঞা ভরত।
কেকয় দেশ নিকট গেলেন শত্রুঘ্ন সহিত॥
মাতামহ সমীপে দূত করিল প্রেরণ।
নগর সমীপে আসি ভরত শত্রুঘ্ন॥
কেকয় রাজার কাছে দূতে যাঞা বলে।
শত্রুঘ্ন ভরত আইল নদীর ও কূলে॥
নগরের নিকটে আছেন দুই ভাই।
চতুরঙ্গ সেনা সহ আছেন তথাই॥
দূত মুখে শুনি রাজা হঞা হরষিত।
মন্ত্রীগণ পাঠাইল আনিতে ত্বরিত॥ ছ-৪৬৷২
চর্ব্ব্য চুষ্য লেহ্য পেয় নানা দ্রব্য আনে।
আহরণ করে রাজা বস্ত্র আভরণে॥
রাজ পথ করে রাজা জলে অভিষিক্ত।
পূর্ণ কুম্ভ থুইল পথে করি চারিভিত॥
নানাবিধ বাদ্য বাজে কেকয় নগরে।
জয়ধ্বনি বেদধ্বনি প্রতি ঘরে ঘরে॥
ব্রাহ্মণ সবে বেদধ্বনি করিতে করিতে।
শত্রুঘ্ন ভরত দুই প্রবেশে পুরেতে॥
প্রথম যাঞা কেকয় রাজা কৈল নমস্কার।
মাতামহী চরণ ভবে বন্দিল অপার॥
পুরি মধ্যে আছে যত গুরু মান্য জন।
ক্রমে ক্রমে প্রণমিল ভরত শত্রুঘ্ন॥
কেকয় রাজা নানাবিধ মঙ্গল আচার।
শত্রুঘ্ন ভরতে কৈল নানা পরকার॥
গ্রামের দেবতা-যন্ত্র আছে স্থানে স্থানে।
নানা দ্রব্য উপহারে পূজেন রাজনে॥
ব্রাহ্মণ ভোজন করান নানা উপহারে।
বসন ভূষণ ধন দেন দরিদ্রেরে॥
গীত বাদ্য নৃত্য গৃহে প্রতিদিন হয়।
বরাঙ্গনা গণে আসি চামর ঢুলায়॥
বয়স্যসমূহসহ ভরত শত্রুঘ্ন।
আহার বেহার সদা সন্তোষে করেন॥
প্রভাতে উঠিয়া করেন ব্রাহ্মণ সেবন।
মাতামহ পদধূলি মস্তকে ধারণ॥
মাতামহী সবে দেখে প্রাণের অধিক।
মাতামহ গৃহে থাকেন পরম কৌতুক॥
নানা সুখে থাকেন ভরত মহাশয়।
দেখিঞা কৌতুক বড় নৃপতি কেকয়॥
অযোধ্যা হইতে ভরত করিলে গমন।
দশরথ পূজা করেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
পিতা আজ্ঞা একবার লইয়া শ্রীরাম।
পুরকার্য্য সমস্ত করেন অবিরাম॥
মাতাগণ সেবা রাম করে বিধিমতে।
তাহাদের আজ্ঞা পালে লক্ষ্মণ সহিতে॥
গুরুজন সেবা রাম করে সাবধানে।
তাহাদের আজ্ঞা রক্ষা করেন যতনে॥
রামের শীলতায় তুষ্ট হইল রাজন।
গুরুগণ তুষ্ট আর পুরবাসী জন॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের বাণী সুলক্ষণ।
শ্রীরাম কৃপায় রচিল রামায়ণ॥

৫০। মাতুলালয়ে ভরত শত্রুঘ্নের বিবিধ বিদ্যা শিক্ষা ও অযোধ্যায় দূত প্রেরণ।

অকস্মাৎ একদিন ভরত মহাশয়।
মাতামহ প্রণমিয়া যোড় হাতে কয়॥

আচার্য্য সেবা করিবারে মোর ইচ্ছা হয়।
হিতাহিত উত্তম যদি তোমা মনে লয়॥
ধর্ম্মার্থ জ্ঞানেতে ভাল সাংখ্য শাস্ত্র জানে।
অস্ত্র বিদ্যা কুশল আর নীতিতে নিপুণ॥ ছ-৪৭।১
হস্তী অশ্ব রথ জ্ঞানে হবে সুশিক্ষিত।
গন্ধর্ব্ব বিদ্যায় ভাল নানা শিল্প যুত॥
বেদ বেদাঙ্গেতে রত বিনয়ী যাচক।
এমন সুবিজ্ঞ জনের হইব (১) সেবক॥
অপনার সম্মতিতে আজ্ঞা যদি হয়।
একথা শুনিয়া রাজা সন্তুষ্ট হৃদয়॥
আদেশ করিল রাজা আচার্য্য সকলে।
গুরু সেবা করে ভরত হঞা কুতুহলে॥
বেদ বেদাঙ্গ বিদ্যা গ্রহণে তৎপর।
গুরু সন্নিধানে বিনয় করেন অপার॥
গুণ বুদ্ধি কারণ বেদ বেদাঙ্গ স্বীকার।
আনুপূর্ব্ব অভ্যাস করেন অনিবার॥
অস্ত্র শস্ত্র শাস্ত্র শিল্প বিদ্যা আছে যত।
শত্রুঘ্ন সহ ভরত অভ্যাসিল তত॥
অনায়াসে সর্ববিদ্যায় হৈল অধিকার।
দেখিয়া সকল গুরুর লাগে চমৎকার॥
সর্ববিদ্যা অভ্যাসিঞা বিনয়ী হইলা।
দানে মানে পুরস্কারে আচার্য্য পূজিলা॥
পূজিত হঞা গুরু সব হৈলেন বিদায়।
জ্ঞানাভ্যাসে শিক্ষিত ভরত মহাশয়॥
এইরূপে ভরতে বসেন বহুকাল।
বিবিধ বিজ্ঞানে ভরত হৈল সুবিশাল॥
ইহার অধিক বিদ্যা জানে যেই জন।
তাহার সহিত ভরত থাকে সর্ব্বক্ষণ॥

(১) মূলে 'হইবে'।

ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ পরতত্ত্ব জ্ঞানী।
নানাবিধ শাস্ত্র সেবা সূর্য্য বংশ মণি॥
একদিন শত্রুঘ্ন সহ বসিছে ভরতে।
মাতামহ প্রণমিয়া কহে জোড় হাতে॥
বৃদ্ধ পিতামাতা গৃহে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
আজ্ঞা যদি হয় দূত করিয়ে প্রেরণ॥
শুনিয়া কেকয় রাজা হরিষ হইল।
তথাস্তু বলিয়া রাজা ভরতে আজ্ঞা দিল॥
সুহৃদ ব্রাহ্মণ জ্ঞানী শাস্ত্রেতে নিপুণ।
তাহারে আনিয়া ভরত বলেন বচন॥
অযোধ্যা গমন কর ত্বরিত তুরঙ্গে।
যেন পথ মধ্যে বিলম্ব না হয় কুসঙ্গে॥
পিতা দশরথ আর জননী কেকৈরে।
মাতামহ গৃহ বার্ত্তা কবে ধীরে ধীরে॥
পিতামাতা নিকটেতে না করিবে শঙ্কা।
শঙ্কিত হইলে বার্ত্তা নহিবে নিরঙ্কা॥
শ্রীরাম নিকটে যাঞা বিজ্ঞাপ্ত করিবে।
আমার উদ্দেশে সব গৌরব জানাবে (১)॥
নিজ ভৃত্য ভরত তোমার চরণ পূজিয়া।
নিবেদন করেন প্রভু শুন মন দিঞা॥
স্নিগ্ধ কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসে ভরত। ছ-৪৭।২
লক্ষ্মণ কেমন আছে কহিবে বিস্তৃত॥

(১) মূল—'রামশ্চোপেত্য বিজ্ঞাপ্যো মামুদ্দিশ্য সগৌরবম্।' কাজেই ভরত দূতকে গৌরব জানাইতে কহে নাই, গৌরব সহকারে জানাইতে বলিয়াছে। 'সব গৌরব' আদিতে সগৌরব ছিল বলিয়া বোধ হয়।

কৌশল্যা মাতাকে মোর কোটী নমস্কার।
কেকৈ মাতাকে কোটী প্রণাম আমার॥
কুশল সংবাদ লঞা শীঘ্র আইস তুমি।
তোমা পথ নিরীক্ষিয়া রহিলাম আমি॥
মন্ত্র রথে চড়িঞা সুখে চলিল ব্রাহ্মণ।
দেশ দেশান্তরে যায় নদ নদী বন॥
অমরা পুরি জিনিঞা হয় অযোধ্যা নগর।
দশরথ রক্ষিতা সে পুরি মনোহর॥
ভরত আজ্ঞায় দ্বিজ চলিল সত্বরে।
উপনীত হৈল যাঞা রাজার দুয়ারে॥
যথা বসিয়াছে দশরথ মহারাজা।
সেই স্থানে উপসন্ন দ্বিজ মহাতেজা॥
আশীর্ব্বাদ করি দ্বিজ কহেন বচন।
কুশলে আছেন দোহ ভরত শত্রুঘ্ন॥
প্রিয় বাক্য ব্রাহ্মণের শুনিয়া রাজন।
ব্রাহ্মণেরে পূজা করেন হঞা হর্ষ মন॥
কৌশল্যা কেকৈ আর সুমিত্রাদি যত।
প্রত্যেকে সম্বাদ রাজা করিল নিশ্চিত॥
ভরতের সুসম্বাদ শুনি সর্ব্ব জন।
সবে হরষিত সহ শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
ভরত পত্র প্রত্যুত্তর লিখে সর্ব্বজন।
বিশেষ করিয়া লিখে শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
বসন ভূষণ আদি নানা রত্ন দিয়া।
দূত বিদায় দিল রাজা হরষিত হঞা॥
ভরতের নিকটে চলিল দ্বিজবর।
দানে মানে হরষিত হইঞা অন্তর॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর বচন।
আদ্যকাণ্ডে শুন সবে মধুর রামায়ণ॥

৫১। রামের বিবিধ গুণ বর্ণন। দশরথের রামকে যৌব-রাজ্যে অভিষেকের কল্পনা। রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে প্রজাগণের অনুরোধ।

পুত্র স্নেহে দশরথ স্মরে মনে মন।
ইন্দ্র সমস্বর মোর ভরত শত্রুঘ্ন॥
বৃদ্ধ বয়সে আমার চারি পুত্র হৈল।
দুই পুত্র চলি গেল দেখিতে মাতুল॥
চারি সন্তানেরে দেখি একই শরীর।
চারি জন সম বল চারি মহাবীর॥
এই চিন্তা দশরথ করেন রাত্রি দিনে।
ভরত শত্রুঘ্ন আমি দেখিব কত দিনে॥
চিন্তিত দেখিঞা নৃপ শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
নিকটে করেন পিতার চরণ বন্দন॥
রামের বিষমে রায় দশরথ রাজা (১)।
গুণের আ(ক)র রাম রূপে মহাতেজা॥
পিতা মাতা ভ্রাতৃ সুহৃদ আর প্রজাগণ (২)।
রামচন্দ্রে সকলের কায় বাক্য মন॥ ছ—৪৮।১
মধুর বচনে রাম তোষে সর্ব্ব জনে।
পুরুষত্ব বড়াই নাহি করে শত্রুজনে॥
জ্ঞানশীল বৃদ্ধ গুণবান সর্ব্ব জনে।
মিষ্ট যুক্ত বচন কহেন সবা সনে॥
বিদ্যাবান মেধাশীল মিষ্ট প্রিয়ম্বদ।
উদার চরিত্র সর্ব্ব জনের সুহৃদ॥
বীর্য্যবান রামচন্দ্র সবার গর্ব্বিত।
বুদ্ধিমান বৃদ্ধ জনের হয়েন পূজিত॥

---

(১) অর্থ হয় না, পাঠে গলদ আছে।
(২) মূলে 'ধজাগণ।'

অনুরক্ত সদা কাল প্রজার পালনে।
অক্রোধ সর্ব্বদা দেব ব্রাহ্মণ পূজনে ॥
দীনে অনুকূল সদা বিজ্ঞ প্রিয়ম্বাদী।
বিনয়ে তোষেন রাম বৈধীয় (৩) জনাদি ॥
কলহ উপস্থিত বাক্যে স্পৃহা নাহি হয়।
বরং ক্লহ (৪) কারী জন চক্ষে না দেখয় ॥
শরণার্থী শরণ্য রাম সর্ব্বভুত দয়া।
সাধুজনের হিতকারী অসাধু নির্দ্দয়া ॥
শরণাগত জন প্রতি সদা উপকারী।
কৃতজ্ঞ সত্য সঙ্গত গণজ্ঞ (৫) গুণকারী ॥
সকল সুহৃদ জনে হন মহা সুখী।
উপকারী হন রাম যত জন দুঃখী ॥
সর্ব্ব উপকার যদি করে কোন জন।
তাহার অমৃত বাক্য করেন শ্রবণ ॥
সারল্য স্বভাব প্রিয়কর অবিনীত (৬)।
শীলবান মৃদু মহাতেজা গুণযুত ॥
মহা সাহসিক রাম মহা গুণোত্তম।
তেজস্বী ক্ষমালু প্রিয়ম্বদ চন্দ্র সম ॥
সমরে দুর্জ্জয় অরি জনে যেন ভানু।
নত্রেতে নিপুণ পূজ্যমান সর্ব্ব তনু ॥
সর্ব্বগুণনিধি রাম গুণের অপার।
দেখি রাম গুণ লোকে লাগে চমৎকার ॥

সতত চিন্তেন রাজা ভাবি মনে মনে।
যুবরাজ শ্রীরামেরে করিব কেমনে ॥
এই চিন্তি হৃদয়েতে স্থির কৈল মনে।
কবে অভিষিক্ত রাম দেখিব নয়নে ॥
আমার যে প্রিয়তম নয়নাভিরাম।
প্রজাদিগের মনোরম হয় গুণধাম ॥
পরাক্রমে শক্রসম বুদ্ধে বৃহস্পতি।
গম্ভীরে সমুদ্র সম ধৈর্য্যে বসুমতী ॥
বহুশত বর্ষ মহী পালিলাম আমি।
অকণ্টকে এই রাজ্যে হঞা একা স্বামী ॥
বৃদ্ধ হইলাম রামি রাজ্যের রক্ষণে।
শ্রীরাম করিব রাজা স্থির কৈল মনে ॥
গুরু মন্ত্রী পুরোহিত আর পুর জনে।
মন্ত্রণা করেন রাজা তা সবার সনে ॥
সকল মিলিছ এথা যত মন্ত্রীগণে।
যদি সিদ্ধমত হয় রামাভিষেচনে ॥
বৃদ্ধ বয়স মোর হঞাছি অক্ষম।
যুবরাজ অভিষেক করহ শ্রীরাম ॥
মনোভিলাষ কহিলাম তোমা সবা স্থানে। ছ-৪৮।২
যুবরাজ শ্রীরামের দেখাহ নয়নে ॥
এমত মঙ্গল কথা শুনি হর্ষ হঞা।
রাজা স্থানে বলে সবে নিকটেতে যাঞা ॥
বহুবর্ষ এই রাজ্য পালিলে মহাশয়।
আমরা সকলে বলি করিয়া বিনয় ॥
সর্ব্ব গুণে গুণাকর হয়েন শ্রীরাম।
এ রাজ্যের রাজা উপযুক্ত গুণধাম ॥
শ্রীরামেরে রাজ্য ভার দিতে আজ্ঞা হয়।
প্রজাগণ সকলে জোড় হস্তে এহা কয় ॥

---

(৩) ?
(৪) কলহ। অদ্ভুত বানান!
(৫) 'গুণজ্ঞ' হইবে বোধ হয়।
(৬) বিনীত অর্থে 'অ-বিনীত' ব্যবহার? অথবা, যেখানে শক্ত হওয়া দরকার সেখানে কিছুতেই নরম হন না, এই অর্থ?

মনোনীত এই বাক্য শুনিয়া রাজন।
অনিচ্ছাতে দশরথ বলেন বচন ॥
কিশোর বয়স রাম অপ্রাপ্ত ব্যবহার।
রাজধর্ম্মে পৃথিবী শাসিবে কি প্রকার ॥
নবীন বয়স রাম স্বভাব চঞ্চল।
কেমনে এ রাজ্যভার দিতে সবে বল ॥
এহা যদি বলিলেন অযোধ্যার পতি।
যোড় হাতে বলে মাথা নয়াইয়া ক্ষিতি ॥
বহুগুণে গুণনিধি হয়েন শ্রীরাম।
প্রবীন সাত্বিক সাধু যুদ্ধে অনুপাম ॥
অনসূয় প্রিয়কর প্রিয়বাদী যত।
প্রজাদের পিতামাতা দাতা দয়াযুত ॥
বহুশ্রুতি প্রাচীন ব্রাহ্মণ উপাসক।
দুর্ব্বিনীত শাস্তা রাম বিনীত পূজক ॥
জ্ঞাতি বন্ধু পুরবাসী জনে অনুগত।
প্রজার পালন রাম জানে বিশেষতঃ ॥
যতেক বালক বৃদ্ধ যুবা আর প্রজা।
সকলের ইচ্ছা এই রাম হন রাজা ॥
শ্রীরামের গুণ কীর্ত্তি অবিশ্রামে কয়।
সকল বালকে বলে রাম জয় জয় ॥
ধর্ম্মজ্ঞ বদান্য আর মহাত্মা বিনীত।
ধনুর্ব্বেদে দৃঢ় রাম যুদ্ধেতে উদ্যত ॥
অব্যর্থ-সন্ধান অস্ত্র শাস্ত্রেতে নিপুণ।
দেবতা সকলে রাম জানেন যতন ॥
যেখানে যেখানে রাম চলেন সংগ্রামে।
তব আজ্ঞায় জয়ী হয় যুদ্ধ অনুপমে ॥
শত্রুজয়কারী রাম যুদ্ধেতে নিবর্ত্ত।
তথাপি শ্রীরামে তুমি হএগ আছ আর্ত্ত ॥
কুঞ্জরে তুরঙ্গে রথে গমনাগমনে।
রাজপথ মধ্যে যদি হয় সন্দর্শনে ॥
কুশল জিজ্ঞাসা বার্ত্তা মধুর বচন।
অমৃতাভিষিক্ত বিধু বদন দর্শন ॥
অগ্নিহোত্র দ্বারে আর প্রিয় শিষ্য জনে।
অনুকল্প করিয়া রাম জিজ্ঞাসেন দীনে ॥
পুর গ্রাম নগর দেশ বিদেশ নিবাসী।
শ্রীরামের যুবরাজে সবে অভিলাষী ॥
বালক বালিকা বৃদ্ধ তরুণী গৃহে গৃহে।
শ্রীরামের রাজ্যাভিষেক চাহেন সমূহে ॥
প্রসন্ন হইয়া রাজা কর অনুমতি।
অযোধ্যায় রামচন্দ্র হয়েন ভূপতি ॥
রাম ইন্দিবর শ্যাম প্রজানুপালনে।
অভিষেক মোরা কবে দেখিব নয়নে ॥
রাজাধিরাজের পুত্র আত্মগুণে রাম।
লোকনাথ দেবদেব পূর্ণ কর কাম ॥
রাম অভিষেকেতে উদ্যোগী হও রাজা।
পৃথিবী মণ্ডলে সবে করিবেক পূজা ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিত মূর্খ জ্ঞান কিছু নাই।
কৃপা কর রামচন্দ্র এই ভিক্ষা চাই ॥
রাম গুণ কৃত্তিবাস পণ্ডিত রচিল।
আদ্যকাণ্ড সমাপ্ত হৈল হরি হরি বল ॥

মন্তব্য। ছ-পুথিতে ইহার পরে কলিদোষ কথন ও ফলশ্রুতি কীর্ত্তনে আদিকাণ্ড সমাপ্ত,—উহার শেষের ভণিতাটি মাত্র শেষ দুই ছত্রে দিলাম।

ছ-পুথি হইতে উদ্ধৃত ৪৮ ক—খ—গ—ঘ প্রসঙ্গ গুলি এবং ৪৯—ক, ৫০, ৫১ প্রসঙ্গগুলি যে সংস্কৃত রামায়ণের মূলানুবর্ত্তী অনুবাদ, তাহা মূলের সহিত মিলাইয়া পড়িলেই বুঝা যায়। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে রাম-পরশুরাম প্রসঙ্গেও যেমন, এখানেও তেমন,—মূলের সহিত অনুবাদ

কোন কোন স্থানে মিলে না। আর, ভরতের মাতুলালয় গমন বঙ্গবাসী সংস্করণে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত,—ছ-পুথির অনুবাদের মূল যেরূপ বিস্তৃত হওয়া প্রয়োজন, মোটেই তাহার অনুরূপ নহে। ভরতকর্ত্তৃক মাতুলালয় হইতে অযোধ্যায় দূত প্রেরণ প্রসঙ্গ বঙ্গবাসী সংস্করণে আদৌ নাই। এ অবস্থায় স্বতঃই বিস্মিত জিজ্ঞাসা মনে জাগে যে অনুবাদকার এত কথা পাইলেন কোথায়? সৌভাগ্যক্রমে ঢাকা মিউজিয়মের পুথিসংগ্রহে শান্তিপুরের বড়-গোস্বামী-বাড়ী হইতে সংগৃহীত ১৭০৭ শকাব্দার নকল এক খানি সম্পূর্ণ বাল্মীকি রামায়ণ আছে। শান্তিপুর কৃত্তিবাসের বাসগ্রাম ফুলিয়ার প্রায় সংলগ্ন। এই পুথিখানি খুলিয়া দেখি, ছ-পুথির অনুবাদের মূল ইহাতে সম্পূর্ণই আছে! উহা হইতেই পূর্ব্বে ৪৯-ক প্রসঙ্গে দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছি। ১২৫৬ সনে ঢাকায় বসিয়া নকল করা ছ-পুথিতে এইরূপে বাল্মীকির খাঁটি অনুবাদের সাক্ষাৎ লাভ পরম বিস্ময়ের বিষয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই অনুবাদ কৃত্তিবাসকৃত বলিয়া ধরিয়া লইতে ভরসা পাইতেছি না। ভাষার প্রবাহ আড়ষ্ট, মিলগুলি অনেক স্থানে দুষ্ট ও শ্রুতিকটু। অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহারবাহুল্য আধুনিকগন্ধি। অনুবাদে স্থানে স্থানে মারাত্মক ভুল। কাজেই আর এক খানি প্রাচীন পুথিতে এই অনুবাদ না পাওয়া পর্য্যন্ত ইহাকে সন্দেহের চক্ষেই দেখিতে হইবে। এই পুথি ভিন্ন আদিকাণ্ডের বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত দৃষ্ট অন্য কোন পুথিতেই এই প্রসঙ্গগুলি নাই। পরে দেখিতে পাইলাম, শ্রীযুক্ত অমরেশ্বর ঠাকুর সম্পাদিত গৌড়ীয় সংস্করণের রামায়ণেও এই প্রসঙ্গগুলি আছে। ঠাকুর-মহাশয়-ধৃত পাঠের সহিত শান্তিপুরের পুথির পাঠ মিলাইয়া বাল্মীকি রামায়ণের ভরতের মাতামহপুর গমন অধ্যায়টি পরিশিষ্টরূপে উদ্ধৃত করিলাম। কৌতুহলী পাঠক ইচ্ছা করিলে বাকী অধ্যায় গুলির অনুবাদ ঠাকুরমহাশয়ের সংস্করণের মূলের সহিত মিলাইয়া লইতে পারেন। অতঃপর ঋ-পুথি হইতে আদিকাণ্ডের শেষ উদ্ধৃত করিয়া আদিকাণ্ড সমাপ্ত করিতেছি।

৫২। দশরথের বিবিধ অমঙ্গল চিহ্ন দর্শন এবং রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবার জল্পনা।

পাত্রমিত্র লইয়া রাজা আছেন দেয়ানে।
অষ্ট প্রহর যুক্তি করেন পাত্রমিত্রের সনে॥
রাজ্য ভোগ সুখ মুই করিনু অনেক কাল।
নানা উৎপাত আমি দেখি ত জঞ্জাল॥
রক্ত সৈন্য দেখি আমি যুদ্ধ করিতে সাজে।
ঝাকে ঝাকে গৃধিনী উড়িয়া পড়িছে রথের ধ্বজে
চন্দ্র সূর্য্য খসিয়া পড়ে থাকিয়া আকাশে।
বিপরীত দেখি আমি রজনী দিবসে॥
দিনে দুই প্রহরে দেখি কালিয়া হেন বুড়ী।
রথে হইতে পাড়ে আমার গলায় দিয়া দড়ি॥
আপনি পণ্ডিত রাজা সর্ব্ব শাস্ত্র জানি।
প্রমাদ পড়িল হেন মনে অনুমানি॥
অন্ধ মুনির সাপ মোর না জায় খণ্ডন।
পুত্র শোকে দেখি আমার নিকট মরণ॥
জাবদ শরীরে মোর ধর্ম্ম জ্ঞান আছে।
আগে রাম রাজা করো জে হউক পাছে॥
রামের শত্রু কেকই আছে রাজা তাহা জানে।
রাত্রি দিনে যুক্তি করেন সুমন্তের সনে॥
ভরত বিদ্যমানে রামেরে জদি দেউ ছত্র দণ্ড।
তাহাতে কেকই পাছে পাতেত পাষণ্ড॥
ভরত পাঠাইয়া দেও পড়িবার ছলে।
রামগিরি থাকুক গিয়া মাতুলের ঘরে॥
রাজা বলে সুন ভরত শত্রুঘ্ন।
মাতামহের ঘরে তোমরা করহ গমন॥

হস্তি ঘোড়া রথ ধন পাঠাইল বিস্তর।
বিদায় করিয়া দুই ভাই লড়িলা সত্বর॥
দুই ভাই রহিল গিয়া মাতামহের দেশে।
মাতামহের বাড়ী দুই ভাই পড়েন হরিষে॥
অষ্ট প্রহর দশরথের আর নাহি মন।
রামেরে রাজ্য দিতে রাজা চিন্তেন সর্ব্বক্ষণ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব অমৃতের ভাণ্ড।
এত দূরে সমাপ্ত হৈল পোতা আগু কাণ্ড॥

প্রথম পরিশিষ্ট।

ভরতস্য মাতামহপুরগমনম্

কস্যচিত্ত্বথ কালস্য রাজা দশরথঃ সুতম্।
ভরতং কেকয়ীপুত্রং সমাহূয়েদমব্রবীৎ॥
অয়ং কেকয়রাজস্য পুত্রো বসতি পুত্রক।
নেতুং ত্বামাগতো বীর যুধাজিন্মাতুলস্তব॥ (১)
তস্মান্মাতামহং দ্রষ্টুমিতো হনেন সহ ত্বয়া।
গন্তব্যং পুত্র পশ্য ত্বং পুরং মাতামহস্য তৎ॥
শ্রুত্বা দশরথস্যৈতদ্বচনং কেকয়ীসুতঃ।
গমনায়োপচক্রাম শত্রুঘ্নসহিতস্তদা॥
দৃষ্ট্বৈব ভ্রাতরং তং বৈ কেকয়ী সমুপাগতং।
ভরতং চাপ্যনুজ্ঞাতং শ্রুত্বা রাজীবলোচনং॥
অভবৎ কেকয়ী তত্র মুদা পরময়া যুতা।
চিন্তয়ামাস চ তদা গমনং ভরতস্য সা॥
ততোভ্যনুজ্ঞাপ্য নৃপং সুতং সুরসুতোপমং।
প্রেষয়ামাস কৈকেয়ী গৃহাৎ পিতৃগৃহং স্বকং॥
অমাত্যৈর্ব্বলমুখ্যৈশ্চ রথৈশ্চ বহুভির্যুতং।
পদাত্যশ্বপ্রযুক্তেন বলেন মহতা বৃতং॥
সোভিবাদ্য মহাত্মানং পিতরং দেববর্চ্চসং।
কৃতাঞ্জলিরুবাচেদমনুজ্ঞা দীয়তামিতি॥

(১) এই ছত্র পর্য্যন্ত বঙ্গবাসী সংস্করণে আছে।

তং পিতা মূর্দ্ধ্ন্যুপাঘ্রায় পরিষ্বজ্য চ পীড়িতং।
সিংহখেলগতিং বাক্যমুবাচ জনসংসদি॥
গচ্ছ সৌম্য শিবেন ত্বং মাতামহগৃহং প্রতি
সন্দেশং শৃণু মে বৎস তঞ্চ কুর্য্যাঃ সমাহিতঃ॥
ইতো মাতামহকুলং শত্রুঘ্নসহিতো ব্রজ।
শত্রুঘ্নোহ্যনুরক্তস্ত্বাং ভক্তিমাংশ্চাপ্যনুব্রতঃ॥
তবাপি চ প্রিয়তরঃ প্রাণেভ্যোপি পরন্তপ।
আত্মবৎ স ত্বয়া ভ্রাতা দ্রষ্টব্যো রক্ষ্য এব চ॥
গুণপাশশতৈর্ব্বদ্ধস্ত্বয়া হৃদি পরন্তপ।
ন জহাতি যথা পুত্র শত্রুঘ্নস্ত্বাং তথা কুরু॥
যথা প্রকৃতয়ঃ সর্ব্বাঃ স্বগুণা রঘুনন্দন।
অনুব্রজন্ত্যশেষেন সর্ব্বথা ত্বং তথা কুরু॥ শান্তিপুরের পুথি, ৬৭।২
মাতুলশ্চাপ্যয়ং পুত্র শুশ্রূষ্যোহমিব ত্বয়া।
আর্য্যকঞ্চাপি মন্যেথাঃ পূজ্যং দৈবতবৎ সদা॥
বিনীতঃ শীলবাংশ্চৈব ভবেঃ পুত্রানহঙ্কৃতঃ।
ব্রাহ্মণান্ শ্রুতবৃত্তাঢ্যান্ সেবেথাঃ ত্বং প্রযত্নবান্॥
প্রসাদ্য চৈতান্ যত্নেন পৃচ্ছেথাঃ হিতমাত্মনঃ
তচ্চাপ্যমৃতবদগ্রাহ্যং ত্বয়া তেষাং হিতং বচঃ॥

ব্রাহ্মণা হি মহাত্মানঃ শ্রিয়োমূলং সুখস্য চ ।
স্যুশ্চ তে সর্ব্বকার্য্যেষু ব্রাহ্মণা ব্রহ্মবাদিনঃ ॥
দেবাঃ পুত্রভবার্থংহি প্রজানাং বিবুধোত্তমৈঃ ।
প্রেষিতা মানুষং লোকং ভূমিদেবা দ্বিজাতয়ঃ ॥
তেষাং সকাশাদ্বেদাংশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রং তথাব্যয়ম্ ।
নীতিশাস্ত্রঞ্চ বিপুলং ধনুর্ব্বেদঞ্চ ধারয় ॥
অশ্বপৃষ্ঠে তথা নাগে ব্যায়ামং কুরু নিত্যশঃ ।
গন্ধর্ব্বস্য চ বিজ্ঞানে যুক্তো ভবিতুমর্হসি ॥
নানা শিল্প কলাজ্ঞশ্চ ভবেরপি পরন্তপ ।
ক্ষণমপ্যাসিতুং তাত বৃথৈব ন হিতং তব ॥
কুশলাবেদিনো দূতা নিত্যপ্রেষ্যাশ্চতে মম ।
হ্লাদিতং হি মনো মে স্যাৎ কুশলশ্রবণাত্তব ॥
এবমুক্তা স নৃপতির্ভরতং সাশ্রুলোচনং ।
বাষ্প গদগদয়া বাচা গচ্ছ পুত্রেত্যভাষত ॥
আপৃচ্ছৈব স পিতরং রামং চামিততেজসং ।
মাতৃংশ্চাপি প্রণম্যাদৌ শত্রুঘ্নসহিতো যযৌ ॥
বলেন মহতা বীরশ্চতুরঙ্গেন সংবৃতঃ
তথানুগম্যমানশ্চ সর্ব্বৈঃ পুরনিবাসিভিঃ ॥
ভ্রাত্রা স্নেহাচ্চ রামেণ লক্ষ্মণেন চ বীর্য্যবান্ ।
গত্বা পুরস্কৃতো ধীমান ততো গব্যুতিমাত্রকং ॥
অবরুহ্য স্বকাদ্যানাদ্ভরতঃ কেকয়ীসুতঃ ।
শত্রুঘ্নসহিতঃ পাদৌ রামস্য শিরসা যযৌ ॥
তৌ পাদয়োর্নিপতিতৌ শত্রুঘ্নভরতাবুভৌ ।
দোর্ভ্যামুত্থাপ্য রামোপি পরিষজ্যেদমব্রবীৎ ॥
কৈকেয়ীমাতরিহ মাং স্মরেস্ত্বং সহ লক্ষ্মণং ।
শত্রুঘ্নসহিতঞ্চ ত্বাং স্মরিষ্যামি সলক্ষ্মণঃ ॥
ইত্যুক্তো ভরতো রামং প্রণিপত্যাভিবাদ্য চ ।
লক্ষ্মণঞ্চ পরিষজ্য শত্রুঘ্নসহিতো যযৌ ॥
অনুগম্যমানো বহুভিঃ সুহৃদ্ভিঃ প্রিয়বাদিভিঃ ।
অনুরক্তৈস্তথা ভক্তৈরপরৈর্যোগিভির্ণরৈঃ ॥
নিবৃত্তাস্বজনানস্তাং ততঃ শীঘ্রতরং যযৌ । শা-পু ৬৮।১
শ্রীমন্মাতামহপুরং দ্রষ্টুং ত্বরিতমানসঃ ॥
সুহৃদ্ভিঃ সহ মার্গেষু বিহরন্ প্রিয়বাদিভিঃ ।
অহোভির্গনিতৈঃ কৈশ্চিদশ্রান্তবলবাহনঃ ॥
বনানি সরিতঃ শৈলানতীত্য সুমনোহরাম্ ।
আসসাদ পুরং রাজ্ঞো দূতং রাজগৃহং বিভুঃ ॥
অভ্যাসস্থ স্ততো রাজ্ঞে দূতং মাতামহায় সঃ ।
প্রেষয়ামাস ভরতঃ প্রাপ্তোস্মীত্যাপ্তকারিণম্ ॥
শ্রুত্বা চ দূতবচনং স রাজা ভৃশহর্ষিতঃ ।
প্রবেশয়ামাস পুরং ভরতং পরমার্চ্চিতং ॥
আহার্য্যসিকতাকীর্ণং পুষ্পোৎকরবিভূষিতং ।
রাজমার্গং কারয়িত্বা জলেন সুসমুক্ষিতং ॥
বিন্যস্ত পূর্ণকলসং বনমালা বিভূষিতং ।
সমুচ্ছ্রিতপতাকঞ্চ ধূপগন্ধাধিবাসিতং ॥
ততঃ প্রবেশয়ামাসুর্ভরতং পুরবাসিনঃ ।
সর্ব্বতূর্য্যস্বনৈশ্চারাদ্বাদ্যমানৈশ্চ নন্দিতম্ ।
বেশ্যাভির্ব্বারমুখ্যাভির্ব্বাদ্যানুগমমুত্তমং ।
নৃত্যন্তীভিঃ পুরস্তাত্তু পুরং তৎ প্রাবিবেশ সঃ ॥
বল্গুবাগ্ভিঃ স্তূয়মানঃ সূতমাগধবন্দিভিঃ ।
শ্রীমন্মাতামহ গৃহং ক্রমেণৈব প্রবিশ্য সঃ ॥
বৃদ্ধ মাতামহং তত্র দদর্শাভিননাম চ ।
রাজ্ঞা তেন পরিষক্তঃ পৃষ্টশ্চানাময়ং ততঃ ॥
প্রবিশ্যান্তঃপুরং তত্র প্রাণমদ্রাজযোষিতঃ ।
শ্রীমদ্রাজগৃহং প্রাপ্য তত্র স্বজনসঙ্কুলম্ ॥
স বৈ মাতামহগৃহে সর্ব্ব কামৈঃ প্রপূজিত ।
উবাস সুসুখং তত্র ভরতঃ শ্রীমতাং বরঃ ॥
গতে তু ভরতে রামো লক্ষ্মণেন সহায়বান্ ।
পিতরং পূজয়ামাস ভক্ত্যা দৈবতবৎ সদা ॥
শ্রুত্বা হি পিতুরাজ্ঞাং স কৃত্বা চৈব সদোদ্যতঃ ।
পৌরাণামপি কার্য্যানি চকারতদনন্তরম্ ॥
মাতৄণাং মাতৃকার্য্যানি চকার চ মহাযশাঃ ।
গুরুণাঞ্চৈব সর্ব্বেষাং গুরু কার্য্যানি যত্নবান্ ।
তস্য চাপ্যভবৎ প্রীতঃ স রাজা গুরবস্তথা ।
শীলবৃত্তেন রামস্য সর্ব্বে চ পুরবাসিনঃ ॥

ইত্যার্ষে ভরতস্য মাতামহপুরগমনম্ ।

দ্বিতীয় পরিশিষ্ট

কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ।

(মুখবন্ধে পুথির বিবরণ দ্রষ্টব্য)

পূর্ব্বেতে আছিল বেদানুজ মহারাজা।
তাঁর পাত্র আছিল নারসিংহ ওঝা॥
বঙ্গদেশে প্রমাদ হৈল সকলে অস্থির।
বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইলা গঙ্গাতীর॥
সুখভোগ ইচ্ছায় বিহরে গঙ্গাকূলে।
বসতি করিতে স্থান খুঁজে খুঁজে বুলে॥
গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকে চায়।
রাত্রিকাল হৈল ওঝা শুতিল তথায়॥
পুহাইতে আছে যখন দণ্ডেক রজনী।
আচম্বিতে শুনিলেন কুকুরের ধ্বনি॥
কুকুরের ধ্বনি শুনি চারিদিকে চায়।
হেনকালে আকাশবাণী শুনিবারে পায়॥
মালী জাতি ছিল পূর্ব্বে মালঞ্চ এ খানা।
ফুলিয়া বলিয়া কৈল তাহার ঘোষণা॥
গ্রাম রত্ন ফুলিয়া জগতে বাখানি।
দক্ষিণে পশ্চিমে বহে গঙ্গা তরঙ্গিণী॥
ফুলিয়া চাপিয়া হৈল তাহার বসতি।
ধন-ধান্যে পুত্র পৌত্র বাড়য়ে সন্ততি॥
গর্ভেশ্বর নাম পুত্র হৈল মহাশয়।
মুরারি সূর্য্য গোবিন্দ তাঁহার তনয়॥
জ্ঞানেতে কুলেতে ছিল মুরারি ভূষিত।
সাতপুত্র হৈল তার সংসারে বিদিত॥
জ্যেষ্ঠপুত্র হৈল তার নাম যে ভৈরব।
রাজার সভায় তার অধিক গৌরব॥
মহাপুরুষ মুরারি জগতে বাখানি।
ধর্ম্মচর্চ্চায় রত মহান্ত যে মানী॥
মদরহিত ওঝা সুন্দর মূরতি।
মার্কণ্ড ব্যাস সম শাস্ত্রে অবগতি॥
সুশীল ভগবান্ তথি বনমালী।
প্রথম বিভা কৈল ওঝা কুলেতে গাঙ্গুলী
দেশ যে সমস্ত ব্রাহ্মণের অধিকার।
বঙ্গভাগে ভুঞ্জে তিঁহ সুখের সংসার॥
কুলে শীলে ঠাকুরালে গোঁসাই প্রসাদে।
মুরারি ওঝার পুত্র সব বাড়য়ে সম্পদে॥
মাতার পতিব্রতার যশ জগতে বাখানি।
ছয় সহোদর হৈল এক যে ভগিনী॥
সংসারে সানন্দ সতত কৃত্তিবাস।
ভাই মৃত্যুঞ্জয় করে বড় উপবাস॥
সহোদর শান্তি মাধব সর্ব্বলোকে ঘুষি।
শ্রীধর ভাই তার নিত্য উপবাসী॥
বলভদ্র চতুর্ভুজ নামেতে ভাস্কর
আর এক বহিন হৈল সতাই উদর॥
মালিনী নামেতে মাতা পিতা বনমালী
ছয় ভাই উপজিলাম সংসারে গুণশালী॥
আপনার জন্ম কথা কহিব যে পাছে।
মুখটী বংশের কথা আরো কৈতে আছে॥
সূর্য্যপণ্ডিতের পুত্র হৈল নাম বিভাকর।
সর্ব্বত্র জিনিয়া পণ্ডিত বাপের সোঁসর॥
সূর্য্যপুত্র নিশাপতি বড় ঠাকুরাল।
সহস্র সংখ্যক লোক দ্বারেতে যাহার॥
রাজা গৌড়েশ্বর দিল প্রসাদী এক ঘোড়া।
পাত্রমিত্র সকলে দিলেন খাসা জোড়া॥

গোবিন্দ জয় আদিত্য ঠাকুর বসুন্ধর।
বিদ্যাপতি রুদ্র ওঝা তাহার কোঙর॥
ভৈরবসুত গজপতি বড় ঠাকুরাল।
বারাণসী পর্য্যন্ত কীর্ত্তি ঘোষয়ে যাঁহার॥
মুখটী বংশের পদ্ম শাস্ত্রে অবতার।
ব্রাহ্মণ সজ্জনে শিখে যাঁহার আচার॥
কুলে শীলে ঠাকুরালে ব্রহ্মচর্য্য গুণে।
মুখটী বংশের যশ জগতে বাখানে।
আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পুণ্য মাঘমাস।
তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস॥
শুভক্ষণে গর্ভ হৈতে পড়িনু ভূতলে।
উত্তম বস্ত্র দিয়া পিতা আমা নৈলা কোলে॥
দক্ষিণ যাইতে পিতামহের উল্লাস।
কৃত্তিবাস বলি নাম করিলা প্রকাশ॥
এগার নিবড়ে যখন বারতে প্রবেশ।
হেনকালে পড়িতে গেলাম উত্তর দেশ॥
বৃহস্পতিবারের উষা পোহালে শুক্রবার।
পাঠের নিমিত্ত গেলাম বড়গঙ্গাপার (১)॥
তথায় করিলাম আমি বিদ্যার উদ্ধার।
যথা যথা যাই তথা বিদ্যার বিচার॥
সরস্বতী অধিষ্ঠান আমার শরীরে।
নানা ছন্দে নানা ভাষা আপনা হৈতে স্ফুরে॥
বিদ্যা সাঙ্গ করিতে প্রথমে হৈল মন।
গুরুকে দক্ষিণা দিয়া ঘরকে গমন॥
ব্যাস বশিষ্ঠ যেন বল্মীকি চ্যবন।
হেন গুরুর ঠাঁই আমার বিদ্যা সমাপন॥
ব্রহ্মার সদৃশ গুরু বড় উগ্মাকার
হেন গুরুর ঠাঁই আমার বিদ্যার উদ্ধার॥
গুরুস্থানে মেলানি লইলাম মঙ্গলবার দিবসে।
গুরু প্রশংসিলা মোরে অশেষ বিশেষে॥

রাজ-পণ্ডিত হব মনে আশা করে।
পঞ্চ শ্লোক ভেটিলাম রাজা গৌড়েশ্বরে॥
দ্বারি-হস্তে শ্লোক দিয়া রাজাকে জানালাম।
রাজাজ্ঞা অপেক্ষা করি দ্বারেতে রহিলাম॥
সপ্ত ঘটী বেলা যখন দেওয়ালে পড়ে কাঠি।
শীঘ্র ধাই আইল দ্বারী হাতে সুবর্ণ-লাঠি॥
কার নাম ফুলিয়ার মুখটী কৃত্তিবাস।
রাজার আদেশ হৈল করহ সম্ভাষ॥
নয় দেউটী পার হৈয়া গেলাম দরবারে।
সিংহ সম দেখি রাজা সিংহাসনোপরে॥
রাজার ডাহিনে আছে পাত্র জগদানন্দ।
তাহার পাছে বসিয়াছে ব্রাহ্মণ সুনন্দ॥
বামেতে কেদার খাঁ ডাহিনে নারায়ণ।
পাত্র মিত্র সহ রাজা পরিহাসে মন॥
গন্ধর্ব্ব রায় বসে আছে গন্ধর্ব্ব অবতার।
রাজসভা-পূজিত তিঁহ গৌরব অপার॥
তিন পাত্র দাঁড়াইয়া আছে রাজপাশে।
পাত্রমিত্র লয়ে রাজা করে পরিহাসে॥
ডাহিনে কেদার রায় বামেতে তরণী।
সুন্দর শ্রীবৎস আদি ধর্ম্মাধিকারিণী॥
মুকুন্দ রাজার পণ্ডিত প্রধান সুন্দর।
জগদানন্দ রায় মহাপাত্রের কোঙর॥
রাজার সভাখান যেন দেব অবতার।
দেখিয়া আমার চিত্তে লাগে চমৎকার॥
পাত্রেতে বেষ্টিত রাজা আছে বড় সুখে।
অনেক লোক দাণ্ডাইয়া রাজার সম্মুখে॥
চারিদিকে নাট্য গীত সর্ব্বলোক হাসে।
চারিদিকে ধাওয়াধাই রাজার আওয়াসে॥
আঙ্গিনায় পড়িয়াছে রাঙ্গা মাজুরি।
তার উপরে পড়িয়াছে নেতের পাছুড়ি॥
পাটের চাঁদোয়া শোভে মাথার উপর।
মাঘ মাসে খরা পোহায় রাজা গৌড়েশ্বর

(১) বড় গঙ্গা নদী অর্থাৎ পদ্মানদীর পার।

দাণ্ডাইনু গিয়া আমি রাজ-বিদ্যমানে।
নিকটে যাইতে রাজা দিল হাতসানে॥
রাজা আদেশ কৈল পাত্র ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
রাজার সম্মুখে আমি গেলাম সত্বরে॥
রাজার ঠাঁই দাঁড়াইলাম হাত চারি অন্তরে।
সাত শ্লোক পড়িলাম শুনে গৌড়েশ্বরে॥
পঞ্চ দেব অধিষ্ঠান আমার শরীরে
সরস্বতী প্রসাদে শ্লোক মুখ হৈতে স্ফুরে॥
নানা ছন্দে শ্লোক আমি পড়িনু সভায়।
শ্লোক শুনি গৌড়েশ্বর আমা পানে চায়॥
নানা মতে নানা শ্লোক পড়িলাম রসাল।
খুসি হৈয়া মহারাজ দিল পুষ্পমাল॥
কেদার খাঁ শিরে ঢালে চন্দনের ছড়া।
রাজা গৌড়েশ্বর দিল পাটের পাছড়া॥
রাজা গৌড়েশ্বর বলে কিবা দিব দান।
পাত্রমিত্র বলে রাজা যা হয় বিধান॥
পঞ্চ গৌড় চাপিয়া গৌড়েশ্বর রাজা।
গৌড়েশ্বর পূজা কৈলে গুণের হয় পূজা॥
পাত্র মিত্র সবে বলে শুন দ্বিজরাজে।
যাহা ইচ্ছা হয় তাহা চাহ মহারাজে॥
কারো কিছু নাহি লই করি পরিহার।
যথা যাই তথায় গৌরব মাত্র সার॥
যত যত মহাপণ্ডিত আছয়ে সংসারে।
আমার কবিতা কেহ নিন্দিতে না পারে॥
সন্তুষ্ট হইয়া রাজা দিলেন সন্তোষ।
রামায়ণ রচিতে করিলা অনুরোধ॥
প্রসাদ পাইয়া বাহির হৈলাম সত্বরে।
অপূর্ব্ব জ্ঞানে ধায় লোক আমা দেখিবারে॥
চন্দনে ভূষিত আমি লোক আনন্দিত।
সবে বলে ধন্য ধন্য ফুলিয়া পণ্ডিত॥
মুনি মধ্যে বাখানি বাল্মীকি মহামুনি।
পণ্ডিতের মধ্যে হয় কৃত্তিবাস গুণী॥
বাপ মায়ের আশীর্ব্বাদে গুরু আজ্ঞা দান।
রাজাজ্ঞায় রচে গীত সপ্তকাণ্ড গান॥
সাতকাণ্ড কথা হয় দেবের সৃজিত।
লোক বুঝাবার তরে কৃত্তিবাস পণ্ডিত॥
রঘুবংশের কীর্ত্তি কেবা বর্ণিবারে পারে।
কৃত্তিবাস রচে গীত সরস্বতী-বরে॥

তৃতীয় পরিশিষ্ট।

(বাল্মীকির দস্যুবৃত্তির কাহিনী। খ-পুথি হইতে উদ্ধৃত। মুখবন্ধে প্রসঙ্গবিচার দ্রষ্টব্য।)

১। চ্যবন মুনির তপস্যায় গমন ও মুনিপুত্র যত্নর দস্যুবৃত্তি করিয়া পরিবার প্রতিপালনে সঙ্কল্প।

চ্যবন নামে মুনি ছিল ওবন (১) নন্দন।
যত্নু নামে পুত্র তার বিদিত ভুবন॥ (২)
বৃদ্ধকাল হৈল মুনি গেল বলিবার।
বয়স হইল শেষ শুনহ কুমার॥
এতকাল কৈল আমি গোষ্ঠীর পালন।
তপস্যা করিতে আমি করিব গমন॥
বংশের প্রধান হও শ্রেষ্ঠ যে কুমার॥
পালন করিতে গোষ্ঠী তোমা দিল ভার॥
পিতৃমাতৃ সেবিবেক অতিথি ব্রাহ্মণ।
আজি হতে যাব আমি তপস্যা কারণ॥

(১) নিতান্তই একটা আন্দাজী নাম।

(২) এই পয়ারের প্রথম ছত্রের সহিত মিল ছিল 'মন দিয়া শুন সবে আদি রামায়ণ' এবং দ্বিতীয় ছত্রের সহিত মিল ছিল—'মন দিয়া এহি কথা শুন সর্ব্বজন'। এই দুই ছত্র বাদ দিয়া বাকী দুই ছত্র দিয়া গৃহীত পয়ারটি গঠিত হইল।

এতবলি গেল মুনি তপস্যা করিতে।
মুনি গেল, মুনিপুত্র লাগিল চিন্তিতে॥
পিতৃ আজ্ঞা হৈল আমি গোষ্ঠী পালিবার।
কেমতে পালিব গোষ্ঠী, না দেখি প্রকার॥
পিতৃ মাতৃ ভাই বন্ধু দাসদাসীগণ।
কেমতে সভার তরে করিব পালন॥
বিদ্যাসম্বন্ধ সেবাকর্ম্ম নাহি জানি।
কেমতে সবারে আমি দিব অন্ন পানি॥
হেন কালে মুনিপুত্রের হইলেক মনে।
বলবন্ত হএ মুনি ধনুর্ব্বিদ্যা জানে॥
দস্যুবৃত্তি করি গিয়া বনের ভিতরে।
এহি ব্যবসায়ে আমি পালিব সবারে॥
ধনুর্ব্বাণ লৈল মুনি আর ফাঁস দড়ি।
নিজ ঘর এড়ি মুনি বন মধ্যে লড়ি॥ খ—১।২
এতেক চিন্তিয়া গেল জয়ন্তক বন।
তিন গোটা পথ তাথে দেখিতে শোভন॥
সেই বনে আছএ অশ্বথ তরুবর।
নির্জ্জনেক স্থান আছে গুহার ভিতর॥
গাছে থাকি দৃষ্টি করে মুনির নন্দন।
তিন পথে গতাগত করে সাধু জন॥
কৃত্তিবাস কণ্ঠে সরস্বতী করে কেলি।
আদিকাণ্ডে গাহিলেক প্রথম শিকলি (১)॥

২। যজুর দস্যুবৃত্তি ও দস্যু যজুর উদ্ধারার্থে ব্রহ্মার বচনে নারদের আগমন।

চারিদিকে দৃষ্টি মুনি করে ঘন ঘন।
মনুষ্য দেখিয়া মুনি নামে ততক্ষণ॥
এহারে মারিয়া আমি যেই পাই ধন।
সেই ধন দিয়া করি গোষ্ঠীর পালন॥
এই মতে মুনিবর পালে সকলেরে।
নারীবধ ব্রহ্মবধ বিচার না করে।
এহি মতে আছে মুনি বনের ভিতর।
প্রাণী বধ করে দশ সহস্র বৎসর॥
ভয়ঙ্কর হইলেক সেই রম্য বন।
সেই পথে গতাগত নাহি কোন জন॥
হেন কালে ব্রহ্মা বলে নারদের তরে।
দেখ বিপ্র অধোগতি তোমার গোচরে॥
ত্রিসন্ধ্যা করিব জে পূজিব গদাধর।
প্রাণী বধ করে ছাড়ি হেনসি বর্ব্বর॥
ব্রাহ্মণের অধোগতি দেখিব কেমনে।
চৈতন্য জন্মাও তুমি গিয়া সেই থানে॥
নারদে বোলএ পিতা শুনহ উত্তর।
দ্বিজের চরিত্রে মোর লাগে বড় ডর॥
আমি না যাইব পিতা শুন নিবেদন।
ব্রহ্মা বলে তুমি বিনে যাবে কোন জন॥
পরিত্রাণ কর গিয়া মুনির কুমার।
ইহাতে নিস্তার পাবে সকল সংসার॥
ব্রহ্মায় বলিল যদি এতেক বচন।
কপটে হইল মুনি বৃদ্ধ যে ব্রাহ্মণ॥
জীর্ণ ধুতি উত্তরী করিল পরিধান।
দীর্ঘ যষ্টি হাতে করি করিল প্রয়ান॥
অতি বৃদ্ধ হইলেক চলিতে না পারে।
দুই চারি পদ হাটি বইসে বারে বারে॥
এহ মতে চলিলা নারদ তপোধন।
বনেতে বসিয়া চিন্তে মুনির নন্দন।
মুনি বলে তিন দিন কিছু নাহি পাই।
না জানি কেমতে আছে মোর বন্ধু ভাই॥
এহি মতে ভাবে মুনি অরণ্য ভিতর।
হেন কালে দেখিলেক বৃদ্ধ দ্বিজবর॥ খ-২।১

(১) 'গ' পুথিতে দস্যু মুনিপুত্রের কাহিনীর শেষ প্রথম শিকলি' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

সুপ্রভাত রাত্রি আজি বুঝি অনুমানে।
তিন দিনে আসিল ব্রাহ্মণ একজনে॥
যেইবা পাইল আমি একটি ব্রাহ্মণ।
অতিশয় দুঃখী দেখি কিছু নাহি ধন॥
যে হৌক সে হৌক তবু লইব জীবন।
যাই পাই সেই নিয়া দিব এই ক্ষণ॥
এতেক চিন্তিয়া যায় অতি লড়ালড়ি।
এক হাতে বাণ, আর হাতে ফাঁস দড়ি॥
নারদে বোলএ শুন আমার বচন।
কোন পথে যাব আমি কহত ব্রাহ্মণ॥
মুনিপুত্রে বলে কোথা করিছ গমন।
হের আইস তোমা আজি লইব জীবন॥
মুনি বলে যজ্ঞসূত্র দেখি তোর গলে।
দ্বিজ হৈয়া হেন কথা কেহ নাহি বলে॥
এহি কথা শুনি দ্বিজ অগ্নি হেন জ্বলে।
চুলে ধরি নারদেরে পাড়ে ভূমিতলে॥
মুনি বলে মোর সঙ্গে নাহি কিছু ধন।
জীর্ণ বস্ত্র দুই খানি শুনহ ব্রাহ্মণ॥
বস্ত্র লইয়া যাও তুমি রাখহ জীবন।
জীর্ণ দেহ, জীর্ণ বস্ত্র না কর হরণ॥
মুনিপুত্রে বোলে মোর এহি ব্যবহার।
আগে মারি লই ধন পশ্চাতে বিচার॥
নিশ্চয় মারিবা যদি মুনিবরে বলে।
এথা না মারিও মোরে নেও বৃক্ষমূলে॥
দ্বিজে বলে তথা আমি নিব কি কারণ।
উচ্চ স্থানে মারিতে দেখিবে সর্ব্বজন॥
বৃদ্ধ দ্বিজে বলে শুন ব্রাহ্মণ নন্দন।
লক্ষে লক্ষে পিপীলিকা করিছে গমন॥
মোর ভরে মরে যদি পিপীলিকা গণ।
এহি পাপে হবে মোর নরকে গমন॥
কাষ্ঠের ভিতরে থাকে যত পোকাগণ।
তাতে অবতার করে প্রভু নারায়ণ॥
পিপীলিকা আদি যত বিষ্ণু নহে ভিন্ন।
যে বিষ্ণু চরণ ভজে তার শুভ দিন॥
বিষ্ণু কর্ম্ম, বিষ্ণু ধর্ম্ম বিষ্ণু সে দেবতা।
ত্রিলোকের নাথ বিষ্ণু সুখ মোক্ষদাতা॥
সর্ব্বত্র জীবের জীব প্রভু নারায়ণ॥
বিষ্ণু বিনে সর্ব্ব মিথ্যা শুনহে ব্রাহ্মণ॥
নদ নদী তৃণ (১) লতা বিষ্ণু কল্পতরু।
চৌদ্দ ভুবন পতি বিষ্ণু দেব গুরু॥
বিষ্ণুর সৃজিত প্রাণী, লইব জীবন।
কত কাল পরে জানি হবে পরিত্রাণ॥ খ- ।২
শরীর নিষ্পাপ হৈল মুনি পরশনে।
বলিতে লাগিল দ্বিজ ভয় পাইয়া মনে॥
পিপীলিকা দেখি তোমার মনে হৈল ডর।
মুই প্রাণী বধি দশ সহস্র বৎসর॥
এহি পাপে আমার হইব কোন গতি।
মুনি বোলে তোর আর নাহি অব্যাহতি॥
মুনি পুত্রে বলে তুমি শুনহ ব্রাহ্মণ।
কেমতে নিস্তার হৈব কহ তপোধন॥
প্রাণী বধ করিয়া ফেলাইছি যেই স্থান।
রক্তে নদী বহে তথা স্রোতের সমান॥
মাংস রাশি রাশি হৈছে পর্ব্বত প্রমাণ।
ঘোরতর বড় যে কুৎসিত বহে ঘ্রাণ॥
গোষ্ঠী পালিবারে হৈল পিতৃঅঙ্গীকার।
অন্য কর্ম্ম নাহি জানি এহি বৃত্তি সার॥
গোষ্ঠী লাগিয়া লই প্রাণীর জীবন।
যত পাপ বিবর্ত্তিয়া লৈব সর্ব্ব জন॥
মুনি বলে শুন দ্বিজ বচন আমার।
বিষ্ণুর সৃজিত প্রাণী সকল সংসার॥
হেন প্রাণী বধ কর শুন মূঢ় মতি।
এতেকে জানিল তোর হৈব অধোগতি॥

(১) মূলে 'দুন্ন' (?)

যত কাল থাকিবেক ত্রৈলোক্য সংসার।
তাবত তোমার আর নাহিক উদ্ধার॥
যে ভরসা করিয়াছ আপনার মনে।
তোর পাপে পাপী না হইব কোন জনে॥
নারী পুত্র না হইবে ভাই বন্ধু জন।
নিজ পাপে পাপী তুমি হইলা ব্রাহ্মণ॥
মোর বাক্যে যদি বা প্রত্যয় না লয় মনে।
শুদ্ধি করিয়া আইস গিয়া প্রতি জনে জনে॥
তথা যদি পাপভাগী হয় কোন জন।
নিশ্চয় লইও আসি আমার জীবন॥
তনয়ে না হৈব ভাগী না হৈব বনিতা।
যে কিছু বলিল আমি না হৈব অন্যথা॥
মুনি পুত্রে বলে তুমি বড়হি চতুর।
ছাড়ি গেলে পলাইয়া যাইতে পার দূর॥
বিষ্ণু বিষ্ণু বলি মুনি হস্ত দিল কানে।
পলাইয়া যাই যদি সাক্ষী নারায়ণে॥
এ কথায় তোমা মনে না হয় প্রতীত।
আমারে বান্ধিয়া থুইয়া চলহ ত্বরিত॥
নারদ বচনে মুনির লইলেক মনে।
হাতে ধরি ব্রাহ্মণেরে বৃক্ষতলে আনে॥
বৃক্ষ ডালে বান্ধি গেল ব্রাহ্মণ তনয়।
বিষ্ণুকে চিন্তিতে বান্ধ তখনে খসয়॥ খ-৩।১

৩। পরিজনবর্গের মধ্যে পাপের ভাগী কেহ হইবে কিনা পরীক্ষা করিতে নারদের বচনে যত্নুর গৃহে প্রত্যাগমন ও পরিজনবর্গকে জিজ্ঞাসা, এবং পরিজনবর্গের পাপের অংশ গ্রহণে অস্বীকার।

এথা ঘরে আসিলেক ব্রাহ্মণ কোঁয়র।
ক্ষুধায় সকল হেথা হইছে কাতর॥
পুর-পরিবার যত নারী পুত্র আদি।
সবে বলে অন্ন দাও খাইয়া প্রাণ সাধি॥
স্ত্রীপুত্র কাতর দেখি হইল কাতর।
পরণ বসন দুই দিলেক সত্বর॥
মুনি বলে আজি কিছু না পাইল ধন।
এহা বিক্রী করি ক্ষুধা কর নিবারণ॥
দিবা অন্তে রন্ধন হইল মুনি ঘরে।
চ্যবন ব্রাহ্মণী মনোরমা নাম ধরে॥
পুত্রের নিকটে যাইয়া কহেন বচন।
উঠ বাপু আসি তুমি করহ ভোজন॥
মাতাকে দেখিয়া কৈল চরণ বন্দন।
তোমা স্থানে আছে মাতা এক নিবেদন॥
সভাকে পালিতে হৈল পিতৃ অঙ্গীকার।
সে কারণে থাকি গিয়া বনের মাঝার॥
যেই পাপ করি মাতা বন মধ্যে আমি।
ইহার নি ভাগী হও কভু মাতা তুমি॥
মুনি পুত্রের মুখে শুনি এতেক বচন।
বিষ্ণু বলি কর্ণে হস্ত দিল ততক্ষণ॥
জদর্থক পুত্র তুমি আছিলা উদরে।
তার যোগ্য কথা বাপু কহিলা আমারে॥
পিতৃগৃহ হৈতে আইল তোর পিতৃ ঘরে।
ইষ্ট মিত্র বাপ ভাই বিস্মৃত সবেরে॥
স্বামী হৈল কাল পাইয়া পুত্রইচ্ছা মনে।
উত্তম তনয় দিল প্রভু নারায়ণে॥
যেই দিনে প্রবেশিলা গর্ভের ভিতর।
এক দিনে গেল মোর লক্ষেক বৎসর॥
স্বামী শয্যা ছাড়িলাম বস্ত্র আভরণ।
কোন কার্য্য না লয় মনে, ছাড়িল ভোজন॥
যখনে প্রসব হৈলা মোর গর্ভহনে।
সে সকল দুঃখ জানে প্রভু নারায়ণে॥
রক্ত মাংস খাওয়াইয়া করিনু পালন।
গুরুস্থানে বিদ্যা তুমি করিলা গ্রহণ॥

উত্তম দ্বিজের কন্যা কৈলা পরিণয়।
পিতার সমান দেখ জ্যেষ্ঠ পুত্র হয়॥
লক্ষ লক্ষ ধন দিবা করি উপার্জ্জন।
খাইব বিলাইব আর যত লয় মন॥
অন্ন বস্ত্র দিবা আর রত্ন আভরণ।
যোগ্য পুত্র হৈলে কথা না করে লঙ্ঘন॥ খ—৩।২
মন দিয়া শুন বাপু শাস্ত্রমত কথা।
আমার অধিক বাপু নহে তোর পিতা॥
যত যত তীর্থ আছে এ তিন ভুবন।
সব জলে করিবেক শ্রাদ্ধ যে তর্পন॥
শ্রাদ্ধ শান্তি করিবেক শাস্ত্রের বিধান।
মোর মুক্তি হেতু তুমি করিবেক দান॥
এহি সব কর্ম্ম যদি কর বারে বার।
তথাচ শুধিতে নার জননীর ধার॥
বড় পুণ্য ফলে বাপু পাইল তোমারে।
পাপভাগী করিবারে আসিলা আমারে॥
তোর পাপ তোতে থাউক আমার মেলানি।
এতেক বলিয়া ঘরে চলে ঠাকুরাণী॥
মাতা যদি চলি গেল দুঃখী হৈল মন।
ভালি সে বলিল মোরে বনেতে ব্রাহ্মণ॥
ক্রোধ করি গেল যদি তাহার জননী।
স্বামীকে দেখিতে আইল তাহার ব্রাহ্মণী॥
মুনির ব্রাহ্মণী নাম দেবী শশীমুখী।
স্বামীকে বিমুখ দেখি হইলেক দুঃখী॥
মাথা ধরি তোলে স্বামী দিয়া আলিঙ্গন।
উঠ উঠ চল প্রভু করিতে ভোজন॥
এতেক বলিল যদি মুনির ব্রাহ্মণী।
প্রিয়ে বলি হস্তে ধরি বসাইল মুনি॥
শুন প্রিয়া যেই পাপ করি আমি বনে।
ইহার নি ভাগী হও, কহ মোর স্থানে॥

এতেক বলিল যদি মুনির কুমার।
প্রণাম করিয়া দেবী লাগে বলিবার॥
বিষ্ণু বিষ্ণু বলি দেবী কর্ণে দিল হাত।
এমত দারুণ কথা কহো প্রাণনাথ॥
আমি কোথা তুমি কোথা কেবা কারে জানে।
জোটন করিল আনি প্রভু নারায়ণে॥
পিতৃ গৃহ হনে আইল তোমার ভুবনে।
ইষ্ট, মিত্র, মাতা পিতা পাসরিল মনে॥
পৃথিবীতে যত আছে ভাই বন্ধুগণ।
তুমি বিনে গতি নাহি এতিন ভুবন॥
আমি তোমার ধর্ম্মপত্নী, তুমি অধিকারী।
অন্য পাপ পুণ্য প্রভু ছাড়াইতে না পারি॥
অন্ন বস্ত্র দিতে যত পাপ কর তুমি।
নিশ্চয় কহিল ইহার ভাগী নহি আমি॥
বালকে পিতাএ পালে যৌবনেতে পতি।
বৃদ্ধ হৈলে পুত্রে পালে যেই ভাগ্যবতী॥ খ—৪।১
তোমা পাপ তোমা থাউক আমার মেলানি।
এ পাপের ভাগী নহি, সাক্ষী চক্রপাণি॥
এতেক কহিয়া কৈল চরণ বন্দন।
কান্দিতে কান্দিতে দেবী করিল গমন॥
মাতা আর নারী পাপ ভাগী না হইল।
কান্দিতে কান্দিতে মুনি পিতাস্থানে যাইল॥
প্রণাম করিয়া বলে পিতার গোচর।
শুন শুন পিতা কিছু আমার উত্তর॥
তোমার আজ্ঞাএ আমি থাকি তপোবনে।
সে পাপের ভাগী পিতা হওনি আপনে॥
মুনিপুত্র কথা শুনি ক্রোধ হৈল মুনি।
অরে বেটা দুরাচার কি কহিলি বাণী॥
তোর তুল্য পাপী নাহি সংসার মাঝারে।
পাপভাগী করিবারে আসিলা আমারে॥

শিশুকাল হৈতে পাল্য করিল তোমারে।
উত্তম মুনির কন্যা দিল স্বয়ম্বরে॥
জীতে অন্ন বস্ত্র দিয়া করিবা পালন।
অন্ত কালে করিবেক শ্রাদ্ধ জে তর্পণ॥
দান পুণ্য যদি কর শাস্ত্র সম্বিধানে।
তবে নিস্তারিতে পার পিতৃঋণ হনে॥
বহু পুণ্যে পাইলাম তনয় তোমারে।
পাপ ভাগী করিবারে আসিলা আমারে॥
তোর পাপ তোক থাউক আমার মেলানি।
এত বলি ক্রোধ করি চলে মহামুনি॥
পিতৃবাক্য শুনি দ্বিজ হইল কাতর।
মোর তুল্য পাপী নাহি সংসার ভিতর॥
অপরে পুছিল মুনি ভাইসব স্থানে।
পাপভাগী হও তোরা কহ মোর স্থানে॥
এত শুনি ভাই সব বলিল বচন।
জ্যেষ্ঠ ভাই পিতৃতুল্য জানে ত্রিভুবন॥
এবে অন্ন দিয়া মোরে করহ পালন।
যোগ্য হৈলে আমি তোমা করিব তোষণ।
তথা হৈতে আসিলেক দাস দাসী স্থানে।
বলিতে লাগিল মুনি সকরুণ মনে।
মুনি বলে দাস দাসী বলি হে তোমারে।
পাপভাগী হইবানি বলিবা আমারে॥
এতশুনি দাস দাসী করজোড়ে বলে।
অসম্ভব বচন, নাহি শুনি কোন কালে॥
দিবারাত্র কর্ম্ম করি তোমার বাসর।
তবে অন্ন বস্ত্র দেও শুন মুনিবর। খ—৪।২
দশ দিন দুঃখ সহি তোমা পুরে রৈয়া।
অন্ন না পাইলে সব যাইব চলিয়া॥
তথা কার্য্য করিব করিয়া সম্বোধন।
তোমার পাপের ভাগী হৈব কি কারণ॥
দাস দাসী বলে যদি এতেক বচন।
কান্দিয়া আসিল অভ্যাগতের সদন॥
তা সবার স্থানে এহি মত শুদ্ধি করে।
পাপভাগী হইবা নি বলহ আমারে॥
অতিথি সকলে বলে দ্বিজ দুরাচার।
তোমা সম পাপী নাহি সংসার মাঝার॥
যদি অন্ন জল দিতে নার দ্বিজবর।
অতিথি হইব গিয়া অন্যের বাসর॥
তোর পাপ ভাগী হৈব কিসের কারণ।
এথা হতে চল বেটা পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণ॥
এতেক শুনিয়া দ্বিজ হইল কাতর।
মোর তুল্য পাপী নাহি ভুবন ভিতর॥
ধনুর্ব্বাণ ফালাইল আর ফাঁস দড়ি।
মাথে হাত দিয়া কান্দে ভুমি তলে গড়ি॥
কার মুখ না চাহিল ভাই বন্ধুগণ।
কান্দিতে কান্দিতে চলে ব্রাহ্মণ নন্দন॥
কান্দিতে কান্দিতে গেল শ্বেত নাম বনে।
নানাবিধ বৃক্ষ তথা আছে স্থানে স্থানে॥
এক বট বৃক্ষে শারি শুক পক্ষী আছে।
তিন গুটি ছাও তার বাসাতে হইছে॥
মুনি দেখি ছাও কহে মাতাপিতা স্থানে।
আমা সকলের অঙ্গ পোড়ে কি কারণে॥
ছাও বাক্য শুনি মাতা পুত্র নিল কোলে।
বুঝি পাপী চণ্ডাল আসিল এই স্থলে॥
অন্য নহে এহি আইল চ্যবন নন্দন।
স্মরিতে লাগিল পক্ষী বিষ্ণুর চরণ॥
দস্যু বৃত্তি করে পাপী বনের মাঝার।
মহা দুরাচার পাপী সীমা নাহি তার॥
ব্রাহ্মণের পুত্র হৈয়া প্রাণী হিংসা করে।
তে কারণে অঙ্গ বাপু পোড়ে সভাকারে।

মন্ত্র রক্ষা বান্ধে শিরে স্মরি নারায়ণ।
ব্রাহ্মণেরে বলে কেন আইলে এই বন॥
এই কথা শুনিয়া চলিল তথা হনে।
কান্দিতে কান্দিতে গেল আপনার বনে॥

। যত্নুকে নারদের 'মরা' মন্ত্র প্রদান।

নারদে জানিল আইসে মুনির নন্দন।
পুনরপি পাএ তুলি দিলেক বন্ধন॥
কান্দিতে কান্দিতে গিয়া খসাইল বন্ধন।
কাতর হইয়া ধরে মুনির চরণ॥
পাপভাগী না হইল পুরবাসী যত।
যে কিছু বলিলা তুমি সব হৈল সত্য॥ খ-৫।১
মোর তুল্য পাপী নাহি এ তিন ভুবন।
কাতর হইয়া লইল তোমার শরণ।
তুমি যদি আমাকে না কর প্রতিকার।
তুমি বিনে গতি নাহি আমি দুরাচার॥
শুনিয়া নারদ মুনি দয়া হৈল মন।
মাথা ধরি তুলিয়া দিলেক আলিঙ্গন॥
মুনি বলে স্নান করি আইস মোর স্থান।
তোমা তরে দিব আমি মহামন্ত্র দান॥
পৃথু রাজার ছিল তথা রম্য সরোবর।
তাথে স্নান করি আইল মুনির কোঁয়র॥
ভক্তি ভাবে তিনবার মুখে বল রাম।
সর্ব্ব পাপ মুক্ত হৈবে পাবে পরিত্রাণ॥
অনেক প্রকারে মুনি জিহ্বা ধরি টানে।
মুখেতে না আইসে নাম কপালেতে হানে॥
মোর তুল্য অভাগিয়া নাহি ত্রিভুবন।
পরিত্রাণ না করিলে ত্যজিব জীবন॥
গালে চড় মারে মুনি দাড়ি গোপ ছিঁড়ে।
হাহাকার করি মুনি ভূমিতলে পড়ে।
কাতর হইয়া বলে ভূমিতলে পড়ি।
মুখেতে না আইসে নাম কোন বুদ্ধে তরি॥
মুনি বলে এহি বৃক্ষ দেখ বিদ্যমান।
চারি গোটা ডাল তুমি কর নিরীক্ষণ॥
কোন ডাল ইহার বা দেখহ কেমন।
উত্তর পশ্চিম পূর্ব্ব দক্ষিণ শোভন॥
হেন কালে মুনিপুত্র চাহিলেক ত্বরা।
তিন ডাল ভাল দেখে এক ডাল মরা॥
মুনি বলে মরা তোমার আসিল বদনে।
মরা মরা বল তুমি বসি এহি স্থানে॥
মুনি বলে বৈস তুমি মন্ত্র করি ধ্যান।
মরা নাম জপি তুমি হবা পরিত্রাণ॥
মরা মরা বলিতে আসিবে রাম নাম।
প্রতিকার পাইবেক সিদ্ধি হবে কাম॥
ধ্যান করি বসিলেক মুনির নন্দন।
মন্ত্র রক্ষা নারদে বান্ধিল ততক্ষণ॥
এহি মতে বৈসে মুনি করিয়া ধেয়ান।
নারদ চলিয়া গেল ব্রহ্মা বিদ্যমান॥
কৃত্তিবাসের কবিত্ব যে মধুর বচন।
আদি কাণ্ডে রচিল বাল্মীকি উপাখ্যান॥

৫। যত্নুকে ব্রহ্মার রাম নাম প্রদান ও বাল্মীকি নামকরণ। ভরদ্বাজ মুনির বাল্মীকির শিষ্যত্ব গ্রহণ।

ব্রহ্মা স্থানে নারদ কহিল বিবরণ।
ধন্য ধন্য বলি ব্রহ্মা দিলা আলিঙ্গন॥
ব্রহ্মা বলে শুন পুত্র বচন আমার।
এহি মুনি হৈতে হবে অখিল নিস্তার॥
এথা ধ্যানে আছে মুনি জপি মরা মরা।
বল্মীকে মৃত্তিকা তোলে পর্ব্বতের চূড়া॥

তার মধ্যে মরা মরা জপে অনিবার।
মুনি তপ দেখি দেব লাগে চমৎকার ॥
নিষ্পাপ হইল মুনি শুদ্ধ কলেবর।
মরা মরা জপে দশ সহস্র বৎসর ॥ খ—৫।২
ব্রহ্মার স্মরণ হৈয়া কহে নারদেরে।
মুনি পুত্র থুইয়া আইলা বন ঘোরতরে ॥
কোন গতি হৈল তার কারণ না জানি।
চল সবে দেখি গিয়া কোথা সেই মুনি ॥
ব্রহ্মা মহেশ্বর আর দেব পুরন্দর।
দেব সঙ্গে চলিলা নারদ মুনিবর।
সেই তপোবন গিয়া পাইল কতদূরে।
সেই পথে গতাগত কেহো নাহি করে ॥
তথাতে বসিল ব্রহ্মা নাহি চিহ্ন স্থান।
বল্মীক মৃত্তিকা দেখে পর্ব্বত প্রমাণ ॥
তার মধ্যে আছে মুনি করিয়া মনন।
ধ্যানেতে জানিল ব্রহ্মা সব বিবরণ ॥
বিশ্বকর্ম্মা ডাকি ব্রহ্মা বলিলা তখন।
পরিত্রাণ করি দেও মুনির নন্দন ॥
বিশ্বকর্ম্মা কাটিয়া মৃত্তিকা দূর করে।
দেখে মুনি বসি আছে মাটির ভিতরে ॥
হাতে ধরি তোলে ব্রহ্মা দিয়া আলিঙ্গন।
অনেক প্রকারে ব্রহ্মা করিলা চেতন ॥
বড় গোপ দাড়ি মুখে দেখি ভয়ঙ্কর।
শতেক সূর্য্যের তেজে জলে কলেবর ॥
মরা মরা বলি মুনি মেলিল নয়ন।
ব্রহ্মা বলে শুন তুমি চ্যবন নন্দন ॥
কিবা মন্ত্র মুখে জপ দিল কোন জন।
কোথাতে পাইলা মন্ত্র মুনির নন্দন ॥
মুনি পুত্রে বলে আমি কিছু নাহি জানি।
নারদ গোসাঞি দিল মরা নাম খানি ॥

দস্যু বৃত্তি কৈল পূর্ব্বে আমি অভাগিয়া।
এহি মন্ত্র জপি গুরু উপদেশ পাইয়া ॥
ব্রহ্মা বলে বাপু তুমি বড় ভাগ্যবান।
আজি হৈতে হৈলা তুমি আমার সমান ॥
মরা মরা বলিতে আসিল মুখে রাম।
তার কর্ণে দিল ব্রহ্মা সেই রাম নাম ॥
ব্রহ্মা বলে আমাকে না চিন মুনিবর।
আমি ব্রহ্মা হের দেখ দেব মহেশ্বর ॥
ইন্দ্রদেব দেখ হের দেব রাজধানি।
তোমা গুরু দেখহ নারদ মহামুনি ॥
এত শুনি সকলের বন্দিল চরণ।
ব্রহ্মা বোলে তুমি আমি কভু নাহি ভিন্ন ॥
বল্মীক মৃত্তিকা মধ্যে স্তবিল বিস্তর।
নাম থুইলাম যে বাল্মীকি মুনিবর ॥
এহি বন করি দিল তোমার শাসন।
বাল্মীকি-আশ্রম বলি ঘুষিব ভুবন ॥
প্রাণীগুলা বধিয়া ফালাইছ যেই স্থান।
চারু নামে নদী তথা করিনু সৃজন ॥
গো ব্রাহ্মণ হত্যা আর নারী হত্যা করে।
সর্ব্ব পাপ চারুনদী পরশিলে হরে ॥
বিংশতি যোজন তপোবন পরিমাণ।
আমার আজ্ঞায় হৈল স্বর্গের সমান ॥
ফলে ফুলে বিভূষিত সেই তপোবন। খ—৬।১
কোকিলের কলরব ভ্রমর গুঞ্জন ॥
স্থানে স্থানে হৈল তথা রম্য সরোবর।
বিশ্বকর্ম্মা বান্ধে ঘাট দেখিতে সুন্দর ॥
নানাবিধ পুষ্প ফোটে তার চারিভিত।
রাজহংস চক্রবাক ভ্রমরে বেষ্টিত ॥
চতুর্দ্দশ শাস্ত্র পড়াইল প্রজাপতি।
ব্রহ্মার বচনে মুনি তপে দিল মতি

বর দিয়া ব্রহ্মা গেল আপনা ভুবনে।
তমসা নদীর তীরে তপে এক মনে॥
ভরদ্বাজ মুনি আইল বাল্মীকির বন।
কর জোড়ে করিলেক চরণ বন্দন॥
শুন মুনি দস্যু বৃত্তি করিলা কাননে।
কোন মতে প্রতিকার পাইলা আপনে॥
বাল্মীকি বলেন আমি অন্য নাহি জানি।
নারদ গোসাঞি দিল মরা নাম খানি॥
মরা মরা জপিতে মুখেতে আইল রাম।
নামের প্রসাদে মোর সিদ্ধ হৈল কাম॥
মুনি বলে হেন মন্ত্র আছে তোমা স্থানে।
শিষ্য হইলাম আমি মন্ত্র দাও কানে।
স্নান করি আসিলেক বাল্মীকির স্থানে
সেই মহামন্ত্র দিল ভরদ্বাজ কাণে॥
কৃত্তিবাসের কবিত্ব যে মধুরস বাণী।
বাল্মীকির শিষ্য হৈল ভরদ্বাজ মুনি॥

শব্দসূচী

সংক্ষেপ ঃ—পা = পাদটীকা। সং = সংস্কৃত।

বিণ্ = বিশেষণ। তুং = তুলনীয়।

অএ = ওহে ৬৩।২, ১৩৪।২
অথা = হোথা, এই দিকে, ৬৩।২
অনুবন্ধ = হেতু, কারণ, মূল হইতে ঘটনাপরম্পরা, ১৭।১
অনুবন্ধ = জোগাড়ে, উপক্রম, ১০৭।১, ১৪৬।২
অন্তর্পট = বরকন্যার মধ্যের দৃষ্টি-অবরোধকারী কাপড়, ১৪৯।১
অন্তর = নিকট ৬৯।১
অন্তর = কারণ, জন্য ৮৯।২
অপুত্রা = অপুত্রক ৬৫।২

আওয়াস = আবাস, প্রাসাদ। এই শব্দটিতে অন্তঃস্থ ব অক্ষরটির উচ্চারণ ঠিক বজায় আছে। ১২।২, ১৫।২, ১১২।১, ১৪৬।১, ১৭৪।২
আগলি = অগ্রবর্ত্তী ১৪৮।১
আগু = অগ্র, ৪৪।১
আগুচ্ছিব = অগ্র আচ্ছাদন করিবে, আগুলিবে, ৪।২
আগোয়াত = অজ্ঞাত ৪৩।১
আছাড় = আ সম্যকরূপে, ণিজন্তস্থ = সারণ, অপসারণ = ছাড় = সম্যকরূপে অথবা সহসা অপসারণ, পতন। ২৭।১
আছুক = থাকুক ৯৫।২
আছোক = থাকুক, ১০৮।১
আটোপ = অহঙ্কার, ১৩১।২
আড়ে = দৈর্ঘ্যে, সং আয়তি হইতে ১৫।১
আতান্তর — অর্থান্তর, বাদ প্রতিবাদ, ১২৫।২
আঁতি = আর্ত্তি, ৪৯।১

আম্রকলা = রামকলা, বীচাকলা, ১৪৫।২
আম্রসার = আম্রপল্লব, ১৪৮।১, ১৫৬।১
আলিস — আলস্য ৫৫।১

ই = এই, ৮২।১
ইতিন = এই তিন ৮৫।২

উখড়িয়া = প্রতিহত ও উৎক্ষিপ্ত হইয়া ১১৪।১
উঝল = উজ্জ্বল, ১৪৭।১
উড়ে = উদিত হয় ৫৩।১ পা
উথলে = উত্থিত হয়, ২৭।২
উপাধিক = অধিকন্তু ৯৮।১
উভ = উর্দ্ধ, ৪৮।১
উভা = দীর্ঘ, ৫৩।১
উভালড়ে, উভরড়ে = লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া দৌড়ের বেগে উপুর হইয়া পড়িয়া দৌড়, ৫৩।১, ১৫৬।২ পা
উয়াড়ী = উপবাটী, বহির্ব্বাটী, বৈঠকখানা, ২৫।১, ২৫।১ পা,
উয়ারী = উয়াড়ী, ২৫।১ পা,
উহানে = উহাঁকে ৮৭।১

ঊআরি = উয়াড়ী দেখ।

এড়াইয়া = এড়া ধাতু, পরিত্যাগ বা অতিক্রম, পাশকাটান অর্থে ৩২।১ ; এড়িলেক = রাখিয়া দিল, পরিত্যাগ করিল, ৫১।২
এড়ে = নিক্ষেপ করে, সং ইড় ক্ষেপনে, ৩২।১ পা
এহাতে = ইহাতে ১।২

শব্দসূচী

শুদ্ধি = প্রশ্ন ৬২।২, ১৮০।১

শুনিত = শ্রুত, শ্রবণার্থ, ৯।১

শোষ = তৃষ্ণা, শোষণ হইতে, ৭৫।২, ৭৭।১

সকালে = শীঘ্র ৫৯।২

সঙ্কলি = সংবরণ করিয়া, ১০২।১

সজ্জ = সাজ, ৩৬।২, ৪৮।১, ১৪৯।১

সন্তোক = পুরস্কার ১৭৫।২

সভা = সবার ৫৮।২

সমসর = সদৃশ, ১০৫।১, ১৫৩।২

সম্বায় = সমবায়, একত্র ৪৯।২, ১০৭।১, ১১১।২

সমে = সহিতে ৭৩।১, ৭৫।১, ৭৬।২, ১১৩।১, ১৩৩।১

সমোসর = সং সদৃশ ৮৭।১

সরা = মৃৎপাত্র, ৫৫।১

সশ্বর = সমসর, সদৃশ, ১১৫।১

স্তবক = কাঁটাসহ ১৪৮।১

সাচান = বাজপক্ষী ৯৮।২

সাজন = সজ্জা, ১১৩।১

সাধি = সাধনা করি, ধারণ করি ১৭৮।১

সান = সঙ্কেত, ১৭৫।১

সাঁপ = অভিসম্পাত ৩০।১, ৩০।২, ৩০।২ পা ৩১।১, ৩৪।২,
৩৬।২ এবং প্রায় সর্ব্বত্র।

সাফল = সফল অর্থে ৬০।২

সামাইল—প্রবেশ করিল ৬৭।১

সান্তায় = প্রবেশ করে ৬৯।২

সারিয়া = সম্বরণ করিয়া ৬১।২

সারিস্থুরি = গণাই বাছাই, পরামর্শ—১৭।২, ২০।২

সি, অম্বুজ্জায়—বেড়াসি ১১৯।১

সি, মধ্যমপুরুষের ক্রিয়া বিভক্তি ; যথা, করসি, নিন্দসি ২৫৪।২

সি—বিস্ময়ার্থে হেনসি = এমনই ১৭৬।২

সিঙ্গ = শিঙ্গা ১৪৫।১

সুধি = শোধ করিয়া, ৯২।২

সুত = সূত্র ১৪৮।২

সোসর—সদৃশ ১৭৩।২

সোসর = সং সদৃশ = সমান, উচুনীচু নহে, ১৫।১

সোতিনী সপত্নী, সতীন, ২০।১ পা ২৩।১, ৫৮।২

হ = নিশ্চয়ার্থে অথবা ও অর্থে, আমিহ ৭৬।১, সেহ ১০৮।১
কোথাহ, ১১৯।১

হএ = হয়, ২।২, ৩।২

হঞা = হইয়া ১।১, ১।২

হনে = হইতে ৭৯।২, ৮০।২, ৮৬।১, ১২৫।১, ১৭৯।১

হাথ = হস্ত, ১১৯।২, ১৩৩।২

হানয়ে = হানে, সং হন ধাতু—বধ করার উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ
করে ৩২।১

হুলাহুলি = হুলুধ্বনি ৫৫।২পা, ৫৬।১, ৫৬।১ পা

হোতে = হইতে ১০২।২, ১০৩।১